

শ্রীলজীবগোস্বামিপ্রভুবিরচিত—

শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত—

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভঃ



—মেদিনীপুর—

কাঁথি শ্রীভাগবত মঠ হইতে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শিববাজার, পোঃ+জেঃ—মেদিনীপুর

২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত মঠ

ঈশোদ্যান, পোঃ--শ্রীমায়াপুর, জেঃ—নদীয়া

৩। শ্রীভাগবত মঠ

মনোহরচক্, পোঃ—কাঁথি, জেঃ—মেদিনীপুর

৪। শ্রীভাগবত আশ্রম

পুরুষোত্তমপুর, পোঃ—চন্দ্রকোণা,

জেঃ—মেদিনীপুর

৫। শ্রীচৈতন্য ভাগবত আশ্রম

ডি, ৩৫/১৫৯ জঙ্গমবাড়ী,

বারাণসী (কাশী) (উঃ প্রঃ)

ছয় (৬'০০)

ভিক্ষা—তিন টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল জীব গোস্বামি-বিরচিত শ্রীভাগবত সন্দর্ভান্তর্গত

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠাদির প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমহংস জগদ্‌গুরু

—ওঁ বিষ্ণুপাদ—

অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

মহারাজের নিকট দীক্ষা-শিক্ষা ও শেষ সন্ন্যাস প্রাপ্ত

শ্রীচৈতন্য সারস্বত বিদ্যাপীঠ তথা শ্রীভাগবত মঠাদির সভাপতি ও সংস্থাপক

—ওঁ বিষ্ণুপাদ—

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

তদনুকম্পিত শ্রীচৈতন্য সারস্বত বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন অধ্যাপক

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দেবশর্মা, কাব্য, তর্ক (ক), তর্ক (খ), ভক্তি, বেদান্ততীর্থ,

বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক অনূদিত

ও

শ্রীচৈতন্য সারস্বত বিদ্যাপীঠের বর্ত্তমান অধ্যাপক

শ্রীমুকুন্দরাম দাস, কাব্যতীর্থ

কর্ত্তৃক কাঁথি শ্রীভাগবত মঠ হইতে প্রকাশিত

—শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী—

৮ হৃষীকেশ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ

১১ ভাদ্র, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ

For -
Sripad Gour Krishana Brahmachari

বাঁকুড়া নিবাসী পরলোকগত
রথেন্দ্র নাথ মল্লিক
ও
তদীয় সহধর্ম্মিণী
ভক্তিমতী বিল্ববরণী মল্লিকের
অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ॥

॥ ভূমিকা ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইলেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-

পার্ষদ দক্ষিণ দেশবাসী শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে যে সকল সিদ্ধান্ত সংকলন করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমানুসারে সুসজ্জিত বা সম্পূর্ণ ছিল না। নিখিল শাস্ত্রদর্শী ও তত্ত্বকোবিদ শ্রীল জীব গোস্বামী সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দার্শনিক রীতিতে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি-এই ষট্সন্দর্ভাত্মক শ্রীভাগবত সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথম সন্দর্ভ চতুষ্টয়ে সম্বন্ধ বা সম্বন্ধী ব্রহ্ম, ভগবান পরমাত্মা ও কৃষ্ণ, পঞ্চমে অভিধেয় ভক্তি ও ষষ্ঠে প্রয়োজন প্রীতি বিচারিত হইয়াছে। তত্ত্ব সন্দর্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন,—যাঁহার চিন্ময় সত্তা ব্রহ্ম এই নামে অভিহিত, যাঁহার অংশ কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা-পুরুষ সংকর্ষণ মায়াশক্তিকে বশে স্থাপনপূর্বক স্বীয় অংশ মৎস্যাদি লীলাবতার-গণকে প্রকটিত করিতেছেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্যপ্রধান রূপ নারায়ণ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান মাধুর্য্যপ্রধান মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত-গণের প্রেম বিধান করুন।

তত্ত্ববিদ্গণ অদ্বয় অর্থাৎ যাহার সমান বা অধিক দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নাই, এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানী যোগী ও ভক্ত-ভেদে তত্ত্ববিৎ ত্রিবিধ। জ্ঞানিগণ অদ্বয়জ্ঞানকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগি-গণ পরমাত্মরূপে এবং ভক্তগণ ভগবদ্রূপে অনুভব করিয়া থাকেন। বস্তুমাত্রই শক্তিবিশিষ্ট, শক্তিরহিত বস্তু অপ্রসিদ্ধ। বস্তুর ক্রিয়াবিষয়ে উন্মুখতারূপ সামর্থ্যই শক্তি, দহন-সামর্থ্যরহিত অগ্নিকে চিন্তা করা যায় না। যে প্রকাশ-বিশেষে অদ্বয়জ্ঞানরূপ বস্তুর সামর্থ্য অন্তর্নিহিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত নহে, তাঁহাকে নির্বিশেষ 'ব্রহ্ম' এবং প্রকৃতির অতীত যে প্রকাশ জীবহৃদয়ে সাক্ষি রূপে বর্তমান, তাঁহাকে 'পরমাত্মা' এবং যে প্রকাশে স্বীয় ধামে পরিকরগণের সহিত নিত্য লীলারস আস্বাদন করেন ও করান, তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা হয়। এই প্রকাশভেদ নিত্য। অদ্বয়জ্ঞানরূপ বাস্তব বস্তুর শক্তি ত্রিবিধা-

স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তির বিলাস শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ধাম প্রভৃতি। মায়াশক্তির বিলাস সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার লীলাময় এই ব্রহ্মাণ্ড। জীবশক্তি তটস্থা অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী। জীব মায়াশক্তির প্রভাবে বন্ধন ও স্বরূপশক্তির প্রভাবে মুক্তি বা ভক্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। শক্তির বিকাশের তারতম্য অনুসারে বস্তুরও বিকাশের তারতম্য অনুভবসিদ্ধ। যে স্বরূপে সকল শক্তির সম্পূর্ণ প্রকাশ, তিনি স্বয়ং ভগবান লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। ভগবত্তা দ্বিবিধা—ঐশ্বর্য্যময়ী ও মাধুর্য্যময়ী; নরলীলাকে অপেক্ষা না করিয়া পরম ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব ঐশ্বর্য্য। নরলীলাকে অতিক্রম না করিয়া যে প্রকাশ, তাহা মাধুর্য্য।

স্বরূপশক্তি ত্রিবিধা, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। ভগবান সৎস্বরূপ হইয়া যে শক্তি দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন এবং উপাসকগণকে আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন, তিনি হ্লাদিনী।

সন্ধিনী হইতে ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ, ধাম ও পরিকরাদি, সম্বিৎ হইতে জ্ঞান, হলাদিনী হইতে প্রেমানন্দ প্রকাশিত। দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের ধাম; দ্বারকায় শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ প্রকট রূপে এবং মথুরায় অপ্রকট অর্থাৎ অন্যের অদৃশ্যরূপে অবস্থান করেন। বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য অবস্থান করেন।

দ্বারকা ও মথুরায় পার্ষদ যাদবগণ, গোকুলে গোপগণ। যাদবগণের ভাব ঐশ্বর্য্যযুক্ত, গোপগণের ভাব মাধুর্য্যপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য ও বেণুমাধুর্য্য অসাধারণ। বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই ত্রিবিধ বয়স অন্যান্য রূপে অপ্রকাশিত। রামনামে মুক্তিদাতৃত্ব শক্তি অধিক, কৃষ্ণনামে মোক্ষানন্দ-তিরস্কারী প্রেমানন্দ-দাতৃত্ব শক্তি সমধিক। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অবতারের মূল। পুরুষাবতারত্রয়—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও

ক্ষীরোদশায়ী। কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তর্যামী, গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মার অন্তর্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী। মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি লীলাবতার; শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত যুগাবতার চতুষ্টয়; পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি শক্ত্যাবেশাবতার; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতার; যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন সার্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু — এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার। শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধা—প্রকটরূপা ও অপ্রকটরূপা। ভগবান স্বীয় ধাম ও পরিকর সহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে লীলা করিয়া থাকেন, তাহা প্রকটলীলা। এই লীলা দেশকালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমিত না হইয়াই ভগবদিচ্ছায় আরম্ভ ও সমাপ্তিবিশিষ্টা; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোক বস্তু সংমিশ্রিতা এবং আবির্ভাবতিরোভাবাদিময়ী। অপ্রকট লীলার সমাপ্তি নাই, এই লীলা দ্বিবিধা—মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলায় ভগবান একই স্থানে নিয়ত অবস্থান করেন। কিন্তু স্বারসিকী লীলায় ইচ্ছামত সর্ব্বত্র বিভিন্ন লীলা করিয়া থাকেন। অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলা অধিক চমৎকারিণী; ইহাতে বিরহ সংযোগাদির অতিশয় বৈচিত্র্য বর্তমান—ইত্যাদি বিষয় ষট্সন্দর্ভে আলোচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে এই শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন—মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠস্থিত শ্রীচৈতন্য সারস্বত বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক—আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দেবশর্মা পঞ্চতীর্থ বিদ্যালঙ্কার।

যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে উক্ত গ্রন্থরত্নের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলেন, তাঁহারা পরলোকগত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে আমরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের কল্যাণ কামনা করিতেছি।

অলমতি বিস্তরেণ। ইতি—

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি বিচার যাযাবর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—— ঃ * ঃ ——

ষট্‌সন্দর্ভনামক শ্রীভাগবত সন্দর্ভে

চতুর্থঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভঃ।

—— ঃ * ঃ ——

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীল রূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত খণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥ ১ ॥

অথ পূর্ব্বসন্দর্ভত্রয়েণ যস্য সর্ব্বপরত্বং সাধিতং তস্য শ্রীভগবতো নির্দ্ধারণায়

বঙ্গানুবাদ—

সজ্জন শিরোমণি শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সন্তোষ সাধন নিমিত্ত দক্ষিণদেশোদ্ভব শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী পুনঃ এই শ্রীভাগবত সন্দর্ভ বিচার করিতেছেন।

তাঁহার প্রথম রচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে কোথাও যথাক্রমে কোথাও বিপরীতক্রমে কোথাও বা খণ্ডিত ভাবে শ্রীভাগবত সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইয়াছিল, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রম নিবন্ধন পূর্ব্বক লিখিতেছেন ॥ ১ ॥

সন্দর্ভোঽয়মারভ্যতে।* অথ প্রথমস্য দ্বিতীয়ে বদন্তীত্যাদিনা তদেকমেব তত্ত্বং ব্রহ্মাদিতয়া শব্দ্যত ইত্যুক্তম্। তদেব ব্রহ্মাদিত্রয়ং তৃতীয়ে বিবিচ্যতে।

ব্রহ্মত্বিহ— যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥ (ভাঃ ১।৩।৩৩)

পূর্ব্ব নিবন্ধ তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-সন্দর্ভত্রয়ে যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সাধন করা হইয়াছে সেই শ্রীভগবদ্বস্তু নির্ণয়ের জন্য (কারণ শ্রীরাম নৃসিংহাদি অন্য স্বরূপই শ্রীভগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন) এই শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের আরম্ভ করা হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বদন্তী" ইত্যাদি শ্লোকে সেই একই তত্ত্ব জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণের নিকট ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ রূপে অভিহিত হন ইহা বলা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিষয় বিচারিত হইয়াছে। শ্লোকার্থ— অবিদ্যার প্রভাবে জীবাত্মাতে সৎ ও অসৎস্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর আরোপিত হয় অর্থাৎ জীবের স্বরূপ জ্ঞান আবৃত হইলে শরীরদ্বয়কে জীব স্বরূপ বলিয়া ভ্রম হয় এবং জীবের স্বরূপ জ্ঞান হইলে এই আরোপিত শরীরদ্বয় যে দর্শনে বাধিত হয় তাহাই ব্রহ্মদর্শন। (ক) এইরূপ দুইটি শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হইলেও তাহা সাধকগণের নিকট একই রূপে (নির্ব্বিশেষরূপে) আবির্ভূত হন। এই কারণে তাঁহাতে সংশয় নাই অতএব এস্থানে সে তত্ত্ব বিষয়ে বিচার উপযোগী নহে, একারণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোককে উদাহরণ দেওয়া যায় না কিন্তু শ্রীভগবান্

---

* যে পুস্তকে বর্ণনীয় শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থের প্রকাশ করা হয় তাহাকে সন্দর্ভ বলে যথা— "গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তি শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ"॥ (কোষ)

(ক) জীবের স্বরূপ-জ্ঞান পরতত্ত্ব জ্ঞানের অধীন সুতরাং পরতত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব ব্যতীত কেবল জীবের স্বরূপজ্ঞান দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হয় না।

ইত্যাদিনা তত্র ত্রিবিধস্যাপি একাকারাবির্ভাবতয়া সংশয়াভাবায়োপযুক্তম্, ইতি তত্তচ্চ নোদাহরণীয়ম্। শ্রীভগবৎ পরমাত্মনোস্তু দাহ্রিয়তে। তত্র ঈশ্বরো নাম নিরাকারো নাস্তীতি পূর্ব্বং নির্ণীতং, পরমাত্মশব্দেন চ সর্ব্বান্তর্যামিপুরুষঃ প্রতিপাদিতঃ, তেষ্বেব সন্দর্ভেষু। তথাচ সতি তস্মিংস্তৃতীয়াধ্যায়ারম্ভ এব নাভাষ্যম্। নমু পূর্ব্বং ব্রহ্মাদিতয়া ত্রিবিধত্বেনৈকমুক্তম্। তত্র ব্রহ্মণঃ কিং লক্ষণম্ ভগবৎপরমাত্মনোর্ব্বা তত্র বিশেষ কশ্চিদ্বা কিমস্তীতি শ্রীমদীশ্বরাকারাদিষু বহুষু চ সৎসু শ্রীভগবান্নাম কতমাকারঃ পরমাত্মা বা তয়োশ্চ কিং স্বরূপাদিকমিতি শ্রীশৌনকাদিকপ্রশ্নাশঙ্ক্য প্রথমং শ্রীভগবৎপরমাত্মানৌ নির্দ্ধারয়ন্ শ্রীসূত উবাচ—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ২ ॥

ও পরমাত্মার প্রতিপাদক বচন সমূহ উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। ঈশ্বর তত্ত্ব নিরাকার নহেন ইহা পূর্ব্বে সন্দর্ভত্রয়ে নির্ণীত হইয়াছে এবং পরমাত্ম শব্দ দ্বারা সকলের অন্তর্যামী পুরুষকে যে বুঝায় তাহাও সেই সন্দর্ভত্রয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ রূপ নির্ণীত হইলে প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই প্রকার আভাস দিতে হইবে যথা— পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত তত্ত্বকে এক স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ব্রহ্মের লক্ষণ কি? তাঁহাতে ভগবান্ ও পরমাত্মা হইতে কোন বিশেষত্ব আছে কি? ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরের আকারাদি বহুবিধ থাকিলেও তন্মধ্যে শ্রীভগবানের আকার কোনটি? পরমাত্মার আকার কোনটি? তদুভয়ের স্বরূপ বা কিরূপ? নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্নসমূহের আশঙ্কা করিয়া প্রথমে শ্রীভগবান্ ও পরমাত্মার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীসূত গোস্বামী বলিতেছেন— (শ্লোকার্থ) শ্রীভগবান্ আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবসৃষ্টি অভিপ্রায়ে, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সহিত মিলিত ষোড়শ কলাযুক্ত পুরুষাকার গ্রহণ করেন ॥২॥ আদিতে অর্থাৎ জীব সমূহের আবির্ভাব ও মহদাদির সৃষ্টির পূর্ব্বে

আদৌ জীবাবির্ভাব মহদাদি সৃষ্টিতঃ পূর্ব্বং পৌরুষরূপং জগৃহে প্রকটিতবান্। কেন হেতুনা, লোকসিসৃক্ষয়া, লোকানাং সমষ্টিব্যষ্টিজীবানাং তদধিষ্ঠানানাঞ্চ প্রাদুর্ভাবার্থমিত্যর্থঃ। তস্মিন্ হি তানি লীনান্যাসন্নিতি। অতস্তৎপ্রাদুর্ভাব স্তৃতীয়ে তদ্দ্বারৈব উক্তঃ "ভগবানেক আসেদমি"ত্যাদি প্রকরণে "কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্" ॥ ইতি (ভাঃ ৩।৫।৬)। তত্র তেষাং সম্ভাবং বিবৃণোতি, মহদাদিভিঃ সম্ভূতং মিলিতং অন্তর্ভূতমহদাদিতত্ত্বমিত্যর্থঃ। "সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্ম" ইতি তৃতীয়াদেব সম্পূর্ব্বো ভবতি সঙ্গমার্থে প্রসিদ্ধ এব 'সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা'

সমষ্টি ব্যষ্টি জীব ও তাহার আশ্রয় ভুবন সমূহের প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত তিনি পুরুষাকৃতি নিত্যসিদ্ধরূপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই পুরুষের রূপে সমষ্টি ব্যষ্টি জীব ও তাহাদের অধিষ্ঠান লীন ছিল। অতএব তৃতীয়স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ে সেই পুরুষরূপদ্বারা তাহাদের প্রকাশ "ভগবান্ এক আসেদম্" (সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ শ্রীভগবানে লীন থাকায় একমাত্র তিনিই ছিলেন) ইত্যাদি প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে, তাহা এরূপ—চিচ্ছক্তিযুক্ত মহা বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ নিজের অংশ স্বরূপ প্রকৃতির দ্রষ্টা পুরুষরূপে কালশক্তি দ্বারা ক্ষোভিত ত্রিগুণময়ী মায়াতে চিদাভাসাখ্য জীবশক্তির আধান করিয়া থাকেন। সেই পুরুষ রূপে যে সমষ্টি ব্যষ্টি জীব ও জগৎ বিদ্যমান ছিল তাহা প্রকাশ করিতেছেন— "মহদহঙ্কার প্রভৃতি সহিত সম্ভূত" সম্ভূত মানে মিলিত অর্থাৎ মহদাদিতত্ত্ব তাঁহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। একারণ তৃতীয় স্কন্ধের ৮।১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে তিনি প্রলয়কালে নিজশরীর মধ্যে ত্রিভুবনস্থ জীব বৃন্দের সূক্ষ্ম শরীর সকল নিহিত করিয়া অবস্থান করিলেও পুনর্ব্বার সৃষ্টির সময় তৎসমুদায়ের প্রকাশের নিমিত্ত স্বীয় কালাত্মিকা শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোকের "সম্ভূত" শব্দের 'মিলিত' এই অর্থ নিজ কল্পিত কেহ মনে

ইতি মাঘে (২।১০০)। "তদেবং বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি" ইত্যাদৌ মহৎ-স্রষ্টৃত্বেন প্রথমপুরুষাখ্যং রূপং যৎশ্রূয়তে, যচ্চ ব্রহ্মসংহিতাদৌ কারণার্ণবশায়ি-সঙ্কর্ষণত্বেন শ্রূয়তে,তদেব জগৃহে ইতি প্রতিপাদিতস্তস্য জগৎস্রষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেন। ততোঽপি পরত্রৈশ্বর্য্যসম্ভাবনার্থমাহ ষোড়শকলং সম্পূর্ণ সর্ব্বশক্তিযুক্তমিত্যর্থ। পূর্ণত্বঞ্চাত্রাপেক্ষিকং, স্বরূপশক্তিনিধিরপি স্বসান্নিধ্যেন মায়াবৃত্তিভির্জগৎ-স্রষ্ট্যাদিকর্ত্তা ভগবদংশবিশেষঃ সর্ব্বান্তর্যামিপুরুষাপরপর্য্যায়ঃ পরমাত্মা, ভগবাংস্তু ততোঽপি পরস্তদংশী স্বরূপশক্ত্যৈকবিলাসবান্ ইত্যভিহিতম্। তদেবং সামান্যতো ভগবৎ-পরমাত্মানৌ নিরূপ্য পরমাত্মানন্তাবতারেকঃ স্থান-স্বরূপা-কারবিশেষৈর্নির্দ্ধারয়তি ত্রিভিঃ ॥ ৩ ॥

করিতে পারেন এই সন্দেহ নিরাকরণের নিমিত্ত সম্ পূর্ব্ব ভূ ধাতুর মিলনার্থে প্রসিদ্ধি শিশুপাল বধ কাব্যে দ্বিতীয় সর্গের শততম শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন যথা—"পার্ব্বত্য নদীসকল মহানদীর সহিত 'সম্ভূয়' অর্থাৎ মিলিত হইয়া সাগরে গমন করে" এই সকল স্থলে পূর্ব্বোক্ত অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

অতএব সাত্বত তন্ত্রে "বিষ্ণুর তিনটি রূপ পুরুষ নামে অভিহিত" এই সকল শ্লোকে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া প্রথম পুরুষাখ্য যে রূপ শুনা যায় এবং ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে যাঁহাকে কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ রূপে জানা যায় সেই পুরুষ রূপই 'জগৃহে' অর্থাৎ প্রকট করিলেন ইহা প্রতিপন্ন হইল।

এই প্রথম পুরুষ সৃজন পালনাদির কর্ত্তা হইলেও সৃজনাদি কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যেও তাঁহার সামর্থ্য থাকা সম্ভব ইহা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—"ষোড়শ কল" অর্থাৎ সম্পূর্ণ শক্তিযুক্ত, কিন্তু তাঁহার এই পূর্ণত্ব আপেক্ষিক অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের তুলনায় ইনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত। এই প্রথম পুরুষ স্বরূপশক্তির আশ্রয় হইয়াও নিজ সান্নিধ্য দ্বারা মায়াশক্তিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া সেই ক্ষোভিতা মায়া বৃত্তি সমূহ দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার-কর্ত্তা ও শ্রীভগবানের অংশবিশেষ এবং সকলের অন্তর্য্যামী পুরুষ ইহার অপর নাম 'পরমাত্মা'। পরন্তু শ্রীভগবান্ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাংপতিঃ॥

যস্য পৌরুষরূপস্যাম্ভসি প্রলয়কালীন গর্ভোদকে শয়ানস্য সতঃ। তথাচ ভারতে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে—"অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাসৃজচ্ছেষমব্যয়ম্। স হি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ॥ প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ। অনিরুদ্ধাত্তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ"॥ তত্রৈব ব্যাসঃ—

পরমাত্মেতি যং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগবিদো জনাঃ।
মহাপুরুষসংজ্ঞাং স লভতে স্বেন কর্ম্মণা॥
তস্মাৎ প্রসূতমব্যক্তং প্রধানং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
অব্যক্তাদ্ব্যক্তমুৎপন্নং লোকসৃষ্ট্যর্থমীশ্বরাৎ॥ ৩॥

অধিক প্রকাশ এবং তাঁহার অংশী আর তিনি একমাত্র স্বরূপশক্তির বিলাস পরায়ণ ইহা এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এইরূপে সাধারণভাবে শ্রীভগবান্ ও পরমাত্মার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া অনন্তর বহুবিধ স্থান, কর্ম্ম, স্বরূপ ও আকার বিশেষ দ্বারা তিনটি শ্লোকে পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন ॥৩॥

পরমাত্মার স্থানাদি ভাঃ ১।৩।২ শ্লোকে—

যিনি প্রলয় কালে গর্ভোদকে শয়ন করিয়া যোগ সমাধি রূপ নিদ্রা বিস্তার করিয়াছেন সেই পুরুষ রূপের নাভিপদ্ম হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (মহাভারত) মোক্ষধর্ম্ম নারায়ণীয়ে ৩৩৯ অঃ ৭২-৭৪ শ্লোকে শ্রীঅনিরুদ্ধ বলিয়াছেন—আমার চতুর্থ মূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব অবিনাশী শেষকে (অনন্ত) সৃজন অর্থাৎ প্রকটিত করিয়াছেন, তিনি সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত তিনিই প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ আমার সৃষ্টি। এইরূপে আমার বার বার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনিরুদ্ধ হইতে আমার নাভিপদ্ম জাত ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণির সৃষ্টি হয়।

সেই প্রসঙ্গে ব্যাস বলিয়াছেন—সাংখ্যযোগবিদ্ জনগণ যাঁহাকে পরমাত্মা

অনিরুদ্ধে হি লোকেষু মহানাত্মেতি কথ্যতে।
যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্ম্মমে চ পিতামহম্ ॥ ৫ ॥

তত্তেঽত্রাবান্তর ভেদেঽপ্যভেদস্বীকারেণ দ্বিব্যূহোক্তিরিত্যেব বিশেষ ইতি বাসুদেবস্থানীয়ো ভগবাংস্তস্মাদন্য এব ইত্যায়াতম্। এবমেকাদশে চ—

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥

বলেন, তিনি স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে মহাপুরুষ সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহা হইতে অব্যক্ত উৎপন্ন হয়। সেই অব্যক্তকে জ্ঞানিগণ প্রধান বলিয়া জানেন। লোক সৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বরের (উক্ত পরমাত্মার) সান্নিধ্য বশতঃ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত মহদাদি উৎপন্ন হয়। যিনি ব্যক্ত (প্রকটিত) হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন সেই অনিরুদ্ধ বিজ্ঞসমাজে মহান্ আত্মা বলিয়া কথিত হন ॥ ৪ ॥ (এইস্থানে শ্রীঅনিরুদ্ধের উক্তিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিনব্যূহের উল্লেখ আছে, আর শ্রীব্যাসের উক্তিতে সঙ্কর্ষণ (মহাপুরুষ) ও অনিরুদ্ধ (মহান্ আত্মা) এই দুই ব্যূহের উল্লেখ আছে, এই মতভেদের মীমাংসা এই যে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের পরস্পর অবান্তর ভেদ থাকলেও শ্রীব্যাসের বাক্যে অভেদ অঙ্গীকার করিয়া দুই ব্যূহের উক্তি হইয়াছে, ইহাই বিশেষ ; অতএব বাসুদেব স্থানীয় শ্রীভগবান্ এই দুই ব্যূহ হইতে ভিন্ন ইহা বুঝা গেল।

একাদশ স্কন্ধেও এই প্রকার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পুরুষাবতারত্রয় হইতে শ্রীবাসুদেবকে ভিন্নরূপে বলা হইয়াছে। শ্লোকার্থ— "আদিদেব নারায়ণ যৎকালে নিজ মায়ারচিত পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন তৎকালে পুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন"।

এখানে শ্রীধরস্বামিপাদও "প্রথমে পুরুষাবতারের কথা বলিতেছেন" এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিজসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা বিরাজ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ নগর

ইত্যত্র তৈরেব ব্যাখ্যাতম্। আদৌ পুরুষাবতারমাহ ভূতৈরিতি। যদা স্বস্থষ্টৈঃ ভূতৈঃ বিরাজং ব্রহ্মাণ্ডং পুরং নির্ম্মায় তস্মিন্ লীলয়া প্রবিষ্টঃ নতু ভোক্তৃত্বেন, প্রভূত পুণ্যস্য জীবস্য তত্র ভোক্তৃত্বাদিত্যেবমগ্রোত্তরত্র শ্লোকদ্বয়েহপ্যেবমেবার্থো দৃশ্যতে। তথা দ্বিতীয়স্য ষষ্ঠে স এষ আদ্য পুরুষঃ ইত্যাদি পদ্যে চ টীকা, স এব আদ্যো ভগবান্ যঃ পুরুষাবতারঃ সন্ সৃষ্ট্যাদিকং করোতীত্যেষা। এবমাদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেত্যস্য টীকা চ দর্শিতৈব। তথা তৃতীয়স্য বিংশে 'দৈবেনেত্যাদিকং সোঽশ্বিত্যন্তং সটীকমেব প্রকরণমত্রানু-

---

নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রথম পুরুষাবতার লীলার জন্য প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু ভোক্তা রূপে নহে কারণ প্রচুর পুণ্যশালী জীবই তথায় ভোক্তা হয়েন। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকেও এইরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়।' সেইরূপ ২য় স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অঃ ৩৯ "শ্লোকে সেই আদ্য পুরুষাবতার ভগবান্" এই পদ্যের টীকা যথা— তিনিই আদ্য অর্থাৎ ভগবান্, যিনি পুরুষাবতার হইয়া সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন। তত্রত্য "আদ্যোঽবতার পুরুষঃ পরস্য" এই ৪২ সংখ্যক পদ্যের টীকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—"পরম পুরুষ ভূমার অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেই প্রথমাবতারপুরুষ (যিনি) প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যাহার উক্ত সহস্রমস্তকাদি লক্ষণবিশিষ্ট লীলাবিগ্রহ আছে")।

* তৃতীয়ের ২০ অধ্যায়ে "দৈবেন দুর্বিতর্ক্যেন" ইত্যাদি শ্লোক হইতে ' সো নু বিষ্টো ভগবতা" ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত মূল ও শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার সহিত প্রকরণটি অনুসন্ধান করিলে এই পুরুষাবতারের কথা জানা যাইবে। তাহা এস্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে যথা— "নির্ব্বিকার শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তি ক্রমে বিক্ষুব্ধ গুণত্রয়রূপ প্রধান হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। যদিও প্রকৃতির গুণত্রয় বিক্ষোভের প্রতি জীবাদৃষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ ও কাল এই তিনই কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি জীবাদৃষ্ট ও কালকে গৌণ এবং মহাপুরুষকে মুখ্য কারণ জানিতে হইবে। সেই মহাপুরুষের ইচ্ছায় মহত্তত্ত্ব

সঙ্কেয়ম্। তস্মাদ্ বিরাট্ ত্বেন তদ্রূপং ন ব্যাখ্যাতম্। অত্র মহৎস্রষ্টৃ-ব্রহ্মাণ্ড-প্রবিষ্ট পুরুষয়োরভেদেনৈবোক্তিঃ॥ ৫॥

অথ তটস্থস্বরূপলক্ষণাভ্যাং তদেব বিশিনষ্টি।

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥ (ভাঃ ১।৩।৩)

হইতে অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হয়। তাঁহার ইচ্ছায় এই সমুদায় সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে মহৎস্রষ্টা ঈশ্বর গর্ভোদশায়িরূপে প্রবেশ করিয়া শয়ন করেন। ইঁহার নাভিপদ্ম হইতে সহস্রসূর্য্যতুল্য জ্যোতিষ্মান্ সমস্ত জীবের অধিষ্ঠান-স্বরূপ পদ্ম প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম লাভ করেন") অতএব এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডই যে সেই পুরুষাবতারের রূপ তাহা ব্যাখ্যাত হয় নাই। (তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামি সহস্রশীর্ষারূপে অবস্থান করেন,) এখানে মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা পুরুষ এবং ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট পুরুষের অভেদরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে॥ ৫॥

অতঃপর তটস্থ ও স্বরূপ এই দ্বিবিধ লক্ষণ দ্বারা সেই পুরুষরূপই বিশেষ করিয়া কহিতেছেন, (যে ধর্ম্ম লক্ষ্য পদার্থে থাকে অন্যত্র থাকে না তাহা লক্ষণ নামে অভিহিত, যেমন গলকম্বল গরুতে আছে অন্য পশুতে নাই সুতরাং গলকম্বলই গরুর অসাধারণ লক্ষণ। যে লক্ষণ লক্ষ্যপদার্থের স্বরূপে অবস্থান করে তাহা স্বরূপলক্ষণ, যেমন সত্য জ্ঞানাদি ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত সেইজন্য তাহা স্বরূপলক্ষণ আর যে সমস্ত কার্য্য দেখিয়া বাহির হইতে সেই পদার্থের জ্ঞান হয় তাহাকে তটস্থলক্ষণ বলে যথা—জগতের জন্ম স্থিতি লয় তাঁহার স্বরূপে থাকে না এইজন্য এইগুলি ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। আলোচ্য শ্লোকে ভূরাদি লোকসমূহকে ভগবানের অঙ্গরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, উহা তাঁহার স্বরূপে নাই কেননা ঐ লোকসমূহ বস্তুত তাঁহার শরীর নহে, তাঁহার

অবয়বসংস্থানৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদিসন্নিবেশৈর্লোকবিস্তরো বিরাড়াকারঃ প্রপঞ্চঃ কল্পিতঃ। যথা—তদবয়বসন্নিবেশস্তথৈব পাতালমেতস্য হি পাদমূলমিত্যাদিনা নবীনোপাসকান্ প্রতি মনঃস্থৈর্য্যায় প্রখ্যাপিতঃ। নতু বস্তুতস্তদেব তস্যাঙ্গমিত্যর্থঃ। তৎ শ্রীভগবতঃ পৌরুষং রূপং বৈ প্রসিদ্ধৌ বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বাভিব্যক্তত্বাৎ শক্তিস্বরূপয়োরভেদাচ্চ তদ্রূপমেবেত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ স্বরূপত্বং তদ্রূপস্য—"নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ"মিত্যত্র বিশুদ্ধং জাড্যাংশেনাপি রহিতং, স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ। উর্জ্জিতং সর্ব্বতো বলবৎ, পরমানন্দরূপত্বাৎ। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাদিতি" শ্রুতেঃ।

শরীর শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়)

শ্লোকার্থ—যাঁহার অবয়বসংস্থান অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির সন্নিবেশ দ্বারা লোকবিস্তর অর্থাৎ বিরাট্ আকারের প্রপঞ্চ (জগৎ) কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার হস্তপদাদি অবয়বের সন্নিবেশ যথা—পাতাল বিরাট্রূপের চরণের নিম্নভাগ ইত্যাদি (ভাঃ ২।১।২৬) শ্লোকে নবীন উপাসকগণের মনের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত এই বিরাট্ রূপের উপাসনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বস্তুতঃ পাতালাদিই তাঁহার অঙ্গ নহে। ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানের সেই পৌরুষরূপ বিশুদ্ধ উর্জ্জিত অর্থাৎ বলবৎ সত্ত্ব স্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। (এখানে সত্ত্ব-সন্ধিনীশক্তি) এরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বে ঐ পৌরুষরূপ প্রকাশিত হয়। বস্তু ও শক্তি স্বরূপতঃ অভেদ বলিয়া সেই'রূপ'কে সত্ত্বস্বরূপই বলা হইয়াছে। এই বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্ব প্রকটিত রূপই যে তাঁহার স্বরূপ তাহা "হে পরম ! পরিদৃশ্যমান আপনার এই 'রূপ' আপনার আনন্দমাত্র স্বরূপ হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না" (ভাঃ ৩।৯।৩) শ্লোকে বিশুদ্ধ এই বিশেষণ দ্বারা জড়ের অংশ লেশমাত্র রহিত সত্ত্ব জানিতে হইবে। কারণ এই সত্ত্ব স্বরূপশক্তির (সন্ধিনীর) বৃত্তি—পরিণতি। উর্জ্জিত—পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া সকলের অপেক্ষা বলিষ্ঠ। (তৈত্তীরিয় ২।৭) শ্রুতিও ঐ পুরুষকে পরমানন্দ

তদেবং পুরুষস্য স্থানকর্ম্মস্বরূপাণ্যভিধায় আকারমপ্যাহ—

পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥

অদঃ পৌরুষরূপমদভ্রচক্ষুষা ভক্ত্যাখ্যেন। 'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া' ইত্যুক্তেঃ। অস্য সহস্রপাদাদিত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং তৃতীয়স্য অষ্টমে শ্রীমৈত্রেয়েণ—বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রৈরিতি দোর্দ্দণ্ডসহস্রশাখমিতি কিরীটসাহস্র-হিরণ্যশৃঙ্গমিতি চ। তথা নবমস্য চতুর্দ্দশে শ্রীশুকেন—"সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ। জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈরিতি"।

স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন যথা—"যদি আকাশ—ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ না হইতেন তবে কে অপান বায়ুর চেষ্টা বা প্রাণবায়ুর চেষ্টা করিত (বাঁচিত)"।

পুরুষের স্থান কার্য্য ও স্বরূপ বলিয়া আকার বলিতেছেন—ভক্তগণ পুরুষ অভিহিত ভগবানের এই রূপ ভক্তিচক্ষুতে দর্শন করিয়া থাকেন। অদ্ভুত এই 'রূপ' সহস্র (অগণিত) পদ উরু বাহু মুখ মস্তক কর্ণ চক্ষু ও নাসিকা বিশিষ্ট এবং অনন্ত মুকুট ও কুণ্ডলে উদ্ভাসিত। (ভাঃ ১।৩।৪)

অদভ্র চক্ষু—ভক্তিনামক চক্ষু। (গীতায় ৮।২২) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পরম পুরুষকে অনন্যা (শুদ্ধা) ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। শ্রীভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয় এই পুরুষের সহস্রপাদাদি বিরাট রূপের ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—মরকতশিলাময় পর্ব্বতরূপে উৎপ্রেক্ষিত সেই পুরুষের বাহুসকল অসংখ্য বেণুরূপে ও চরণসকল বৃক্ষরূপে কল্পিত। ২৯ শ্লোকে —মহান্ চন্দনবৃক্ষরূপে বিরাজিত পুরুষের উত্তম উত্তম মণিমণ্ডিত অনন্ত বাহু শাখাস্থানীয় ও ৩০ শ্লোকে পর্ব্বতরূপ ভগবানের কিরীট সহস্রই হিরণ্যশৃঙ্গরূপে শোভিত ছিল এইরূপ বর্ণিত আছে। নবমস্কন্ধ ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন যে সহস্রশীর্ষা পুরুষের নাভিহ্রদোত্থিত পদ্ম হইতে জাত বিধাতার পুত্র অত্রি, গুণে পিতৃতুল্য হইয়াছিলেন। এই সহস্রশীর্ষ-

তস্য পূর্ণত্বমেব বিবৃণোতি।

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥ ৭ ॥

নিধানং স্বরশ্মীনাং সূর্য্য ইব সদৈবাশ্রয়ঃ। অতএবাব্যয়ম্ অনপক্ষয়ম্। বীজমুদগমস্থানম্। ন কেবলমবতারাণাং বীজং জগতোঽপীত্যাহ যস্যেতি। অথ প্রাচুর্য্যেণ তদবতারান্ কথয়ংস্তদৈক্যবিবক্ষয়া তদংশাংশিনোরপ্যাবির্ভাবমাত্রং গণয়তি বিংশত্যা।

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্॥ (ভাঃ ১।৩।৬)

পুরুষই দ্বিতীয় পুরুষাবতার অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী। ইঁহার পূর্ণতা প্রকাশ করিতেছেন—এই পূর্ব্বোক্ত পুরুষ রূপ (আদি নারায়ণ) নানা অবতারের প্রবেশ স্থলী ও আবির্ভাবের অক্ষয় আশ্রয়। (১।৩।৫ ভাঃ) (এই রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব নাই।) যাঁহার অংশের অংশ (ব্রহ্মা ও মরীচি প্রভৃতি) দ্বারা দেবতা মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

নিধান অর্থাৎ সূর্য্য যেমন নিজ কিরণসমূহের সতত আশ্রয়, ইনিও সেইরূপ নানা অবতারের সর্ব্বদা আশ্রয় অতএব অব্যয়—অপক্ষয় রহিত। বীজ—উদ্গম স্থান। ইনি যে কেবল অবতারগণেরই বীজ তাহা নহে জগতেরও বীজ, তাহা যস্য ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে, অতঃপর সেই পুরুষের অবতারসমূহ অধিক রূপে বলিতে গিয়া তাঁহার সহিত অবতারগণের অভেদ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে সেই পুরুষের অংশ এবং অংশীর (শ্রীকৃষ্ণের) ও আবির্ভাবমাত্র বিংশতি (অবতার) সংখ্যায় গণনা করিতেছেন।

শ্লোকার্থ—যিনি পূর্ব্বে পুরুষরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন সেই দেবতাই প্রথমে কৌমার (চতুঃসন) নামক সৃষ্টি আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়া দুশ্চর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

যোঽম্ভসি শয়ানো যশ্চ সহস্রপাদাদিরূপঃ স এব পুরুষাখ্যো দেবঃ। এতে চাংশকলাঃ পুংস ইত্যুপসংহারস্থাপি সংবাদাৎ। কৌমারং চতুঃসনরূপম্। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণো ভূত্বা।

দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥

অস্য বিশ্বস্য উদ্ভবায়।

তৃতীয়ং ঋষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥

ঋষিসর্গমুপেত্য তত্রাপি দেবর্ষিত্বং নারদত্বমুপেত্য। সাত্বতং বৈষ্ণবম্। তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমম্। কর্ম্মণাং কর্ম্মাকারেণাপি সতাং শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাণাং যতস্তন্ত্রান্নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মবন্ধমোচকত্বেন কর্ম্মভ্যো নির্গতত্বং তেভ্যো ভিন্নত্বং প্রতীয়তে ইতি শেষঃ॥ ৮॥

যিনি সলিলে (গর্ভোদকে) শয়ান এবং যাঁহার সহস্রপাদ ইত্যাদি রূপ তিনিই এস্থলে পুরুষ নামক দেবতা শব্দে অভিহিত। "এই অবতার সমূহ সেই পুরুষের অংশ ও কলা (ভাঃ ১।৩।২৮) এই সমাপ্তি শ্লোকের সাম্য হেতু এখানে দেব শব্দের পুরুষ অর্থ করা হইল। কৌমার—চতুঃসনরূপ অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার। ব্রহ্মা—ব্রাহ্মণ হইয়া,এই অর্থ।

দ্বিতীয়াবতারে যজ্ঞেশ্বর এই বিশ্বের মঙ্গলের নিমিত্ত রসাতল গতা পৃথিবীর উদ্ধার করিতে যত্নবান হইয়া শূকর শরীর ধারণ করিলেন। (ভাঃ ১।৩।৭)

তৃতীয় অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু ঋষি সৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া সেই সৃষ্টিতে নারদ রূপে সাত্বততন্ত্র (পঞ্চরাত্রাগম) প্রকাশ করিলেন সেই তন্ত্রের উক্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম বিহিত সংসারবন্ধন জনক সকাম কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হইতে হয় না ইহাই ভাগবদ্ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। ইহা আপাততঃ কর্ম্মের আকারে প্রতীত হইলেও ভাগবদ্ধর্ম্ম (ভক্তি) কর্ম্ম নহে। (ভাঃ ১।৩।৮) ॥ ৮ ॥

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥

(স্পষ্টম্)। পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥

আসুরিনাম্নে বিপ্রায়।

ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্॥

অত্রিণা তৎসদৃশপুত্রোৎপত্তিমাত্রং প্রকটং যাচিতমিতি চতুর্থস্থাভিপ্রায়ঃ। এতদ্বাক্যেনানসূয়য়া তু কদাচিৎ সাক্ষাদেব শ্রীমদীশ্বরস্তৈব পুত্রভাবো বৃতোঽস্তীতি লভ্যতে। উক্তঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পতিব্রতোপাখ্যানে—"অনসূয়াব্রবীন্নত্বা দেবান্ ব্রহ্মেশকেশবান্। যূয়ং যদি প্রসন্না মে বরার্হা যদি

চতুর্থ অবতারে ভগবান্ ধর্ম্মের পত্নী (মূর্ত্তি) তে নর নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া মনকে সংযত করিয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। (১।৩।৯)

পঞ্চম অবতারে সিদ্ধগণের ঈশ্বর কপিলরূপে আবির্ভূত হইয়া আসুরি নামক বিপ্রকে কালক্রমে বিলুপ্ত তত্ত্বসমূহের নির্ণয়কারক সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।১০)

ষষ্ঠাবতারে অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অত্রির পুত্রত্ব লাভ করতঃ অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।১১)

অত্রি ভগবানের তুল্য পুত্রের উৎপত্তিমাত্র স্পষ্টভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহাই চতুর্থস্কন্ধের প্রথম অধ্যায় বিংশ শ্লোকের অভিপ্রায়। আর এই বাক্য দ্বারা অত্রিপত্নী অনসূয়া কোন সময়ে সাক্ষাৎ ভগবানকেই পুত্ররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এই অর্থ পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পতিব্রতা উপাখ্যানে কথিত আছে যে—অনসূয়া ব্রহ্মা শিব ও বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন আর আমাকে বর

বাপ্যতম্। প্রসাদাভিমুখা ভূত্বা মম পুত্রত্বমেষ্যথেতি।" আন্বীক্ষিকীমাত্মবিদ্যাম্। শ্রীবিষ্ণোরেবাবতারোঽয়ম্।

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্॥

স যজ্ঞস্তদা স্বয়মিন্দ্রোঽভূদিত্যর্থঃ।

অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্॥

উরুক্রমো ঋষভো জাতঃ।

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ॥

পার্থিবং রাজাত্মকং পৃথুরূপম্। উশত্তমঃ কমনীয়তমঃ।

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষান্তরসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্॥

প্রাপ্তির যোগ্য। মনে করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আপনারা আমার পুত্রত্ব অঙ্গীকার করুন। আন্বীক্ষিকী—আত্মবিদ্যা, ইনি বিষ্ণুরই অবতার।

সপ্তম অবতার 'যজ্ঞ' রুচির পত্নী আকূতিতে আবির্ভূত হইয়া স্বপুত্র 'যাম' নামক দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন অর্থাৎ সেই যজ্ঞ স্বয়ং তখন ইন্দ্র হইয়াছিলেন।

অষ্টম অবতারে আগ্নীধ্র পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীর গর্ভে উরুক্রম ঋষভ রূপে আবির্ভূত হইয়া ধীরব্যক্তিগণকে সর্ব্বাশ্রম-পূজিত সন্ন্যাস আশ্রমের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।১৩)

হে বিপ্রগণ! নবমাবতারে ঋষিগণের প্রার্থনায় পৃথুরূপ রাজশরীর প্রকটিত করিয়া এই পৃথিবী হইতে ওষধিপ্রভৃতি বস্তুসকল দোহন করেন, এই কারণে তিনি অতিশয় কমনীয় হইয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।১৪)

চাক্ষুষমন্বন্তরে য উদধিসংপ্লবস্তস্মিন্। বৈবস্বতমিতি ভাবিনী সংজ্ঞা সত্যব্রতস্য। প্রতি মন্বন্তরাবসানেঽপি প্রলয়ঃ শ্রূয়তে। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—মন্বন্তরে পরিক্ষীণে কীদৃশী দ্বিজ জায়ত ইতি শ্রীবজ্র প্রশ্নস্য মন্বন্তরে পরিক্ষীণে ইত্যাদি মার্কণ্ডেয় প্রত্যুত্তরে—উর্ম্মিমালী মহাবেগঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব॥ ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র! বিশ্রুতা কুলপর্ব্বতাঃ। নৌর্ভূত্বা তু মহাদেবী ইত্যাদি চ। এবমেব মন্বন্তরেষু সংহার ইত্যাদি প্রকরণম্ শ্রীহরিবংশে তদীয় টীকাসু চ স্পষ্টমেব। অতশ্চাক্ষুষে বৈবস্বতমিত্যুপলক্ষণম্।

শ্রীভগবান্ চাক্ষুষ মন্বন্তরের প্রলয়ে দশমাবতার মৎস্যরূপ প্রকাশ করিয়া এবং বৈবস্বত মনুকে নৌকারূপিণী পৃথিবীতে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।১৫)। চাক্ষুষমনুর অধিকার কালে যে সমুদ্র প্লাবন হয়, তাহাতে সত্যব্রত রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবতে দেখা যায় কারণ সত্যব্রতরাজারই ভবিষ্যৎ কালে বৈবস্বত মনু নাম হইয়াছিল। ব্রহ্মার দিবা অবসানে প্রলয় হইয়া থাকে; প্রতি মন্বন্তরের অবসানেও প্রলয়ের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—হে দ্বিজ! মন্বন্তর অবসান হইলে কি প্রকার অবস্থা হয়? শ্রীবজ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি বলেন যে মন্বন্তর অবসান হইলে সমুদ্র মহাবেগে সৃষ্টবস্তু সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে, সেই সময় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রসিদ্ধ কুল পর্ব্বতসমূহ বিনষ্ট হয় না। পৃথিবী নৌকারূপ ধারণ করিয়া ইত্যাদি। হরিবংশে ও তাহার টীকায় "মন্বন্তরেষু সংহার" ইত্যাদি প্রকরণে মন্বন্তরসমূহের শেষে প্রলয় হয় ইহা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অতএব চাক্ষুষ মন্বন্তরে বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন ইহা উপলক্ষণ অর্থাৎ অন্য মনুর কালাবসানে অন্য মনুসমূহকেও মন্বন্তরাবতারগণ রক্ষা করেন ইহা জানিতে হইবে।

একাদশ অবতারে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন কালে 'বিভু' কূর্ম্মরূপে মন্দর

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ॥ (১।৩।১৬)

স্পষ্টম্। ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া॥ (১।৩।১৭)

বিভ্রদিত্যাবতারণায়ঃ। দ্বাদশমং ধান্বন্তরং রূপং বিভ্রৎ, ত্রয়োদশমঞ্চ মোহিনীরূপং বিভ্রৎ। সুরানপায়য়ৎ সুধামিতি শেষঃ। কেন রূপেণ, মোহিন্যা স্ত্রিয়া, তদ্রূপেণেত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্, অন্যানসুরান্ মোহয়ন্, ধন্বন্তরিরূপেণ সুধাঞ্চোপহরন্নিতি শেষঃ। অজিতস্যাবতারা এতে ত্রয়ঃ।

চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্ যথা॥ (১।৩।১৮)

নারসিংহং রূপং বিভ্রৎ।

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পাদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিবিষ্টপম্॥ (১।৩।১৯)

কৃত্বা প্রকটয্য।

পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।১৬)

দ্বাদশ অবতার ধন্বন্তরি। ত্রয়োদশাবতারে মোহিনী (স্ত্রী) রূপে দৈত্যগণকে মোহন করতঃ দেবগণকে সুধাদান এবং ধন্বন্তরিরূপে সুধা আহরণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, অজিতের এই তিনটি অবতার (১।৩।১৭)

চতুর্দ্দশ অবতারে নরসিংহ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া কট (মাদুর) নির্ম্মাতা যেরূপ গ্রন্থিহীন তৃণবিশেষকে বিভাগ করে সেইরূপ বলবান্ হিরণ্যকশিপুকে উরুতে রাখিয়া নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।১৮)

পঞ্চদশ অবতারে বামন রূপে বলির যজ্ঞে গমন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। (ভাঃ ১।৩।১৯)

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥ (১।৩।২০)

অবতারে শ্রীপরশুরামাভিধে।

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥ (১।৩।২১)

স্পষ্টম্।

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্॥ (১।৩।২২)

নরদেবত্বং শ্রীরাঘবরূপেণ। অতঃপরমষ্টাদশে। অয়ং সাক্ষাৎ পুরুষ এব। স্কান্দে শ্রীরামগীতায়াং বিশ্বরূপং দর্শয়তস্তস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র-কৃতস্তুতেঃ শ্রবণাৎ।

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্॥

ষোড়শে পরশুরাম অবতারে ব্রাহ্মণের হিংসাকারী রাজগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।৩।২০)

সপ্তদশ অবতারে ঋষি পরাশর হইতে সত্যবতীতে আবির্ভূত হইয়া জনগণের ধারণাশক্তি অল্প দেখিয়া বেদরূপবৃক্ষের শাখা বিভাগ করিয়াছিলেন (ভাঃ ১।৩।২১) অনন্তর অষ্টাদশ অবতারে রামচন্দ্ররূপে প্রকটিত হইয়া দেবকার্য্যসাধনের অভিপ্রায়ে সমুদ্র-নিগ্রহ প্রভৃতি বীর্য্যসূচক লীলাসমূহ প্রকাশ করেন (১।৩।২২)।

ইনি সাক্ষাৎ পুরুষই স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত শ্রীরামগীতায় বর্ণিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র যখন বিশ্বরূপ প্রকটন করেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব স্তুতি করিয়াছিলেন। (অতএব ইনি পুরুষের অবতার নহেন সাক্ষাৎ পুরুষ।)

ঊনবিংশ ও বিংশ অবতারে যদুকুলে রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন (১।৩।২৩)।

ভগবানিতি সাক্ষাৎভগবত এবাবির্ভাবোঽয়ং ন তু পুরুষসংজ্ঞস্যানিরুদ্ধস্যেতি বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থং তত্র তস্য সাক্ষাদ্রূপত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপেণ নিজাংশরূপত্বাদ্রামরূপেণাপি ভারহারিত্বং ভগবত এবেত্যুভয়ত্রাপি ভগবানহরদ্ভরমিতি শ্লিষ্টমেব। অতো রামস্যাপ্যনিরুদ্ধাবতারত্বং স্বয়ং প্রত্যাখ্যাতম্। শ্রীকৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বাচ্ছ্রীরামস্য চ সঙ্কর্ষণত্বাদ্ যুক্তমেব চ তদিতি।

ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥ (১।৩।২৪)

কীকটেষু গয়াপ্রদেশে।

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ॥ (১।৩।২৫)

যুগসন্ধ্যায়াং কলেরন্তে।

এই আবির্ভাব সাক্ষাৎ ভগবানেরই, পুরুষনামধারী অনিরুদ্ধের নহে। এই বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপনের জন্য শ্লোকে ভগবান্ পদের প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং বলরাম সাক্ষাৎ অংশ সুতরাং শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ এই উভয় রূপেই শ্রীভগবানের ভূভারহরণরূপ একই কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান্ পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছিলেন। এই বাক্যে ভগবান্ পদ শ্লিষ্ট (একবার উচ্চারিত হইয়া রামকৃষ্ণ উভয়ে অন্বিত)। অতএব বলদেব যে অনিরুদ্ধের অবতার ইহা স্বতঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব এবং শ্রীরাম সঙ্কর্ষণ বলিয়া এই নিষেধ সঙ্গতই অর্থাৎ ইঁহারা পুরুষাখ্য অনিরুদ্ধের অবতার নহেন।

অনন্তর কলির প্রারম্ভে অসুরগণকে মোহিত করিবার নিমিত্ত অজিনপুত্র বুদ্ধনামে গয়া প্রদেশে আবির্ভূত হইবেন। (ভাঃ১।৩।২৪)

অতঃপর কলির অবসান সময়ে রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে জগৎপতি কল্কি বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভূত হইবেন (১।৩।২৫)।

অথ শ্রীহয়গ্রীবহরিহংসপৃশ্নিগর্ভবিভুসত্যসেনবৈকুণ্ঠাজিতসার্ব্বভৌমবিশ্বক্সেনধর্ম্মসেতুসুধামযোগেশ্বরবৃহদ্ভান্বাদীনাং শুক্লাদীনাঞ্চানুক্তানাং সংগ্রহার্থমাহ—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ (১।৩।২৬)

অসংখ্যেয়ত্বে হেতুঃ সত্ত্বনিধেঃ সত্ত্বস্য তৎপ্রাদুর্ভাবশক্তেঃ সেবধিরূপস্য। তত্রৈব দৃষ্টান্তঃ যথেতি। অবিদাসিন উপক্ষয়শূন্যাৎ সরসঃ সকাশাৎ। অত্র যেঽংশাবতারাস্তেষু চৈষঃ বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীকুমারনারদাদিষ্বাধিকারিকেষু জ্ঞানভক্তিশক্ত্যংশাবেশঃ। শ্রীপৃথ্বাদিষু ক্রিয়াশক্ত্যংশাবেশঃ। কচিত্তু স্বয়মাবেশস্তেষাং ভগবানেবাহমিতি বচনাৎ। অথ শ্রীমৎস্যদেবাদিষু সাক্ষাদংশত্বমেব। তত্র চাংশত্বং নাম সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেঽপ্যব্যভিচারিতাদৃশতদিচ্ছাবশাৎ

অনন্তর শ্রীহয়গ্রীব, হরি, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সার্ব্বভৌম, বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু প্রভৃতি এবং শুক্লাদি যে সকল অবতার উক্ত হন নাই তাহাদের সকলের গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন। যেরূপ উপক্ষয়শূন্য সরোবর (হ্রদ) হইতে অসংখ্য নদী সকল বহির্গত হয় সেইরূপ সত্ত্বনিধি হরি হইতে অসংখ্যেয় অবতারসমূহ প্রকটিত হইয়া থাকেন। (ভাঃ ১।৩।২৬) ব্যাখ্যা—অসংখ্যেয় অবতারের হেতু—সত্ত্বনিধি। হরি সমস্ত অবতারের প্রাদুর্ভাবশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের সিন্ধুস্বরূপ, তাহার দৃষ্টান্ত অবিদাসিন—অক্ষয়সরোবর হইতে। এখানে যাঁহারা অংশাবতার তাঁহাদের এই বিশেষত্ব জ্ঞাতব্য। শ্রীসনৎকুমার নারদপ্রভৃতি অধিকারে নিযুক্ত পুরুষসমূহে ভগবানের জ্ঞানশক্তি ও ভক্তিশক্তির, পৃথুতে ক্রিয়াশক্তির অংশ আবিষ্ট কোথা বা স্বয়ং আবিষ্ট, কারণ আমিই ভগবান এইরূপ তাঁহাদের উক্তি হইতে জানা যায়। শ্রীমৎস্যদেবাদি সাক্ষাৎ ভগানের অংশ হইতেছেন।

অংশত্ব অর্থে, সাক্ষাদ্ভগবান্ হইলেও অংশরূপে প্রকাশ পাইবার তদীয় অব্যভিচারিণী ইচ্ছাবশতঃ সর্ব্বদা শক্ত্যাদির আংশিক অভিব্যক্তি বুঝিতে

সর্ব্বাদ্যংশেন তু স্বল্পাভিব্যক্তশক্ত্যাদিকত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। তথৈবোদাহরিষ্যতে- রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নিতি। অথ বিভূতীরাহ—

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্ত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ (১।৩।২৭)

কলা বিভূতয়ঃ। অল্পশক্তেঃ প্রকাশাদ্বিভূতিত্বং মহাশক্তেস্ত্বাবেশত্বমিতি ভেদঃ। তদেবং পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্দ্ধার্য্য প্রোক্তানুবাদপূর্ব্বকং শ্রীভগ-

---

হইবে, অর্থাৎ সকল অবতারই শ্রীভগবৎস্বরূপগত নিখিল অসাধারণ ধর্ম্মপূর্ণ। (শ্রীভগবদিচ্ছার কখনও ব্যভিচার ঘটে না, তাহা নিত্য; আবার ঐ ইচ্ছাও কেবল ভক্তাভীষ্টপূর্ণকারিণী; সুতরাং এতাদৃশ ভক্ত ইচ্ছানুসারে যে স্বরূপে ন্যূনশক্ত্যাদির প্রকাশ তাঁহাকে অংশাবতার বলা হয়। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, অংশাবতার কখনও অংশী হইতে পারেন;—অংশাবতার চিরকালই অংশ, অংশী সততই অংশী; সকল অবতারই নিত্য ও প্রতিক্ষণেই নূতন; তবে অংশী কখনও অংশরূপে প্রকট হইতে পারেন; কিন্তু অংশের অংশীরূপে প্রকট হইবার সম্ভাবনা নাই।)

ব্রহ্মসংহিতার ব্রহ্মস্তবে তদ্রূপ উক্তি দেখা যায়—"যিনি রামাদিমূর্ত্তিতে কলা-নিয়মে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ন্যূনশক্তি-বিশেষ প্রকাশ করিয়া ভক্তানুগ্রহা-ভিলাষে সতত সেইরূপে বিরাজ করিতেছেন। যিনি অন্যনিরপেক্ষ-সত্ত্বাক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু স্বয়ং প্রাপঞ্চিক লোকে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি"।

অনন্তর পুরুষের বিভূতি সকল বর্ণন করিতেছেন—"মহাপ্রভাবশালী ঋষি, মনু, দেবতা, মনুপুত্র ও প্রজাপতি,ইহাঁরা সকলে শ্রীহরির বিভূতি॥" (১।৩।২৭)

যাঁহাদিগেতে অল্পশক্তির প্রকাশ, তাঁহারা বিভূতি, আর যাঁহাদিগেতে মহাশক্তির প্রকাশ, তাঁহারা আবেশ; বিভূতি ও আবেশের এই ভেদ।

এই প্রকারে অঙ্গ অর্থাৎ অংশের সহিত পরমাত্মাকে নির্দ্ধারিত

বস্তুমপ্যাকারেণ নির্দ্ধারয়তি—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি ॥ (১৷৩৷২৮)

এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চ শব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্যাংশকলাঃ কেচিদংশাঃ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন চ দ্বিবিধাঃ, কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ, কেচিত্তু কলা বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ, স কৃষ্ণস্তু ভগবান্ পুরুষস্যাপ্যবতারী যো ভগবান্, স এব এবেত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি বচনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে, নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মিত্বে সিদ্ধে মূলাবতারিত্বমেব সিধ্যতি নতু ততঃ প্রাদু-

---

করিয়া বর্ণিত অবতার সকলের অনুবাদ পূর্ব্বক অভিপ্রায়ানুরূপ চেষ্টা আবিষ্কার করতঃ শ্রীভগবানকে নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

"ইঁহারা পুরুষের অংশকলা; কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।"

পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলা হইয়াছে এবং যে সকল অবতারের কথা বলা হয় নাই, তাঁহারা সকলেই প্রথমোক্ত পুরুষ—কারণার্ণবশায়ীর অংশ এবং কলা; অর্থাৎ কেহ কেহ অংশ, কেহ কেহ কলা— বিভূতি। অংশ দুই প্রকার—সাক্ষাৎ অংশ ও অংশের অংশ। অবতারগণ মধ্যে বিংশতিতম অবতাররূপে কথিত, যাদবগণ মধ্যে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ অর্থাৎ পুরুষের অবতারী (জগৃহে পৌরুষং রূপং ইত্যাদি ১৷৩৷১ শ্লোকোক্ত) যিনি ভগবান্, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিবে না,'—এই বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্তা লক্ষণ ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণত্ব নহে, অর্থাৎ যিনি ভগবান্ তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন এরূপ নহে কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই ভগবান।

অতএব—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা লক্ষণ-ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ

র্ভূতত্বম্, এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্, নতু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া, ন তু বা ভগবত্বাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। ন চাবতার প্রকরণেঽপি পঠিত ইতি সংশয়ঃ, পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতিন্যায়াৎ। যথাগ্নিষ্টোমে যত্‌হ্যদ্গাতা বিচ্ছিদ্যাবদক্ষিণেন যজেত যদি প্রতিহর্ত্তা সর্ব্বস্বদক্ষিণেনেতি শ্রুতেঃ। তয়োশ্চ কদাচিদ্দ্বয়োরপি বিচ্ছেদে প্রাপ্তে বিরুদ্ধয়োঃ প্রায়শ্চিত্তয়োঃ

মূলাবতারী, অর্থাৎ নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়েন,—ইহা সিদ্ধ হইল। সুতরাং তিনি যে পুরুষ হইতে আবির্ভূত হয়েন নাই—একথা বলা বাহুল্য। স্বয়ং-পদ উল্লেখ দ্বারা তাঁহার মূলাবতারিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের অর্থ—তিনি স্বয়ংই ভগবান্, ভগবান্ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া, কিংবা ভগবত্তার আরোপ হেতু তিনি ভগবান্ নহেন।

অবতার প্রকরণে (১ম স্কঃ ৩য় অঃ) অন্যান্য অবতারের সঙ্গে পঠিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণও মূলাবতারী নহেন, পুরুষের অবতার,—এইরূপ সংশয় হইতে পারে না; যেহেতু, সেই প্রকরণেই পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, উক্ত উভয়বিধ বাক্য (শ্রীকৃষ্ণের অবতারান্তর্ভূততা ও স্বয়ং ভগবত্তা) মধ্যে কোন বাক্য প্রবল? তাহার উত্তর—স্বয়ং ভগবত্তা-দ্যোতক বাক্যই প্রবল। কারণ, পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনে উক্ত আছে—"পূর্ব্ব প্রদর্শিত বিধি ও পর প্রদর্শিত বিধি—এতদুভয় মধ্যে পূর্ব্ববিধির দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ পরবিধি দ্বারা পূর্ব্ববিধি—বাধিত হয়, প্রকৃতির ন্যায়।" তাহার দৃষ্টান্ত যথা—অগ্নিষ্টোমের বিধি এই যে, যজ্ঞ-সমাপ্তি-কালে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ পরস্পর অগ্রগামী ব্যক্তির কটিদেশ ধারণ করতঃ যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণ করিবে। এই কটিদেশ-ধারণপূর্ব্বক পরিক্রমা-সময় যদি দৈববশতঃ উদ্গাতা বিচ্ছিন্ন হয়, তবে যজমান পুনর্ব্বার

সমুচ্চয়াসম্ভবে চ পরমেব প্রায়শ্চিত্তং সিদ্ধান্তিতং তদ্বদিহাপি ইতি। অথবা কৃষ্ণস্তিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধাং যথা শঙ্করশারীরক ভাষ্যে শ্রুত্যাদিবলীয়স্

দক্ষিণা-রহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, আর যদি প্রতিহর্ত্তা বিচ্ছিন্ন হয় তবে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে; এই দুই প্রকারের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। যদি কোন স্থলে প্রদক্ষিণ সময়ে উদ্গাতা এবং প্রতি-হর্ত্তা উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য? যদি বলা হয়, উভয়-বিধ প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ অদক্ষিণ ও সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ উভয় যজ্ঞই করিতে হইবে, তাহা হইতে পারেনা। কারণ, পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ-প্রায়শ্চিত্তদ্বয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব। একটি যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য, আর অপরটি সর্ব্বস্ব-দক্ষিণা-যুক্ত—এই দুই যজ্ঞ একসঙ্গে কিরূপে করা যায়? অতএব, পরের প্রায়-শ্চিত্ত অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দক্ষিণযজ্ঞ করিবার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের শ্রুতি-বিষয়ক সিদ্ধান্তের ন্যায় এস্থলেও পূর্ব্ব বিধি দুর্ব্বল, পরবিধি সবল—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; পূর্ব্ববিধি হেতু অবতার-সূচক "রাম-কৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্।" এই বাক্য দুর্ব্বল আর, পরাবিধি হেতু অবতারিত্বদ্যোতক "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"—এই বাক্য প্রবল। বলবান্ বিধিবাক্য গ্রাহ্য হেতু, শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব-সূচক বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া অবতারিত্বদ্যোতক বাক্য অঙ্গীকার করিতে হইবে।

অথবা "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতি।

অবধারণাযুক্ত শ্রুতি অতিশয় বলবতী। সাধারণতঃই প্রকরণ হইতে শ্রুতি বলবতী। তাহাতে আবার এই সাবধারণা শ্রুতি প্রয়োগ করায় অবতার-প্রকরণে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বাধিত হইয়া (সাবধারণা শ্রুত্যুক্ত) স্বয়ং-ভগবত্তা নিশ্চিত হইল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রুতি দ্বারা যে প্রকরণের বাধা ঘটে, তাহা—"শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ" (৩।৩।৫০) এই বেদান্তসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যেও স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

স্থাচ ন বাধ, ইতি সূত্রে "তেষ্ঠিতে বিদ্যাচিতে এবেতি" শ্রুতির্মনশ্চিদাদীনামগ্নী-নাং প্রকরণপ্রাপ্তং ক্রিয়ানুপ্রবেশলক্ষণং অস্বাতন্ত্র্যং বাধিত্বা বিদ্যাচিত্বেনৈব স্বাতন্ত্র্যং স্থাপয়তি, তদ্বৎ। অত এতৎ প্রকরণেঽপ্যন্যত্র কচিদপি ভগবচ্ছব্দমকৃত্বা তত্রৈব ভগবানস্বয়ম্ভরমিত্যানেন কৃতবান্। ততশ্চান্যাবতারেষু গণনাত্তু স্বয়ং

বাজসনেয়ী অগ্নিরহস্যে 'মনশ্চিৎ' প্রভৃতি অগ্নির ন্যায় 'বিদ্যাচিৎ' এরও ক্রিয়া-প্রকরণে উল্লেখ করিয়া ক্রিয়া-পারতন্ত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে; আবার অন্য শ্রুতিতে 'বিদ্যাচিৎ' (ব্রহ্মজ্ঞান) এর মোক্ষ-সাধন-সামর্থ্য বিষয়ে সাক্ষাদুপদেশ থাকায়, প্রকরণ-প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্রিয়াধিকরণে উল্লেখ জন্য তাহার (বিদ্যাচিতের) যে ক্রিয়াপারতন্ত্র্য তাহা নিষেধ করিয়া শ্রুতি-প্রাবল্য স্বীকারপূর্বক মোক্ষ-সাধকত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

সেইরূপ এই সাক্ষাদুপদেশ দ্বারা প্রকরণোক্ত (অবতার প্রকরণ) শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব বাধিত হইয়া নিঃসন্দেহে স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন হইল। অতএব অবতার-প্রকরণে অন্য কোন অবতারে ভগবচ্ছব্দ প্রয়োগ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে "ভগবানস্বয়ম্ভরম্" বাক্যে ভগবচ্ছব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হয়েন তবে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অবতার মধ্যে গণনা করা হইলেও অন্যান্য অবতারের ন্যায় জাগতিক কার্যানুরোধে আবির্ভূত হয়েন নাই; পৃথিবীর ভারহরণাদি কার্য্য তাঁহার কর্ত্তব্য নহে; পুরুষের অবতার সকলই এই কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে যে ভগবান ভার হরণ করিয়াছেন বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন তখন অংশাবতার সকলও তাঁহাতে প্রবেশ করেন; তৎ সমুদয় দ্বারা ভারহরণাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তাঁহাদের কৃত কার্য্য, শ্রীভগবানে আরোপ করিয়া ঐ কথা বলা হইয়াছে।

— ৩ —

ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজন-বৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতীত্য-পেক্ষয়ৈবেত্যায়াতম্। যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াম্—"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু, কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি।" অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবে-ঽবতরণমিতি। শ্রীকৃষ্ণসাহচর্য্যেণ শ্রীরামস্যাপি পুরুষাংশত্বাতায়ো জ্ঞেয়ঃ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপস্থ অর্থাৎ স্বীয় নিরপেক্ষ ভগবত্তার কোন রূপ ব্যভিচার না ঘটাইয়া নিজ পরিজনবৃন্দের আনন্দবিশেষাত্মক চমৎকারিতা সম্পাদন করিবার জন্য, নিজ জন্মাদিলীলা দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য পোষণ করিয়া, কখনও কখনও সকল লোকের দৃষ্টিগোচর হয়েন; ইহাই তাঁহার অবতরণের হেতু।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও প্রাপঞ্চিক-লোকমধ্যে অবতরণ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার জগদ্গত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিশেষ;— একথা প্রকাশ করিবার জন্য অবতারগণ মধ্যে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অংশাবতারবিশেষ ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ঐরূপ উল্লেখ করেন নাই; উক্ত অভিপ্রায়েই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহা "রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয়।

প্রপঞ্চাতীত শ্রীধাম হইতে ভগবৎ-স্বরূপ-বৃন্দের প্রাকৃত-বৈভবে অবতরণকে অবতার বলে। অবতার-শব্দের অর্থ কেবল অংশ নহে।

শ্রীকৃষ্ণলীলার সাহায্যকারী বলিয়া শ্রীবলরামেরও পুরুষের অংশত্ব খণ্ডিত হইল। এই অভিপ্রায়েই শ্রীসূতমুনি উনবিংশ ও বিংশ উভয় অবতারকে ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্-পদ-প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলদেবও যে পুরুষের অবতার নহেন তাহা স্থির করিয়াছেন।

অত্র তুশব্দোঽংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাদ্ভগবতো বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি। স্বস্থানেন তুশব্দেন সাবধারণা শ্রুতিরিয়ং প্রতীয়তে। ততঃ সাবধারণা শ্রুতির্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রুত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং মহানারায়ণাদীনাং স্বয়ং ভগবত্ত্বং গুণীভূতমাপদ্যতে। এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ প্রথমমুপক্রমোদ্দিষ্টস্য শব্দদ্বয়স্য তৎসংগ্রাহকেণ তেনৈব শব্দেন চ প্রতিনির্দ্দেশাত্তাবেব খল্বেতাবিতি স্মারয়ন্তি। উদ্দেশ-প্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রতীতিস্থগিতত্বানিরসনায় বিদ্বদ্ভিরেক-

---

শ্লোকোক্ত 'তু' (কৃষ্ণ ও) শব্দ অংশ, কলা এবং পুরুষ হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য বুঝাইতেছে। অথবা, 'তু' শব্দ প্রয়োগদ্বারা সাবধারণা শ্রুতি প্রতীতি করাইতেছে। (তজ্জন্য এস্থলে 'তু' শব্দের, 'এব' অর্থ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।) সাবধারণা শ্রুতি বলবতী—এই ন্যায়ানুসারে মহানারায়ণ প্রভৃতি অন্য যাঁহাদের স্বয়ং-ভগবত্তার কথা শুনা যায়, তাঁহাদের সেই ভগবত্ত্ব গুণীভূত অর্থাৎ তাঁহারা অপর ভগবৎ স্বরূপের অপেক্ষায় পূর্ণ ভগবান্, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় নহেন।

এস্থলে আরও বুঝিবার বিষয় এই—অবতার-প্রসঙ্গের প্রথম শ্লোকের "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ" এই বাক্যে যেমন পুরুষ ও ভগবান্ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই প্রকার "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই শ্লোকার্দ্ধে উপক্রম-শ্লোকে উদ্দিষ্ট পুরুষ শব্দের সহোদর অর্থাৎ সমানার্থ-বাচক পুমান্ শব্দের সহিতই ভগবচ্ছব্দ প্রতি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ইহাতে উপক্রম-শ্লোকোক্ত পুরুষ ও ভগবানকে 'এতে চাংশকলাঃ' ইত্যাদি উপসংহার-শ্লোকে 'পুংসঃ' এবং 'ভগবান্' পদ প্রয়োগ করিয়া স্মরণ করাইলেন।

কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য নিঃসন্দেহে প্রতীতি করাইবার জন্য বিজ্ঞগণ উদ্দেশে (উপক্রমে) এবং প্রতিনির্দ্দেশে (উপসংহারে) একই শব্দ বা উদ্দে-

এব শব্দঃ প্রযুজ্যতে তৎসমবর্ণো বা, যথা—জ্যোতিষ্টোমাধিকরণে বসন্তে বসন্তে চ জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমবিষয়ো ভবতীতি। অত্র তত্ত্ববাদগুরবস্তু চশব্দস্থানে স্বশব্দং পঠিত্বৈবমাচক্ষতে—এতে প্রোক্তাঃ অবতারাঃ মূলরূপী স্বয়মেব; কিংস্বরূপাঃ, স্বাংশকলা ন তু জীববদ্বিভিন্নাংশাঃ। যথা বারাহে—স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুগিতীতি। অত্রোচ্যতে। অংশানামংশিসামর্থ্যাদিকং তদৈক্যেনৈব মন্তব্যম্।

শোক্ত শব্দের সমানবর্ণশব্দ ব্যবহার করেন। যথা—জ্যোতিষ্টোমাধিকরণে উক্ত হইয়াছে "প্রতি বসন্তঋতুতে জ্যোতিঃ দ্বারা যাগ করিবে।" এস্থলে জ্যোতিঃ শব্দ জ্যোতিষ্টোম-বিষয়ক; কারণ অধিকরণ-প্রারম্ভে জ্যোতিষ্টোম শব্দ প্রযুক্ত আছে, শেষে তৎসমানবর্ণ জ্যোতিঃ-শব্দদ্বারা জ্যোতিষ্টোম-যাগের কর্তব্যতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইল।

তত্ত্ববাদ-গুরু শ্রীপাদ্ মধ্বাচার্য্য এই শ্লোকে (এতে চাংশ) 'চ' শব্দ স্থানে 'স্ব' শব্দ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন—এই সকল অবতার-মূল-রূপী—স্বয়ংই হয়েন। তাঁহাদের স্বরূপ স্বাংশকলা, জীবের ন্যায় বিভিন্নাংশ নহেন।

শ্রীবরাহ পুরাণে স্বাংশ-বিভিন্নাংশের লক্ষণ এইরূপ উক্ত আছে—"স্বাংশ ও বিভিন্নাংশভেদে অংশ দুই প্রকার। অংশীর যেমন সামর্থ্য, যেমন স্বরূপ, যেমন স্থিতি, স্বাংশের সামর্থ্যাদি তদ্রূপ। স্বাংশ ও অংশীর মধ্যে বিন্দুমাত্রও ভেদ নাই, কিন্তু বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি এবং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যযুক্ত।"

এবিষয়ে বক্তব্য এই—অংশের অংশীতুল্য সামর্থ্যাদির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল অংশ-অংশীর ঐক্যহেতু; যেমন অমৃত সরোবর হইতে উৎপন্ন প্রবাহ সকলের অমৃতত্ব, সরোবরের অমৃতত্ব হেতু স্বীকৃত হয়, এস্থলেও তদ্রূপ অংশীর সামর্থ্যাদি হইতে অংশের সেই জাতীয় সামর্থ্যাদি বুঝিতে

তত্র যথাবিরাসিদ ইত্যাদৌ তস্যাক্ষয়ত্বেন তাদৃশত্বং যথা ...ত্বং অংশাংশিত্বানুপপত্তেরেব। তথা চ শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধয়োঃ সর্ব্বথা সাম্যে প্রসক্তে কদাচিদনিরুদ্ধেনাপি শ্রীবাসুদেবস্যাবির্ভাবনা প্রসজ্যেত। তচ্চ শ্রুতিবিপরীতমিত্যসদেব। তস্মাদনয়োরবতার্য্যবতারয়োস্তারতম্যম্। অতএব তৃতীয়স্যাষ্টমে—আসীনমুর্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্। বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্। স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহুমানয়ন্তং যং বাসুদেবাভিধমামনন্তীত্যাদৌ বাসুদেবস্য সঙ্কর্ষণাদপি পরত্বং শ্রূয়তে। যত্তু তেষাং তথা ব্যাখ্যানম্—অত্র কৃষ্ণশব্দোঽনর্থকঃ স্যাৎ, ভগবান্ স্বয়মিত্যনেনৈবাভিপ্রেতসিদ্ধেঃ। কিন্তু তৈঃ স্বয়মেব "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" ইতি সূত্রে

হইবে। উভয়ের যদি একই সামর্থ্যাদি হয়, তবে কে অংশ, কে অংশী তাহা বুঝা যায় না। তাহাতে শ্রীবাসুদেব ও শ্রীঅনিরুদ্ধ, উভয়েই সমান হইয়া পড়েন, সুতরাং কখনও শ্রীঅনিরুদ্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব সম্ভব হয়, কিন্তু তাহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ, কোন শাস্ত্রে সেরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়না বলিয়া অসত্য। অতএব নিশ্চয়ই অবতার ও অবতারীর মধ্যে তারতম্য আছে।

তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ৩।৪ শ্লোকে এই তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"কোন সময়ে সনৎকুমার প্রভৃতি মুনিগণ পরম-পুরুষের তত্ত্ব (পরতত্ত্ব) জানিবার জন্য পাতাল-তলে আসীন, অপ্রতিহত জ্ঞান, আদ্য, ভগবান্ সঙ্কর্ষণ দেবকে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি বলিলেন—পণ্ডিতগণ যাঁহাকে শ্রীবাসুদেব কহিয়া থাকেন, আপনার সেই আশ্রয়-তত্ত্বকে ধ্যানে অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে পূজা করিতেছিলেন।"

এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে শ্রীবাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব জানা যাইতেছে। তাহা না হইলে শ্রীসঙ্কর্ষণ, বাসুদেবকে ধ্যান করিবেন কেন?

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে শ্লোকোক্ত কৃষ্ণ-পদের কোন সার্থকতা থাকে না, স্বয়ং ভগবান বলিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত। কারণ,

স্ফুটমংশাংশিভেদো দর্শিতঃ। অংশত্বেঽপি ন মৎস্যাদিরূপী পর এবম্বিধো ভাবসদৃশঃ। যথা তেজোংঽশত্বেঽপি সূর্য্যস্য খদ্যোতস্য চ নৈকপ্রকারতেত্যাদিনা। তস্মাৎ স্থিতে ভেদে সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। ইন্দ্রারীতি পশ্চার্দ্ধং স্বত নাম্বেতি, তুশব্দেন বাক্যস্য ভেদনাৎ, তচ্চ তাবতৈবা-

---

সকল ভগবৎ-স্বরূপই যদি সমান হয়, তবে সকলেই স্বয়ং ভগবান, স্বতন্ত্র কৃষ্ণ-শব্দ-সন্নিবেশ নিষ্প্রয়োজন। আর ও তিনি (শ্রীমধ্বাচার্য) নিজেই "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" ২।৩।৪৪ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে পরিষ্কার রূপে অংশ-অংশীর ভেদ দেখাইয়াছেন—"অংশ হইলেও মৎস্যাদিরূপী পর (ঈশ্বর), ভগবদংশরূপে কথিত জীবের সদৃশ নহেন; যথা—তেজের অংশ সূর্য্য, আর তেজের অংশ খদ্যোত এক প্রকার নহে।"

শ্রীপাদ-মধ্বাচার্য্য-কৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই—অখণ্ড তেজোরাশি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ। তেজোংঽশ সূর্য্যতুল্য মৎস্যাদি স্বাংশ এবং তেজোংঽশ খদ্যোত-তুল্য বিভিন্নাংশ-জীব।

স্বাংশের সূর্য্য তুল্য প্রচুর শক্তি, তিনি জগৎ প্রকাশ করিতে পারেন, আর বিভিন্নাংশ জীবের অল্প শক্তি, খদ্যোতের মত আপনাকেও প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

অতএব—অংশ-অংশীর ভেদ স্থির হইল বলিয়া কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এই ব্যাখ্যা উত্তম হইয়াছে।

"যুগে যুগে ইঁহারা অসুর-কর্তৃক ব্যাকুলিত জগৎকে সুখী করেন।" উক্ত শ্লোকের এই শেষার্দ্ধ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্যের সহিত অন্বিত হইবে না; কারণ, 'তু' শব্দ দ্বারা বাক্যভেদ করা হইয়াছে। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—এই পর্য্যন্ত বলাতেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে; এই বাক্যের সহিত অন্য কোন পদসংযোগের প্রয়োজন দেখা যায় না। ইন্দ্রারিব্যাকুলং ইত্যাদি বাক্যের সহিত কৃষ্ণস্তু ভগবান্ ইত্যাদি বাক্যের একবাক্যত্ব করিবার ইচ্ছা

ক্যাজ্ঞাপরিপূর্ত্তেঃ। একবাক্যত্বে তু চশব্দ এবাকরিষ্যত। ততশ্চেদ্রারীত্য-ত্রার্থাত্ত এব পূর্ব্বোক্তা এব মৃড়য়ন্তীত্যায়াতি ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ১—২৮ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ পুরুষস্তু সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাৎ পরমাত্মেতি নির্দ্ধারিতম্। তত্রাশঙ্ক্যতে, নন্বিদমেকমংশিত্বপ্রতিপাদকং বাক্যমংশত্বপ্রতি-পাদকবহুবাক্যবিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ। অত্রোচ্যতে। তানি কিং শ্রীভাগব-তীয়ানি পরকীয়ানি বা। আদ্যে জন্মগুহ্যাধ্যায়ো হ্যয়ং সর্ব্বভগবদবতার-বাক্যানাং সূত্রং সূচকত্বাৎ প্রাথমিকপাঠাত্তিরুত্তরত্র তাস্বেব বিবরণাচ্চ। তত্র

থাকিলে 'তু'-শব্দ স্থানে 'চ'-শব্দ সন্নিবেশ করিতেন। তাহা হইলে অর্থ হইত—অবতার সকল যেমন অসুর বিনাশাদিদ্বারা জগতের সুখ সম্পাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহা করেন। পৃথক বাক্য করায় অর্থ হইল—অন্যান্য অবতার ঐ কার্য্য করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাদিলীলা-দ্বারা নিজপরিজনবৃন্দের অনির্ব্বচনীয় চমৎকার আনন্দবিশেষ পোষণ করেন।

অতএব এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্; কিন্তু প্রথম পুরুষ সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া পরমাত্মা—ইহা নিশ্চিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই একটি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের অংশিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে বটে; কিন্তু অংশত্ব-প্রতিপাদক বহুবাক্য দেখা যায়, উভয়বিধ বাক্যের বিরোধ সমাধানের জন্য উক্ত অংশিত্ব আপেক্ষিক অর্থাৎ কোন কোন ভগবৎ-স্বরূপের অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ অংশী নিখিল-স্বরূপের অপেক্ষায় নহেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হউক,—এই এই পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এস্থলে জিজ্ঞাস্য,—শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব-প্রতিপাদক বাক্যগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের, কিম্বা অন্য গ্রন্থের ? যদি শ্রীমদ্ভাগবতের হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের এই জন্ম-গুহ্যাধ্যায় (ভাঃ ১।৩ অঃ) সমস্ত ভগবদবতারের সূত্র; কারণ, এই অধ্যায়ে সমস্ত ভগবদবতারের সূচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইহা বিন্যস্ত করিয়া শ্রীসূতমুনি পরে ইহার (এই অধ্যায়ে বর্ণিত অবতার সকলের) সবিশেষ বিবরণ প্রদান

এতে চাংশকলাঃ পুংস ইতি পরিভাষেতি। অবতারবাক্যেষু অন্যান্ পুরুষাংশত্বেন জানীয়াৎ। কৃষ্ণস্তু স্বয়ংভগবত্ত্বেনেতি প্রতিজ্ঞাকারেণ গ্রন্থার্থনির্ণায়কত্বাৎ। তদুক্তম্। অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষেতি। অথ পরিভাষা চ সকৃদেব পঠ্যতে শাস্ত্রে ন ত্বভ্যাসেন। ততশ্চ বাক্যানাং কোটিরপ্যেকেনৈবামুনা শাসনীয়া ভবেদিতি নাস্য গুণবাদত্বং প্রত্যুতৈতদ্বিরুদ্ধানাম-

---

করিয়াছেন। এই জন্য গুহ্যাধ্যায়ে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" ইহা পরিভাষা বাক্য। অবতার-প্রকরণোক্ত শ্রীরাম-কৃষ্ণ ভিন্ন অপর সকলকে পুরুষের অবতার বলিয়া জানিবে। যে হেতু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই প্রতিজ্ঞা বাক্যই গ্রন্থার্থের নির্ণায়ক; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাংশী মূল-অবতারী স্বয়ং-ভগবান্ ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্যতম অভিপ্রায়।

(শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সুচারুরূপে পরিচয় করাইবার জন্য, এই অধ্যায়ে এবং অন্য শাস্ত্রে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই পদ্যাৰ্দ্ধদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অবতার-সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। পরিভাষাবাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-ভিন্ন অন্য সকল অবতারকে পুরুষের অংশরূপে নির্দ্দেশ করিলেন, আর পরিভাষারূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উহাদের হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য রূপে নিশ্চয় করিলেন।)

পরিভাষা, অনিয়মে নিয়ম-কারিণী; অর্থাৎ যে বাক্য, অনিয়মিত ভাবে বর্ণিত বিষয় সকলকে কোন নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত করে, তাহার নাম পরিভাষা। শাস্ত্রে একবারই পরিভাষার উল্লেখ করা হয়,—বারংবার নহে। একবার উল্লিখিত হইলেও একমাত্র উহাদ্বারা কোটি বাক্যও শাসিত হইয়া থাকে। অতএব "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—এই বাক্যটী গুণবাদ নহে পরন্তু ইহার বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান বাক্য সকলের, এই বাক্যের অনুগত ভাবে ব্যাখ্যা করাই শাস্ত্র-সম্মত।

খ্যানানাং এতদনুগুণার্থত্বৈব বৈদুষী। ন চ পারিভাষিকত্বাত্তচ্ছাস্ত্র এব স ব্যবহারো জ্ঞেয়ঃ, ন সর্ব্বত্রেতি গৌণত্বমাশঙ্ক্যং, পরমার্থবস্তুপরত্বাচ্ছ্রীভাগবতস্য তত্রাপ্যার্থিকত্বাচ্চ তস্যাঃ পরিভাষায়াঃ। কিঞ্চ প্রতিজ্ঞাবাক্যমাত্রস্য চ দৃশ্যতে পরত্রাপি নানাবাক্যান্তরোপমর্দ্দকত্বম্। যথাকাশস্যানুৎপত্তিশ্রুতিঃ প্রাণানাঞ্চ তচ্ছ্রুতিঃ স্ববিরোধিনী, নান্যা শ্রুতিশ্চ আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেত্যাদিনোপমর্দ্দ্যতে। অতএব স্বামিপ্রভৃতিভিরপ্যেতদেব বাক্যং তত্তদ্বিরোধনিরাসায় ভূয়োভূয় এব দর্শিতম্। তদেবং শ্রীভাগবতমতে সিদ্ধে চ তস্য বাক্যস্য বলবত্ত্বমত্বে শ্রীভাগবতস্য সর্ব্বশাস্ত্রোপমর্দ্দকত্বেন প্রথমে সন্দর্ভে প্রতিপন্নত্বাৎ অস্মিন্নেবপ্রতিপৎস্যমান-

---

যদি কেহ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই পরিভাষা-বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিরোধী বাক্য শাসন করিতে পারেন, পুরাণান্তরস্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-বিরোধী-বাক্য, এই পরিভাষা বাক্যদ্বারা শাসিত হইবে কেন? এইরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে না; শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থনির্ণায়ক শাস্ত্র তাহাতে আবার এই পরিভাষা-বাক্যটী আর্থিক অর্থাৎ তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের একমাত্র সহায়।

অপিচ প্রতিজ্ঞা-বাক্যমাত্রেরই অন্যান্য বহুবাক্য-নিরসন করিবার সামর্থ্য অন্য গ্রন্থেও দেখা যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশের অনুৎপত্তি-শ্রুতি, প্রাণের অনুৎপত্তি-শ্রুতি, নিজ বিরোধিনী শ্রুতি এবং অন্য নানা শ্রুতি—"আত্মাবিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হওয়া যায়, যেহেতু সমস্তই আত্মা"—এই শ্রুতিদ্বারা উপমর্দ্দিত (নির্জ্জিত) হইয়াছে। যেহেতু সমস্তই আত্মা—এই কথা বলায়, আকাশ এবং প্রাণের উৎপত্তিও আত্মা হইতে হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত হইয়াছে।

অতএব—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এইটী পরিভাষা-বাক্য বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-বিরোধী—অংশত্ব-প্রতিপাদক-বাক্য নিরসনের জন্য বারংবার এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত এই পরিভাষা-বাক্যের বলবত্তমত্ব সিদ্ধ হইল। আবার

ত্বাচ্চ পরকীয়াণামপ্যেতদানুগুণ্যমেব বিদ্বজ্জনদৃষ্টম্ । যথা রাজ্ঞঃ শাসনং তথৈব হি তদনুচরাণামপীতি । তত্র শ্রীভাগবতীয়ানি বাক্যানি তদনুগতার্থতয়া দর্শ্যন্তে । তত্রাংশেনাবতীর্ণস্যেতি অংশেন বলদেবেন সহ ইত্যর্থঃ । কলাভ্যাং নিতরাং হরেরিতি হরেঃ কলা পৃথ্বী আভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যামিতি । দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় ন ইত্যত্র যো মৎস্যাদি-রূপেণাংশেন পূর্বং নোঽস্মাকং, ভবায়াভূৎ হে অম্ব, স তু সাক্ষাৎ—

শ্রীমদ্ভাগবতের সকল-শাস্ত্র উপমর্দ্দকতা তত্ত্বসন্দর্ভে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং এই সন্দর্ভে প্রতিপন্ন হইবে। এইজন্য শাস্ত্রান্তরের বচনকেও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্যের অনুগতভাবে পণ্ডিতগণ দেখিয়া থাকেন। রাজার যেই-রূপ শাসন তাঁহার অনুচর-গণেরও তদ্রূপ শাসন। পরিভাষাবাক্যই শাস্ত্রে রাজা এবং অন্য বাক্য সকল তাহার অনুচর-স্থানীয়।

অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল বাক্য শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বসূচক বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, তৎসমুদায়কে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অনুগত-অর্থ-প্রতিপাদক-রূপে দেখান হইতেছে। যথা—অংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ (১০।১।১ এই) বাক্যের যথাশ্রুতার্থ—শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ। বাস্তবার্থ—অংশের (শ্রীবলরামের) সহিত অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে সহার্থে তৃতীয়া হইয়াছে।

বভৌ ভূরিতি (১০।২০।৪৮)। যথাশ্রুতার্থ—হরির অংশ রামকৃষ্ণের দ্বারা পৃথিবী সাতিশয় শোভাযুক্তা হইয়াছিল। বাস্তবার্থ—হরির কলা (বিভূতিরূপা পৃথিবী) (আভ্যাং) এই রামকৃষ্ণদ্বারা সাতিশয় শোভাশালিনী হইয়াছিলেন।

দিষ্ট্যাম্ব তে ইতি (ভাঃ ১০।২।৩৫)। বাহ্যার্থ—দেবগণ দেবকীদেবীকে বলিতেছেন—সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য অংশদ্বারা আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। বাস্তবার্থ—যিনি মৎস্যাদি অংশা-বতাররূপে পূর্বে আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, হে মাতঃ! তিনি সাক্ষাৎ—স্বয়ংই আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন।

স্বয়মেব তব কুক্ষিগতোঽস্তীতি। ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশমিতি তু সপ্তম্যন্ত-পদার্থো বহুব্রীহিঃ। তস্মিন্নংশিন্যবতরতি তেষামংশানামপ্যত্র প্রবেশস্য ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। পূর্ণত্বেনৈব তত্র সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতমিত্যুক্তম্। তথা নাতিবিদ্বজ্জনবাক্যে—এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি। অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনীত্যত্রাপি সরস্বতী প্রেরিতয়া অংশেন সর্ব্বাংশেন সহৈবেত্যর্থঃ। এবমেব তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ। ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ইত্যত্র আগতাবিতি কর্ত্তরি নিষ্ঠা কৃষ্ণাবিতি

শ্রীবসুদেব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবকীতে জগন্মঙ্গল অচ্যুতের অংশ সমাহিত হইয়াছিলেন। বাস্তবার্থ—(সপ্তম্যন্ত অন্যপদার্থ বহুব্রীহিসমাসে) অচ্যুত-অংশ সকল যাঁহাতে, তিনি অচ্যুতাংশ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে অংশ সকল তাঁহাতে প্রবেশ করেন, সেই সর্ব্বাংশ পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-দেবীতে সমাহিত হইয়াছিলেন; অচ্যুতাংশ শব্দের এই অর্থই সুসঙ্গত। যেহেতু, স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন নিখিল অংশাবতার, গুণাবতার প্রভৃতি তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ যে পরিপূর্ণ-স্বরূপ তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই ঐ শ্লোকের শেষার্দ্ধে উক্ত হইয়াছে—"দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতম্" অর্থাৎ শ্রীদেবকীদেবী নিজ হৃদয়ে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বমূল স্বরূপ ভগবানকে ধারণ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।২।১৮)

"এতৌ ভগবতঃ··· ··· (১০।৪৩।২৩)। ইঁহারা (শ্রীরামকৃষ্ণ) সাক্ষাৎ নারায়ণ হরির অংশে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ইহা সুবিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য নহে—রঙ্গমঞ্চে উপবিষ্ট জনবৃন্দের উক্তি; তাঁহারা সাতিশয়বোধ-সম্পন্ন ছিলেন না, সাধারণ দর্শকমাত্র। তাহাতেও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীসরস্বতী প্রতিপাদিত অর্থে (সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তিতে) সর্ব্বাংশ সহ শ্রীবসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে।

"তাবিমৌ" ইতি (৪।১।৫৮) বাহ্যার্থ—পৃথিবীর ভার হরণার্থে শ্রীহরির অংশদ্বয় যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুকুলে অর্জ্জুনরূপে আসিয়াছেন। বাস্তবার্থ—

কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। ততশ্চ ভগবতো নানাবতারবীজস্য হরেঃ পুরুষস্য তাবিমৌ নারায়ণাংশৌ অংশৌ কর্তৃভূতৌ কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কর্ম্মভূতাবাগতবন্তৌ তয়োঃ প্রবিষ্টবন্তাবিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ কৃষ্ণৌ ভূবো ভারব্যয়ায় চকারাত্তক্তসুখদ-নানালীলান্তরায় চ। যদুকুরুদ্বহৌ যদুকুরুবংশয়োরবতীর্ণাবিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ, কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়মিত্যাগমবাক্যং শ্রীমদর্জ্জুনে নরপ্রবেশা-পেক্ষয়া। যস্তু স্বয়মনন্তসিদ্ধো নারায়ণঃ 'নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা'মিত্যাদিনা দর্শিতঃ, স পুনঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থান্তরাপেক্ষয়া মন্তব্যম্। যয়োরেব সমং

এস্থলে আগতৌ, এই পদে কর্তৃবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় এবং 'কৃষ্ণৌ'পদে কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্—নানাবতার-বীজ হরির (পুরু-ষের) সেই নর নারায়ণাখ্য অংশদ্বয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীনর-নারায়ণ 'আগত' ক্রিয়ার কর্তৃকারক, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন কর্ম্মকারক বুঝিতে হইবে। কীদৃশ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন? পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য এবং (শ্লোকোক্ত চ-কার হইতে) ভক্ত-সুখদ নানাবিধ অন্যলীলার জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্লোকের 'যদু-কুরূদ্বহঃ'-শব্দের অর্থ—যদু এবং কুরুবংশে অবতীর্ণ অর্থাৎ যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ, কুরুবংশে শ্রীঅর্জ্জুন আবির্ভূত হইয়াছেন।

"অর্জ্জুনেতু নরাবেশঃ কৃষ্ণোনারায়ণঃ স্বয়ং" এই আগমবাক্যে, অর্জ্জুনে নরনামক ঋষি প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া নরাবেশ বলা হইয়াছে। "নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনাম্" ১০।১৪। ব্রহ্মস্তবে যিনি—অনন্তসিদ্ধ নারায়ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণ—এই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য "কৃষ্ণোনারায়ণঃ স্বয়ং" এই বাক্যে নারায়ণ-পদে স্বয়ং এই বিশেষণ দিয়াছেন।

দশমস্কন্ধে রুক্মিণী-পরিহাস প্রসঙ্গে উক্ত—"যয়োরেব সমং বীর্য্যমিতি ভাঃ ১০।৬০।১৫ যে দুইজনের সমান প্রভাব, ইত্যাদি এই শ্রীরশ্লোক রীতি অনুসারে নর-ঋষির আবেশের সহিত স্বয়ং নারায়ণ-শ্রীকৃষ্ণের সখ্য হইতে পারে না। কারণ, আবেশাবতার কিয়ৎ পরিমাণে আবিষ্ট জীব বিশেষ, শ্রীমদর্জ্জুন যদি তাহা হয়েন, তবে স্বয়ং-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সখ্য, অর্থাৎ

শীধ্যমিত্যাদিন্যায়াৎ। তথা বিষ্ণুধর্ম্মে—যস্ত্বাং বেত্তি স মাং বেত্তি যস্ত্বামনু স মামনু। অভেদেনাত্মনো বেদ্মি ত্বামহং পাণ্ডুনন্দনেতি। তং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যাচ্চার্জ্জুনস্যাপি শ্রীকৃষ্ণসখত্বেন নারায়ণসখান্নরাৎ পূর্ণত্বাত্তত্র প্রবেশঃ সমুচিত এব। ক্বচিচ্চাংশাদিশব্দপ্রয়োগঃ—নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্দিশা পূর্ণস্যাপি সাধারণজনে খণ্ডাংশপ্রকাশাত্তৎপ্রতীতাবেবাংশ ইবাংশ ইতি জ্ঞেয়ম্। নারায়ণসমো গুণৈরিত্যত্রাপি নারায়ণঃ পরব্যোমাধিপ এব গুণৈঃ সমো যস্যেত্যেব গর্গাভিপ্রায়ঃ। তদেবং

সমান আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তদ্রূপ (কৃষ্ণার্জ্জুনের সমরূপতা) বিষ্ণুধর্ম্মে—"হে পাণ্ডুনন্দন! যে তোমাকে জানে, সে আমাকে জানে; যে তোমার অনুগত, সে আমার অনুগত, আমি তোমাকে নিজের সহিত অভিন্ন মনে করি।" অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের এই বাক্যানুসারে নারায়ণসখা নর-ঋষি হইতে অর্জ্জুনের পূর্ণত্ব প্রতীত হইতেছে। অতএব অর্জ্জুন নরঋষির আবেশ নহেন, নরঋষির তাহাতে প্রবেশই সমুচিত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

এসকল স্থান ভিন্ন অন্য যে সকল স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অংশাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, যে সে স্থলে শ্রীভগবদ্গীতার "আমি স্বীয় যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত, সুতরাং সাধারণ চক্ষুতে আমার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।" এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি অনুসারে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জনে খণ্ডাংশরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া, তাহাদের প্রতীতিতে অংশের মত, অংশ—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ঐ সকল স্থলে বাস্তবিক 'অংশ' বলা অভিপ্রেত নহে, সাধারণের প্রতীতি যেমন হইয়াছে, তেমনই (অংশ) বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে গর্গাচার্য্য মহাশয় "নারায়ণসমো গুণৈঃ" এই বাক্যদ্বারা শ্রীনন্দমহারাজকে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বলিয়াছেন। এস্থলে বাৎসল্য-প্রেমবান্ শ্রীব্রজরাজ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে) গুণে নারায়ণের সমান—এইরূপ অর্থ করিয়া শ্রীনারায়ণকে আশ্রয়-তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রিত-তত্ত্ব

মহাকালপুরাখ্যানেঽপি প্রতিজ্ঞাবাক্যমিদমধিকুর্য্যাৎ। কিঞ্চ শাস্ত্রং হি শাসনাত্মকং শাসনঞ্চোপদেশঃ। স চ দ্বিধা—সাক্ষাদর্থান্তরদ্বারা চ। সাক্ষাদুপদেশশ্চ শ্রুতিরিতি পরিভাষ্যতে। সাক্ষাত্ত্বঞ্চাত্র নিরপেক্ষত্বমুচ্যতে। তদুক্তং নিরপেক্ষরবা শ্রুতিরিতি। তথা চ সতি শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিত্যুক্তানুসারেণ চরমস্য পূর্ব্বাপেক্ষয়া দুর-

---

বুঝিয়াছিলেন; আর, শ্রীগর্গাচার্য্যের অভিপ্রায়—(অন্য-পদার্থ-প্রধান বহুব্রীহি সমাসে) গুণে নারায়ণ সমান যাঁহার—এইরূপ অর্থ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ—আশ্রয়-তত্ত্ব, শ্রীনারায়ণ—আশ্রিত তত্ত্ব। এস্থলে নারায়ণ বলিতে গর্ভোদশায়ী প্রভৃতি নহেন। পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুল্যযোগিতা হইতে পারে।

এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতারত্ব সূচকবৎ যে সকল বাক্য আছে, তৎসমুদয় দ্বারা বাস্তবপক্ষে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা স্থির হইল বলিয়া, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই প্রতিজ্ঞা বাক্য ভাঃ ১০।৮৯ মহাকালপুরাখ্যান স্থলেও প্রযুক্ত হইবে, অর্থাৎ মহাকাল-পুরুষবচনের যথাশ্রুত অর্থানুসারে শ্রীকৃষ্ণ যে অংশ একথা সঙ্গত নয়; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার অংশী, এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

শাস্ত্র—শাসনাত্মক। শাসন (শিক্ষা)—উপদেশ প্রদান করা। সেই উপদেশ দুই প্রকার—সাক্ষাৎ এবং অর্থান্তর-দ্বারা। সাক্ষাদুপদেশকে শ্রুতি বলে অর্থাৎ নিরপেক্ষ-ভাবে যে উপদেশ দান, তাহাই শ্রুতি। এইজন্য বলা হইয়াছে—শ্রুতি—নিরপেক্ষরবা; অর্থাৎ শ্রুতিদ্বারা যাহা বলা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ের এই ষড়্বিধ উপায় মধ্যে অর্থবিপ্রকর্ষ (অর্থের ব্যবধান) বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা পরের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ শ্রুতি হইতে লিঙ্গ দুর্ব্বল, লিঙ্গ হইতে বাক্য দুর্ব্বল ইত্যাদি।

পূর্ব্বমীমাংসার উক্তরীতি অনুসারে, সমাখ্যা দ্বারা অর্থাৎ আখ্যায়িকাদ্বারা [illegible]

প্রাতীত্যর্থত্বে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রীশৌনকং প্রতি শ্রীসূতস্য সাক্ষাদুপদেশেন ইতিহাসদ্বারোপদেশো বাধ্যেত। ন চ মে কলাবতীর্ণাবিতি চ মহাকালপুরাধিপ এব শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাদেবোপদিষ্টবানিতি বাচ্যং; শ্রীকৃষ্ণস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাব্যভিচারেণ বক্তৃশ্রোতৃভাবপূর্ব্বকসঙ্গমাসংভবেন দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণেতি কার্য্যান্তরতাৎপর্য্যদর্শনেন চ, তৎ স্বসম্মতপুরাণসত্বোপদেষ্টৃ-

উপদেশ (সন্দর্ভোক্ত চরমস্থ), শ্রুতি (সন্দর্ভোক্ত পূর্ব্বাপেক্ষয়া) হইতে দূরে অর্থপ্রতীতি করায় বলিয়া অর্থাৎ অর্থবোধের অপ্রাধান্য হেতু, শ্রুতিদ্বারা সমাখ্যা নিরস্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাকাল পুরাখ্যান—সমাখ্যা। শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের সাক্ষাদুপদেশ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই শ্রুতিদ্বারা, ইতিহাস-(সমাখ্যা)-দ্বারা কথিত মহাকালপুর-প্রসঙ্গোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব-প্রতিপাদক বাক্য নিরস্ত হইল।

এস্থলে সংশয় হইতে পারে; ভূমাপুরুষও—"আমার অংশ তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুর বধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট আগমন কর" শ্রীকৃষ্ণকে এই সাক্ষাদুপদেশ দান করিয়াছেন; ইহাই শ্রুতি হউক? তাহা হইতে পারে না; কারণ কখনও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতা ব্যভিচার হয় না বলিয়া ভূমা-পুরুষকে বক্তা এবং আপনাকে শ্রোতৃরূপে কল্পনা করিয়া তথায় তাঁহার গমনের প্রস্তাব করা যাইতে পারে না। তোমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ কুমারগণকে হরণ করিয়াছি।" ভূমা-পুরুষের এই উক্তি হইতে কার্য্যান্তরে তাৎপর্য্য দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের রূপ মাধুর্য্য শ্রবণে মোহিত হইয়াই তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণকুমারগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সতত্ত্বোপদেষ্টা (তত্ত্ব নির্ণয় করতঃ যথার্থ উপদেশকারী) শ্রীসূতাদির ন্যায়; ভূমাপুরুষকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বোপদেশ দান করিবার তাৎপর্য্য দেখা যায় না। এবং বক্ষ্যমাণ অর্থান্তরেই শ্লোকোক্ত পদসকলের নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়।

যাহারা এই সকল যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হয়, অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত (অস্বীকার্য্য

মৃত্যাদিবস্তূপবেশে তাৎপর্য্যাভাবাদ্বক্ষ্যমাণার্থানুষ্টির এব নৈকট্যেন পদসম্বন্ধাচ্চ। কিঞ্চ ভবতু বা তুষ্যতু ন্যায়েন, শ্রীকৃষ্ণস্য তমপেক্ষ্যাপূর্ণত্বং, তথাপি সর্ব্বেষামপ্যবতারাণাং নিত্যমেব স্বস্থত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ, কেষাঞ্চিন্মতে তু স্বয়ং পুরুষত্বেঽপি স্বতন্ত্রস্থিতিত্বাৎ, যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ইতি ত্বরয়েতমন্তিমে ইতি চ তত্তদর্থদ্বয়ে বিরুদ্ধোক্তে। অস্তু তাবদস্মাকমন্যা বার্ত্তা। ন চ কুত্রাপি মহাকালোঽয়মংশেন তদ্রূপেণাবতীর্ণ ইত্যাখ্যায়তে বা। ততশ্চাপ্রসিদ্ধ-কল্পনা প্রসজ্জেত। তত্রৈব চ ত্বরয়েতমন্তিমে ইতি যুবাং নরনারায়ণবৃষী ধর্ম্মমাচরতামিত্যাদেশদ্বয়স্য পারস্পরিকবিরোধঃ স্ফুট এব। কিঞ্চ যদি তস্য

বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণ)-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষ অপেক্ষা অপূর্ণ স্বীকার করিলেও সমাধান করা যায় না। যেহেতু, সমস্ত অবতারই নিজস্বরূপে নিজধামে নিত্য অবস্থান করেন, কখনও তাঁহারা নিজ অংশীতে মিলিত হয়েন না। ইহা পরে দেখান হইবে। কাহারও (শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ীর) মতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ হইলেও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ। এজন্য "তোমরা এবং নর-নারায়ণ ঋষি" "সত্বর আমার নিকট আগমন কর" (যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ত্বরয়েত মন্তি মে।) এই বাক্যদ্বয়ের বাহ্যার্থ অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়। আমাদের জন্য বিচার দূরে থাকুক, মহাকাল-পুরুষ যে অংশে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কোন গ্রন্থেই একথার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণার্জ্জুনকে ভূমা-পুরুষের অংশ স্বীকারে অপ্রসিদ্ধ-কল্পনা-প্রসক্তি হয়।

একবার বলিতেছেন, "তোমরা আমার নিকট আগমন কর" আবার বলিতেছেন, তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্ম আচরণ কর"। এই বিরুদ্ধ উপদেশদ্বয়ের পরস্পরবিরোধ স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। বদরিকাশ্রমে শ্রীনর-নারায়ণ ঋষির চিরাবস্থিতির প্রসিদ্ধি আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নর-নারায়ণ ঋষি হইলে ভূমা-পুরুষের নিকট যাইতে পারেন না। আর, ভূমা-পুরুষের অংশ হইলে অপ্রকট-সময়ে তাঁহাতে প্রবেশ করেন বলিয়া, শ্রীনর-

তাবংশাবতবিন্যতাং তর্হি করতলমণিবং সদা সর্ব্বমেব পশ্যন্নসৌ তাবপি দূরতোহপি পশ্যন্নেবাভবিষ্যং। তচ্চ যুবয়োর্দিদৃক্ষুণেতি তদ্বাক্যেন ব্যভিচারিতম্। যদি স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্তত্তদ্রূপাবাত্মানৌ দর্শয়তি তদৈব তেন তৌ দৃশ্যেয়াতামিত্যানীতঞ্চ। তথাচ সতি তয়োর্দৃশ্যত্বাভাবাদংশত্বং নোপপদ্যতে। তস্মাদপ্যধিকশক্তিত্বেন প্রত্যুত পূর্ণত্বমেবোপপদ্যতে। এবমপি যদর্জ্জুনস্য তজ্জ্যোতিঃপ্রতাড়িতাক্ষত্বং তদ্দর্শনজাতসাধ্বসত্বং চ জাতং তত্র স্বয়মেব ভগবতা তত্তল্লীলারসোপয়িকমাত্রশক্তেঃ প্রকাশনাদন্যস্যাঃ স্থিতায়া অপি কুণ্ঠনান্ন বিরুদ্ধম্। দৃশ্যতে চ স্বস্যাপি ক্বচিদ্ যুদ্ধে প্রাকৃতাদপি পরাভবাদিকম্। যথাত্রৈব তাবং স্বয়মেব বৈকুণ্ঠাদাগতানামপ্যশ্বানাং প্রাকৃততমসা ভ্রষ্টগতিত্বম্। তদেবমেব শ্রীকৃষ্ণস্য তস্মিন্ ভক্তিভরদর্শনেনাপ্যন্যথা ন

যদি তাঁহারা মহাকালের অংশ হইতেন, তবে যিনি হস্তস্থিত মণির মত সর্ব্বদা সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন, সেই ভূমাপুরুষ দূর হইতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিতেন। তাহা "আপনাদের দর্শনার্থী হইয়া" এই বাক্য দ্বারা ব্যভিচারিত হয়। যদি শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নর-নারায়ণ রূপে নিজেকে প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই মহাকাল পুরাধিপতি তাঁহার দুইজনকে দেখিতে পাইতেন এই অর্থই প্রতীত হয়। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে তিনি ইচ্ছানুসারে দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা ভূমাপুরুষের অংশ প্রতিপন্ন হইতে পারেন না পরন্তু, মহাকাল অপেক্ষা অধিক শক্তি বলিয়া পূর্ণত্বই উপপন্ন হয়। এইরূপ হইলেও, অর্জ্জুনের যে মহাকালপুরাধিপতির জ্যোতিতে চক্ষু অভিভূত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে দেখিয়া ভয় হইয়াছিল, তাহা বিরুদ্ধ হয় না, কারণ, সেখানে ভগবান্ নিজেই সেই সেই লীলারসের উপযোগিনী শক্তিমাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন ও অন্য শক্তির সংকোচ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০ ৮৯অঃ বিপ্রকুমারানয়ন প্রসঙ্গে) কোন কোন সময়ে ভগবানের নিজের ও যুদ্ধে প্রাকৃত লোকের নিকট পরাজয় প্রভৃতি দেখা যায়। যেমন—এইস্থলেই বৈকুণ্ঠ হইতে আগত ঘোটক সমূহের ও প্রাকৃত অন্ধকারে গতিভ্রংশ হইয়া-

মন্তব্যম্। শ্রীরুদ্রাদৌ নারদাদৌ চ তথা দর্শনাৎ। এবমত্র পরত্র বা তদীয়লীলায়াস্তু পূর্ব্বপক্ষো নাস্তি তস্য স্বৈরাচরণত্বাৎ। অতস্তদীয়তাৎপর্য্য-শব্দোত্থাবর্থাবেবমেব দৃশ্যেতে। তত্তাৎপর্য্যোত্থো যথাসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবানপি যথা গোবর্দ্ধনমখলীলায়াং গোপগণবিস্মাপনকৌতুকায় কাঞ্চিন্নিজাং দিব্যমূর্ত্তিং প্রদর্শয়ন্ তৈঃ সমমাত্মনৈবাত্মানং নমশ্চক্রে, তথৈবার্জ্জুনবিস্মাপন-কৌতুকায় মহাকালরূপেণৈবাত্মনা দ্বিজবালকান্ হারয়িত্বা পথি চ তং তং চমৎকারমনুভাব্য মহাকালপুরে চ তাং কামপি নিজাং মহাকালাখ্যাং দিব্যমূর্ত্তিং দর্শয়িত্বা তেন সমং তদ্রূপমাত্মানং নমশ্চক্রে, তদ্রূপেণৈব সার্জ্জুন-মাত্মানং তথা বভাষে চ। তদুক্তম্—তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেহ-

---

ছিল। এই প্রকারেই, মহাকালপুরাধিপতির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির আতিশয্য দর্শন করিয়াও অন্য প্রকার (মহাকাল পুরাধিপতির শ্রেষ্ঠতা) মনে করিতে হইবে না। কারণ শ্রীরুদ্র ও শ্রীনারদ প্রভৃতির প্রতি ও শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রকার ভক্তি দেখা যায়। এইরূপ, এখানে বা অন্যত্র তাঁহার লীলায় পূর্ব্বপক্ষের অবকাশ নাই। কারণ, তিনি ইচ্ছানুরূপ লীলা করেন তাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই।

অনন্তর ভূমা পুরুষোক্ত শ্লোক দ্বয়ের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শনরূপ বিচারের দ্বিতীয় রীতি উপস্থিত করা হইতেছে। সেই অর্থ তাৎপর্য্যোত্থ ও শব্দোত্থ-ভেদে দুই প্রকার। তাৎপর্য্য হইতে উত্থিত অর্থ যথা—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও গোবর্দ্ধন যাগলীলায় শ্রীগোপগণের বিস্ময়জনক কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিজের কোন এক দিব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া সেই গোপগণের সহিত নিজেই নিজেকে নমস্কার করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুনের বিস্ময়জনক কৌতুহলের নিমিত্ত নিজেই মহাকালরূপে দ্বিজবালকগণকে হরণ করাইবার পর, পথে সেই সেই চমৎকারিতা অনুভব করাইয়া মহাকালপুরে নিজ মহাকালনামক দিব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার (অর্জ্জুনের) সহিত সেই (মহাকাল) রূপে আপনাকে আপনি নমস্কার করেন এবং সেই মূর্ত্তিতে অর্জ্জুনের

আমাত্মন ইতিবৎ অত্রাপি বন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুত ইতি। অতএব হরিবংশে তৎসমীপজ্যোতিরুদ্দিশ্য চার্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনোক্তম্—মত্তেজস্তৎ সনাতনমিতি। অথ শব্দোঽপ্যংশপার্থো যথা তত্র শ্রীমহাকালমুদ্দিশ্য পুরুষোত্তমোত্তমমিতি বিশেষণস্যার্থঃ। পুরুষো জীবস্তস্মাদুত্তমস্তদন্তর্যামী তস্মাদুত্তমং ভগবৎপ্রভাবরূপমহাকালশক্তিময়ং তমিতি। অথ মহাকালবাক্যস্থ, "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে, কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে" ইত্যস্য, যুবয়োর্ব্বাং দিদৃক্ষুণা ময়া দ্বিজপুত্রা মে মম ভুবি ধাম্নি উপনীতা আনীতা ইত্যেকং বাক্যম্; বাক্যান্তরমাহ—হে ধর্ম্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণৌ কলা অংশাস্তদ্যুক্তাববতীর্ণৌ মধ্যমপদলোপী সমাসঃ, কলায়ামংশলক্ষণে মায়িকপ্রপঞ্চে অবতীর্ণৌ বা,

---

সহিত নিজেকে ঐরূপ কথা বলেন। গোবর্দ্ধন-যজ্ঞপ্রসঙ্গে তাহা কথিত হইয়াছে। যেমন, ব্রজজনগণের সহিত নিজেকে নিজে নমস্কার করিয়াছিলেন, অদ্ভুত, অনন্ত এখানেও আপনি আপনাকে বন্দনা করিয়াছিলেন। অতএব হরিবংশে দেখা যায় তাঁহার (ভূমাপুরুষের) নিকটস্থিত জ্যোতিকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন তুমি যে তেজ দেখিতেছ তাহা অন্য কিছু নহে আমারই সনাতন তেজ।

অতঃপর শব্দাংশ অর্থ প্রকাশিত হইতেছে—যেমন সেখানে মহাকালকে উদ্দেশ করিয়া "পুরুষোত্তমোত্তমম্" এই প্রদত্ত বিশেষণের অর্থ, পুরুষ—জীব, তাহা হইতে উত্তম জীবান্তর্যামী পরমাত্মা, তাহা হইতে উত্তম—শ্রীভগবানের প্রভাবস্বরূপ মহাকালশক্তিময় যিনি তাঁহাকে (ভূমাপুরুষকে)। মহাকালের বাক্যের অন্তর্গত একটি বাক্য (ভা ১০।৮৯।৫৮) "আপনার দুইজনের দর্শনার্থী হইয়া দ্বিজবালকগণকে আনয়ন করিয়াছি" অপরটি বলিতেছেন—"হে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত কলাবতীর্ণ অর্থাৎ কলা—অংশ, তাহার সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ, মধ্যপদলোপী সমাস, অথবা কলাতে—অংশরূপ মায়িক জগতে, অবতীর্ণ (মী তৎপুরুষ)। "সমস্ত ভূত ইঁহার অংশ" এই

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি শ্রুতেঃ, ভূয়ঃ পুনরপি অবশিষ্টানবনের্ভরাসুরান্ হত্বা যে মম অস্তি সমীপায় সমীপমাগময়িতুং যুবাং ত্বরয়েতং ত্বরয়তম্ অত্র প্রস্থাপ্য তান্ মোচয়তমিত্যর্থঃ, তদ্ধতানাং মুক্তিপ্রসিদ্ধেঃ, মহাকাল-জ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তীতি, ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্যদ্দৃষ্টবানসীতি শ্রীহরিবংশোক্তেশ্চ, ত্বরয়েতমিতি প্রার্থনায়াং হেতুণিজন্তস্য লিঙি রূপম্, অস্তীত্যব্যয়াচ্চতুর্থ্যা লুক্, চতুর্থী চ এধোভ্যো ব্রজতীতিবৎ ক্রিয়ার্থোপ-পদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি স্মরণাৎ কটং কৃত্বা প্রস্থাপয়তীতিবদুভয়োরেকে-নৈব কর্ম্মণান্বয়ঃ। তস্মাদেব এবার্থঃ স্পষ্টমকষ্টো ভবতি। অর্থান্তরে তু সমস্ত-বতোকপদত্বে পদচ্ছেদঃ কষ্টায় কল্পেত। তথা 'পূর্ণকামাবপি যুবাং নর-নারায়ণাবৃষী ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহ'মিত্যস্য। ন কেবল-

---

শ্রুতিতে উক্ত অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ভূয়ঃ—পুনরায় তোমরা ভূভার-স্বরূপ, অবশিষ্ট অসুরগণকে বিনাশ করিয়া আমার নিকট পাঠাইবার জন্য ত্বরান্বিত হও অর্থাৎ আমার নিকট তাহাদিগকে পাঠাইয়া মুক্ত কর। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত অসুরগণের মুক্তি প্রসিদ্ধ আছে; মুক্তগণ মহাকালের জ্যোতিতে যে প্রবেশ করেন তাহা 'তুমি যে মহৎ অলৌকিক বস্তু দেখিলে তাহা ব্রহ্ম-তেজোময়' এই হরিবংশের উক্তি হইতে জানা যায়। 'ত্বরয়েতম্' পদটী প্রার্থনা অর্থে হেতু নিজন্তের উত্তর লিঙ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। অস্তি এই পদটী অব্যয় তাহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। কাঠের জন্য যাইতেছে, এখানে যেমন কাঠকে আনিবার জন্য এই ক্রিয়ার্থ—উপপদে কর্ম্ম স্থানে চতুর্থী, অস্তির উত্তর চতুর্থী বিভক্তির অর্থও সেইরূপ। মাদুর নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইতেছে, এখানে যেমন নির্ম্মাণ করা ও পাঠান এই দুইটি ক্রিয়ার মাদুররূপ একই কর্ম্মে অন্বয়, সেইরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া ত্বরান্বিত হউন অর্থাৎ এখানে পাঠাইয়া মুক্ত করুন, এই উভয় ক্রিয়ার সহিত অসুররূপ একটি কর্ম্মের অন্বয় হইয়াছে, অতএব এই অর্থই স্পষ্ট ও অনায়াসলভ্য হইতেছে। অন্য প্রকার অর্থ করিলে অর্থাৎ "কলাভ্যামবতীর্ণৌ" এই তৃতীয়া তৎপুরুষ

মেতদ্রূপেণৈব যুবাং লোকহিতায় প্রবৃত্তৌ অপি তু বৈভবান্তরেণাপীতি স্তৌতি পূর্ণেতি। স্বয়ং ভগবত্বেন তৎসখত্বেন চ ঋষভৌ সর্ব্বাবতারাবতারিশ্রেষ্ঠাবপি পূর্ণকামাবপি স্থিতৌ লোকরক্ষণায়, লোকসংগ্রহং—লোকেষু তত্তদ্ধর্ম্মপ্রচারহেতুকং ধর্ম্মমাচরতাং কুর্ব্বতাং মধ্যে যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ইত্যনয়োরল্পাংশত্বেন বিভূতিবন্নির্দ্দেশঃ। উক্তঞ্চৈকাদশে শ্রীভগবতা বিভূতিকথন এব—নারায়ণো মুনীনাঞ্চেতি। ধার্ম্মিকমৌলিত্বাদ্দ্বিজপুত্রার্থমবশ্যমেষ্যথ ইত্যত এব ময়া তথা ব্যবসিতমিতি ভাবঃ। তথাচ হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা। বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো

সমাসে, তোমরা আমার কলাতে অবতীর্ণ হইয়াছ এরূপ অর্থ পাওয়া যায় তাহাতে— একপদত্ব পদচ্ছেদ সম্ভব হইলেও কষ্টকল্পনা দোষ ঘটে অর্থাৎ কলা এবং অবতীর্ণৌ এই দুইপদের একপদ করিলে উক্তরূপে ৭ম্যা তৎপুরুষে ব্যাসবাক্যে পদচ্ছেদ করা যায় বটে কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুনকে ভূমাপুরুষের অংশাদিরূপে কল্পনা করিলে বহু বিরোধ ঘটে। অতএব তাহা কষ্টকল্পনা। এজন্য এরূপ স্থলে অর্থান্তর স্বীকার অনুচিত। "পূর্ণকামাবপি" ১০।৮৯।৫৯ শ্লোকের অর্থ—কেবল এইরূপেই যে আপনারা লোকহিতে প্রবৃত্ত তাহা নহে, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন বৈভব দ্বারা ও লোকহিত করিয়া থাকেন এই প্রকার স্তুতি করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার সখা এই হেতু ঋষভ,—সকল অবতারের অবতারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও এবং পূর্ণকাম হইয়াও স্থিতির নিমিত্ত, লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকে সেই সেই (বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ভাগবত ধর্ম্ম) ধর্ম্মের প্রচার হেতু যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনারা নরনারায়ণ ঋষি, এখানে নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের অল্পাংশ বলিয়া বিভূতির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। একাদশে শ্রীভগবান্ স্বীয় বিভূতিকথনে বলিয়াছেন—"মুনিগণের মধ্যে আমি নারায়ণ"। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাভিলাষী ভূমাপুরুষের দ্বিজপুত্র হরণের তাৎপর্য্য এই—ধার্ম্মিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজ কুমারগণের জন্য অবশ্য আসিবেন তদুপলক্ষে তাঁহার দর্শন করিব। এই কারণেই আমি তাহাদের আনয়নে উত্তম

নাগচ্ছেদন্যথাপীতি। অত্রাচরতমিত্যর্থে আচরতামিতি ন প্রসিদ্ধিরিত্যতশ্চ তথা ন ব্যাখ্যাতম্। তস্মান্মহাকালতোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাধিক্যং সিদ্ধম্। তদেতন্মহিমানুরূপমেবোক্তম্—নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ। যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুভাবিতমিতি। অত্র মহাকালানুভাবিতমিতি তু নোক্তম্। এবমেব সচেতি লক্ষণো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি দর্শয়িতু মাখ্যানান্তরমাহ একদেতি। শ্রীস্বামিলিখিতৈতৎপ্রকরণচূর্ণিকাপি সুসঙ্গতা ভবতি।

অথ পরকীয়াণ্যপি বিরুদ্ধায়মানানি বাক্যানি তদনুগতার্থতয়া দৃশ্যন্তে।–

করিয়াছি। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—' আমার দর্শনের জন্য সেই মহাত্মা (মহাকাল পুরুষ) বালকগণকে হরণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রের নিমিত্ত এখানে আসিবেন, নচেৎ আসিবেন না। এস্থলে 'আচরতন্' আচরণ করুন অর্থের স্থানে 'আচরতাম্' আচরণকারিগণের এই অর্থ প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া সেইরূপ ব্যাখ্যা (শ্রীধরসম্মত) করা হইলনা। অতএব মহাকাল পুরুষ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য সিদ্ধ হইল। সে কারণ এই মহিমার অনুরূপ (ভূমাপুরুষের সব কিছু কৃষ্ণানুকম্পিত) শ্রীশুকদেবের উক্তি দেখা যায়। " বিষ্ণুর তেজ দেখিয়া পার্থ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং পুরুষগণের (ভগবৎস্বরূপসমূহের) যাহা কিছু পুরুষত্ব (বৈভব) তাহা শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ সম্পাদিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এই শ্লোকে মহাকালের অনুভাবিত এরূপ উক্ত হয় নাই এরূপ ব্যাখ্যাত হইলেই (ভাঃ ১০।৮৯।২১) শ্লোকের "সেই পরম পুরুষ হরি, হর্ষ, জ্ঞানাদি যাহার লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 'একদা দ্বারাবতীতে' ইত্যাদি মৃত ব্রাহ্মণ কুমারানয়ন আখ্যান বলিতেছেন" (১০।৮৯।২১) শ্রীশ্রীধরস্বামী কর্তৃক লিখিত এই প্রকরণের চূর্ণিকা ও সুসঙ্গত হয়।

কেশাবতার খণ্ডন। অনন্তর আপাতবিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান অন্য শাস্ত্রের বাক্যসমূহ শ্রীভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বাক্যার্থের অনুগত

তত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে ! ইতি। মহাভারতে—স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হ শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত ইতি। অত্র তাৎপর্য্যং স্বামিভিরিত্থং বিবৃতং—ভূমেঃ সুরেতরবরূথেত্যাদিপদ্যে। সিতকৃষ্ণকেশ ইত্যত্র সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব ন তু বয়ঃপরিণামকৃতম্ অবিকারিত্বাৎ। যচ্চ উজ্জহারাত্মনঃ কেশাবিত্যাদি তত্তু ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং, কিন্তু ভূভারাবতারণরূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ মৎ কেশাবেব তৎ কর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যে-

---

রূপে প্রতীয়মান হয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ভূভারহরণের জন্য প্রার্থিত হইয়া "হে মহামুনে ! আপনার শুভ্র ও কৃষ্ণ কেশদ্বয় উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাভারতে উক্ত আছে—শ্রীহরি শুভ্র ও কৃষ্ণ কেশ দুইটি উৎপাটিত করিলেন, সেই দুইটি যদুকুলে রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই দেবের যে কেশটী শুক্ল তিনি বলভদ্র আর অপর যে কেশটি কৃষ্ণবর্ণ তিনি কেশব হইলেন। "ভূমেঃ সুরেতরবরূথ (ভাঃ ২।৭।২৬) ইত্যাদি পদ্যের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন—সিত ও কৃষ্ণ কেশপদে শ্বেত ও কৃষ্ণ শোভাকেই জানিতে হইবে, শুক্ল কৃষ্ণ কেশ হইতে পারে না; বয়সের পরিণাম বা বার্দ্ধক্য বশতঃ কেশ শুক্ল হয় কিন্তু অবিকারী শ্রীহরির পরিণাম বশতঃ শুক্ল কেশ হওয়া সম্ভব নহে। "উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ" এই বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকটি কেশের অবতার অভিপ্রায়ে উক্ত হয় নাই কিন্তু ভূভারহরণরূপ কার্য্য কতটুকু' তাহা আমার (ক্ষীরোদশায়ীর) কেশযুগলই করিতে সমর্থ এই অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য এবং রামকৃষ্ণের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূচনার জন্য এই কেশোদ্ধার করিয়াছেন বুঝা যাইতেছে এই কেশদ্বয় রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত

তদ্বিরোধাচ্চেতি। ইদমপ্যত্র তাৎপর্য্যং সম্ভবতি। ননু দেবাঃ কিমর্থং মামেবাবতারয়িতুং ভবদ্ভিরাগৃহ্যতে অনিরুদ্ধাখ্যপুরুষপ্রকাশবিশেষস্থ ক্ষীরোদশ্বেতদ্বীপধাম্নো মম যৌ কেশাবিব স্বস্বশিরোধার্য্যভূতৌ তাবেব শ্রীবাসুদেবসঙ্কর্ষণৌ স্বয়মেবাবতরিষ্যতঃ। ততশ্চ ভূভারহরণং তাভ্যামীষৎকরমেবেতি। অথ উজ্জহারাত্মনঃ কেশাবিত্যস্যৈব শব্দার্থোঽপি মুক্তাফলটীকায়াং—কেশৌ সুখস্বামিনৌ সিতো রামঃ আত্মনঃ সকাশাদুজ্জহার উদ্ধৃতবান্। হরিবংশে তু কস্যাঞ্চিৎ গিরিগুহায়াং ভগবান্ স্বমূর্ত্তিং নিক্ষিপ্য গরুড়ঞ্চ তত্রাবস্থাপ্য স্বয়মত্রাগত ইত্যুক্তম্। তদুক্তম্—স দেবানভ্যনুজ্ঞায়েত্যাদি। যে তু যথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যান্তি তে ন সম্যক্ পরামৃষ্টবন্তঃ, যতঃ সুরমাত্রস্যাপি নির্জ্জরত্বপ্রসিদ্ধিঃ। অকালকলিতে ভগবতি জরাদ্যুদয়েন কেশশৌক্ল্যাসম্পত্তিঃ।

হইবেন এই অভিপ্রায়ে নতে নাচেৎ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। এখানে এরূপ তাৎপর্য্য ও সম্ভব হয় "হে দেবগণ! আপনারা আমাকে অবতরণ করাইবার জন্য কেন আগ্রহ করিতেছেন? ক্ষীরসমুদ্র ও শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত অনিরুদ্ধ নামক পুরুষের প্রকাশবিশেষ আমার নিজ নিজ মস্তকে ধারণীয় কেশের মত স্বয়ং বাসুদেব ও সংকর্ষণ অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহাদের এই ভূভারহরণ কার্য্য অনায়াসসাধ্য হইবে। আর 'উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ' ইহার শব্দগত অর্থ ভাগবতের বোপদেব কৃত মুক্তাফলটীকায় এইরূপ—কেশ (ক + ঈশ)— ক (সুখ) ঈশ (স্বামী)অর্থাৎ সুখের স্বামী, সিত—রাম, আপনার নিকট হইতে উদ্ধার করিলেন। হরিবংশে—ভগবান্ কোন এক পর্ব্বতগুহায় নিজের মূর্ত্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তথায় গরুড়কে রাখিয়া স্বয়ং এখানে আসিয়াছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা হরিবংশে—তিনি দেবগণকে বিশেষভাবে অনুমতি দিয়া ইত্যাদি প্রকরণে কথিত আছে। যাঁহারা শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থই ব্যাখ্যা করেন তাঁহারা সম্যক্ বিচার করেন নাই, কারণ দেবতামাত্রই জরারহিত ইহা প্রসিদ্ধ আছে। ভগবান্ কালের অধীন নহেন বলিয়া জরাদির উদয় হইতে পারে না সুতরাং জরাদিজনিত কেশের

ন চাস্য কেশস্য নৈসর্গিকসিতকৃষ্ণতেতি প্রমাণমস্তি। অতএব নৃসিংহপুরাণে কৃষ্ণাবতারপ্রসঙ্গে শক্তিশব্দ এব প্রযুজ্যতে ন তু কেশশব্দঃ। তথাহি, "বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে। সিতকৃষ্ণে চ মচ্ছক্তী কংসাদ্যান্ ঘাতয়িষ্যত" ইত্যাদিনা। অস্তু তর্হি অংশোপলক্ষকঃ কেশশব্দঃ, ন। অবিলুপ্তসর্ব্বশক্তিত্বেন সাক্ষাদাদিপুরুষত্বস্যৈব নিশ্চেতুং শক্যত্বাৎ। কৃষ্ণবিষ্ণ্বাদিশব্দানামবিশেষতঃ পর্য্যায়প্রতীতেঃ। নৈবমবতারান্তরস্য কস্য বান্যস্য জন্মদিনং জয়ন্ত্যাখ্যয়াতিপ্রসিদ্ধম্। অতএব উক্তং ভারতে—ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ। শাশ্বতং ব্রহ্মপরমং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনমিতীতি। তস্যাকালকলিতত্বং, যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুরিত্যাদৌ

শুক্লতা ও সম্ভব হয় না। ইঁহার কেশের শুভ্রতা ও কৃষ্ণতা স্বভাবসিদ্ধ এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সেইজন্য শ্রীনৃসিংহপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রসঙ্গে শক্তি শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে, কেশ শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। "আমার শুক্ল কৃষ্ণ শক্তিদ্বয় যদুকুলে বসুদেব হইতে দেবকীতে অবতীর্ণ হইয়া কংস প্রভৃতিকে নিধন করিবে" ইত্যাদি। এখানে যদি কেহ মনে করেন যে,—'কেশশব্দ অংশের উপলক্ষক অর্থাৎ অংশ উপলক্ষ্য করিয়া কেশশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, না তাহা হইতে পারে না। তাঁহার সকল শক্তি অখণ্ডিত, এইহেতু তাঁহাকে আদিপুরুষ বলিয়াই নিশ্চয় করিতে পারা যায়। কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দে শ্রীভগবানই বাচ্য, সুতরাং একই পর্য্যায়ভুক্ত, তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। অন্য অবতার বা অপর কাহারও জন্মদিনের জয়ন্তী নাম অতি প্রসিদ্ধ নহে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—ইহাতে সনাতন ভগবান বাসুদেব কীর্ত্তিত হয়েন। তিনি শাশ্বত পরব্রহ্ম যোগিগণের ধ্যেয় ও উপাধিরহিত।

শ্রীভগবৎস্বরূপ কালাধীন নহেন—

তিনি যে কালের অধীন নহেন, তাহা দেখাইতেছেন,—শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "হে প্রকৃতি প্রবর্ত্তক ভগবন্! এই যে নিমেষাদি

শ্রীদেবকীদেবীবাক্যে, নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং বিরিঞ্চিবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্র-বন্দিতম্, পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভু-রিত্যাদৌ শ্রীদ্বারকাবাসিবাক্যে চ, প্রসিদ্ধম্। অতো যৎ প্রভাসখণ্ডে কেশস্য কালত্বমেব তৎসিতিম্নঃ কালকৃতপলিতলক্ষণত্বমেব চ দর্শিতং, তত্তু শরীরিণাং শুষ্কবৈরাগ্যপ্রতিপাদনপ্রকরণপতিতত্বেন সুরমাত্রনির্জ্জরতাপ্রসিদ্ধ্যা চামুখ্যা-র্থত্বান্ন স্বার্থেপ্রামাণ্যম্। ব্রহ্মা যেনেত্যারভ্য "বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগ্রহণে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে রুদ্রো যেন কপালপাণিরভিতো ভিক্ষাটনং কারিত" ইত্যাদৌ তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণ ইতি গারুড়বচনবৎ। কিন্তু তৎপ্রতিপাদনায় শব্দসাম্যেন ছলো-ক্তিরেবেয়ম্। যথা—অহো কনকদৌরাত্ম্যং নির্বক্তুং কেন যুজ্যতে।

বৎসর পর্য্যন্ত বিভাগানুসারে দ্বিপরার্দ্ধবৎসররূপকাল যাহা দ্বারা এই বিশ্ব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তদ্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে তোমার লীলামাত্র বলিয়া থাকেন" ইত্যাদি ভাঃ ১০।৩।২৬। দ্বারকাবাসিগণের উক্তিতে শ্রীভগবৎস্বরূপ যে কালাতীত তাহা প্রসিদ্ধ আছে যথা—"হে নাথ! ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি বন্দিত, এ জগতে মঙ্গলকামিগণের পরম আশ্রয় যে পাদপদ্মে সকলের প্রভু কাল প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না, আপনার সেই পাদপদ্মে আমি প্রণত হই"। (ভাঃ ১।১১।৫) তবে যে প্রভাসখণ্ডে কেশকে 'কাল' (চুল) রূপে বলা হইয়াছে ও তাহারশুভ্রতা বার্দ্ধক্যজনিত এই প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা দেহিগণের শুষ্ক বৈরাগ্য প্রতিপাদন প্রসঙ্গের অন্তর্গত এবং দেবতাগণের জরা নাই বলিয়া তাদৃশ অর্থ মুখ্যার্থ নহে, অতএব তাহা স্বার্থে (শ্রীবিষ্ণুর শুক্ল কেশ অর্থে) প্রমাণ নহে।

"ব্রহ্মা যে কর্ম্মফলে" ইত্যাদি বর্ণনা আরম্ভ করিয়া "বিষ্ণু যাহা দ্বারা দশাবতার গ্রহণরূপ মহাশঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, রুদ্র কপাল হস্তে ভিক্ষা-টন করিতেছেন সেই কর্ম্মকে নমস্কার" এই গরুড়পুরাণের কথার ন্যায় অর্থাৎ কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক ছলোক্তির ন্যায় এখানে ও বৈরাগ্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত শব্দের সাম্যে ছলোক্তি করা হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

নামসাম্যাদসৌ যস্য ধুস্তুরোঽপি মদপ্রদ ইতি। শিবশাস্ত্রীয়ত্বাচ্চ নাত্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধস্য তস্যোপযোগঃ। যত উক্তং স্কান্দ এব ষণ্মুখং প্রতি শ্রীশিবেন —শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ ইতি। অন্যতাৎপর্য্যকত্বেন স্বতস্তস্যা প্রামাণ্যাদযুক্তঞ্চৈতৎ যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভ ইত্যাদিবৎ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ শিবপ্রতিপাদকানাং পুরাণানামপি তামসত্বমেব দর্শিতম্। মাৎস্যেঽপি তামসকল্পকথাময়ত্বমিতি। বৃক্তঞ্চ তস্য বৃদ্ধস্তস্য শ্রীভাগবতমপঠিতবতঃ শ্রীবলদেবাবজ্ঞাতুঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বাসম্যক্‌জ্ঞানজং বচনমেবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ

শব্দশাস্ত্রে ছলোক্তির অপর দৃষ্টান্ত—অহো! কনকের দৌরাত্ম্য কে বলিতে যোগ্য, যাহার নামের সাম্য আছে বলিয়া এই ধুস্তুর ও (কনক ধুতুরা) মত্ততা জন্মাইয়া থাকে। এই ছলোক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যাহার সহিত কনক (স্বর্ণ) থাকে সে গর্বিত হয়। পরন্তু প্রভাসখণ্ডের কেশাবতার প্রকরণ শিবশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ; সুতরাং সেই অর্থের এখানে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বিচারে উপযোগিতা নাই, কারণ স্কন্দপুরাণেই কার্ত্তিককে শ্রীশিব বলিয়াছেন, "শিবশাস্ত্রের যে সকল বচন ভগবৎশাস্ত্রের অনুকূল তাহাই গ্রহণীয়"। প্রভাসখণ্ড বাক্যের তাৎপর্য্য ভিন্ন (বৈরাগ্য প্রতিপাদক) বলিয়া নিজ (স্কন্দপুরাণ) হইতেই শ্রীশিববচন দ্বারা তাহার অপ্রামাণ্য জ্ঞাত হইল। যেমন পঙ্ক দ্বারা পঙ্কাশ্রিত জল নির্ম্মল করা যায় না (ভাঃ ১।৮।৫২) সেইরূপ তামস শাস্ত্রদ্বারা জীবের সংশয় দূরীভূত হয় না। পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ড শিবপ্রতিপাদক পুরাণসমূহকে তামস বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে মৎস্যপুরাণেও উক্ত পুরাণসমূহকে তামস কল্পকথা প্রচুররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। (এখানে ঈষৎ ন্যূনার্থে বল্প প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে)। যদি কেহ বলেন শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় রোমহর্ষণ সূত প্রোক্ত স্কন্দপুরাণ বাক্যের ও প্রামাণ্য স্বীকার করা হউক? তাহার উত্তর এইযে,—স্কন্দপুরাণবক্তা বৃদ্ধ রোমহর্ষণ সূত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই ও তিনি শ্রীবলদেবের অবজ্ঞা

কেনাপিতা ইতিবৎ। এতাদৃশ শ্রীভাগবতবাক্যেন স্ববিরুদ্ধপুরাণান্তরবচনবাধনঞ্চ। যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইত্যাদিবাক্যেন অপাম সোমমমৃতা অভূমেত্যাদিবচনবাধনবজ্জ্ঞেয়ম্। অত্রাপি বং স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যমুমিতি যুক্তিসদ্ভাবো দৃশ্যতে। তত্রৈবাত্মনঃ সন্দিগ্ধত্বমেব তেন সূতেন ব্যঞ্জিতম্। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদি"ত্যাদিনা।

করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগবত তত্ত্বজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ছিল, সুতরাং তাহার পক্ষে "হে রাজর্ষে! কোন কোন ঋষি পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান না করিয়াই এই প্রকার বলিয়া থাকেন" (ভাঃ ১০।৭৭।৩০) এই ভাগবত বাক্যের ন্যায়।

ভাঃ ১০।৭৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, শাল্ব নিজ মায়াদ্বারা বসুদেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেজন্য শোককাতর হইয়াছিলেন; এই প্রসঙ্গ বলিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানশূন্য কোন কোন ঋষি শোক মোহাতীত শ্রীকৃষ্ণ আসুরীমায়ায় মুগ্ধ ও শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন এরূপ বলিয়া থাকেন। এমন অসঙ্গত কথাও যেমন কোন কোন ঋষি বলিয়া থাকেন সেইরূপ সূতও কেশাবতারের কথা বলিয়াছেন। তাহার পক্ষে এইরূপ উক্তি (শ্রীবিষ্ণুর কেশের শ্রীরামকৃষ্ণাবতারত্বোক্তি) যোগ্য হইয়াছে। এতাদৃশ শ্রীভাগবত বাক্যদ্বারা স্ববিরুদ্ধ ভিন্ন পুরাণের বচন বাধিত হয়। ঋষিবাক্যের এইরূপ বাধা প্রাপ্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ শ্রুতিবাক্যেরও শ্রুত্যন্তর দ্বারা বাধাপ্রাপ্তি দেখা যায়, যেমন "এই জগতে কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত লোকের ক্ষয় হয়" এই বাক্যের দ্বারা "আমরা সোমরস পান করিয়া অমর হইব" ইত্যাদি বাক্যের বাধ হইয়াছে সেইরূপ জানিতে হইবে। "এবং বদন্তি" ইত্যাদি স্থলে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন 'পুরাণবক্তা' ঋষিগণের বাক্য যে নিজ বাক্যের বিরোধি তাহা তাঁহারা স্মরণ করেন না, এখানে ঋষিবাক্য নিরাসের এই যুক্তি বর্ত্তমান দেখা যাইতেছে। সেই সূত গোস্বামী ভাগবততত্ত্ব বিষয়ে যে সন্দিগ্ধ তাহা সেই প্রসঙ্গে—"অচিন্ত্য তত্ত্বসমূহে তর্ক যোজনা করিবেনা"

কিঞ্চ তত্রোত্তরগ্রন্থে চন্দ্রস্য কলঙ্কাপত্তিকারণকথনে শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে স্বয়ং বিষ্ণুরেবেত্যুক্তত্বাৎ স্বেনৈব বিরোধশ্চ। তস্মাৎ কেশাবতারত্বেঽপি তাৎপর্য্যং কেশশব্দস্য বালত্ববাচনঞ্চ। ছলতো ভগবত্তত্ত্বাজ্ঞানতো বেতি। অতো বৈষ্ণবাদিপদ্যানাং শব্দার্থমর্থমেবং ব্যাখ্যানঃ। "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্ম্মুনিসত্তম॥ ইতি সহস্রনামভাষ্যোত্থাপিতভারতবচনাৎ কেশশব্দেনাংশুরুচ্যতে। তত্র চ সর্ব্বত্র কেশাবতারণাপ্রয়োগাৎ নানাবর্ণাংশূনাং শ্রীনারদদৃষ্টতয়া মোক্ষধর্ম্মপ্রসিদ্ধেশ্চ। তথা চাংশুত্ত্বে শক্লে তৌ চাংশূ বাসুদেবসঙ্কর্ষণাবতারসূচকতয়া নির্দ্দিষ্টাবিতি

ইত্যাদি মহাভারতীয় শ্লোক দ্বারা তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন। আরও প্রভাস খণ্ডের অগ্রিম গ্রন্থে কেশাবতার বর্ণনার পরে চন্দ্রের কলঙ্ক প্রাপ্তির কারণ কথনাবসরে শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রসঙ্গে স্বয়ং বিষ্ণুই কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলায় (শ্রীবিষ্ণুর কেশাবতার শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীবিষ্ণুই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলায়) নিজ বাক্যেরই পূর্ব্বাপর বিরোধ দেখা যায়। সুতরাং কেশাবতার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর কেশাবতাররূপে নির্দ্দেশ আর কেশশব্দের চুল অর্থে তাৎপর্য্য নহে, ইহা বক্তার ছলোক্তি। অথবা ভগবত্তত্ত্বের অজ্ঞানতাবশতঃ এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব বিষ্ণুপুরাণাদির পদ্যের শব্দগত অর্থ এইরূপ দেখিতেছি—'হে মুনিসত্তম'! আমার যে অংশুসমূহ জ্যোতিঃসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাদের নাম কেশ এইজন্য সর্ব্বজ্ঞগণ আমাকে 'কেশব' বলেন। সহস্রনাম ভাষ্যে উদ্ধৃত এই ভারত বচন অনুসারে 'কেশ'শব্দ অংশু অর্থকে বলিতেছে। সেখানে (শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে) সকল স্থলে কেশ শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দের প্রয়োগ হয় নাই এবং নারদ শ্রীবিষ্ণুতে নানাবর্ণের অংশু (কিরণ) সমূহ দেখিয়াছিলেন, মোক্ষধর্ম্মে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কেশশব্দের অংশু অর্থ সুসিদ্ধ হইলে সেই অংশুদ্বয় (শুক্ল কৃষ্ণ জ্যোতিঃ) বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের অবতারসূচকরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ঐ জ্যোতিঃদ্বয় তদ্-

তয়োরেব স্বাংশিত্বং গম্যতে। তদীয়য়োরপি তয়োরনিরুদ্ধেঽভিব্যক্তিশ্চ যুক্তৈব। অবতারিণি তেজোঽন্তর্ভূতত্বাদবতারস্য। এবমেব 'সত্ত্বং রজস্তম' ইত্যাদি প্রথমস্কন্ধপদ্যপ্রাপ্তমনিরুদ্ধাখ্যপুরুষাবতারত্বং 'ভবানীনাথৈঃ' ইত্যাদিপঞ্চমস্কন্ধগদ্যপ্রাপ্তং সঙ্কর্ষণাবতারত্বং চ ভবস্য সঙ্গচ্ছতে। ততশ্চোজ্জহারেত্যস্যায়মর্থঃ—আত্মনঃ সকাশাৎ শ্রীবাসুদেবসঙ্কর্ষণাংশভূতৌ কেশাবংশূ উজ্জহার উদ্ধৃতবান্ প্রকটীকৃত্য দর্শিতবান্ ইত্যর্থঃ। অত্রায়ং সুমেরুরিত্যেকদেশপ্রদর্শনেনাখণ্ড-মেরুনির্দ্দেশবৎ তদ্দর্শনেনাপি পূর্ণস্যৈবাবির্ভাবনির্দ্দেশো জ্ঞেয়ঃ। অতঃ স চাপি

ভয়েরই নিজস্ব অংশ (অনিরুদ্ধের নহে) ইহা বুঝা যাইতেছে। শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণের অংশ হইলেও শ্রীঅনিরুদ্ধে তাহার অভিব্যক্তি অসঙ্গত নহে কারণ অবতার অবতারীর তেজের অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

অংশীর তেজ অংশে বিদ্যমান থাকে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি—

এইরূপে 'সত্ত্বং রজস্তম' ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধ (১।২।২৩) পদ্যে প্রাপ্ত অনিরুদ্ধ নামক পুরুষের এবং 'ভবানী নাথৈঃ' ইত্যাদি পঞ্চম স্কন্ধ (১৭।১৬) গদ্যে প্রাপ্ত শ্রীসঙ্কর্ষণের অবতার শিব ইহা সঙ্গতি হয় প্রথম স্কন্ধের শ্লোকে শিবকে অনিরুদ্ধের অবতার বলা হইয়াছে আবার পঞ্চম স্কন্ধের শ্লোকে শিবকে সঙ্কর্ষণের অবতারও বলা হইয়াছে। এই বিরোধের সমাধান এইযে নিজ অংশ অনিরুদ্ধে সঙ্কর্ষণের তেজ বিদ্যমান আছে সুতরাং শ্রীশিবকে উভয়ের অবতাররূপে নির্দ্দেশ করা সঙ্গতই হইয়াছে। "সিতকৃষ্ণৌ ও কেশৌ" পদের ব্যাখ্যা করিয়া এখন 'উজ্জহার" পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা :—শ্রীহরি নিজ নিকট হইতে শ্রীবাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের অংশস্বরূপ কেশ—তেজ উদ্ধার করিলেন অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। কেহ যেমন অখণ্ড সুমেরু পর্ব্বতকে জানাইবার জন্য অঙ্গুলি দ্বারা একদেশ নির্দ্দেশ করিয়া বলে যে— 'এই সুমেরু' তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণের অল্পমাত্র শুক্ল ও কৃষ্ণ তেজ প্রদর্শন করিয়া পূর্ণস্বরূপ উভয়ের আবির্ভাবের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, জানিতে হইবে।

কেশাবিত্যাদিকব্যাখ্যা। উদ্বর্হে যোগবলেনাত্মনঃ সকাশাদ্বিচ্ছিদ্য দর্শয়ামাস। স চাপীতি চশব্দঃ পূর্ব্বমুক্তং দেবকর্ত্তৃকং নিবেদনরূপমর্থং সমুচ্চিনোতি। অপি-শব্দস্তদুদ্বর্হণে শ্রীভগবৎসঙ্কর্ষণয়োরপি হেতুকর্ত্তৃত্বং সূচয়তি। তৌ চাপীতি চশব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বেন ভগবৎসঙ্কর্ষণৌ স্বয়মাবিবিশতুঃ পশ্চাত্তৌ চ তত্তা-দাত্ম্যেনাবিবিশতুরিতি বোধয়তি। অপিশব্দো যত্রানুস্যূতাবমূ সোঽপি তদংশাবপীতি গময়তি। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূবেত্যাদিকন্তু নরো নারায়ণো ভবেৎ হরিরেব ভবেন্নর ইত্যাদিবত্তদৈক্যাবাপ্ত্যপেক্ষয়া।

কেশবঃ শ্রীমথুরায়াং কেশবস্থানাখ্যমহাযোগপীঠাধিপত্বেন প্রসিদ্ধঃ স এব

মহাভারতীয় বিরোধ সমাধান—

অতঃপর "স চাপি কেশৌ" এই মহাভারতের শ্লোকের ব্যাখ্যা—উদ্বর্হন করিলেন অর্থাৎ যোগবলে আপন সমীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন। 'স চাপি' পদের চ শব্দ পূর্ব্বোক্ত দেবগণ কর্ত্তৃক নিবেদনরূপ অর্থের সমুচ্চয় করিতেছে অর্থাৎ মহাভারতে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত দেবগণের ভূভারহরণ প্রার্থনা এবং তজ্জন্য কেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক আবির্ভাব সূচনা করিতেছে। "অপি শব্দ" দ্বারা কেশের উদ্বর্হনে শ্রীভগবান ও সঙ্কর্ষণের হেতু (প্রয়োজক) কর্ত্তৃত্ব সূচিত হইতেছে। 'তৌ চাপি' পদের চ শব্দ অনুক্তের সমুচ্চয় অর্থে প্রযুক্ত অতএব শ্রীভগবান্ ও সঙ্কর্ষণ দেবকী ও রোহিণীতে স্বয়ং প্রবেশ করিলেন পরে কেশদ্বয় (শুক্ল কৃষ্ণ জ্যোতিঃ) তাঁহাদের সহিত একীভূত হইয়া প্রবিষ্ট হইলেন, এই অর্থ বুঝাইতেছে। অপি শব্দ দ্বারা যে বিষ্ণুতে সিত-কৃষ্ণকেশ অনুস্যূত (অনুপ্রবিষ্ট) সেই হরি ও তাঁহাদের অংশ ইহা বুঝাইতেছে। সেই দুই কেশের মধ্যে একটী বলভদ্র হইলেন ইত্যাদির তাৎপর্য্য 'নর নারায়ণ হইলেন, শ্রীহরিই নর হইলেন" এখানে যেমন নর-নারায়ণের তাদাত্ম্য স্বীকারে অর্থ সঙ্গতি হয় সেইরূপ শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণে কেশদ্বয়ের ঐক্যপ্রাপ্তি হইয়াছিল জানিতে হইবে।

কৃষ্ণ ইতি । অত এবোদাহরিষ্যতে, ভূমেঃ সুরেতরেত্যাদি । শ্রীনৃসিংহপুরাণে সিতাসিতে চ মচ্ছক্তী ইতি তচ্ছক্তিদ্বারৈব শ্রীকৃষ্ণেন তদ্‌বাতনাপেক্ষয়া । "অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়মিত্যাগমবাক্যন্তু শ্রীমদর্জ্জুনে নর-প্রবেশাপেক্ষয়া । যস্তু স্বয়মনন্তসিদ্ধো নারায়ণঃ, নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-মিত্যাদৌ দর্শিতঃ, স পুনঃ কৃষ্ণ ইতর্থান্তরাপেক্ষয়া চ মন্তব্যম্ । অত এব পুরুষনারায়ণস্থ তথাগমনপ্রতিপাদক-শ্রীহরিবংশবাক্যমপি তত্তেজসানাকর্ষণ-

---

কেশবের পরিচয়—মহাভারতের কেশব শব্দ দ্বারা শ্রীমথুরায় "কেশব স্থান" নামক মহাযোগপীঠের অধিপতিরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীকেশবকে বুঝিতে হইবে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব "ভূমেঃ সুরেতরবরূথ" (ভাঃ ২।৭।২৫) ইত্যাদি উদাহরণ দিবেন উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—অসুরপীড়িত পৃথিবীর ভার হরণ শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য্য না হইলেও তদুভয়ে প্রবিষ্ট শ্রীবিষ্ণুস্বরূপে প্রকাশিত শুক্ল কৃষ্ণ জ্যোতির দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

শ্রীনৃসিংহ পুরাণে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছেন—আমার "শুক্ল-কৃষ্ণশক্তি কংসাদিকে নিধন করিবে' এই উক্তি শ্রীরাম-কৃষ্ণকে নৃসিংহদেবের অংশরূপে নির্দ্দেশ করে নাই পরন্তু শ্রীনৃসিংহদেবের অসুর-নাশন শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইয়া কংসাদিকে নিধন করিবে এরূপ কথিত হইয়াছে।

"অর্জ্জুনে কিন্তু নরের আবেশ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ" এই আগমবাক্যে শ্রীমান্ অর্জ্জুনে নর প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া অর্জ্জুনকে 'নরাবেশ' বলা হইয়াছে। "নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনাম্," অর্থাৎ আপনি সকল প্রাণীর আত্মা নারায়ণ নহেন কি? ইত্যাদি শ্লোকে যিনি অনন্তসিদ্ধ নারায়ণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন, পুনঃ তিনিই কৃষ্ণ এই অর্থ বিশেষ প্রকাশের জন্য বলা হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ"। অতএব পুরুষ নারায়ণের অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ীর সেই প্রকার আগমন প্রতিপাদক বাক্যও (কোন পর্ব্বত গুহায় নিজমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক গরুড়কে তথায় রাখিয়া স্বয়ং দেবকীগর্ভে

বিবক্ষয়ৈবোক্তম্। সর্ব্বেষাং প্রবেশশ্চ তস্মিন্ সযুক্তিকমেবোদাহরণীয়ঃ। অতঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে নৃসিংহরামকৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরণনিত্যাবতারান্তরসাধারণ্যমপি ন মন্তব্যম্। কিন্তু অবতারাণাং প্রসঙ্গে তেষু শ্রেষ্ঠে বিবিদিষিতে সামান্যতস্তাবৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠাস্ত্রয় উক্তাস্তেষ্বপ্যুত্তরোত্তরমাধিক্যক্রমাভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণে শ্রৈষ্ঠ্যং বিবক্ষিতম্। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয়েণ হিরণ্যকশিপুত্বাদিষু তয়োরমুক্তিমুক্তিকারণে পৃষ্টে শ্রীপরাশরোঽপি শ্রীকৃষ্ণে ত্বত্যদ্ভুতৈশ্বর্য্যমাহ। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণমপ্রাপ্যান্যত্র অসুরাণাং মুক্তির্ন সম্ভবতি। এবকারদ্বয়েন স্বয়মেব

প্রবেশ করিয়াছিলেন, এরূপ হরিবংশোক্ত বাক্যও) শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবসময়ে ক্ষীরোদশায়ীর তেজ আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে সকল ভগবৎ স্বরূপের প্রবেশ যুক্তির সহিতই উদাহরণ দিতে হইবে। অতএব পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে "নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে ষড়্গুণের (ষড়ৈশ্বর্য্যের) পরিপূর্ণতা এই উক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অন্য অবতারের সমান" এইরূপও মনে করিতে হইবে না। কিন্তু অবতারগণের প্রসঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে সামান্যত এই তিন (নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্ত হইয়াছেন জানিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যেও আবার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা প্রকাশের অভিপ্রায়ে ক্রমান্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। অতএব বিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয় জয়বিজয়ের হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি জন্মে মুক্তি না হইবার আর শিশুপাল প্রভৃতি জন্মে মুক্তি হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীপরাশর ঋষি শ্রীকৃষ্ণেরই অতি উদ্ভট (অসমোর্দ্ধ, অদ্ভুত অনন্ত) ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন অর্থাৎ অন্য ভগবৎস্বরূপে হতারিগতিদায়কত্বগুণ থাকিলেও তাহা স্বর্গাদি গতি দান পর্য্যন্ত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকে মুক্তি দিয়া থাকেন, কোথাও বা প্রেম পর্য্যন্ত দিয়াছেন দেখা যায় যেমন পূতনাকে ধাত্রীর প্রাপ্য সদ্গতি প্রদান করিয়াছেন। আরও, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অন্য অবতারে

শ্রীগীতাসু তথা সূচনাৎ। "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি"। ক্বচিদ্ভগবদ্দ্বেষিণাং তৎস্মরণাদিপ্রভাবেন শ্রূয়তাং বা মুক্তিঃ, সর্ব্বেষামপি তেষাং মুক্তিপ্রদত্বমন্যাবতারেঽবতারিণি বা ন ক্বচিৎ শ্রূয়তে। তস্মাত্তেষামপি মুক্তিদাতৃত্বায় শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যাধিক্যং যুক্তমেব বর্ণয়ামাস শ্রীপরাশরঃ। অতএব পূর্ব্বমৈশ্বর্য্যসাক্ষাৎকারস্য মুক্তিহেতুত্বমুক্ত্বা পুনঃ পূতনাদিমোক্ষং বিচিন্ত্য কালনেম্যাদীনাঞ্চ তদভাবমাশঙ্ক্য তদপ্যসহমানস্তস্য তু শ্রীকৃষ্ণাখ্যে ভগবতঃ পরমাদ্ভুতস্বভাব এবায়মিত্যুবাচ সর্ব্বান্তিমগ্রন্থেন। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যক্

অসুরগণের মুক্তি সম্ভব হয় না। এই বিষ্ণুপুরাণীয় অভিপ্রায়, এবকার দুইটির দ্বারা শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সেইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—গীতা ১৬ অঃ ১৯।২০ শ্লোকে—"আমি সেই সকল বিদ্বেষপরায়ণ ক্রূর অশুভ নরাধমগণকে অসুর যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। জন্ম জন্ম অসুরযোনি প্রাপ্ত সেই মূঢ়গণ আমাকে না পাইয়া অধমাগতি লাভ করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ভগবদ্বিদ্বেষিগণের ভগবৎস্মরণাদি প্রভাবে মুক্তি শ্রুত হউক, সকল বিদ্বেষীর অন্য অবতার অথবা অবতারীতে মুক্তি কোথাও শুনা যায় না। সেই কারণে শ্রীপরাশর তাহাদেরও মুক্তি প্রদানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যের আধিক্য সমুচিতই বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্য-সাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতু বলিয়া পরে পূতনা প্রভৃতির মোক্ষও কালনেমি প্রভৃতির মুক্তির অভাব আশঙ্কা করিয়া তাহাও সহিতে না পারিয়া সর্ব্বশেষ গ্রন্থে এইটি শ্রীকৃষ্ণভগবানের পরম অদ্ভুত স্বভাব ইহা বলিয়াছেন। গ্রন্থটী হইতেছে—'বৈরভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে দেবতাও অসুরাদির দুষ্প্রাপ্যফল দান

ভক্তিমত্তামিত্যনেন। অতঃ শ্রীভাগবতমতে তয়োর্জ্জন্মত্রয়নিয়মশ্চ শ্রীকৃষ্ণাদেব মোক্ষঃ সম্ভবেদিত্যপেক্ষয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্। অতএব শ্রীনারদেনাপি তমুদ্দিশ্যৈবোক্তম্ :—বৈরেণ যং নৃপতয় ইত্যাদি। সর্ব্বেষাং মুক্তিদত্বঞ্চ তস্য কৃষ্ণস্য নিজপ্রভাবাতিশয়েন যথা কথঞ্চিৎ স্মর্তৃচিত্তাকর্ষণাতিশয়স্বভাবাৎ। অন্যত্র তু তথা স্বভাবো নাস্তীতি নাস্তি মুক্তিদত্বম্। অতএব বেণস্যাপি বিষ্ণুদ্বেষিণ স্তন্ময়াবেশাভাবান্মুক্ত্যভাব ইতি। অতএবোক্তম্—তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি। তস্মাদস্ত্যেব সর্ব্বতোঽপ্যাশ্চর্য্যতমা শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি সিদ্ধম্। তদেবং বিরোধপরিহারেণ বিরুদ্ধার্থানামপ্যর্থানুকূল্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমেব দৃঢ়ীকৃতম্। তত্র চ বেদান্তসূত্রাদাবপ্যেকস্য মহাবাক্যস্য

করেন, সম্যক্ ভক্তিমানগণের কথা কি বলিব। অতএব শ্রীভাগবত মতে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর তিন জন্মেই মুক্তি হইবে এই নিয়ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই মুক্তি সম্ভব হইবে এই অপেক্ষায় বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীনারদও তাঁহা উদ্দেশ করিয়াই 'বৈরভাবে যাঁহাকে শিশুপাল প্রভৃতি নরপতিগণ' ইত্যাদি বলিয়াছেন। যে কোন প্রকারে স্মরণকারীর চিত্তকে নিজের অতিশয় প্রভাব দ্বারা সমধিক আকর্ষণ করা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব, সেই স্বভাববশতঃই তিনি সকলকে মুক্তিদান করেন। অন্য কোন রূপে সেই স্বভাব নাই বলিয়া সকলের মুক্তিদাতৃত্বও নাই। অতএব বিষ্ণুবিদ্বেষী বেণের হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির মত আবেশের (তন্ময়তার) অভাব হেতু মুক্তি হয় নাই। এই কারণেই উক্ত হইয়াছে 'যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্যতম শক্তি আছে ইহা সিদ্ধ হইল। এইরূপে বিরোধ পরিহার এবং আপাততঃ বিরুদ্ধ অর্থসমূহের ও অনুকূল অর্থ প্রদর্শন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাই দৃঢ় করা হইল। এই প্রকার এক বাক্য দ্বারা নানা বাক্য বিরোধ পরিহার ও বিরুদ্ধার্থের স্বমতের অনুকূল অর্থ প্রদর্শনে কিরূপে শ্রদ্ধা করা যায়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে 'বেদান্তসূত্র' প্রভৃতিতে

নানাবাক্যবিরোধপরিহারেণৈব স্থাপনায়া দর্শনান্নানাপদেশদৃশনিত্যাশঙ্ক্যেয়ম্ । বাক্যানাং দুর্ব্বলবলিত্বমেব বিচারণীয়ম্। ন তু বহ্বল্পতা। দৃশ্যতে চ লোকে একেনাপি যুদ্ধে সহস্রপরাজয় ইতি। এবঞ্চ বহুবিরোধপরিহারেণৈব স্বস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণাখ্যে পরব্রহ্মণি সর্ব্ববেদাভিধেয়ত্বমাহ—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহমিতি।

বিকল্প্য বিবিধং কল্পয়িত্বা অপোহ্যতে তত্তন্নিষেধেন সিদ্ধান্ত্যতে তদিদং শ্রীকৃষ্ণলক্ষণং বস্ত্বিতি ॥ শ্রীভগবান্ ॥

তদেবং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যেতৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যায় মহাবীররাজবৎ—

নানাবাক্যের বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক এক মহাবাক্যের স্থাপনা দৃষ্ট হয়. এস্থলেও সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে সুতরাং অশ্রদ্ধা করা উচিত হইবে না। বাক্যসমূহের মধ্যে কোনটি প্রবল, কোনটি দুর্ব্বল ইহাই বিচার্য্য, বহুত্ব বা অল্পত্ব বিচার্য্য নহে। যুদ্ধে একজনের দ্বারা সহস্রজনের পরাজয় এই জগতেও দেখা যায়। এই প্রকারে বহু বিরোধ পরিহার করিয়াই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণনামক পরব্রহ্ম সকল বেদের প্রতিপাদ্য ইহা বলিতেছেন—(ভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩) বেদ কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যদ্বারা কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রদ্বারা কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ডে নিষেধের জন্য বিবিধ কল্পনা করে ইহার তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপরে জানে না। যজ্ঞরূপে আমাকে বিধান করে, সেই সেই দেবতারূপে আমাকে প্রকাশ করে এবং (আকাশাদি) বিবিধরূপ কল্পনা করিয়া সেই সেই পদার্থের নিষেধ করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করে, তাহা আমি শ্রীকৃষ্ণরূপ বস্তু। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ॥

মহাবীর রাজা যেরূপ নিজেই শত শত শত্রুকে জয় করিয়া নিজের অধীন করিয়া থাকেন, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুঃরঙ্গ সেনা শোভাবিশেষ

স্বয়ম্ভগবত্বস্য প্রতিজ্ঞাবাক্যস্য স্বয়মেব নিরস্তাশেষাসংকৃতবিরোধিশতার্থায়াপি শোভাবিশেষেণ প্রেক্ষাবতামানন্দনার্থং চতুরঙ্গিণীং সেনামিবান্যামপি বচনশ্রেণীমুপহরামি। তত্র তস্য লীলাবতারকর্তৃত্বমাহ—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ

ত্বং পাসীত্যাদি॥ স্পষ্টম্॥ দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্॥

তথা, **সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈবেত্যাদি॥** স্পষ্টম্॥ ব্রহ্মা স্বম্॥

তথা, **বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে ইত্যাদি।**

স্পষ্টম্॥ গর্গঃ শ্রীব্রজেশ্বরম্॥

এবং, "বহবোঽবতারা জায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ" ইত্যাদি। শরীরিষ্বশরীরিণ ইত্যপি জ্ঞানে হেতুগর্ভবিশেষণম্। শরীরিষু মধ্যেঽপ্যবতীর্ণত্বাৎ যতঃ স্বয়-

---

সম্পাদন করে যায়; সেইরূপ 'কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শত-শত বিরুদ্ধ অর্থকে নিজেই খণ্ডন করিয়া নিজের অনুকূল গ্রহণ করিলেও শোভাবিশেষ দ্বারা পণ্ডিতগণের আনন্দের নিমিত্ত অন্য বচনসমূহও উপহার দিতেছি। সেই বাক্যসমূহে **শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতারকর্তৃত্ব** বলিতেছেন—

আপনি মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও দেবগণের মধ্যে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিজগৎকে রক্ষা করিয়া থাকেন ইত্যাদি। (১০।২।৪০ ভাঃ) দেবগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, দেবতা, ঋষি, মনুষ্য ও তির্য্যক্ প্রাণিমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ইত্যাদি। (১০।১৪।২০ ভাঃ) ব্রহ্মা ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, হে নন্দ! আপনার পুত্রের গুণানুরূপ ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি, কর্ম্মানুরূপ গোপতি, গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ প্রভৃতি, অনেক নাম ও রূপ বিদ্যমান। (১০।৮।১৫) ॥ গর্গ শ্রীনন্দকে ॥

প্রাকৃত শরীর রহিত হইয়াও শরীরধারিগণের মধ্যে যাঁহার অবতারসমূহ জানা যায় ইত্যাদি (১০।১০।৩৪ ভাঃ) জ্ঞানের হেতুগর্ভ বিশেষণ 'শরীরিষু অশরীরিণঃ' (শরীরী মধ্যে অবতরণ করেন বলিয়া জানা যায়। তদ্ভিন্ন অশরীরীকে জানা যায় না। যে বিশেষণের গর্ভ মধ্যে হেতু থাকে, সে

হশরীরিণঃ। নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমিত্যাদিদ্বিতীয়সন্দর্ভোদাহরণ-প্রবৃত্তকদৃষ্ট্যা জীববদ্দেহদেহিপার্থক্যাভাবেন মুখ্যমন্বর্থাভাবাৎ ॥ যমলার্জ্জুনৌ শ্রীভগবন্তম্ ॥

অপরঞ্চ, যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্ত্তি,

শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ।

লীলাতনূঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ

কালে দধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ ॥

স্পষ্টম্ ॥ নগ্নজিৎ শ্রীভগবন্তম্ ॥

পরঞ্চ, নমস্তস্ম ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। যো ধত্তে সর্ব্বভূতানাম-ভবায়োশতীঃ কলাঃ।

বিশেষণকে হেতুগর্ভ বিশেষণ বলে)।

শরীরিগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও স্বয়ং শরীরী নহেন। 'হে পরম! আপনার এই স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দেখি না অর্থাৎ এইরূপ ব্রহ্মই, গুণ-স্বরূপ নহে' ইত্যাদি ভগবৎ সন্দর্ভের উদাহরণসমূহের দৃষ্টান্তানুসারে রূপ ও ব্রহ্ম যেরূপ ভিন্ন নহে' সেইরূপ) জীবের মত ঈশ্বরের দেহ ও দেহী (আত্মার) পার্থক্য না থাকায় অশরীরী শব্দে মতু প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থের শরীর নাই যাহার বা যাহাতে এইরূপ সম্বন্ধ বা অধিকরণরূপ অর্থের অভাব হইয়াছে মুখ্য অর্থে শরীর ও শরীরীরূপ সম্বন্ধদ্বয়ের ভেদ প্রতীত হয়। এই শ্লোক যমলার্জ্জুন শ্রীভগবান্কে বলিয়াছিলেন। অপর লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, শিব ও লোকপালগণ যাঁহার পাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করেন, যিনি নিজকৃতধর্ম্ম-মর্য্যাদারক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে কালে কালে লীলাশরীর প্রকটিত করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ কিসে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন'। (১০।৫৮।৩৭) নগ্নজিৎ শ্রীভগবান্কে বলিয়াছিলেন। আরও, 'যিনি সকল জীবের মুক্তির নিমিত্ত কমনীয় অংশাবতারসমূহ প্রকটিত করেন, সেই অপ্রতিহতজ্ঞান কৃষ্ণকে

টীকা চ—নম ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারতয়া নারায়ণং স্তৌতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেরিত্যেবা। অতএব তচ্ছ্রবণান্তরং তস্যা এব নমস্কারাৎ শ্রুতিস্তুতাবপি শ্রীকৃষ্ণ এব স্তুত্য ইত্যায়াতম্। তথৈব শ্রুতিভিরপি নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষেত্যাদিপদ্যে নিজারিমোক্ষপ্রদত্বাদ্যসাধারণলিঙ্গেন স এব ব্যঞ্জিতঃ। স্পষ্টম্। শ্রীনারদঃ।

তথা গুণাবতারকর্তৃত্বমাহ—

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।
গৃহীতমূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ ॥

নমস্কার। টীকা—শ্রীকৃষ্ণের অবতার হেতু নারায়ণকে স্তুতি করিতেছেন 'নম' ইতি। 'এই সকল অবতার পুরুষের অংশ ও কলা, আর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্' ইহা প্রথমে উক্ত হইয়াছে। অতএব সেই কথা শ্রবণের পর শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করায় শ্রুতিস্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণই যে উপাস্য এই অভিপ্রায় আসিতেছে। শ্রুতিসমূহ কর্তৃকও সেইরূপ 'নিভৃত মরুন্মন' (১০।৮৭।২৩ ভাঃ) ইত্যাদি পদ্যে নিজ শত্রুর মুক্তিদান প্রভৃতি অসাধারণ লক্ষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই সূচিত হইয়াছেন। (১০।৮৭।৪৬) শ্রীনারদ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতারকর্তৃত্ব বলিতেছেন—জগৎ যাঁহার ক্রীড়ার উপকরণ, যিনি নিজ মায়াশক্তিদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয় প্রকটিত করিয়া থাকেন, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণকে অনুরক্তহৃদয় উদ্ধব এই প্রকারে প্রশ্ন করিলে তিনি প্রীতিপূর্ণ মধুরহাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন (১১।২৯।৭) শ্রীশুকদেব ॥ এখানে অজানতাং ত্বৎপদবীং' ইত্যাদি (১০।১৪।১৯) শ্লোকও অনুসন্ধান করা উচিত। (এই শ্লোকের অর্থ—যাঁহারা আপনার স্বরূপ জানেন না তাঁহাদের নিকট আপনিই প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মায়া বিস্তার করিয়া নানারূপে প্রকাশিত হন। যেমন জগতের সৃষ্টিতে ব্রহ্মারূপে, পালনে বিষ্ণুরূপে এবং সংহারে

স্পষ্টম্। অত্র অজ্ঞানতাং ত্বৎপদবীমিত্যাদাবুক্তং বচনমপ্যনুসন্ধেয়ম্। শ্রীশুকঃ ॥

অথ পুরুষাবতারকর্ত্তৃত্বমপ্যাহ—

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥

টীকা চ—পরমফলরূপাং শ্রীকৃষ্ণরতিং প্রার্থয়িতুং প্রথমং স্বকৃতমর্পয়তি ইতীতি। বিগতো ভূমা যস্মাত্তস্মিন্ যদপেক্ষ্যান্যস্য মহত্ত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। তদেব পারমৈশ্বর্য্যমাহ, স্বসুখং স্বরূপভূতং পরমানন্দমুপগতে প্রাপ্তবত্যেব। ক্বচিৎ কদাচিদ্বিহর্ত্তুং ক্রীড়িতুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি স্বীকৃতবতি ন তু স্বরূপতিরোধানেন জীববৎ পারতন্ত্র্যমিত্যর্থঃ। বিহর্ত্তুমিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি যদ্যতো ভবপ্রবাহঃ সৃষ্টিপরম্পরা ভবতীত্যেষা। ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

অতএব, ভবভয়মপহর্ত্তুমিত্যাদৌ তস্যাদিপুরুষত্বং শ্রেষ্ঠত্বমপ্যাহ—পুরুষ-

---

শিবরূপে প্রকাশিত হন)।

শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতারকর্ত্তৃত্ব বলিতেছেন—যিনি যদপেক্ষা মহান্ স্বরূপভূতপরমানন্দে মগ্ন, লীলার নিমিত্ত কদাচিৎ প্রকৃতিকে স্বীকার করেন, যাঁহা হইতে সৃষ্টি পরম্পরা সম্পাদিত হইতেছে, সেই সাত্বত (যাদব) শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণে ধর্ম্মাদি নানা উপায় দ্বারা মনোধারণারূপা মতি সমর্পিত হইতেছে (১।৯।৩২ ভাঃ)। টীকা—এই শ্লোকে ভীষ্মদেব জীবের পরম প্রয়োজনরূপা শ্রীকৃষ্ণে রতি প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত প্রথমে নিজকৃত কর্ম্ম অর্পন করিতেছেন 'বিভূম্নি'—বিগত হইয়াছে ভূমা যাঁহা হইতে অর্থাৎ যাঁহা অপেক্ষা অপরের মহত্ত্ব নাই তাঁহাতে। সেই পরম ঐশ্বর্য্যই বলিতেছেন—'স্বসুখ'—স্বরূপভূত পরমানন্দ উপগত প্রাপ্ত হইয়াই। কদাচিৎ বিহার—ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত; প্রকৃতিকে স্বীকার করেন, জীবের মত স্বরূপ তিরোধান হেতু পরাধীনতা নাই। বিহার করিবার নিমিত্ত এই উক্তির বিস্তার করিতেছেন —যাঁহা হইতে ভব প্রবাহ সৃষ্টি পরম্পরা নির্ব্বাহ হইতেছে।

মৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মীতি ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণেতি সংজ্ঞা যস্যেতি মূর্ত্ত্যন্তরং নিষিধ্যতে। তন্মূর্ত্তের্নমস্ক্রিয়মাণত্বেন চ নিত্যসিদ্ধত্বং দর্শ্যতে। অতএব টীকাকৃদ্ভিরপি তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনরূপিণমিত্যুক্তম্ ॥ (১১।২৯) ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবং, জগৃহে ইত্যাদিপ্রকরণে যৎ স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতং তচ্ছ্রীস্বামিসম্মত্যা দৃঢ়ীকৃতম্। পুনরপি তৎসম্মতিরভ্যস্যতে যথা—

অশ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ।
আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ ॥ ৩৯ ॥

টীকা চ—আদ্যো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা। (১০।৭২) শ্রীশুকঃ ॥৩৯॥

কিঞ্চ, অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে প্রাপ্স্যামিত্যাদি

অতএব 'ভবভয়মপহন্তমি'ত্যাদি শ্লোকে তাঁহার আদিপুরুষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন—"কৃষ্ণ নামক শ্রেষ্ঠ, আদ্যপুরুষকে প্রণাম করি"। কৃষ্ণ এই সংজ্ঞা যাঁহার তিনি কৃষ্ণসংজ্ঞ—ইহার দ্বারা ভিন্ন মূর্ত্তির নিষেধ করা হইতেছে, সেই মূর্ত্তি নমস্কার দ্বারা নিত্যসিদ্ধতা দেখান হইতেছে। এখানে টীকাকার ও 'নন্দনন্দনরূপী সেই পরমানন্দকে বন্দনা করি' ইহা বলিয়াছেন ॥ শ্রীশুক (ভাঃ ১১।২৯।৪৯) ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে 'জগৃহে' ইত্যাদি প্রকরণে যাহা (শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা) নিজে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশ্রীধরস্বামীর সম্মতি দ্বারা দৃঢ় করিলেন। পুনরায় তাঁহার সম্মতির আবৃত্তি করিতেছেন—

যথা—জরাসন্ধ পরাজিত হয় নাই শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তাযুক্ত হইলে উদ্ধব জরাসন্ধবধের যে উপায় বলিয়াছিলেন, আদ্য হরি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহাই যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, টীকা—আদ্য হরি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীশুক (১০।৭২।১৫)॥৩৯॥

হে শুভে! অংশসমূহের যেরূপে ভাগ অর্থাৎ প্রবেশ হইয়াছে, সেইরূপেই

॥ ৪০ ॥ অংশভাগেনেত্যত্র পূর্ণতোচিতমেবার্থং বহুধা যোজয়দ্ভির্মধ্যে অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনমীক্ষণং যস্য তেনেতি চ ব্যাচক্ষাণৈরন্তে সর্ব্বথা পরিপূর্ণরূপেণেতি বিবক্ষিতং, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তত্বাৎ, ইত্যেবং হি তৈর্ব্যাখ্যাতম্॥ (১০।২।৯) শ্রীভগবান্ যোগমায়াম্॥ ৪০ ॥

এবং—যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মন্ স্তং ত্বাদ্যাহঙ্গতিং গতা॥ ৪১ ॥

টীকা চ—যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্যাংশো মায়া তস্যা অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি তং ত্বা ত্বাং গতিং শরণঙ্গতাস্মীত্যেষা। (১০।৮৫) শ্রীদেবকী ভগবন্তম্॥৪১॥

যথা চ—নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনামিত্যাদৌ নারায়ণোঽঙ্গং

দেবকীর পুত্র হইব ইত্যাদি। 'অংশভাগেন' এইপদে পূর্ণতার উপযোগী বহু প্রকার অর্থই যোজনা করিয়াছেন; মধ্যে 'অংশে-পুরুষরূপে, মায়ার ভাগ-ভজন তাঁহার প্রতি ঈক্ষণ যাঁহার, সেইরূপে' এই ব্যাখ্যাকরতঃ শেষে সর্ব্বপ্রকারে পরিপূর্ণরূপে এই অর্থই বিবক্ষিত, যেহেতু 'কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্' ইহা উক্ত হইয়াছে' এইরূপই টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে বলিয়াছেন। (ভাঃ ১০।২।৯)। ॥ ৪০ ॥

এইরূপ—যাঁহার অংশের অংশের অংশের লেশমাত্রে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়, আজ সেই আপনার শরণ লইলাম। টীকা—যাঁহার অংশ পুরুষ (পরমাত্মা), তাঁহার অংশ মায়া, তাঁহার অংশ গুণসমূহ, তাহাদের ভাগ পরমাণুমাত্রলেশ, তাহার দ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি প্রভৃতি হইতেছে, সেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম, দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন (১০।৮৫।৩১) ॥৪১॥

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামিত্যাদি (ভাঃ ১০।১৪।১৪) নর হইতে

নরভূজলায়নাদিতি ॥ ৪২ ॥

টীকা চ—নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবাঙ্গং মূর্ত্তিরিত্যেষা। অত্র স তবাঙ্গং ত্বম্পুনরঙ্গীত্যসৌ তু বিশদোঽর্থঃ। ন তু স্তুতিমাত্রমিদম্। দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়মিত্যুক্তরীত্যা কচিদপ্যবতার্য্যবতারাস্তরেষু তাদৃশস্যাপি মোক্ষমদৃষ্টচরং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মা। দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্ নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাদিত্যুক্তরীত্যা তস্যাপরমপি মাহাত্ম্যং দিদৃক্ষুস্তথা মাহাত্ম্যং দদর্শেতি প্রকরণসারস্যেনাপি লব্ধম্। ন চাপরমাহাত্ম্যদর্শনং সম্ভাবনামাত্রম্। তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ॥ ইত্যা-

---

জাত জলের আশ্রয় বলিয়া যিনি নারায়ণ, তিনি আপনার অঙ্গ (অংশ) ইত্যাদি। টীকা—নর হইতে উদ্ভূত যে অর্থসমূহ, এবং নর হইতে জাত যে জল, তাহার আশ্রয় বলিয়া যে নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার অঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্তি। এখানে তিনি অঙ্গ আপনি অঙ্গী এইটী স্পষ্ট অর্থ, স্তুতিমাত্র নহে। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হইতে অঘাসুরের মুক্তি দেখিয়া ব্রহ্মা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। (ভাঃ ১০।১৩।১৫)। অবতারীও অন্য অবতার কোথাও তাদৃশ অসুরেরও এই প্রকারে মোক্ষ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অপর মধুর মহিমা দেখিবার জন্য ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপালগণকে লইয়া অন্যত্র অন্তর্হিত হইলেন, এই রীতিতে তাঁহার অপর মাহাত্ম্য দেখিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মা সেইপ্রকার দর্শন করিলেন; ইহা প্রকরণের নিজস্ব অভিপ্রায় অনুসারেও পাওয়া যায়। অপর মাহাত্ম্য দর্শন সম্ভাবনা মাত্র, (বাস্তব নহে এরূপ) বলা যায় না। কারণ, দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মা বৎস, বৎসপালক,

দিনা শক্তিভিরজাদ্যাভিরৈশ্বর্য্যৈরণিমাদ্যৈশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাতৈস্তত্ত্বৈর্ম-হদাদিভিঃ তৎসহকারিভিঃ কালস্বভাবাদ্যৈস্তৎসম্ভূতৈর্ব্রহ্মাণ্ডৈস্তদন্ত-র্ভূতস্রষ্টৃভির্ব্রহ্মাদিভির্জীবৈশ্চ স্তম্বপর্য্যন্তৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাস্তা-দৃশব্রহ্মাণ্ডেশ্বরকোটয়ঃ শ্রীকৃষ্ণেনৈব তত্তদংশাংশেনাবির্ভাব্য ব্রহ্মাণং প্রতি সাক্ষাদেব দর্শিতা ইতি হ্যুক্তং তদীদৃশমেব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যত্রাবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিত্বাদিত্যেতৎ স্বামিব্যাখ্যানস্যাসাধারণং বীজং ভবেৎ বিশ্বরূপদর্শনাদীনাং তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামিপুরুষাণা-মেকতরেণাপি শক্যত্বাৎ। তস্মাৎ বিরাট্পুরুষয়োরিব পুরুষভগবতো-রপি জগৃহে পৌরুষং রূপমিত্যাদাবুপাসনার্থমেব ভেদব্যাখ্যা

যষ্টি, বিষাণ প্রভৃতি সকলই তৎক্ষণাৎ মেঘের মত শ্যামবর্ণ, পীতকৌযেয় বসন, চতুর্ভুজ ইত্যাদিরূপ হইল দেখিলেন। ভাঃ ১০।১৩।৪৬-৫৫ শ্লোকে—

মায়াদিশক্তি, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, মহদাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, তাহার সহকারী কাল ও স্বভাবাদি তাহা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ডসকলও তাহার অন্তর্ভূত সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জীবসমূহ কর্তৃক পৃথক্ পৃথক্ উপাসিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরগণকে সেই সেই অংশের অংশে আবির্ভাব করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ দেখাইয়াছিলেন ইহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাকে এই প্রকার মাহাত্ম্য প্রদর্শনই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এর টীকায় 'সর্ব্বশক্তির প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সাক্ষাৎ ভগবান্' শ্রীধরস্বামীর এই ব্যাখ্যার অসাধারণ কারণ হইবে। (এই লীলায়ই ব্রহ্মার নিকট সকলশক্তির প্রকাশ করিয়াছেন)। বিশ্বরূপ প্রদর্শনাদি লীলা ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অন্তর্য্যামী পুরুষগণের মধ্যে যে কেহ করিতে পারেন। অতএব শ্রীধরস্বামী 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্' এই শ্লোকে বিরাট্ ও পুরুষের মত পুরুষ ও ভগ-বানের অভেদ ব্যাখ্যা উপাসনার জন্যই করিয়াছেন ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ

কৃতেতি গম্যতে। বস্তুতস্তু পরমাশ্রয়ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এব তৈরঙ্গীকৃতোঽস্তি। যথা, বিশ্বসর্গবিসর্গাদিনবলক্ষণলক্ষিতম্। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ। দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্। ক্রীড়দ্ যদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে ইতি। যদ্যন্যেষামপি পরমাশ্রয়ত্বং তন্মতং তদা দশম ইত্যনর্থকং স্যাৎ। তস্মান্নারায়ণোঽঙ্গমিতি যুক্তমুক্তম্॥ (১০।১৪) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণম্॥ ৪২॥

অবতারপ্রসঙ্গেঽপি তথৈব স্পষ্টম্—

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মাচিরম্॥
পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।

তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই পরম আশ্রয়রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যথা—১০ম স্কন্ধের প্রারম্ভে বিশ্বের সর্গ বিসর্গ প্রভৃতি নয়টি লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত, জগতের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ নামক পরম আশ্রয়কে নমস্কার করি। দশম স্কন্ধে লক্ষ্য দশম (আশ্রয়) পদার্থ পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়বিগ্রহ ভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া যদুকুলসমুদ্রে ক্রীড়া করিতেছেন ইহা কথিত হইতেছে'। যদি অপর কাহারও পরমাশ্রয়ত্ব তাঁহার অভিমত হয়, তাহা হইলে 'দশমে' এই পদটী নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। (দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন, তিনিই দশম 'আশ্রয়' পদার্থ)। সুতরাং নারায়ণ অঙ্গ এই উক্তি সঙ্গত হইয়াছে। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন॥ ৪২॥ অবতার প্রসঙ্গেও তাহাই স্পষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মা সমাধিতে আকাশে উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন, হে দেবগণ! আমার নিকট পুরুষের বাক্য শ্রবণ করুন, এবং তদনুসারে শীঘ্র সেইরূপ বিধান করুন। পূর্ব্বেই সেই আদিপুরুষ পৃথিবীর পীড়া জানিতে পারিয়াছেন। আপনারা অংশগণের সহিত যদুকুলে আবি-

স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥
বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তমরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

পৌরুষীং পুরুষেণ স্বয়মেবোক্তাং গাং বাচম্। পুরুষস্যৈব বাচমনুবদতি পুরৈবেতি। পুংসা আদিপুরুষেণ স্বয়ং ভগবতেত্যর্থঃ। অংশৈঃ শ্রীকৃষ্ণাংশভূতৈস্তৎপার্ষদৈঃ শ্রীমদুদ্ধবাদিভিঃ সহ। ইত্থমেব প্রাচুর্য্যেণোক্তম্। নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ। বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ। সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত। জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতা ইতি। তস্যাদিপুরুষত্বমেব ব্যনক্তি স ইতি। সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাৎ পুরুষস্তাবদীশ্বরঃ। তস্যাপ্যংশিত্বাৎ স আদিপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ

ভূত হউন। সেই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর নিজ কালশক্তি দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। পরম পুরুষ ভগবান্ বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত দেবস্ত্রীগণও সম্ভূত (মিলিত) হইবেন। (১০।১।২৩) ॥ ৪৩ ॥

পৌরুষেয়ী—পুরুষের নিজের কর্ত্তৃকই উক্ত; গো—বাক্য, পুরুষের বাক্যই ব্রহ্মা অনুবাদ করিতেছেন পূরৈব। পুংসা—আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক, অংশৈঃ—শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ তাঁহার পার্ষদ শ্রীমান্ উদ্ধব প্রভৃতির সহিত, এই প্রকারেই প্রাচুর্য্যে কথিত হইয়াছে, ব্রজে নন্দাদি গোপগণ, তাঁহাদের পত্নীগণ, বসুদেবাদি যাদবগণ, দেবকী প্রভৃতি যদুরমণীগণ, যাদব ও গোপগণের অতি বন্ধু ও সুহৃদ্গণ এবং যাহারা কংসের অনুগামী সকলেই প্রায় দেবতা। 'স' এই পদ দ্বারা তিনি যে আদিপুরুষ ইহা ব্যক্ত করিতেছেন। সকলের অন্তর্য্যামী বলিয়া (ক্ষীরোদশায়ী) পুরুষ ঈশ্বর;

পুনরীশ্বরেশ্বরঃ ত্র্যধীশশব্দবৎ। তথাচ দশমস্য পঞ্চাশীতিতমে শ্রীমদানকদুন্দুভিনোক্তম্। যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাবিতি। স্বকালশক্ত্যা স্বশক্ত্যা কালশক্ত্যা চ। ঈশ্বরেশ্বরত্বে হেতুঃ সাক্ষাৎ স্বয়মেব ভগবানিতি। তদলং ময়ি তৎপ্রার্থনয়েতি ভাবঃ। তৎপ্রিয়ার্থং তৎপ্রীত্যৈ। অমরস্ত্রিয়ঃ শ্রীমদুপেন্দ্রপ্রেয়স্যাদিরূপাঃ কাশ্চিৎ সম্ভবন্ত মিলিতা ভবন্ত। সাক্ষাদবতরতঃ শ্রীভগবতো নিত্যানপায়িমহাশক্তিরূপাসু তৎপ্রেয়সীম্ববতরন্তীষু ভগবতি তদংশান্তরবৎ তা অপি প্রবিশন্ত্বিত্যর্থঃ। তৎপ্রিয়াণাং তাসামেব দাস্যাদিপ্রয়োজনায় জায়ন্তামিতি বা। অনেন তৈরপ্রার্থিতস্যাপ্যস্যার্থস্যাদেশেন পরমভক্তাভিস্তাভির্লীলাবিশেষ এব ভগবতঃ স্বয়-

---

তাঁহারও অংশী বলিয়া আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের ঈশ্বর, ত্র্যধীশ শব্দের মত, (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনের অধীশ্বর)। দশমের ৮৫ অধ্যায়ে শ্রীমদানকদুন্দুভি (বসুদেব) বলিয়াছেন—তোমরা আমাদের পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর। স্বকালশক্ত্যা—নিজশক্তি ও কালশক্তি দ্বারা। ঈশ্বরের ঈশ্বর ইহার প্রতিহেতু 'সাক্ষাৎ' স্বয়ংই ভগবান্। অতএব অন্তর্যামী আমার নিকট প্রার্থনায় প্রয়োজন নাই। তৎ প্রিয়ার্থং—তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত। 'অমরস্ত্রিয়ঃ'—শ্রীমান্ উপেন্দ্রের প্রেয়সী প্রভৃতিরূপা কোন কোন দেবরমণীগণ। সম্ভবন্ত—মিলিত হউন। যেমন শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ অবতরণ করিলে অংশাবতারসমূহ শ্রীভগবানে প্রবেশ করেন সেইরূপ নিত্যস্থিরা মহাশক্তিরূপা তাঁহার প্রেয়সীগণ অবতরণ করিলে অংশস্বরূপা উপেন্দ্রপত্নী প্রভৃতি দেবরমণীগণ সেই মহাশক্তিরূপা প্রেয়সীগণে প্রবেশ করুন। অথবা সেই ভগবৎপ্রিয়াগণেরই দাস্যাদি প্রয়োজনে উৎপন্না হউন। দেবগণের অপ্রার্থিত দেবীগণের আবির্ভাবের এই আদেশ দ্বারা পরমভক্তা সেই দেবীগণের সহিত লীলা-

মবতিতীর্ষায়াং কারণং ভারাবতরণঞ্চানুষঙ্গিকমেব ভবতীতি ব্যঞ্জিতম্। তদেব শ্রুতীনাঞ্চ দণ্ডকারণ্যবাসিনাং মুনীনাঞ্চাগ্নিপুত্রাণাঞ্চ শ্রীগোপিকাদিত্বপ্রাপ্তির্যৎ শ্রূয়তে তদপি পূর্ব্ববদেব মন্তব্যম্। অত্র প্রসিদ্ধার্থে নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যা ইতি বিরুধ্যেত। ন চ সুরস্ত্রীণাং সম্ভববাক্যং শ্রীমহিষীবৃন্দপরম্। তাসামপি তন্নিজশক্তিরূপত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥ (১০।১)॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৪৩ ॥

তদেবমবতারপ্রসঙ্গেনাপি শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ম্ভগবত্ত্বমেবায়াতম্। যস্মাদেবং তস্মাদেব শ্রীভাগবতে মহাশ্রোতৃবক্তৃণামপি শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্য্যং লক্ষ্যতে। তত্র শ্রীবিদুরস্য—

যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্য ভবেদ্ভগবতঃ প্রভোঃ।

বিশেষই ভগবানের স্বয়ং অবতরণের কারণ। পৃথিবীর ভার হরণ কার্য্য আনুষঙ্গিকই ইহা ধ্বনিত হইতেছে। এই প্রকারে শ্রুতিগণ, দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ এবং অগ্নিপুত্রগণের যে শ্রীগোপিকারূপ প্রাপ্তির কথা শুনা যায়, তাহাও পূর্ব্বের মত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণে প্রবেশ বুঝিতে হইবে। এখানে 'সম্ভব' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ উৎপত্তি গ্রহণ করিলে "গোপীগণের প্রতি যে অনুগ্রহ, বক্ষঃস্থিতা নিরতিশয় রতিশালিনী লক্ষ্মীর প্রতিও সে অনুগ্রহ হয় নাই। অন্যের কি কথা, যাহাদের গন্ধ ও বর্ণ পদ্মের মত, সেই স্বর্গের অপ্সরাগণের প্রতিও হয় নাই" (১০।৪৭।৬০) এই শ্লোকার্থ বিরুদ্ধ হয়। দেবস্ত্রীগণের সম্ভববাক্য মহিষীবৃন্দ তাৎপর্য্যক্ বলা যায় না, কারণ তাঁহারাও যে ভগবানের স্বশক্তিরূপিণী ইহা প্রদর্শিত হইবে ॥ ৪৩ ॥ এই প্রকারে অবতার প্রসঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাই আসিতেছে। সেই কারণেই শ্রীভাগবতে মহান্ শ্রোতা-বক্তাদের ও শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য লক্ষিত হয়। সে বিষয়ে শ্রীবিদুরের তাৎপর্য্য, যিনি বেণপুত্ররূপে এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন,

শ্রবঃ সুশ্রবসঃ পুণ্যং পূর্ব্বদেহকথাশ্রয়ম্ ॥
ভক্তায় মেঽনুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ।
বক্তুমর্হসি যোঽদুহ্যদ্বৈণ্যরূপেণ গামিমাম্ ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বদেহঃ পৃথ্বতারঃ। লোকদৃষ্টাবভিব্যক্তিরীত্যা পূর্ব্বত্বম্। তৎকথৈবাশ্রয়ো যস্য তং (৪।১৭) বিদুরঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ শ্রীমৈত্রেয়স্য তদনন্তরমেব—চোদিতো বিদুরেণৈবং বাসুদেবকথাং প্রতি। প্রশস্য তং প্রীতমনা মৈত্রেয়ঃ প্রত্যভাষত ॥৪৫॥

তৎপ্রশংসয়া প্রীতমনস্ত্বেন চাস্যাপি তথৈব তাৎপর্য্যং লভ্যতে। অতএবাত্র বসুদেবনন্দনত্বেনৈব বাসুদেবশব্দঃ প্রযুক্তঃ (৪।১৬) শ্রীসূতঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ শ্রীপরীক্ষিতঃ—অথো বিহায়েমমমুঞ্চ লোকং বিমর্শিতৌ

শ্রীকৃষ্ণের সেই পৃথু অবতারের কথাশ্রিত পবিত্র যশ আপনার ভগবানের অনুরক্ত ভক্ত আমাকে বলুন। (ভাঃ ৪।১৭।৬) ॥

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বদেহ—পৃথু অবতার; এস্থলে লোকদৃষ্টিতে অভিব্যক্তির কৃষ্ণদেহের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে পৃথুদেহের অভিব্যক্তি বলা হইয়াছে। (বস্তুত অপ্রকটলীলায় নিত্য অভিব্যক্তি)। তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীবিদুর কর্তৃক এইরূপ বাসুদেব কথা বলিতে প্রবর্ত্তিত হইয়া মৈত্রেয় প্রীতচিত্তে বিদুরের প্রশংসা পূর্ব্বক উত্তর দিয়াছিলেন। বিদুরের প্রশংসা ও মৈত্রেয়ের চিত্তের প্রীতিহেতু মৈত্রেয় ও বিদুরের মতই শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে। অতএব এই শ্লোকে বসুদেবনন্দনরূপেই বাসুদেব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীসূত ॥ ৪৫ ॥

শ্রীপরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য—পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপের পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে—ইহলোক ও পরলোক উভয়ই হেয়, এক্ষণে তিনি উভয়

হেয়ত্বয়া পুরস্তাৎ। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্ত্যনদ্যাম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকা চ—শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ সর্ব্বপুরুষার্থাধিকাং জানন্নিত্যেবা (১।১৯) শ্রীসূতঃ ॥ ৪৬ ॥

ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য্য চিত্রং ভবৎসু কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু।
যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদ্যো জহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ ॥ ৪৭ ॥

ভবৎসু পাণ্ডোর্ব্বংশ্যেষু যে জহুরিতি শ্রীযুধিষ্ঠিরাদ্যভিপ্রায়েণ। অতএব তত্র স্থিতানাং সর্ব্বশ্রোতৄণামপি শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্য্যমায়াতি। (১।১৯) শ্রীমহর্ষয়ঃ পরীক্ষিতম্ ॥ ৪৭ ॥

অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয়ঃ। পৈতৃষ্বস্বেয়-

লোকে সুখের কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাই সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ অপেক্ষা অধিক মনে করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে (অনাহারে) উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীস্বামিপাদ ঐ শ্লোকের টীকায় 'শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান' ইহার সর্ব্ব পুরুষার্থ অপেক্ষা কৃষ্ণের চরণ সেবা অধিক জানিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১।১৯ভাঃ) সূত।

হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের সেবক পাণ্ডুবংশীয় আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎ-সামীপ্য কামনা করিয়া রাজগণের কিরীট দ্বারা সেবিত সর্ব্বোচ্চ আসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা (প্রায়োপবেশন) বিচিত্র নহে। 'যে জহুঃ' অর্থাৎ যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন এই বহুবচন শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব সেখানে যে সকল শ্রোতা ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য ছিল ইহা স্থির হইতেছে। (১।১৯। ভাঃ) মহর্ষিগণ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন।

প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্যাত্তবান্ধবঃ ॥ অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নো কথং নৃণাম্। নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ ॥ ৪৮ ॥

তেষাং পৈতৃস্বস্রীয়াণাং পাণ্ডুসুতানাং গোত্রস্য মে আত্তং স্বীকৃতং বান্ধবং বন্ধুকৃত্যং যেন তে তব শ্রীকৃষ্ণস্যৈকরসিকস্য বনীয়সঃ অত্যুদারতয়া মাং যাচেথা ইতি প্রবর্ত্তকস্যেত্যর্থঃ (১।১৯) রাজা শুকম্ ॥৪৮॥ স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ।

বালঃ ক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে ॥ ৪৯ ॥

যা যা শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনাদৌ বালক্রীড়া শ্রুতাস্তি তৎপ্রেমাবেশেন তৎসখ্যাদিভাববান্ তাং তামেব ক্রীড়াং যঃ কৃতবানিত্যর্থঃ (২।৩) শ্রীশৌনকঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিয়াছিলেন—পাণ্ডবসখা ভগবান্ আজ তাঁহার পিতৃষসার পুত্রগণের যুধিষ্ঠিরাদির প্রীতি উৎপাদনের জন্যই তদ্বংশ-সম্ভূত আমার প্রতিও বন্ধুতা স্বীকার করিলেন। তাহা না হইলে আমাদিগের ন্যায় পাপিষ্ঠজন কি কখনও আসন্ন মৃত্যুকালে অব্যক্তগতি মহাভাগবত (কৃষ্ণ কথা বক্তা হইবার প্রার্থী) আপনার দর্শন লাভ করিতে পাইত? (১।১৯।৩৫-৩৬ ভাঃ) ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যার্থ—সেই পিতৃষসাতনয় পাণ্ডুপুত্রগণের গোত্রসম্ভূত আমার বন্ধুকার্য যিনি স্বীকার করিয়াছেন। আপনার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন রসিক আপনার। "বনীয়সঃ" অর্থাৎ অতিশয় উদারতাবশতঃ আমাকে কৃষ্ণকথাশ্রবণে প্রবর্ত্তকের ॥ ৪৮ ॥

পাণ্ডব কুলোদ্ভূত মহারথ ভাগবত রাজা পরীক্ষিৎ যখন বালক ছিলেন, তখন বৃন্দাবনাদি স্থানে শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্যক্রীড়া শুনা আছে তাঁহার প্রীতি প্রেমাবেশ হেতু সখ্যাদি ভাবে মগ্ন হইয়া সেই সেই ক্রীড়া করিয়াছিলেন (২।৩।১৫) ॥ শ্রীশৌনক ॥ ৪৯ ॥

এবংজাতীয়ানি বহূন্যেব বচনানি বিরাজন্তে। তথা কথিতো বংশবিস্তার ইত্যারভ্য নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মামিত্যন্তং দশমস্কন্ধপ্রকরণমপ্যনুসন্ধেয়ম্। কিঞ্চ ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্ত ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥

যেন শ্রবণেন, নিতরাং গৃহীতং বশীকৃতং চেতো যস্য সঃ ॥ ১০॥ ১২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৫০ ॥

তথা, যেন যেনাবতারেণ ইত্যাদি যচ্ছৃণ্বতোঽপৈতীত্যাদি চ ॥ ৫১ ॥

টীকা চ—কৃষ্ণার্ভকসুধাসিন্ধুসংপ্লবানন্দনির্ভরঃ। ভূয়স্তদেব সংপ্রষ্টুং রাজান্যদভিনন্দতি। যেন যেন মৎস্যাদ্যবতারেণাপি যানি কর্ম্মাণি করোতি তানি নঃ কর্ণসুখাবহানি মনঃপ্রীতিকরাণি চ ভবন্ত্যেব। তথাপি যচ্ছৃণ্বতঃ পুংসঃ পুংমাত্রস্যারতির্ম্মনোগ্লানিস্তন্মূলভূতা বিবিধা তৃষ্ণা চ অপগচ্ছতি তথা সত্ত্বশুদ্ধিহরিভক্তিহরিদাস্য-

---

এই জাতীয় বহু বাক্যই বর্ত্তমান। 'কথিতো বংশবিস্তারো' (১০।১।১) শ্লোক হইতে 'নৈষাতি দুঃসহাক্ষুন্মাং' ১০।১।১৩ পর্য্যন্ত দশমস্কন্ধ প্রকরণ এবং 'ইত্থং দ্বিজা যাদব দেবদত্ত' ইত্যাদি (১০।১২।৪০) শ্লোক অনুসন্ধান করা উচিত। "যন্নিগৃহীতচেতাঃ"—যে কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজের চিত্ত নিরতিশয়রূপে বশীভূত হইয়াছিল। সূত ॥ ৫০ ॥

'যেন যেনাবতারেণ' এবং যচ্ছৃণ্বতোঽপৈতি' (১০।৭।১-২) শ্লোকও অনুসন্ধেয়। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের শ্রীধরটীকা—কৃষ্ণের বাল্যলীলারূপ সুধাসমুদ্রে সন্তরণ জনিত আনন্দে উৎফুল্ল রাজা পরীক্ষিৎ পুনরায় তাহাই সবিশেষ জানিবার জন্য অন্যান্য ভগবচ্চরিত্র অভিনন্দন করিতেছেন। মৎস্যাদি অবতারে যে সকল লীলা করিতেছেন তাহা আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ের সুখজনক ও মনের প্রীতিজনক হইতেছে, তথাপি যাহা শুনিয়া জীবমাত্রের অরতি ও মনের গ্লানি ও তাহার মূল বিবিধ তৃষ্ণা অপগত হয় আর চিত্তশুদ্ধি, হরিভক্তি ও হরির

সখ্যানি চ ভবন্ত্যচিরেণৈব তদেবং হারং হরেশ্চরিতং মনোহরং বা বদ অনুগ্রহং যদি করোষীত্যেবা। (১০।৭) রাজা॥ ৫১॥

অথ শ্রীশুকদেবস্য—অপি মে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুতপ্রিয় ইত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণ এব স্বরতিং ব্যজ্য ম্রিয়মাণানাং শ্রোতব্যাদিপ্রশ্নে-নৈবান্তকালে শ্রীকৃষ্ণ এব মহ্যুপদিশ্যতামিতি রাজাভিপ্রায়ানন্তরং বরীয়ানেব তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ। আত্মবিৎ সম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ॥ ৫২॥

তে ত্বয়া পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু মধ্যে যঃ পরঃ শ্রীকৃষ্ণশ্রবণাভি-প্রায়েণ পরমঃ প্রশ্নঃ কৃত এষ বরীয়ান্ সর্ব্বাবতারাবতারি-প্রশ্নেভ্যঃ পরমো বরঃ। লোকহিতং যথা স্যাত্তথৈব কৃতঃ। ত্বন্তু তথাভূত-শ্রীকৃষ্ণৈকনিবন্ধপ্রেমত্বাৎ কৃতার্থ এবেতি ভাবঃ। তদুক্তং। বৈয়া-

---

দাস্য, সখ্য প্রভৃতি অবিলম্বে লাভ হইয়া থাকে। যদি অনুগ্রহ করেন তবে সেই হরিলীলাই কীর্ত্তন করুন। রাজা পরীক্ষিৎ॥ ৫১॥

অনন্তর শুকদেবের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য বিবৃত হইতেছে—পাণ্ডবপ্রিয় ভগবান্ কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন (১।১৯।৩৫) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কৃষ্ণেই নিজের রতি ব্যক্ত করিয়া পরীক্ষিতের 'ম্রিয়মাণ জনগণের কি শ্রবণ করা উচিৎ' এই প্রশ্ন দ্বারা (১।১৯।৩৮) "মরণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণকথাই আমাকে উপ-দেশ করুন" মহারাজ পরীক্ষিৎ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! আপনি কৃষ্ণকথা শ্রবণের অভিপ্রায়ে শ্রোতব্যাদি সমূহের মধ্যে যে পরম প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা সকল অবতার ও অবতারী পুরুষের প্রশ্নসকল অপেক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ—যাহা হইতে লোকের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। আপনিও একমাত্র কৃষ্ণে প্রেমনিবদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ইহাই শুকোক্ত শ্লোকের মর্ম্ম। তাহা (২।১।১) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

সকেরিতি বচস্তত্ত্বনিশ্চয়মাত্মনঃ। উপধার্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাদিতি। সতী বিদ্যমানা কৃষ্ণে যা মতিস্তামেব বিশেষেণ ধৃতবানিত্যর্থ এতদেব ব্যক্তীকরিষ্যতে রাজ্ঞা, 'হরেরদ্ভুতবীর্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলা। কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি॥ কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরমিতি॥ (২।৮) শ্রীশুকঃ ৫২॥

এবমেব, কথিতো বংশবিস্তার ইত্যাদ্যনন্তরং সম্যগ্ ব্যবসিতাবুদ্ধিরিত্যাদি। ৫৩।

পূর্ব্বং ময়া নানাবতারাদিকথাভিরভিনন্দিতস্যাপি যৎ শ্রীবসুদেবনন্দনস্যৈব কথায়াং নৈষ্ঠিকী স্থায়ীরূপা রতির্জাতা এবা বুদ্ধিস্তু সম্যগ্ ব্যবসিতা পরমবিদগ্ধেত্যর্থ। ১০।১ শ্রীশুক ৫৩॥

তথা ইত্থং দ্বিজা যাদব দেবদত্তঃ শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্র-

---

উত্তরা আর পরীক্ষিৎ-ব্যাসনন্দন শুকদেবের আত্মতত্ত্বনিশ্চয়জনক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণে বিদ্যমান নিজ সতী মতি বিশেষভাবে ধারণ করিয়াছিলেন (২।৪।১)। রাজা পরে ইহাই ব্যক্ত করিবেন—হে মহাভাগ! আপনি জনগণের মঙ্গলপ্রদ, অদ্ভুত প্রভাব হরির কথা কীর্ত্তন করুন, যাহাতে সকল আত্মার আত্মা কৃষ্ণে, বিষয়ে অনাসক্ত মনকে নিবিষ্ট করিয়া শরীর ত্যাগ করিব (২।৮।২-৩)।

এই প্রকার 'কথিতো বংশবিস্তার' ইত্যাদি শ্লোকের পর 'সম্যগ্ ব্যবসিতা বুদ্ধিঃ' ইত্যাদি। হে রাজর্ষিসত্তম! পূর্ব্বে আমি আপনাকে নানাবিধ অবতার প্রভৃতির কথা দ্বারা অভিনন্দিত করিলেও বসুদেবনন্দন কৃষ্ণের কথাতেই যে আপনার স্থায়ীরূপা রতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই বুদ্ধিই অতিশয় চতুরা। (১০।১।১৫)। শ্রীশুক॥ ৫৩॥

হে দ্বিজগণ এইরূপে কৃষ্ণপ্রদত্ত পরীক্ষিৎ আপনার রক্ষকের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া" (১০।১২।৪০) ইত্যাদি বাক্যের পর 'হে ভাগবতোত্তম

মিত্যনন্তরং ইত্থং স পৃষ্টঃ স চ বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানন্তকৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ। কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তমং ॥ ৫৪ ॥

অনন্ত—প্রকটিতপূর্ণৈশ্বর্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, সর্ব্বদা তেন স্মর্যমাণোঽপি তস্মিন্ প্রতিক্ষণং নব্যত্বেনৈব তৎস্মারিতেত্যুক্তম্। (১০।১২) শ্রীসূত ॥ ৫৪ ॥

অতএব, স বৈ ভাগবতো রাজেত্যাদ্যনন্তরং রাজ্ঞা সমানবাসনত্বেনৈব তমাহ—বৈয়াসকিশ্চ ভগবান্ বাসুদেব পরায়ণঃ। উরুগায় গুণদ্বারা সতাং স্যুর্হি সমাগমে ॥ ৫৫ ॥

চ শব্দ প্রাগুক্তেন সমানবাসনত্বং বোধয়তি। তস্মাৎ শ্রীবসুদেবনন্দনত্বেনৈবাত্রাপি বাসুদেব শব্দো ব্যাখ্যেয়ঃ। অন্যেষামপি সতাং

শৌনক! ব্যাসনন্দন শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে 'অনন্তর স্মরণ হেতু তৎকর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইল পুনঃ অতিকষ্টে বহির্দৃষ্টিলাভ করিয়া ধীরে ধীরে পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন। ব্যাখ্যা—অনন্ত—যাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য প্রকটিত হইয়াছে সেই শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বদা তিনি (শুকদেব) স্মরণ করিতেছেন, তথাপি ঐ স্মরণে প্রতিক্ষণ কৃষ্ণ নূতন-হইতে নূতনতররূপে অনুভূত হইতেন এই কারণে পরীক্ষিৎ স্মরণ করাইয়াছেন বলা হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

অতএব "স বৈ ভাগবতো রাজা" ইত্যাদি শ্লোকের পর শৌনক শুকদেবকে রাজা পরীক্ষিতের সমান বাসনাযুক্তরূপে বর্ণনা করিতেছেন—'সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসনন্দন শুকদেবও বাসুদেব পরায়ণ ছিলেন, সুতরাং সাধুগণের সমাগমে উদার—(মনের অভিলষিত প্রয়োজন প্রদানকারী) ভগবদ্গুণসমূহ কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (২।৩।১৬) শ্লোকোক্ত 'চ শব্দ' পূর্ব্ববর্ণিত রাজাপরীক্ষিতের এবং শুকদেবের বাসনা (সংস্কার) ভক্তির সাম্য বুঝাইতেছে। সুতরাং

সমাগমে তারতম্যরূপায়স্থ গুণদ্বারা কথা ভবন্তি। তয়োস্তু শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রপ্রধানা এব তাঃ ভবেয়ুরিতি ভাবঃ। (২।৩)। শৌনক ৫৫।

কিং বহুনা শ্রীশুকদেবস্য শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্যে তদেকচরিতময়ৌ গ্রন্থার্দ্ধায়মানৌ দশমৈকাদশস্কন্ধাবেব প্রমাণম্। স্কন্ধান্তরেষ্বন্যেষাং চরিতং সংক্ষেপেনৈব সমাপ্য তাভ্যাং তচ্চরিতস্যৈব বিস্তারিতত্বাৎ। অত আরভ্য তৎপ্রসাদং প্রার্থয়তে শ্রিয়ঃপতিরিত্যাদৌ পতির্গতি-শ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং গতিঃ। ৫৬। স্পষ্টং। শ্রীশুক॥ ৫৬॥ অথ শ্রীব্যাসদেবস্য—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥

বাসুদেব শব্দকে শ্রীবসুদেবনন্দনরূপেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অন্যান্য সাধু-গণের সমাগমেও 'উরুগায়' ভগবানের গুণের দ্বারা মহতী কথা হইয়া থাকে। কিন্তু শুক ও পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রধানা কথা হইয়া থাকিবে ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়। শ্রীশৌনক॥ ৫৫॥

আর অধিক কথায় কি কাজ? শুকদেবের শ্রীকৃষ্ণেই যে তাৎপর্য সে বিষয়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রচুর শ্রীমদ্ভাগবতের অর্দ্ধাংশ দশম ও একাদশ স্কন্ধ প্রমাণ। অন্যান্য স্কন্ধে অন্যান্য অবতারগণের লীলা বর্ণন সংক্ষেপে সমাপ্ত করিয়া দশম ও একাদশ স্কন্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলীলাই বিস্তার করিয়াছেন অতএব শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াই কৃষ্ণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছেন— অন্ধক বৃষ্ণিপ্রভৃতি যাদবগণের পতি এবং সাধুগণের একমাত্র গতি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, (২।৪।২০)। স্পষ্ট। শ্রীশুক॥ ৫৬॥

অনন্তর ব্যাসদেবের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য দেখান হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে জীবের অনর্থনিবৃত্তি ঘটে ইহা সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব সমাধিতে অবগত হইয়া অজ্ঞজনগণের মঙ্গলের নিমিত্ত সাত্বতসংহিতা (ভাগ-

যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।

ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥১।৭।৬-৭॥৫৭॥

অধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে। অধোঽনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা। রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেশধারিণী। পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা। বিষদিগ্ধস্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দনে। দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ। পুনর্জ্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ॥ ইতি হরিবংশে শ্রীবাসুদেবমাহাত্ম্যে তন্নাম্নঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়তয়া প্রসিদ্ধেঃ। অতএবোত্তরত্র পদ্যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইত্যেবোক্তম্। শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকারাশ্চ কৃষ্ণশব্দস্য তমাল-শ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িরিতি প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাত্তত্রৈব প্রথমতরপ্রতীতেরুদয় ইতি চোক্তবন্তঃ। সামোপনিষদি চ—

বত) প্রকাশ করিলেন,—যে সংহিতা শ্রবণ করিলে জীবগণের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক, মোহ, ভয়নাশিনী ভক্তি অভিব্যক্ত হয় (১।৭।৬-৭) ব্যাখ্যা—অধোক্ষজে—শ্রীকৃষ্ণে, শকটের অধোদেশে শয়ান থাকিয়া শকট মধ্যে বিচরণ-কারিণী মনুষ্যবেশধারিণী বকী পূতনা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন তাহার শরীর অতি বিশাল, বল অধিক, আকৃতি ও প্রকৃতি অতি ভীষণ। সেই ক্ষুদ্র হৃদয়া জনার্দন শ্রীকৃষ্ণকে বিষলিপ্ত স্তন্য দান করিয়া নিহত হইয়াছিল। বনবাসিগণ রাক্ষসীকে মৃতা দেখিয়া ইহার পুনর্জন্ম হইল মনে করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইঁহার নাম অধোক্ষজ। শ্রীহরিবংশে বাসুদেব মাহাত্ম্যে এই নাম শ্রীকৃষ্ণের বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, অতএব পরবর্ত্তী পদ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণ শব্দ উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকার (শ্রীলক্ষীধর) তমালের মত শ্যামলকান্তি, যশোদা-স্তন্যপায়ী পরব্রহ্মে কৃষ্ণ শব্দের রূঢ়ি বৃত্তি অর্থাৎ সংকেত এবং বহুল প্রয়োগ হেতু যশোদা-স্তন্যপায়ী পরব্রহ্মেই প্রথম প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে ইহা বলিয়াছেন। সামোপনিষদে (ছান্দোগ্য-

কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়েতি। অত্র গ্রন্থফলত্বং তস্যৈব ব্যক্তমিতি চৈকেনৈবানেন বচনেন তৎপরিপূর্ণতা সিধ্যতি ॥ ১ ॥ ৭ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৫৭ ॥ অথ শ্রীনারদস্য—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ৫৮ ॥

যেন যেনাবতারেণেত্যেতচ্ছ্রীপরীক্ষিদ্বচনপদ্যদ্বয়মপ্যত্র শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়ত্বে সাধকং শ্রুতিসামান্যন্যায়েন ॥ ১ ॥ ৫ ॥ শ্রীনারদঃ শ্রীবেদ-ব্যাসম্ ॥ ৫৮ ॥

তচ্ছব্দস্যৈবাভ্যাসো দৃশ্যতে—এবং কৃষ্ণমতেরিত্যাদৌ। অন্যত্র চ। যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ স বা

উপনিষদে) "কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়" যশোদানন্দন কৃষ্ণকেই বলা হইয়াছে (দেবকী যশোদারও নাম) এই শ্লোকে (যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং) শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণের ফল শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই একটিমাত্র বচনেই তাঁহার পূর্ণতা সিদ্ধ হইতেছে। শ্রীসূত ॥ ৫৭ ॥

শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য—হে মুনে! সেখানে প্রতিদিন মনোহর কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তনকারী ঋষিগণের অনুগ্রহে তাহা শ্রবণ করিতাম এইরূপে প্রতিক্ষণ সেই কথাসমূহ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে শুনিতে প্রিয়কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হইয়াছিল (১।৫।২৬)। শ্রীপরীক্ষিৎ কথিত "যেন যেনাবতারেন" 'যচ্ছৃণ্বতোঽপৈতি' (ভাঃ ১০।৭।১-২) এই পদ্য দুইটী ও 'শ্রুতিসামান্য' ন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে যশোদা-স্তন্যপায়ী তাহার সাধক। শ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকে বলিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥ 'এবং কৃষ্ণমতেঃ' (১।৬।২৮) ইত্যাদি শ্লোকেও অন্যত্র কৃষ্ণ শব্দেরই অভ্যাস (বার বার উল্লেখ) দেখা যায়। মনুষ্যলোকে আপনারা মহাভাগ্যবান্, যাঁহাদের গৃহে পরমব্রহ্ম নিজেকে মনুষ্যরূপে গোপন করিয়া

অয়ং ব্রহ্ম মহদ্ভির্মৃগ্যং কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ। প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্‌গুরুশ্চ॥ ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভীরূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্। মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ॥ ৫৯॥

টীকা—চ অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং যেন দেবো দৃষ্টঃ। বয়ন্তু মন্দভাগ্যা ইতি বিষীদন্তং রাজানং প্রত্যাহ—যূয়ম্ ইতি ত্রিভিরিত্যেষা। মনুষ্যস্য দৃশ্যমানমনুষ্যস্যেব লিঙ্গং করচরণাদিসন্নিবেশো যস্য, তং রূপং শ্রীবিগ্রহং বস্তুতয়া নোপবর্ণিতং তদ্রূপস্যৈব পরব্রহ্মত্বেন কিমিদং বস্ত্বিতি নির্দ্দেষ্টুমশক্যত্বাৎ। যথোক্তং সহস্রনামস্তোত্রে—

সাক্ষাৎ বাস করিতেছেন; এই কারণে লোকপবিত্রকারী মুণিগণ আপনার গৃহে গমন করিয়া থাকেন। মহৎগণ যাঁহাকে অন্বেষণ করেন সেই নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মই। তিনি মায়িক উপাধি রহিত পরমানন্দের অনুভূতি স্বরূপ, তিনি আপনাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, শরীর, পূজনীয়, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টা। যাঁহার তত্ত্ব শিব ব্রহ্মা প্রভৃতিও নিজ বুদ্ধি দ্বারা যথার্থরূপে বর্ণনা করিতে পারেন নাই। মৌন, ভক্তি ও উপশম দ্বারা পূজিত, সেই ভক্তগণপালক শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন (ভাঃ ৭।১০।৪৮-৫০)।

টীকা—"অহো প্রহ্লাদের ভাগ্য যিনি নৃসিংহদেবকে দেখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্য মন্দ" এই মনে করিয়া দুঃখিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে শ্রীনারদ বলিলেন আপনারা মনুষ্যলোকে প্রচুর ভাগ্যবান্॥ 'মনুষ্য লিঙ্গ'—দৃশ্যমান মনুষ্যের মত হস্ত পদাদির সন্নিবেশ যাহার তিনি। তাহার সেই রূপ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ যথার্থরূপে শিবাদি কর্ত্তৃক বর্ণিত হয় নাই, কারণ, সেই রূপ পরব্রহ্ম বলিয়া এই বস্তু কি? এই প্রকার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না! এইজন্য সহস্রনাম স্তোত্রে 'অনির্দ্দেশ্য বপুঃ' (যাঁহার শরীর নির্দ্দেশ করিতে পারা

অনির্দ্দেশ্যবপুরিতি। এষামেব পদ্যানাং সপ্তমান্তেঽপি পরমানন্দক-তাং পুনরাবৃত্তির্দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥ ১০ ॥ স শ্রীযুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৯ ॥

অত্র চ স্পষ্টম্। দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্। মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥ প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ৬০ ॥

দেবঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। লিঙ্গপুরাণে উপরিভাগে তেনৈব স্বয়ং তস্য বীণাগ্রহণং হি প্রসিদ্ধম্। অত্র যদ্রূপেণ বীণা গ্রাহিতা তদ্রূপেণৈব চেতসি দর্শনং দদাতীতি লভ্যতে। দেবদত্তামিতি কৃতোপকারতয়া স্মর্য্যমানত্বেন তমনুসন্ধায়ৈব তদুক্তেঃ ॥১॥৬॥ শ্রীনারদঃ শ্রীবেদ-ব্যাসম্ ॥ ৬০ ॥

যায় না) বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকত্রয় পরম আনন্দাত্মক বলিয়া সপ্তম স্কন্ধের শেষেও এই পদ্যগুলির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

এস্থলেও শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিকারক, সপ্তস্বরে স্বাভাবিক সংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত এই বীণার মূর্চ্ছনা দ্বারা আলাপ করিতে করিতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বত্র পর্যটন করিতেছি। তীর্থপাদ যশঃপ্রিয়, শ্রীকৃষ্ণ নিজ চেষ্টাসমূহ প্রকৃষ্টরূপে গান করিবার জন্য আমার হৃদয়ে যেন আহূত হইয়াই তৎক্ষণাৎ দর্শন দেন (১।৬।৩৩-৩৪)। দেব—শ্রীকৃষ্ণই। লিঙ্গপুরাণের প্রথম অংশে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং নারদকে বীণা গ্রহণ করাইয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ আছে। এখানে যেই রূপে বীণা গ্রহণ করাইয়াছেন, সেই রূপেই চিত্তে দর্শন দান ইহা শ্লোকের অভিপ্রায়ে পাওয়া যায়। "দেবদত্তা বীণা" এই বিশেষণটি বলিতে বুঝাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ যে বীণা দান করিয়াছিলেন সেই উপকার স্মরণ করিয়া ঐ বিশেষণের উক্তি।

অত এতদেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্। ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্ পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্। অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তন্ মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্॥ ৬১॥

হে অমোঘদৃক্ ত্বম্ আত্মনা স্বয়ম্ আত্মানং স্বং পরস্য পুংসঃ কলাংশভূতমবেহি অনুসন্ধেহি পুনশ্চ জগতঃ শিবায়াধুনৈব শ্রীকৃষ্ণরূপেণ যশ্চাজোঽপি প্রজাতস্তমবেহি। তদেতদ্দ্বয়ং জ্ঞাত্বা মহানুভাবস্য সর্ব্বাবতারাবতারিবৃন্দেভ্যোঽপি দর্শিতপ্রভাবস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব অভ্যুদয়ো লীলা অধি অধিকং গণ্যতাং নিরূপ্যতাম্। স্বয়মীশ্বরোঽপি ভবান্ নিজাজ্ঞানরূপাং মায়াং ন প্রকটয়িষ্যতি ভাবঃ॥১॥৫॥ স তম্॥ ৬১॥

অতএব পুরাণপ্রাদুর্ভাবায় শ্রীব্যাসং শ্রীনারদেন চতুর্ব্যূহাত্মক-শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র এবোপদিষ্টস্তদুপাসকস্য সর্ব্বোত্তমত্বঞ্চ। যথা নমো ভগবত ইত্যাদি স সম্যগ্দর্শনঃ পুমানিত্যন্তম্॥ ৬২॥

শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে ॥ ৬০ ॥ অতএব এই শ্লোকটী এইরূপই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। হে সত্যদর্শিন্! আপনি স্বয়ং আপনাকে পরম পুরুষের অংশ স্বরূপে অনুসন্ধান করুন, পুনরায় জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অজ হইয়াও যিনি অধুনা শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত তাঁহাকে অনুসন্ধান করুন, এইরূপে দুইতত্ত্ব অর্থাৎ তোমাকেও তাঁহাকে জানিয়া, মহানুভাবের—সকল অবতার ও অবতারী হইতে যিনি অধিক প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই অভ্যুদয়—লীলা, অধি—অধিকরূপে, গণনা—নিরূপণ করুন। আপনি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও নিজ বিষয়ে অজ্ঞানরূপা মায়াকে প্রকটিত করিবেন না, শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে ॥ ৬১ ॥ (১।৫।২১)। অতএব পুরাণ প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত শ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকে চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র এবং তাঁহার

স্পষ্টম্ ॥১॥৩॥ স তম্ ॥ ৬২ ॥

অথ শ্রীব্রহ্মণঃ—ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ। জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ৬৩ ॥

অসুরসেনানিপীড়িতায়া ভূমেঃ ক্লেশমপহর্ত্তুং পরমাত্মনোঽপি পরত্বাজ্জনৈরস্মাভিরনুপলক্ষ্যমার্গোঽপি প্রাদুর্ভূতঃ সন্ কর্ম্মাণি চ করিষ্যতি। কোঽসৌ কলয়া অংশেন সিতকৃষ্ণকেশো যঃ। যত্র সিতকৃষ্ণকেশো দেবৈর্দৃষ্টাবিতি শাস্ত্রান্তরপ্রসিদ্ধিঃ। সোঽপি যস্যাংশেন স এব ভগবান্ স্বয়মিত্যর্থঃ। তদবিনাভাবিত্বাচ্ছ্রীবলদেবস্যাপি গ্রহণং দ্যোতিতম্। ননু পুরুষাদপি পরোঽসৌ ভগবান্ কথং ভূভারাবতারণমাত্রার্থং স্বয়ম্ অবতরিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ। আত্মনো

উপাসকের সর্ব্বোত্তমত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন,—"নমো ভগবতে" ইত্যাদি "স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্" পর্য্যন্ত শ্লোক দ্বারা শ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকে ॥ ৬২ ॥

অতঃপর ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে—তিনি অসুরসেনা কর্ত্তৃক নিপীড়িত পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবার নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্ম্ম করিবেন। পরমাত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা তাঁহার মার্গ জানিতে পারিব না। ইনি কে? যিনি অংশে শুক্ল ও কৃষ্ণকেশ, দেবতাগণ যাঁহাকে (যে ক্ষীরোদশায়ীকে) শুক্লকেশ ও কৃষ্ণকেশ দেখিয়াছিলেন এইরূপ অন্য শাস্ত্রে (মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে) প্রসিদ্ধ আছে, তিনি ও যাঁহার অংশে, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। তাঁহা হইতে (শ্রীকৃষ্ণ হইতে) অবিনাভাব (অপৃথক্) হেতু কৃষ্ণাবির্ভাব উক্তিতে শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-সংবাদও দ্যোতিত (প্রকাশিত) হইতেছে। পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এই ভগবান্ মাত্র পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত স্বয়ং কেন অবতীর্ণ হইবেন? এই আশঙ্কা করিয়া

মাহাত্মানং পরমমাধুরীসম্পদ উপনিবধ্যন্তে নিজভক্তৈরধিকং বর্ণ্যন্তে সৈব তানি কর্ম্মাণি চ করিষ্যতি। যদ্যপি নিজাংশেনৈব বা নিজেচ্ছাভাসেনৈব বা ভূভারহরণমীষৎকরং তথাপি নিজচরণারবিন্দজবাতুন্দমানন্দয়ন্নেব লীলাকাদম্বিনীনিজমাধুরীবর্ষণায় বিতরিষ্যমাণোঽবতরিষ্যতীত্যর্থঃ। এতদেব ব্যক্তীকৃতং তোকেন জীবহরণমিত্যাদৌ। ইতরথা স্বমাধুরীসম্পৎপ্রকাশনেচ্ছামন্তরেণ মধুরতরং তোকাদিভাবং দধতা তেন পূতনাদেনং জীবনহরণাদিকং কর্ম্ম ন ভাব্যং ন সম্ভাবনীয়ম্। তদংশতদিচ্ছাভাসাদিমাত্রেণৈব তৎসিদ্ধেরিতি বাক্যার্থঃ। তথা চ তথায়ঞ্চাবতারস্তে ইত্যাদৌ তৈরেব ব্যাখ্যাতম্ঃ কিং ভূভারহরণং মদিচ্ছামাত্রেণ ন ভবতি তত্রাহ

বলিতেছেন—মাহাত্ম্য অর্থাৎ নিজের মহিমা সকল—পরম মাধুরী সম্পদ সমূহ, ভক্তগণ কর্তৃক যে সমস্ত কর্ম্মে অধিক বর্ণিত হয় সেই সকল কর্ম্ম করিবেন। যদ্যপি নিজের অংশ দ্বারা অথবা স্বীয় ইচ্ছার আভাস মাত্রে ভূভারহরণ অনায়াসে হইতে পারে, তথাপি নিজের পাদপদ্ম যাঁহাদের জীবন তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিবার নিমিত্তই নিজ-মাধুরী বর্ষণের উদ্দেশ্যে লীলারূপ মেঘমালা বিতরণ করিতে অবতীর্ণ হইবেন, এই অর্থ। 'তোকেন জীব হরণং' ইত্যাদি (ভাঃ ২।৭।২৬) শ্লোকে ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অন্যথায় নিজ মাধুরী সম্পদ প্রকাশের ইচ্ছা ব্যতীত মধুরতর পুত্রাদিভাব পোষণ করিয়া পূতনা প্রভৃতির জীবননাশাদি কার্য্যের বিষয় ভাবনা করা যায় না বা সম্ভাবনা করা যায় না কারণ তাঁহার অংশের দ্বারা বা তাঁহার ইচ্ছার আভাস মাত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়, ইহাই উক্ত ব্রহ্মবাক্যের অর্থ। 'তথায়ঞ্চাবতারস্তে' (ভাঃ ১।৭।২৫) শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদই তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—ভূভারহরণ কি তাঁহার ইচ্ছামাত্রে হয় না? তাহাতে

স্বানামিতীতি। জয়তি জননিবাস ইত্যত্র চ ইচ্ছামাত্রেণ নিরসন-সমর্থোঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিরধর্ম্মমস্যন্নিতি তদেবমাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বাদ্ভুততাবর্ণনাভিনিবেশপ্রপঞ্চো ব্রহ্মণি স্পষ্ট এব। অস্তু তাবৎ তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদি ॥২।৭॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥ ৬৩ ॥

এবং চতুঃশ্লোকীবক্তুঃ শ্রীভগবতোঽপি শ্রীকৃষ্ণত্বেনৈব দর্শিতত্বাত্তস্য চাহমেবাসমেবাগ্রে ইত্যাদ্যুক্তস্তস্মিন্নেব তাৎপর্য্যং স্পষ্টম্। কিং বহুনা নানাবতারাবতারিষ্বপি সৎসু মহাপুরাণপ্রারম্ভ এব শ্রীশৌনকাদীনাং শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্যম্। অত্র পূর্ব্বং সামান্যতো-ঽভিরেকান্তশ্রেয়স্ত্বেন সর্ব্বশাস্ত্রসারত্বেন আত্মসুপ্রসাদহেতুত্বেন চ

বলিতেছেন "স্বানাং" ইত্যাদি অর্থাৎ ভক্তগণের অনুধ্যানের নিমিত্ত তাঁহার অবতার। "জয়তি জননিবাসো" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৯০।৪৮) শ্লোকেও ইচ্ছামাত্র অধর্ম্ম নিরসন করিতে সমর্থ হইয়াও ক্রীড়ার নিমিত্ত বাহুসকল দ্বারা অধর্মকে নিরাস করিয়া", এই সকল বচন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়তা বর্ণনাতেই ব্রহ্মার অভিনিবেশ বাহুল্য স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে অধিক বলার নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু ব্রহ্মা প্রার্থনা করিতেছেন—"বৃন্দারণ্য মধ্যে যে কোন (তৃণ গুল্মাদি) জন্ম যদি লাভ হয় তবে মহাভাগ্য মনে করি" (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে ॥ ৬৩ ॥

এইরূপে চতুঃশ্লোকী ভাগবত বক্তা শ্রীভগবান্‌কে শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সেই কৃষ্ণই "আমিই অগ্রে ছিলাম" ইত্যাদি রূপ উক্তি করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাতেই তাৎপর্য্য স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এবিষয়ে অধিক বাক্যের প্রয়োজন কি? নানাবিধ অবতার ও অবতারী থাকিলে ও মহাপুরাণ প্রারম্ভেই শ্রীশৌনকাদির শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য দেখ যায়। এখানে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে একান্ত শ্রেয়, সকল শাস্ত্রের সার এবং

যৎ পৃষ্টং তদেতদেবাস্মাকং ভাতি যৎ শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাবর্ণনমিত্যভিপ্রেত্যাহুঃ।

সূত জানাসি ভদ্রং তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥ ৬৪ ॥

ভদ্রং ত ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রশ্নসহদরৌৎসুক্যেনাশীর্ব্বাদঃ। ভগবান্ স্বয়মেবাবতারী। সাত্বতাং যাদবানাম্।

তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুম্।
যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ৬৫ ॥

অঙ্গ হে সূত সামান্যতস্তাবদ্‌যস্যাবতারমাত্রং ক্ষেমায় পালনায় ভবায় সমৃদ্ধয়ে চ।

তৎপ্রভাবমনুবর্ণয়ন্তস্তদ্‌যশঃশ্রবণৌৎসুক্যমাবিষ্কুর্ব্বন্তি।

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।

আত্মার সুপ্রসন্নতার হেতুরূপে যাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনেই ঘটিয়া থাকে, ইহাই আমাদের মনে হইতেছে। তাহা বলিতেছেন—হে সূত! আপনার মঙ্গল হউক, যাদবগণের পতি ভগবান্ যে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা আপনি অবগত আছেন (ভাঃ ১।১।১২)। 'ভদ্রং তে' এইটি শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রশ্নের সহজাত ঔৎসুক্য হেতু আশীর্ব্বাদ, ভগবান্—স্বয়ং অবতারী; স্বাত্বতাং—যাদবগণের ॥ ৬৪ ॥

হে সূত! সামান্যতঃ যাঁহার অবতার মাত্র জীবগণের পালন ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে, শ্রবণাভিলাষী আমাদের নিকট তাঁহার কথা আপনি সবিশেষ বর্ণনা করুন। (ভাঃ ১।১।১৩) ॥৬৫ ॥

তাঁহার প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার যশঃ শ্রবণে ঔৎসুক্য প্রকাশ

ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ৬৬॥

বিবশোঽপি যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নাম তস্যাবতারিত্বাদবতারনাম্নামপি তত্রৈব পর্য্যবসানাৎ। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাদপি তত্তন্নাম-প্রবৃত্তিঃ প্রকারান্তরেণ শ্রূয়তে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। তত্র হ্যখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্নিতি হি তদীয়ং গদ্যম্। ততঃ সংস্কৃতেঃ। যদ্ যতো ভয়মপি স্বয়ং বিভেতি। কিঞ্চ।

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।

সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥ ৬৭ ॥

যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদৌ সংশ্রয়ো যেষাম্, অতএব প্রশমায়নাঃ, শমো ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিতা, শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি স্বয়ং শ্রীভগবৎ-

---

করিতেছেন,—ভয়ঙ্কর জন্মমৃত্যুরূপ সংসারদশা প্রাপ্ত মানব বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে অচিরেই সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করে, যাঁহার নামে স্বয়ং ভয় অর্থাৎ মহাকাল ও ভীত হন (১।১।১৪) ॥৬৬॥ বিবশ হইয়াও যে শ্রীকৃষ্ণের নাম (কীর্ত্তন করিলে সংসার ক্ষয় হয়)। তিনি অবতারী সুতরাং অবতারগণের নামসমূহেরও শ্রীকৃষ্ণনামেই পরিসমাপ্তি অর্থাৎ তাঁহার নাম গ্রহণে সকল অবতারের নামগ্রহণ হইয়া থাকে এইজন্য তাঁহার নাম গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেও সেই সেই অবতারগণের নামের প্রবর্ত্তনের কথা প্রকারান্তরে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শুনা যায়,—"শ্রীকৃষ্ণনামসমূহ সমস্ত ভগবন্নামেরই কারণ হইয়াছিলেন" এইটি বিষ্ণুপুরাণের গদ্য। আরও,—হে সূত! যে ভগবানের শ্রীচরণাশ্রিত ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ মুনিগণ সন্নিধিমাত্রে জীবকে পবিত্র করেন, আর গঙ্গাজল সাক্ষাৎ বারবার সেবা দ্বারা পবিত্র করিয়া থাকেন (১।১।১৫) ॥ ৬৭॥

যৎপাদ-সংশ্রয়াঃ—যে শ্রীকৃষ্ণের পাদ (যাঁহাদের) আশ্রয় তাঁহারা, অতএব প্রসমায়নাঃ। শম—বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা; "বুদ্ধির আমাতে নিষ্ঠাই শম"

বাক্যাৎ, স এব প্রকৃষ্টঃ শমঃ প্রশমঃ সাক্ষাৎপূর্ণভগবৎশ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিত্বাৎ, প্রশম এবায়নং বর্ত্ম আশ্রয়ো বা যেষাং তে শ্রীকৃষ্ণলীলারসাকৃষ্টচিত্তা মুনয়ঃ শ্রীশুকদেবাদয়ঃ উপস্পৃষ্টাঃ সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ সদ্যঃ পুনন্তি সবাসনপাপেভ্যঃ শোধয়ন্তি। স্বধুনী গঙ্গা তস্যা আপস্তু, যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ, ইতি স্বয়ং তথাবিধরূপা অপি, সাক্ষাচ্ছ্রীবামনদেবচরণান্নিঃসৃতা অপি, অনুসেবয়া সাক্ষাৎসেবাভ্যাসেনৈব তথা শোধয়ন্তি, ন সন্নিধিমাত্রেণ সেবয়া। সাক্ষাৎ সেবয়াপি ন সদ্য ইতি তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতানামুৎকর্ষাত্তস্যোৎকর্ষঃ। এবমেব তত্তদ্যশসাঽপ্যাধিক্যং বর্ণ্যতে। তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি

এইটী ভগবদ্বাক্য। সেই শমই প্রকৃষ্ট; কারণ সাক্ষাৎ পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধবিশিষ্ট, প্রশমই অয়ন পথ বা আশ্রয় যাঁহাদের তাঁহারা। (প্রশমায়ন) শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট, মুনয়ঃ—শ্রীশুকদেবাদি মুনিগণ, উপস্পৃষ্টাঃ—সান্নিধ্যমাত্রেই সেবিত হইয়া, সদ্যপুনন্তি—বাসনার সহিত পাপসমূহ শোধিত করেন। স্বর্ধুন্যাপঃ; স্বর্ধুনী—গঙ্গা, তাহার জল। "যিনি চিৎস্বরূপী উপাধিশূন্য দেব জনার্দ্দন, তিনিই দ্রবরূপে গঙ্গাজল, এ বিষয়ে সংশয় নাই।" অতএব গঙ্গা স্বয়ং সেইপ্রকার স্বরূপ (চিৎস্বরূপা) হইয়াও শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত হইয়াও, অনুসেবয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ সেবার (স্নান, পান, পূজনাদির) অভ্যাস দ্বারাই সেইপ্রকার শোধন করিয়া থাকেন, সান্নিধ্যমাত্র (কেবল দর্শন) রূপ সেবা দ্বারা শোধন করেন না। সাক্ষাৎ সেবাদ্বারা গঙ্গাও সদ্য পবিত্র করেন না, এইজন্য গঙ্গা হইতে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত জনগণের উৎকর্ষ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের পরম উৎকর্ষ জানা যাইতেছে। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ হেতু তাঁহা হইতে তাঁহার যশের আধিক্য বর্ণিত হইতেছে।

যদুবু স্বঃসরিৎপাদশৌচমিতি। টীকা চ—ইতঃ পূর্ব্বং স্বঃসরিদেব সর্ব্বতোঽধিকং তীর্থমিত্যাসীৎ ইদানীং যদুবু যদজনি জাতং তীর্থং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিরূপম্ এতৎ স্বঃসরিদ্রূপং পাদশৌচং তীর্থম্ ঊনম্ অল্পঞ্চক্রে ইত্যেষা। এতস্য দশমস্কন্ধপদ্যস্যৈব সম্বাদিতাং ব্যনক্তি।

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্যশঃ কলিমলাপহম্॥ ৬৮॥

স্পষ্টম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ।

তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ॥ ৬৯॥

শ্রীশুকদেব এরূপ উৎকর্ষ বর্ণনাভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে রাজন্। যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ যে তীর্থ জাত তাহা শ্রীবামনদেবের পাদশৌচরূপা গঙ্গাতীর্থকে অল্প করিয়াছেন।

টীকা—ইহার পূর্ব্বে স্বর্গনদী গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থই ছিলেন, এখন যদুকুলে উৎপন্ন শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ যে তীর্থ, তাহা স্বর্গনদীরূপ পাদশৌচ তীর্থকে অল্প করিয়াছেন॥

শ্রীশৌনকাদির বাক্য—দশমস্কন্ধের এই পদ্যেরই অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছেন—"যাঁহার লীলা পুণ্যশ্লোক জনগণের স্তুতির বিষয়, তাঁহার কলি কল্মষনাশিনী কীর্ত্তি আত্মপ্রসাদকামী কোন্ ব্যক্তি শ্রবণ করেন না"? (১।১। ১৬।) ॥৬৮॥

যেহেতু এইরূপ সেই হেতু তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ কিন্তু লীলার নিমিত্ত পুরুষাদিরূপ অংশসমূহ লইয়া অবতীর্ণ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নারদাদি সূরিগণ কর্ত্তৃক পরিগীত পরমানন্দ-প্রদায়িনী জন্মাদি লীলা শ্রদ্ধালু আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন (ভাঃ ১।১।১৭) ॥৬৯॥

উদারাণি পরমানন্দদাতৃণি জন্মাদীনি স্বয়ং পরিপূর্ণস্থ লীলয়া অন্যা অপি কলাঃ পুরুষাদিলক্ষণা দধৎস্তদংশানপ্যাদায় তস্যা-বতীর্ণস্থ সত ইত্যর্থঃ।

অথাখ্যাহি হরেধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবমুখ্যত্বেন কথয় অথ তদনন্তরমানুষঙ্গিকতয়ে-বেত্যর্থঃ। হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকরণবলাৎ। অবতারাঃ পুরুষস্য গুণাবতারা লীলাবতারাশ্চ। তেষাং কথা লীলাঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মরূপাঃ ভূভারহরণাদিরূপাশ্চ। ঔৎসুক্যেন পুনরপি তচ্চরিতান্যেব শ্রোতু-মিচ্ছন্তস্তত্রাত্মনস্তৃপ্ত্যভাবমাবেদয়ন্তি।

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ১১॥

যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্মঃ ভগবদ্বিক্রমমাত্রে তু ন তৃপ্যাম এব

হে ধীমন্! আপনি শ্রীহরির অবতারগণের শুভ কথাসমূহও বর্ণন করুন। সেই ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে আত্মমায়া দ্বারা অবতাররূপে লীলা করেন। শ্রীহরির অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রকরণ বশতঃ এখানে শ্রীকৃষ্ণের কথা মুখ্যভাবে বলুন, অনন্তর আনুষঙ্গিকরূপেই পুরুষের—গুণাবতার ও লীলাবতারগণের মঙ্গলময়ী সৃষ্টি প্রভৃতিও ভূভারহরণরূপা লীলা কথা কীর্ত্তন করুন। (১।১।১৮) ॥১০॥

ঔৎসুক্যবশতঃ পুনরায় তাঁহার লীলাসমূহ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাতে নিজের তৃপ্তির অভাব জানাইতেছেন—"আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যবোধক লীলা কথায় তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না"। সেই সকল লীলা কথা রসিক শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পদে পদে স্বাদু হইতেও স্বাদু বোধ হইয়া থাকে। (১।১।১৯) ॥১১॥

যত্নবু স্বঃসরিৎপাদশৌচমিতি। টীকা চ—ইতঃ পূর্ব্বং স্বঃসরিদেব সর্ব্বতোঽধিকং তীর্থমিত্যাসীৎ ইদানীং যত্নবু যদজনি জাতং তীর্থং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিরূপম্ এতৎ স্বঃসরিদ্রূপং পাদশৌচং তীর্থম্ ঊনম্ অল্পঞ্চক্রে ইত্যেষা। এতস্য দশমস্কন্ধপদ্যস্যৈব সম্বাদিতাং ব্যনক্তি।

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্যশঃ কলিমলাপহম্ ॥ ৬৮ ॥

স্পষ্টম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ।

তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীশুকদেব এরূপ উৎকর্ষ বর্ণনাভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে রাজন্! যত্নবংশে শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ যে তীর্থ জাত তাহা শ্রীবামনদেবের পাদশৌচরূপা গঙ্গাতীর্থকে অল্প করিয়াছেন।

টীকা—ইহার পূর্ব্বে স্বর্গনদী গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থই ছিলেন, এখন যত্নকুলে উৎপন্ন শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ যে তীর্থ, তাহা স্বর্গনদীরূপ পাদশৌচ তীর্থকে অল্প করিয়াছেন॥

শ্রীশৌনকাদির বাক্য—দশমস্কন্ধের এই পদ্যেরই অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছেন—"যাঁহার লীলা পুণ্যশ্লোক জনগণের স্তুতির বিষয়, তাঁহার কলি কল্মষনাশিনী কীর্ত্তি আত্মপ্রসাদকামী কোন্ ব্যক্তি শ্রবণ করেন না"? (১।১।১৬) ॥৬৮॥

যেহেতু এইরূপ সেই হেতু তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ কিন্তু লীলার নিমিত্ত পুরুষাদিরূপ অংশসমূহ লইয়া অবতীর্ণ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নারদাদি সূরিগণ কর্ত্তৃক পরিগীত পরমানন্দ-প্রদায়িনী জন্মাদি লীলা শ্রদ্ধালু আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন (ভাঃ ১।১।১৭) ॥৬৯॥

উদারাণি পরমানন্দদাতৃণি জন্মাদীনি স্বয়ং পরিপূর্ণস্য লীলয়া অন্যা অপি কলাঃ পুরুষাদিলক্ষণা দধত্তস্তদংশান্‌গ্যাদায় তস্যাবতীর্ণস্য সত ইত্যর্থঃ।

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥ ৭০ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবমুখ্যত্বেন কথয় অথ তদনন্তরমানুষঙ্গিকতয়ৈবেত্যর্থঃ। হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকরণবলাৎ। অবতারাঃ পুরুষস্য গুণাবতারা লীলাবতারাশ্চ। তেষাং কথা লীলাঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মরূপাঃ ভূভারহরণাদিরূপাশ্চ। ঔৎসুক্যেন পুনরপি তচ্চরিতান্যেব শ্রোতুমিচ্ছন্তস্তত্রাত্মনস্তৃপ্ত্যভাবমাবেদয়ন্তি।

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৭১ ॥

যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্মঃ ভগবদ্বিক্রমমাত্রে তু ন তৃপ্যাম এব

হে ধীমন্! আপনি শ্রীহরির অবতারগণের শুভ কথাসমূহও বর্ণন করুন। সেই ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে আত্মমায়া দ্বারা অবতাররূপে লীলা করেন। শ্রীহরির অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রকরণ বশতঃ এখানে শ্রীকৃষ্ণের কথা মুখ্যভাবে বলুন, অনন্তর আনুষঙ্গিকরূপেই পুরুষের—গুণাবতার ও লীলাবতারগণের মঙ্গলময়ী সৃষ্টি প্রভৃতিও ভূভারহরণরূপা লীলা কথা কীর্ত্তন করুন। (১।১।১৮) ॥৭০॥

ঔৎসুক্যবশতঃ পুনরায় তাঁহার লীলাসমূহ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাতে নিজের তৃপ্তির অভাব জানাইতেছেন—"আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যবোধক লীলা কথায় তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না"। সেই সকল লীলা কথা রসিক শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পদে পদে স্বাদু হইতেও স্বাদু বোধ হইয়া থাকে। (১।১।১৯) ॥৭১॥

তত্রাপি তীর্থং চক্রে নৃপোনমিত্যাহুক্তলক্ষণস্য সর্ব্বতোঽপ্যুত্তম-শ্লোকস্য বিক্রমে বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ অলমিতি ন মন্যামহে। তত্র হেতুঃ। যদ্বিক্রমং শৃণ্বতাম্। যদ্বা অন্যে তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু নেতি তু শব্দস্যান্বয়ঃ।

কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ৭২ ॥

টীকা চ—অতঃ শ্রীকৃষ্ণচরিতানি কথয়েত্যাশয়েনাহুঃ কৃতবানিতি। অতিমর্ত্ত্যানি মর্ত্ত্যানতিক্রান্তানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদানি মনুষ্যেষ্বসম্ভাবিতানীত্যর্থঃ ইত্যেষা। ননু কথং মানুষঃ সন্নতিমর্ত্ত্যানি কৃতবান্, তত্রাহ, কপটমানুষঃ, পার্থিবদেহবিশেষ এব মানুষশব্দঃ প্রতীতঃ,

---

যোগযাগাদিতে তৃপ্ত হইয়াছি; ভগবানের লীলামাত্রে তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। তাহাতেও আবার যাঁহার কীর্ত্তি গঙ্গা তীর্থকে ন্যূন করিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কীর্ত্তি সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলায় বিশেষভাবে তৃপ্ত হইতে পারি নাই অর্থাৎ "আমরা যথেষ্ট শুনিলাম আর কত শুনিব" এরূপ মনে হইতেছে না। তাহাতে হেতু যে লীলার শ্রোতৃবৃন্দের ইত্যাদি। অথবা অন্যে তৃপ্ত হউন আমরা কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। (এখানে প্রথম অর্থে "উত্তম শ্লোক-বিক্রমে" পদের সহিত 'তু' শব্দের অন্বয় আর দ্বিতীয় অর্থে 'বয়ম্' পদের সহিত অন্বয়) শ্রীশৌনক বলিলেন—কপটেই মানুষরূপে প্রতীত, সুতরাং গুপ্ত-ভাবে অবস্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত যে সকল অলৌকিকী লীলা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। (১।১।২০) ॥৭২॥

টীকা—অতএব শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ কীর্ত্তন করুন এই অভিপ্রায়ে 'কৃতবান্' এই শ্লোক বলিতেছেন। অতিমর্ত্ত্য অর্থাৎ মানব সামর্থ্য অতিক্রম করিয়া, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উত্তোলন প্রভৃতি যাহা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। মানুষ হইয়া অতিমানুষ কর্ম্ম করিয়াছিলেন কিরূপে ?

তস্মাৎ কপটেনৈবাসৌ তথা ভাতীত্যর্থঃ, বস্তুতস্তু নরাকৃতেরেব পরব্রহ্মত্বেনাসত্যপি প্রসিদ্ধমানুষত্বে নরাকৃতির্নরলীলত্বেন লব্ধম-প্রসিদ্ধমানুষত্বমস্ত্যেব। তৎ পুনরৈশ্বর্য্যাব্যাঘাতকত্বান্ন প্রত্যাখ্যায়ত ইতি ভাবঃ। অতএব স্যমন্তকাহরণে প্রাকৃতং পুরুষং মত্বেত্যনেন জাম্ববতোহন্যথাজ্ঞানব্যঞ্জকেন তস্য প্রাকৃতত্বং নিষিধ্য পুরুষত্বং স্থাপ্যতে। এবং মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্নিত্যাদিষ্বপি জ্ঞেয়ম্। যস্মাৎ কপটমানুষস্তস্মাদেব গূঢ়ঃ স্বতস্তু তদ্রূপতয়ৈব ভগবানিতি (১।১৫) শ্রীশৌনকঃ।

অথ শ্রীসূতস্যাপি—ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্ট ইত্যাদ্যনন্তরং নারায়ণং নমস্কৃত্যেত্যাদ্যন্তে পুরাণমুপক্রম্যৈবাহ—

তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনি "কপটমানুষ"। পার্থিব (পাঞ্চভৌতিক) দেহ বিশেষেই মানুষ শব্দের জ্ঞান হয়, সেই হেতু কপটেই ইনি সেইপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হইতেছেন ; বস্তুতঃপক্ষে তিনি নরাকৃতিই পরব্রহ্ম বলিয়া লোক প্রসিদ্ধ মানবত্ব তাঁহাতে না থাকিলেও নরাকৃতি ও নরলীল হেতু প্রাপ্ত অপ্রসিদ্ধ (অপ্রাকৃত) মানুষত্ব আছেই। সেই অপ্রাকৃত মনুষ্যত্ব ঐশ্বর্য্যের ব্যাঘাত করে না বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে না। অতএব স্যমন্তকমণির আনয়ন ব্যাপারে 'জাম্ববান্ প্রাকৃত পুরুষ মনে করিয়া' এই (ভাঃ ১০।৫৬।২২) শ্লোকের 'মত্বা' পদ দ্বারা জাম্ববানের অন্যথা জ্ঞান (অপ্রাকৃত পুরুষকে প্রাকৃত পুরুষ জ্ঞান) বোধক উক্তিতে প্রাকৃতত্ব নিষেধ পূর্ব্বক পুরুষত্ব স্থাপিত হইয়াছে মায়া মনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ইত্যাদি স্থলেও এই প্রকার জানিতে হইবে। যেহেতু কপটমানুষ সেই হেতুই গুপ্ত অর্থাৎ তাঁ'র স্বরূপজ্ঞান দুরূহ ব্যাপার। স্বেচ্ছাক্রমে কপট মানুষরূপেই তিনি স্বয়ং ভগবান্ (১।১৫)। শ্রীশৌনক॥

অনন্তর শ্রীসূতের ও শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য দেখান হইতেছে—'ইতি সংপ্রশ্ন সংহৃষ্ট' অর্থাৎ শ্রীশৌনকাদির উত্তম প্রশ্নে অতিশয় আনন্দিত চিত্ত শ্রীসূত

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৭৩॥

টীকা চ—তেষাং বচঃ প্রতিপূজ্যেতি যদুক্তং তৎ প্রতিপূজনং করোতি। হে মুনয়ঃ সাধু যথা ভবতি তথাহং পৃষ্টঃ, যতো লোকানাং মঙ্গলমেতৎ, যতঃ কৃষ্ণবিষয়ঃ সংপ্রশ্নঃ কৃতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারোদ্ধারপ্রশ্নস্যাপি কৃষ্ণে পর্য্যবসানাদেবমুক্তমিত্যেষা। অতএবোত্তরেষ্বপি পদ্যেষু অধোক্ষজবাসুদেবসাত্বতাংপতিকৃষ্ণশব্দাস্তৎপ্রাধান্যবিবক্ষয়ৈব পঠিতাঃ। অত্র শ্রেয়ঃপ্রশ্নস্যাপ্যুত্তরং লোকমঙ্গলমিত্যনেনৈব দত্তং ভবতি। তথাত্মসুপ্রসাদহেতোশ্চ যেনাত্মা সুপ্রসীদ-

---

ইত্যাদির পর 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি শ্লোকের শেষে পুরাণ আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে লোকমঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন উহা সমীচীন হইয়াছে। যেহেতু যাহার দ্বারা চিত্ত সুপ্রসন্ন হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (১।২।৫) ॥৭৩॥

টীকা—"তাঁহাদের (শ্রীশৌনকাদির) বাক্য অভিনন্দিত (প্রতিপূজা) করিয়া" ইত্যাদি (ভাঃ ১।২।১) বাক্যে পূর্ব্বে যে অভিনন্দনের কথা বলা হইয়াছে সেই অভিনন্দন করিতেছেন।

হে মুনিগণ! যে প্রকারে সাধু হয় সেইপ্রকারে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, যেহেতু উহা (আপনাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন) লোকগণের মঙ্গলজনক, যেহেতু কৃষ্ণবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন। মুনিগণের জিজ্ঞাসিত সকল শাস্ত্রার্থের সার উত্তোলনের প্রশ্নও শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া এই প্রকার (কৃষ্ণসংপ্রশ্ন) উক্ত হইয়াছে। অতএব পরবর্ত্তী ভাঃ ১।২। ৬, ৭, ১৪, ১৭ পদ্যসমূহেও শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য খ্যাপনের অভিপ্রায়েই অধোক্ষজ বাসুদেব সাত্বতাংপতি (যাদবগণের পতি) এবং কৃষ্ণশব্দ পঠিত হইয়াছে। এখানে শ্রীশৌনকাদির "শ্রেয়ঃ কি" এইপ্রশ্নেরও উত্তর 'লোকমঙ্গল' পদের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে।

তীত্যনেন ॥১॥২॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৬৪—৭৩ ॥

তদেবং শ্রোতৃবক্তৃণামৈকমত্যেন চ তাৎপর্য্যং সিদ্ধম্। কিঞ্চ এতস্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাভ্যাসবাহুল্যং দৃশ্যতে। তত্র প্রথমদশমৈকাদশেষ্বতিবিস্তরেণৈব। দ্বিতীয়ে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে। তৃতীয়ে শ্রীবিদুরোদ্ধবসংবাদে। চতুর্থে তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতাবিত্যাদৌ যচ্চান্যদপি কৃষ্ণস্যেত্যাদৌ চ। পঞ্চমে রাজন্ পতির্গুরুরলমিত্যাদৌ। ষষ্ঠে মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্ গোবিন্দ আসঙ্গব আত্তবেণুরিত্যত্র। সপ্তমে নারদযুধিষ্ঠিরসংবাদে। অষ্টমে তন্মহিমবিশেষবীজারোপরূপে

আর আত্মার সুপ্রসন্নতার হেতু কি? এই প্রশ্নের উত্তর "যেনাত্মা সুপ্রসীদতি" এই বাক্য দ্বারা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীসূত ॥ ৬৪-৭৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবিদুর ও শ্রীমৈত্রেয়াদি মহাশ্রোতা ও বক্তার এরূপে এক প্রকার অভিপ্রায় হেতু শ্রীকৃষ্ণেই সকলের তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইল। আরও, অষ্টাদশসহস্রশ্লোকময়ী এই সংহিতায় (শ্রীমদ্ভাগবতে) শ্রীকৃষ্ণেরই পুনরুক্তির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তাহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দশম ও একাদশ স্কন্ধে অতি বিস্তৃতরূপে। দ্বিতীয়ে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে। তৃতীয়ে শ্রীবিদুর ও উদ্ধবের সংবাদে। চতুর্থে—"সেই এই হরির অংশ দুইজন এখানে আগত" ইত্যাদি (ভাঃ ৪।১।৫৮) শ্লোকে এবং "কৃষ্ণের আরও যে" ইত্যাদি (৪।১৭।৬) শ্লোকে। পঞ্চমে—"রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদের পতি ও গুরু" ইত্যাদি (৫।৬।১৮) শ্লোকে। ষষ্ঠে—"প্রাতঃকালে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেশব গদা দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন, সঙ্গবকালে ষষ্ঠ হইতে দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত গোবিন্দ বেণু দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন" ইত্যাদি (৬।৮।২০) শ্লোকে। সপ্তমে শ্রীনারদ ও যুধিষ্ঠির সংবাদে। অষ্টমে তাঁহার মাহাত্ম্য

কালনেমিবধে তাদৃশ শ্রীমদজিতদ্বারাপি তস্য মুক্তির্নাভবৎ কিন্তু পুনঃ কংসত্বে তদ্দ্বারৈবেতি তন্মহিমবিশেষকথনপ্রথমাঙ্গত্বাৎ। নবমে সর্বান্তে। দ্বাদশে চ শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণসখবৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্রাজন্যবংশ-দহনানপবর্গবীর্য্যেত্যাদৌ। শ্রীভাগবতানুক্রমণিকায়াঞ্চ। তথা চ যস্যৈবাভ্যাসস্তদেব শাস্ত্রে প্রধানমিত্যানন্দময়োঽভ্যাসাদিত্যত্রা-পরৈরপি সমর্থিতত্বাদিহাপি শ্রীকৃষ্ণ এব প্রধানং ভবেদিতীতি তস্যৈব মূলভগবত্ত্বং সিধ্যতি। যৎপ্রতিপাদকত্বেনাস্য শাস্ত্রস্য ভাগবত-মিত্যাখ্যা। অপি চ ন কেবলং বহুত্র সূচনমাত্রমত্রাভ্যাসনম্ অপি ত্বর্দ্ধাদপ্যধিকো গ্রন্থস্তৎপ্রস্তাবকো দৃশ্যতে। তত্রাপি সর্বাশ্চর্য্যতয়া।

বিশেষের বীজারোপণস্বরূপ কালনেমির বধে। তাদৃশ শ্রীমান্ অজিতের দ্বারাও তাহার মুক্তি হয় নাই, কিন্তু পুনরায় কংসরূপে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই কালনেমির মুক্তি হইয়াছে এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুর প্রতি মোক্ষদানরূপ মাহাত্ম্য বিশেষের কথনরূপ প্রথম অঙ্গ দ্বারা। নবমস্কন্ধে সর্ব্বশেষে। দ্বাদশে হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জুন-সখ! হে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীর দুঃখদায়ক ক্ষত্রিয় বংশের নাশক অগ্নি স্বরূপ! হে অক্ষীণ পরাক্রম! ইত্যাদি (ভাঃ ১২।১১। ২৫) শ্লোকে, এবং শ্রীভাগবতের অনুক্রমণিকায় কৃষ্ণ শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উক্তি বাহুল্য দেখা যায়। সুতরাং শাস্ত্রে যাহার অভ্যাস (পুনরুক্তি বাহুল্য) দেখা যায় তাহাই সে শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য জানিতে হইবে। ইহা "আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ" (বেঃ ১ম পাঃ ১ম অঃ ১২) সূত্রে অপরেও সমর্থন করিয়া-ছেন, অতএব এখানেও শ্রীকৃষ্ণই প্রধান হইবেন। সুতরাং তিনিই যে মূল ভগবান ইহা সিদ্ধ হইতেছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাদক বলিয়া এই শাস্ত্রের শ্রীভাগবত এই নাম হইয়াছে। বিশেষতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গের সূচনামাত্র করিয়া কেবল যে অভ্যাস প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের অর্দ্ধেকের অধিক গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের

তস্মাৎ সাধূক্তম্ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি"তি। তদেবমস্য বচনরাজস্য সেনাসংগ্রহো নিরূপিতঃ। তথা তস্য প্রতিনিধিরূপাণি বাক্যান্তরাণি অপি দৃশ্যন্তে। যথা—

অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিলেতি ॥৭৪॥

কিলশব্দেন কৃষ্ণস্ত্বিতি প্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। ততো হরিরত্র ভগবানেব। যথোক্তম্। বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষ এব ইতি চ। ৯।২৪।। শ্রীশুকঃ ॥৭৪॥

যথা বা—অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদি ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মাত্বেনৈব বৃহত্ত্বমত্র লক্ষ্যতে। পূর্ণমিত্যাধিকং বিশেষণমত্রোপ-

---

প্রস্তাবকরূপে দেখা যায়। তাহাতে আবার এই প্রসঙ্গ সর্বাশ্চর্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইঁহারা পুরুষের অংশ ও কলা, "কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্" ইহা সমীচীন উক্ত হইয়াছে। এ পর্যন্ত এই বচনরাজের সেনা সংগ্রহ নিরূপিত হইল। সেইরূপ এখন তাহার প্রতিনিধি স্থানীয় বাক্যসমূহও দেখা যাইতেছে।

পরিভাষাবাক্যের প্রতিনিধি বাক্য

যথা—"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান ছিলেন" (ভাঃ ৯।২৪।৫৫) শ্লোকস্থ কিল শব্দ দ্বারা কৃষ্ণস্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত, অন্যে নহে এই প্রসিদ্ধি সূচিত হইতেছে। সুতরাং এখানে 'হরি' শব্দে স্বয়ং ভগবানকেই বুঝাইতেছে। যেমন ভাঃ ১০।১।২৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে "বসুদেবের গৃহে সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন"। শ্রীশুক ॥ ৭৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাসূচক অন্য বাক্য যথা—

অথবা যেরূপ সেই "নন্দগোপের ব্রজবাসিগণের অতুলনীয় সৌভাগ্য"

জীব্যতে ॥১০।১৪॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৭৫ ॥ অতএব—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৭৬ ॥

ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য যদপেক্ষয়ান্যস্য সাম্যাতিশয়শ্চ নাস্তী-ত্যর্থঃ। তত্র হেতুস্ত্র্যধীশস্ত্রিষু সংকর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধেষধীশঃ, সর্ব্বাংশিত্বাদতএব স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা সর্ব্বাধিকপরমানন্দস্বরূপসম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ, বলিং তদিচ্ছানুসরণরূপমর্হণং হরদ্ভিশ্চিরৈর্লোক-

---

ইত্যাদি ভাঃ ১০।১৪।৩২। ব্রহ্মত্ব দ্বারাই বৃহত্তমতা প্রাপ্ত হইলেও 'পূর্ণ' এই অধিক বিশেষণ এখানে উপজীব্য (আশ্রয়নীয়) হইয়াছে অর্থাৎ এই বিশেষণ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সূচনা করিতেছে। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে ॥ ৭৫ ॥

অতএব—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান্, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই অংশত্রয়ের অধীশ্বর, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই; তিনি স্বীয় পরমানন্দরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য দ্বারা পূর্ণকাম। চিরকালীন লোকপালক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রিপুরুষগণ তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ পূজোপহার প্রদান পূর্ব্বক মস্তকস্থিত মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেছেন (ভাঃ ৩।২।২১)।

ব্যাখ্যা—অসাম্যাতিশয়—যাঁহার সাম্যও অতিশয় নাই অর্থাৎ যাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া অন্যের সাম্য ও আধিক্য নাই। তাঁহার কারণসমূহ—ত্র্যধীশ অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিনের অধীশ্বর, যেহেতু তিনি এই সকলের অংশী। অতএব স্বারাজ্যলক্ষ্মী—সর্ব্বাধিক পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তি তাঁহার দ্বারা তিনি সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বলি—তাঁহার ইচ্ছার অনুসরণরূপ পূজা, তাহা প্রদানকারী চিরলোকপালগণ দ্বারা ॥

পালৈর্ভগবদ্দৃষ্ট্যাপেক্ষয়া ব্রহ্মাদয়স্তৈরিতরৈর্লোকপালাঃ অনিত্যত্বাৎ, ততশ্চ চিরকালীনৈর্লোকপালৈরনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামিপুরুষৈঃ কিরীটকোটিদ্বারা ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ। অত্যন্তভিরস্কৃতবাচ্যধ্বনিনা পরমশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। সমস্তপাঠেঽপি স এবার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ ইতি প্রকরণলব্ধং বিশেষ্যপদম্। অত্র স্বয়ন্তু স্বয়মেব তথা তথাবিধ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যেবং স্বয়ন্তুগবত্তামেব ব্যনক্তি ॥৩।২॥ শ্রীমদুদ্ধবো বিদুরম্ ॥ ৭৬ ॥

তদেতৎ পূর্ণত্বং দৃষ্টান্তদ্বারাপি দর্শিতমস্তি। যথা—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ৭৭ ॥

যথা যথাবৎ স্বস্বরূপেণৈবেত্যর্থঃ ॥১০।৩॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি অনিত্য বলিয়া অচির লোকপাল। তাহা হইতে চিরলোকপাল অর্থে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিপুরুষগণ, তাঁহাদের কীরিটের অগ্রভাগ দ্বারা ঈড়িত—স্তুত পাদপীঠ যাঁহার তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অত্যন্ত তিরস্কৃত—বাচ্য ধ্বনি বৃত্তি (যে বৃত্তি দ্বারা বাচ্যার্থ অত্যন্ত আচ্ছাদিত হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধ্য বস্তুকে ধ্বনি বলে।) দ্বারা পরম শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত হইলেন। সমাস-নিষ্পন্ন পাঠেও সেই অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ এই বিশেষ্য পদটি প্রকরণ লব্ধ। উক্ত শ্লোকে স্বয়ন্তু—স্বয়ংই সেইরূপ, এই পদটি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বাক্যের মত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাই প্রকটিত করিতেছে ॥ শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রী বিদুরকে ॥ ৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই পূর্ণত্ব দৃষ্টান্ত দ্বারাও প্রদর্শিত হইয়াছে। শুদ্ধ-সত্ত্ব-বৃত্তি-রূপিণী দেবকীতে সকলের অন্তর্যামী মথুরাদি পুরে অবস্থিত শ্রীবিষ্ণু, পূর্ব্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বস্বরূপেই আবির্ভূত হইলেন (ভাঃ ১০।৩।৮)। যথা—যথাবৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বস্বরূপে পূর্ণ ঠিক তেমনই স্বরূপে

যথা চ—

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নিররাজোডুগণৈঃ শশী।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি ॥ ৭৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০।২০॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৭৮ ॥

তথা শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপত্বাদস্য মহাপুরাণস্য শ্রীকৃষ্ণ এব মুখ্যাভিধেয় ইত্যপ্যাহ।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৭৯ ॥

স্পষ্টম্ ॥১।৩॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৭৯ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং দর্শিতম্। তত্তু গতিসাম্যেনাপি লভ্যতে। যথা মহাভারতে—সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ সর্ব্বশাস্ত্রাঃ

আবির্ভূত হইলেন। শ্রীশুক ॥ ৭৭ ॥

যেমন—যদুপতি কৃষ্ণ যাদবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পৃথিবীতে শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র আকাশে নক্ষত্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল (ভাঃ ১০।২০।৩৪)। শ্রীশুক ॥ ৭৮ ॥

আর, এই মহাপুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত) শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই যে ইঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য তাহা বলিতেছেন,—"কৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত নিজধামে গমন করিলে বর্ত্তমান কলিযুগে লুপ্তজ্ঞান জনগণের সমক্ষে এই পুরাণরূপ সূর্য্য সমুদিত হইলেন (১।৩।৪৩)। শ্রীসূত ॥৭৯॥

গতিসাম্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রদর্শিত হইল। তাহা গতিসামান্যে অর্থাৎ সকল শ্রুতিবাক্যের গম্য বা তাৎপর্য্য সমান এই ন্যায়েও পাওয়া যাইতেছে।' যথা মহাভারতে—সমস্ত বেদ, সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত

সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সর্ব্ব ইজ্যাশ্চ কৃষ্ণঃ। বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে তেষাং রাজন্ সর্ব্বযজ্ঞাঃ সমাপ্তা ইতি। অত্র সর্ব্বসমন্বয়সিদ্ধেঃ পূর্ণত্বমেব লভ্যতে। এবং শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ—বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ইতি ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি চ। ব্রহ্মসংহিতায়াম্—চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তমিত্যাদিকমুপক্রম্য যস্যৈকনিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি।

নন্নু পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ সর্ব্বাবতারী পরমব্যোমাধিপতির্নারায়ণ এবেতি শ্রূয়তে, পঞ্চরাত্রাদৌ তু বাসুদেবঃ। ন চ স স কৃষ্ণ

যজ্ঞ ও সমস্ত যজনীয় দেবতা শ্রীকৃষ্ণই। যে ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বতঃ অর্থাৎ যথার্থ-রূপে কৃষ্ণকে জানেন, হে রাজন্! তাঁহাদের সমস্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণে সকলের অন্বয় বা অনুগতি সিদ্ধ হওয়ায় পূর্ণত্বই পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ শ্রীভগবদুপনিষদ্ গীতায়ও 'আমিই সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য, আমিই বেদান্তকর্ত্তা এবং আমিই বেদজ্ঞ' (গীঃ ১৫।১৫)। আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। (গীঃ ১৪।২৭)। ব্রহ্মসংহিতায়—"চিন্তামণিময় (চিন্ময়) গৃহ ও লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষাবৃত বৃন্দাবনে সুরভি (ধেনু) সমূহকে পালন করিতেছেন" ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া "যাঁহার একটি নিশ্বাসের কালকে অবলম্বন করিয়া রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ বাঁচিয়া থাকেন এবং মহাবিষ্ণু (কারণা-র্ণবশায়ী) যাঁহার অংশবিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

পূর্ব্বপক্ষ—পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড প্রভৃতিতে পরমব্যোমের (বৈকুণ্ঠের) অধিপতি নারায়ণই সকলের অবতারী শুনা যায়, আর পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বাসুদেবকে অবতারী বলা হইয়াছে। নারায়ণ বা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই

এবেতি বক্তব্যম্। তত্তু স্থানপরিকরনামরূপাণাং ভেদাৎ। তর্হি কথং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বাবতারিত্বং স্বয়ম্ভগবত্ত্বং বা। অত্রোচ্যতে। শ্রীভাগবতস্য সর্ব্বশাস্ত্রচক্রবর্ত্তিত্বং প্রথমসন্দর্ভে প্রবর্ত্তকেনৈব দর্শিতম্। পূর্ণজ্ঞানপ্রাদুর্ভাবানন্তরমেব শ্রীবেদব্যাসেন তৎ প্রকাশিতমিতি চ তত্রৈব প্রসিদ্ধম্। স্ফুটমেব দৃশ্যতে চাস্মিন্নপরশাস্ত্রোপমর্দ্দকত্বম্—ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতং মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটতারিষ্টদর্শনমিত্যাদৌ এবং বদন্তি রাজর্ষে ইত্যাদৌ চ। অতএব নবমেঽপ্যুক্তম্—হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ। মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগাবিতি।

ইহা বলা যায় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের স্থান, পরিকর, নাম ও রূপের ভেদ আছে। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব বা স্বয়ং ভগবত্তা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—শ্রীভাগবত যে সকল শাস্ত্রের চক্রবর্ত্তী তাহা প্রথম 'তত্ত্বসন্দর্ভে' প্রবর্ত্তক (চূর্ণিকা) দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীবেদব্যাস পূর্ণজ্ঞানের প্রাদুর্ভাবের পরই শ্রীভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন একথা শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রসিদ্ধ আছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত যে অন্যান্য শাস্ত্রের বাধক তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। হে রাজন্! কেহ কেহ (বৈশম্পায়নাদি মুনিগণ) পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া এইরূপ বলিতেছেন নতুবা শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল দ্বারকায় অমঙ্গল ঘটিতে পারে কি? (ভাঃ ১০।৫৭।৩১) ইত্যাদি শ্লোকে এবং 'হে রাজর্ষে'! কোন কোন ঋষি পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান না করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে নিজেদের বাক্যের বিরোধ ঘটে ইহা নিশ্চয়ই তাঁহারা স্মরণ করিতেছেন না (ভাঃ ১০।৭৭।৩০) ইত্যাদি শ্লোকে। অতএব নবমেও উক্ত হইয়াছে—ভগবান্ বাদরায়ণ পৈল প্রভৃতি নিজ শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া শান্ত পুত্র আমাকে পরম গোপনীয় এই ভাগবত

তদেবং সর্ব্বশাস্ত্রোপরিচরত্বং সিদ্ধম্। তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বং নিরূপিতম্। দৃশ্যতে চ প্রশংসিতুর্ব্বৈশিষ্ট্যেন প্রশস্যস্যাপি বৈশিষ্ট্যম্। যথা গ্রামাধ্যক্ষরাজসভয়োঃ সর্ব্বোত্তমত্বেন প্রশস্যমানৌ বস্তুবিশেষৌ তারতম্যমাপদ্যেতে। তদেবং সংস্বপ্যন্যেষু তেষ্বন্যত্র প্রশস্তেষু শ্রীভাগবতপ্রশস্যমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পরমাধিক্যং সিদ্ধ্যতি। অতএব কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি সাবধারণা শ্রুতির্ব্বাধিকেতি যুক্তমেব ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বমপি। ততশ্চ তে তু পরমব্যোমাধিপনারায়ণবাসুদেবাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মূর্ত্তিবিশেষা ভবেয়ুঃ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্তু নারায়ণস্ত্বমিত্যাদ্যুক্তো মহানারায়ণো

বলিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত যে সকল শাস্ত্রের উপরে বিচরণ করেন, তাহা এই সকল বাক্য হইতে সিদ্ধ হইল। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। প্রশংসাকারীর বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রশংসাপাত্রের ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন গ্রামাধ্যক্ষ কোন বস্তুকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া প্রশংসা করিল এবং রাজসভা অপর কোন বস্তুকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রশংসা করিল, এই উভয় বস্তু তারতম্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গ্রামাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রশংসিত বস্তু অপেক্ষা রাজসভা কর্ত্তৃক প্রশংসিত বস্তুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব অন্যান্য শাস্ত্রে অর্থাৎ পদ্মপুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদিতে শ্রীনারায়ণ ও বাসুদেব স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রশংসিত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রশংসিত শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য সিদ্ধ হইতেছে। অতএব 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই সাবধারণা শ্রুতি বাধিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার বিরোধী বাক্য সকলকে বাধা দিতেছে। এইজন্য পূর্ব্বের ঐইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

সেইহেতু পরমব্যোমের অধিপতি নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তি বিশেষ (এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে কোন বিরোধ থাকে না)। আর

দ্বারকাদিপ্রসিদ্ধো মহাবাসুদেবশ্চ ভবেৎ। ততশ্চ নারায়ণবাসুদেবোপনিষদোঃ স এব ব্যক্তঃ। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র ইতি, দেবকীনন্দনো নিখিলমানন্দয়াদিতি চ। তদিত্থমেব তং বাসুদেবমপি বিভূতিনির্দ্দিশেবতয়া স্বয়মেব স্পষ্টমাহ--বাসুদেবো ভগবতামিতি॥ ৮০॥ ১১॥ ১৯॥ স্পষ্টম্॥

তথা সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরেতি॥ ৮১॥

টীকা চ—সাত্বতাং ভাগবতানাং নবব্যূহার্চ্চনে বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধনারায়ণহয়গ্রীববরাহনৃসিংহব্রহ্মাণ ইতি যা নবমূর্ত্তয়স্তাসাং মধ্যে বাসুদেবাখ্যোহহম্। অতএব দৃশ্যতে চাদ্বৈতবাদিনামপি সন্ন্যাসিনাং ব্যাসপূজাপদ্ধতৌ শ্রীকৃষ্ণস্য মধ্যসিংহাসনস্থত্বং

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং "নারায়ণস্ত্বম্" ইত্যাদি ব্রহ্মস্তবোক্ত মহানারায়ণ এবং দ্বারকাদিতে প্রসিদ্ধ মহাবাসুদেব হয়েন। সেই কারণে নারায়ণ উপনিষদ্ ও বাসুদেব উপনিষদে সেই সেই উপনিষদের বাচ্য নারায়ণ ও বাসুদেবরূপে দেবকীনন্দনই ব্যক্ত হইয়াছেন। যথা "ব্রাহ্মণপরায়ণ দেবকীপুত্র" এবং "দেবকীনন্দন সমস্ত জগৎ আনন্দিত করিবেন" ইত্যাদি। অতএব এইপ্রকারেই সেই বাসুদেবকে বিভূতি হইতে অভিন্নরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্পষ্ট বলিয়াছেন— "ভগবৎ-পদ-বাচ্য পুরুষগণের মধ্যে আমি বাসুদেব" (প্রথমব্যূহ) (ভাঃ ১১।১৬।২৯)॥ ৮০॥

আর ঐ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্য উক্তি—ভক্তগণের অর্চ্চিত নব মূর্ত্তির মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ বাসুদেব মূর্ত্তি (ভাঃ ১১।১৬।৩২)।

টীকা—সাত্বতাং অর্থাৎ ভাগবতগণের নবব্যূহের অর্চ্চনে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ, ও ব্রহ্মা এই যে নবমূর্ত্তি তাহার মধ্যে বাসুদেব নাম্নী মূর্ত্তি আমি। অতএব অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণের ব্যাস-পূজা পদ্ধতিতে শ্রীকৃষ্ণের মধ্য সিংহাসনে অবস্থিতি, এবং

বাসুদেবাদীনাং ব্যাসাদীনাঞ্চাবরণদেবতাত্বমিতি। অতএব চ ক্রমদীপিকায়ামষ্টাক্ষরপটলে শ্রীবাসুদেবাদয়স্তদাবরণত্বেন শ্রূয়ন্তে। যত্তু বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি ইতি ভগবদুপনিষদঃ, তত্র বাসুদেব-শব্দেন বসুদেবাপত্যার্থেন শ্রীবলদেব এবোচ্যতে। বক্তা হি তত্র শ্রীকৃষ্ণ এব। ততশ্চ স্ববিভূতিং কথয়তি তস্মিন্নপি বিভূতিত্বা-রোপো ন যুজ্যতে, বক্তুরন্যত্রৈব শ্রোতৃভিস্তৎপ্রতীতেঃ। ততো মুখ্যার্থবাধে তথৈব ব্যাখ্যা সমুচিতা। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং বাসু-দেবো ভগবতামিত্যাদি ॥১১॥১৭॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৮০—৮১ ॥

যস্মাদেবং সর্ব্বতোঽপি তস্যোৎকর্ষস্তস্মাদেবান্যতস্তদীয়নামাদী-

---

বাসুদেবাদি ও ব্যাসাদির আবরণ দেবতারূপে অবস্থিতি দেখা যায়। অতএব ক্রমদীপিকায় অষ্টাক্ষরপটলে শ্রীবাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণরূপে শ্রুত হইয়া থাকেন। শ্রীগীতার দশম অধ্যায়ে—"বৃষ্ণি (যাদব) গণের মধ্যে আমি বাসুদেব"। এই বাক্যে যে বাসুদেবের কথা বলা হইয়াছে, তথায় বসুদেবের অপত্য এই অর্থে বাসুদেব শব্দে প্রতিপন্ন শ্রীবলদেবই উক্ত হইতেছেন সেখানে নিজ বিভূতি বর্ণনকারী বক্তা শ্রীকৃষ্ণই। সেই কারণে তাঁহার পক্ষে নিজ বিভূতির কথক আপনাতে স্বীয় বিভূতিত্বের আরোপ করা সঙ্গত হয় না। বক্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে শ্রোতৃগণের বিভূতি প্রতীতি হইয়া থাকে। এই যুক্তি দ্বারা শ্রীগীতার বাসুদেব শব্দের 'শ্রীকৃষ্ণ' এই মুখ্য অর্থ নিরস্ত হয় বলিয়া মুখ্যার্থের বাধ হইলে সেইরূপ ব্যাখ্যাই সমুচিত অর্থাৎ বাসুদেব শব্দের 'শ্রীবলরাম' অর্থ করাই সমীচীন। অতএব "ভগবৎ পদ-বাচ্য পুরুষগণের মধ্যে আমি বাসুদেব" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিবিশেষরূপে বাসুদেবকে নির্দ্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত হইয়াছে ॥ ৮০।৮১ ॥

গতিসামান্যে শ্রীকৃষ্ণ-পারতম্য

যে সকল কারণে এইপ্রকার শ্রীভগবানের সকল স্বরূপ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের

নামপি মহিমাধিক্যমিতি গতিসামান্যান্তরঞ্চ লভ্যতে। তত্র নাম্নো যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামামৃতস্তোত্রে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ ইতি॥

ব্যক্তীক্রিয়তে চাধিকফলত্বং কৃষ্ণনাম্নঃ পাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে শ্রীমহাদেবস্যৈব বাক্যে—তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাদিতি। পূর্ব্বমত্র মোচকত্বপ্রেমদত্বাভ্যাং তারক-পারকসংজ্ঞে রামকৃষ্ণনাম্নোর্হি বিহিতে। তত্র চ রামনাম্নি মোচ-কত্বশক্তিরেবাধিকা শ্রীকৃষ্ণনাম্নি তু মোক্ষসুখতিরস্কারিপ্রেমানন্দ-দাতৃত্বশক্তিঃ সমধিকেতি ভাবঃ। ইত্থমেবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

স্বরূপের উৎকর্ষ, সেই সকল কারণে অন্যান্য স্বরূপের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নামাদির মহিমার আধিক্য ও সেই মহিমা-ধিক্য হেতু "গতিসামান্তর" পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ নিখিল ভগবৎস্বরূপ ও নামাদি যেমন প্রধানভূত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অন্তর্ভূত বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ অন্য নামাদিও শ্রীকৃষ্ণনামাদির অন্তর্ভূত জানিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য, যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনামা-মৃতস্তোত্রে—'পবিত্র সহস্রনামের তিনবার আবৃত্তি দ্বারা যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের যে কোন একটি নাম একবার আবৃত্তি করিলে সেই ফল দান করিয়া থাকেন'।

পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে শ্রীমহাদেবেরই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ নামের অধিক ফল ব্যক্ত করা হইয়াছে। তারক হইতে মুক্তি হয় আর পারক হইতে প্রেমভক্তি জন্মিয়া থাকে। এই গ্রন্থে পূর্ব্বে মোচকত্ব ধর্ম্ম দ্বারা রামনামের তারক সংজ্ঞা এবং প্রেম প্রদত্ব ধর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণনামের পারক সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে রামনামে মুক্তি দান করিবার শক্তি অধিক আর শ্রীকৃষ্ণনামে মোক্ষ-সুখের তিরস্কার কারক প্রেমানন্দ দানের

যচ্ছক্তি নাম যৎ তস্য তস্মিন্নেব চ বস্তুনি সাধকং পুরুষব্যাঘ্র সৌম্যে ক্রূরেষু বস্তুম্বিতি। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণনাম্না মাহাত্ম্যং নিগদেনৈব শ্রূয়তে প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি। তদেবং গতিসামান্যেন নামমহিমদ্বারা তন্মহিমাতিশয়ঃ সাধিতঃ। তথা তদীয়গুণ-রূপলীলামথুরাদিস্থানানামপি তত্তচ্ছাস্ত্রপ্রতিপাদ্যমানৈঃ সর্ব্বাধিক-মহিমভিরপ্যসাবনুসন্ধেয়ঃ। বিস্তরভিয়া তু নোদাহ্রিয়তে। ইত্থমেব শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাসমোর্দ্ধ্বমহিমত্বাৎ স্বয়মেব তেনাপি সকলভক্তবৃন্দবন্দিত-ভগবৎপ্রণয়ং শ্রীমদর্জ্জুনং প্রতি সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারভূত শ্রীগীতোপ-

---

শক্তি অধিক। এই অভিপ্রায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপই উক্ত হইয়াছে। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! তাঁহার যে নামের যে শক্তি নামাশ্রিত ব্যক্তি শান্ত হউন বা ক্রূর হউন যে কোন বস্তুতে নাম তাহার সেই শক্তি সাধন করিয়া থাকেন। আর প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ কুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবানের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য সুস্পষ্টভাবে শুনা যায়। হে শত্রু নাশন! আমার 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞক নাম সকল নামের মধ্যে মুখ্যতম। অতএব এইরূপে গতিসামান্য (সমান গতি অর্থাৎ নামের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানের ন্যায় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান) ন্যায়ে নামের মহিমা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমার আধিক্য সাধিত হইল।

সেইরূপ তাঁহার গুণ, রূপ, লীলা ও মথুরাদি স্থান সমূহের সর্ব্বাধিক মহিমা সেই সেই শাস্ত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহার দ্বারাও তাঁহার মহিমার আধিক্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এস্থলে উক্ত হইল না।

শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য কি ?

এই প্রকারে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অতুলনীয় ও সর্ব্বাধিক বলিয়া, তিনি নিজেই সকল ভক্ত যাঁহার ভগবানের প্রতি প্রণয়ের প্রশংসা করেন, সেই শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রীমদ্-

সংহারবাক্যে নিজাখিলপ্রাদুর্ভাবান্তরভজনমতিক্রম্য স্বভজনমেব সর্ব্বগুহ্যতমত্বেনোপদিষ্টম্। যথাহ—কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তদিত্যনন্তরং "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া। তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্। ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া॥ বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু। সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভগবদ্গীতার সমাপ্ত বাক্যে, নিজের অপর সকল আবির্ভাবের ভজনকে অতিক্রম করিয়া নিজের ভজন সকল ভজন অপেক্ষা অতিশয় গোপনীয় এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—'যাহা মোহবশতঃ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তাহা অবশ হইয়াই করিবে'। ইহার পর 'হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয় দেশে অবস্থান করেন। সকল প্রাণীকে যন্ত্রারোপিত পুত্তলিকার মত মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া থাকেন। 'হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। এই তোমাকে গোপনীয় হইতে গোপনীয়তর জ্ঞান উপদেশ করিলাম। ইহা সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া যেইরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিবে। পুনরায় সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয়তম আমার শ্রেষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয়, সেজন্য তোমাকে হিতকথা দৃঢ়তা সহকারে বলিব। মদ্গতচিত্ত হও, আমার পূজাশীল হও, আমাকে নমস্কার কর, আমাকেই পাইবে; সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে

ইতি॥ এষামর্থঃ। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিগ্রন্থো ন যুদ্ধাভিধায়কঃ। যতঃ কর্ত্তুমিত্যাদি। ততঃ পরমার্থাভিধায়ক এবায়ং তত্রাপি গুহ্যতরং সর্ব্বগুহ্যতমঞ্চ শৃণু ইত্যাহ। ঈশ্বর ইত্যাদি। য একঃ সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরঃ স এব সর্ব্বাণি সংসারযন্ত্রারূঢ়াণি ভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ তেষামেব হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি সর্ব্বভাবেন পুরুষ এবেদং সর্ব্বমিতি ভাবনায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবণতয়া বা পরাং শান্তিং তদীয়াং পরমাং ভক্তিং শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিত্যুক্তেঃ। স্থানং তদীয়ং ধাম, গুহ্যাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং, দ্বয়োঃ প্রকর্ষে তরপ্। অথেদমপি নিজৈকান্তভক্তবরায় তস্মৈ ন পর্য্যাপ্তমিতি অবধ্যায় স্বয়মেব মহা-

---

সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। শ্রীগীতা ১৮।৬০-৬৬

এই সকল শ্লোকের অর্থ—যাহারা অশোচ্য, 'যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ' ১১।৩২।১১ ইত্যাদি গীতা গ্রন্থ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কথিত হয় নাই, যেহেতু 'যাহা মোহবশতঃ করিতে ইচ্ছুক হইতেছ না, তাহা অবশ হইয়াই করিবে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইহেতু এই গ্রন্থ পরমার্থের কথাই বলিতেছেন। তাহার মধ্যে গুহ্যতর ও সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ কর। এই কথা বলিতেছেন— 'ঈশ্বর' ইত্যাদি। যিনি এক, সকলের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, তিনিই সংসাররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকল প্রাণীকে মায়াশক্তি দ্বারা ভ্রমণ করাইবার নিমিত্ত তাহাদেরই হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন; পুরুষই এই সব, এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ম্মুখতা দ্বারা 'পরাশান্তি'—তাঁহার প্রতি ভক্তি লাভ করিবে, শান্তি শব্দের 'ভক্তি' এই অর্থ, "আমার প্রতি বুদ্ধির নিষ্ঠা বা আসক্তিকে শম বলে", শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধের এই উক্তি দ্বারা জানা যায়। স্থান—তদীয় ধাম, গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান হইতে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর জ্ঞান গুহ্যতর, দুইটির মধ্যে একটির উৎকর্ষ বুঝাইতে 'তরপ্' প্রত্যয় হয়। এই জ্ঞানও নিজের একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে এই চিন্তা

কৃপাভরেণোদ্‌ঘাটিতপরমরহস্যঃ শ্রীভগবানন্যামপি প্রদ্যুম্নসঙ্কর্ষণ-বাসুদেবপরমব্যোমাধিপলক্ষণভজনীয়তারতম্যগম্যাং ভজনক্রম-ভূমিকামতিক্রম্যৈব সর্ব্বতোঽপ্যুপাদেয়মেব সহসোপদিশতি। সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয় ইতি। যদ্যপি গুহ্যতমত্বোক্ত্যৈব গুহ্যগুহ্যতরা-ভ্যামপি প্রকৃষ্টমিদমিত্যায়াতি তথাপি সর্ব্বশব্দপ্রয়োগো গুহ্যতম-মপি পরমব্যোমাধিপাদিভজনার্থশাস্ত্রান্তরবাক্যমত্যেতি। তস্য যাবদর্থবৃত্তিকত্বাৎ। বহূনাং প্রকর্ষে তমপ্। অতএব পরমম্। স্বকৃততাদৃশহিতোপদেশশ্রবণে হেতুমাহ—ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মি-তীতি। পরমাপ্তস্য মমৈতাদৃশং বাক্যং ত্বয়াবশ্যং শ্রোতব্যমিতি ভাব ইত্যর্থঃ। স্বস্য চ তাদৃশরহস্যপ্রকাশনে হেতুমাহ—তত ইতি। ততস্তাদৃশেষ্টত্বাদেব হেতোঃ। তদেবমৌৎসুক্যমুচ্ছলয্য

করিয়া শ্রীভগবান্ নিজেই অতিশয় কৃপাবিষ্ট হইয়া পরমরহস্য উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণ বাসুদেব পরমব্যোমাধিপতি (নারায়ণ) প্রভৃতি ভজনীয়গণের তারতম্য (উৎকর্ষ ও অপকর্ষ) দ্বারা জ্ঞেয় অন্য ভজনের ক্রমপন্থাকে অতিক্রম করিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় রহস্য সহসা উপদেশ করিতেছেন **‘সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়’** ইতি। যদিও ‘গুহ্যতম’ এই বলিলেই গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে উৎকৃষ্ট এই অর্থ আসিতেছে, তথাপি সর্ব্ব শব্দের প্রয়োগ পরম গুহ্যতম ব্যোমাধিপতি (নারায়ণ) প্রভৃতির ভজন প্রকাশক অন্য শাস্ত্রের বাক্যকেও অতিক্রম করিতেছে। সর্ব্ব শব্দ যাবৎ (যে পরিমাণ, যত) এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে ‘তমপ্’ প্রত্যয় হয়। সর্ব্বগুহ্যতম বলিয়াই ‘পরম’। নিজ কৃত তাদৃশ উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিবার কারণ বলিতেছেন,—তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় হইতেছ। পরম বিশ্বস্ত আমার এই বাক্য তোমার অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য। তিনি নিজে তাদৃশ রহস্য কেন প্রকাশ

কিং তদিত্যপেক্ষায়াং সপ্রণয়াশ্রুকৃতাঞ্জলিমেতং প্রত্যাহ—মন্মনা ইতি। ময়ি ত্বন্মিত্রতয়া সাক্ষাদস্মিন্ স্থিতে শ্রীকৃষ্ণে মনো যস্য তথাবিধো ভব। এবং মদ্ভক্তো মদেকতাৎপর্য্যকো ভবেত্যাদি। সর্ব্বত্র মচ্ছব্দাবৃত্ত্যা মদ্ভজনস্যৈব নানাপ্রকারতয়া আবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা নত্বীশ্বরতত্ত্বমাত্রভজনস্যেতি বোধ্যতে। সাধনানুরূপমেব ফলমাহ—মামেবৈষ্যসীতি। অনেনৈবকারেণাপ্যাত্মনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং সূচিতম্। অন্যস্য কা বার্ত্তা মামেবেতি। এতদেব ফলং শ্রীপরীক্ষিতাপি ব্যক্তীকরিষ্যতে কলিং প্রতি। যস্ত্বং কৃষ্ণে গতে দূরং সহ গাণ্ডীবধন্বনা। শোচ্যোঽস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসীতি। সত্যং

করিতেছেন তাহার কারণ বলিতেছেন—'তত' ইত্যাদি। 'তত' অর্থাৎ তাদৃশ প্রিয় বলিয়াই। এই প্রকার বাক্যে অর্জ্জুনের ঔৎসুক্যকে উচ্ছলিত করিয়া সেই গুহ্যতম বাক্য কি, তাহা জানিবার অপেক্ষায় প্রেমাশ্রু সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত অর্জ্জুনকে বলিলেন—'মন্মনা' হও ইত্যাদি। তোমার মিত্ররূপে সাক্ষাতে এইস্থানে অবস্থিত যে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সেই আমার প্রতি মন যাহার সেইরূপ হও। এইরূপ মদ্ভক্ত—একমাত্র মৎপরায়ণ হও। সকল বাক্যে 'মৎ' শব্দের পুনঃ পুনঃ উক্তি দ্বারা আমার ভজনেরই নানাপ্রকারে বার বার অনুষ্ঠান করিবে ঈশ্বর তত্ত্বমাত্রের নহে, ইহা বুঝাইতেছে। সাধনার অনুরূপ ফল বলিতেছেন—আমাকেই পাইবে। এস্থলে এই "এব" কারের দ্বারাও নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইল। অর্থাৎ অন্যের কথা কি বলিব, সাক্ষাৎ আমাকেই পাইবে। সাধনের এই ফলই (অর্জ্জুনের কৃষ্ণ প্রাপ্তিরূপ) শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ কলির প্রতি ব্যক্ত করিবেন—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত দূরে গমন করিলে নিরপরাধদিগকে গোপনে প্রহার করিয়া তুই অপরাধী হইলি, অতএব বধের যোগ্য হইয়াছিস্। (ভাঃ ১।১৭।৬)।

ত ইত্যনেনাত্রার্থে তুভ্যমেব শপেঽহমিতি প্রণয়বিশেষো দর্শিতঃ। পুনরপ্যতিকৃপয়া সর্ব্বগুহ্যতমমিত্যাদিবাক্যার্থানাং পুষ্ট্যর্থমাহ—প্রতিজানে ইতি। নন্বু নানাপ্রতিবন্ধবিক্ষিপ্তস্য মম কথং ত্বন্মনস্ত্বাদিকমেব সিধ্যেত্তত্রাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বশব্দেন নিত্যপর্য্যন্তা ধর্ম্মা বিবক্ষিতাঃ। পরিশব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সমর্থিতঃ। পাপানি প্রতিবন্ধাস্তদাজ্ঞয়া পরিত্যাগে পাপানুৎপত্তেঃ। তদেব ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি—মা শুচ ইতি। অত্রাশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতা

গীতার শ্লোকের 'সত্যং তে' এই উক্তি দ্বারা (সাধন ফলভূত মৎপ্রাপ্তি বিষয়ে) আমি তোমার নিকটেই শপথ করিতেছি, এই (শ্রীকৃষ্ণের) প্রণয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। "সর্ব্বগুহ্যতম" ইত্যাদি বাক্যার্থ সমূহের পুষ্টির নিমিত্ত পুনর্ব্বার অতিশয় কৃপাপূর্ব্বক বলিতেছেন—"প্রতিজ্ঞা করিতেছি"।

নানা প্রতিবন্ধক হেতু বিক্ষিপ্তচিত্ত আমার, তোমার প্রতি চিত্তের একাগ্রতা ইত্যাদি কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অর্জ্জুনের এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিলেন—"সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া" ইত্যাদি। সর্ব্ব শব্দ দ্বারা সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিবক্ষিত হইয়াছে। পরি শব্দ দ্বারা সেই সকল ধর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান পরিত্যাগও সমর্থিত হইয়াছে (ফল ত্যাগ নহে)। এখানে পাপ শব্দের অর্থ—প্রতিবন্ধ (অধর্ম্ম নহে) ভগবানের আজ্ঞায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পাপের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহাই ব্যতিরেকে (নিষেধ মুখে) দৃঢ় করিতেছেন "মা শুচঃ"—শোক করিও না।

এই গীতা গ্রন্থের—"যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ, মৃত বা জীবিতের নিমিত্ত পণ্ডিতগণ শোক করেন না" ইত্যাদি (২।১১) সংখ্যক

ইত্যুপক্রমবাক্যে তস্যাপণ্ডিতত্বং ব্যজ্য শোকপরিত্যাগেন মৎকৃতোপদেশমেব গৃহাণেতি বিবক্ষিতম্। ততশ্চ তারতম্যজ্ঞানার্থমেব বহুধোপদিশ্যাপি মহোপসংহারবাক্যস্থস্য স্বস্যোপদেশস্য পরমত্বং নির্দ্দিশ্য শোকপরিত্যাগেন ত্বমেতমেবোপদেশং ত্বং গৃহাণেতি দ্বয়োর্ব্বাক্যয়োরেকার্থপ্রবৃত্তত্বমপি স্পষ্টম্। অতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাধিক্যং সিদ্ধম্। অতএবাসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদিতি ন্যায়াদুপসংহারস্যৈবোপক্রমার্থনির্ণায়কত্বাদুপক্রমোপসংহারার্থস্য চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থত্বাত্তত্রোক্তং বিশ্বরূপমপি

আরম্ভ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের পাণ্ডিত্যের অভাব ব্যক্ত করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার উপদেশই গ্রহণ কর এরূপ বলিয়াছেন। ইহাই বক্তা শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষিত। শ্রীগীতায় যোগাদি বিষয়ের উপদেশ দানের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর—তারতম্য (ভাল মন্দ) জ্ঞানের জন্যই বহু প্রকার উপদেশ করা হইয়াছে ও বহু প্রকার উপদেশের পর মহতী সমাপ্তির ('সর্ব্ব ধর্ম্মান্' ইত্যাদি) বাক্যে বর্ত্তমান এই উপদেশের উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করিয়া, 'শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি এই উপদেশই গ্রহণ কর' এইরূপ অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমের ও শেষের বাক্য—দুইটি যে এক অর্থে প্রবৃত্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্তি প্রদানেই তাৎপর্য্য বিশিষ্ট হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করায় শ্রীগীতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য সিদ্ধ হইল।

পরব্রহ্ম নরাকৃতি।

"অসদ্ব্যপদেশাদিতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্য শেষাৎ" (২।১।১৭ ব্রঃ সূঃ) এই ন্যায় অনুসারে যে বাক্যের অর্থ প্রথমে সন্দিগ্ধ, শেষের বাক্যে সেই অর্থের নিশ্চয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রের আরম্ভে ও শেষে যে অর্থ কথিত হয়,

তদধীনমেব। তচ্চ যুক্তম্। তেনৈব দর্শিতত্বাৎ। তত্র চ— ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। ইতি নরাকারচতুর্ভুজরূপস্যৈব স্বকত্বনির্দ্দেশাৎ। তদ্বিশ্বরূপং ন তস্য সাক্ষাৎ স্বরূপমিতি স্পষ্টম্। অতএব পরমভক্তস্যার্জ্জুনস্যাপি ন তদভীষ্টম্। কিন্তু তদীয়ং স্বকং রূপমেবাভীষ্টম্। অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তদ্দর্শনার্থমর্জ্জুনং প্রতি দিব্যদৃষ্টিদানলিঙ্গেন তস্যৈব মাহাত্ম্যমিতি তু বালকোলাহলঃ। নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যত ইতি, যন্মিত্রং পরমানন্দমিতি, স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যা

তাহাই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হেতু। অতএব গীতায় কথিত বিশ্বরূপ ও নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীনই। তাহা সঙ্গতও বটে কারণ, তিনিই ইচ্ছামাত্রে এই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীগীতায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন প্রকরণে—'শ্রীবাসুদেব শ্রীঅর্জ্জুনকে সেইপ্রকার বলিয়া পুনরায় নিজ শ্রীকৃষ্ণ-রূপই দেখাইয়াছিলেন'। এই উক্তিতে নরাকার চতুর্ভুজরূপই যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় রূপ তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইহেতু সেই বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। অতএব পরম ভক্ত অর্জ্জুনেরও সেই বিশ্বরূপ অভীষ্ট নহে, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় চতুর্ভুজ রূপই যে অর্জ্জুনের অভীষ্ট তাহা 'অদৃষ্টপূর্ব্ব এই বিশ্বরূপ দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছি। ভয়ে আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে' ইত্যাদি অর্জ্জুনের উক্তি হইতে জানা যায়। বিশ্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়াছিলেন এইহেতু সেই বিশ্বরূপেরই মাহাত্ম্য অধিক, এইরূপ উক্তি বালকের কোলাহল সদৃশ অশ্রদ্ধেয়। পদ্মপুরাণের উক্তিতে—'নরের আকৃতিতে পরব্রহ্ম'। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার উক্তি—'সেই অমিত অদ্বয় ব্রহ্ম আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) শেষে থাকেন (ভাঃ ১০।১৪।১৮)। পরম আনন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম আপনি

ব্যুদস্তমায় ইতি, স ত্বং বিভো কথমিহাক্ষপথপ্রতীত ইতি চ, তথা ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি, নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্যেতি চ শ্রবণেন প্রাকৃতদৃষ্টেস্তত্রাপ্যকরণত্বাদ্ভগবচ্ছক্তিবিশেষসংবলিতদৃষ্টেরেব তত্র করণত্বাৎ। ততস্তস্যা দৃষ্টের্দিব্যত্বং দানঞ্চ নরাকারপরব্রহ্মদর্শন-হেতুলক্ষণায়াস্তৎস্বাভাবিকদৃষ্টেরন্যাসৌ দেববপুর্দর্শনহেতুরিত্য-পেক্ষয়ৈব। তচ্চ নরাকৃতিপরব্রহ্ম দিব্যদৃষ্টিভিরপি দুর্দ্দর্শমিত্যুক্তম্। সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণ ইত্যাদিনা। কিন্তু ভক্ত্যৈব সুদর্শনমিত্যপ্যুক্তম্।

যে গোকুলবাসিগণের সনাতন মিত্র (ভাঃ ১০।১১।৩০)। তিনিই নিত্য নিজ সুখানুভূতি দ্বারা মায়াকে দূরে রাখিয়াছেন (ভাঃ ১০।১২।৩৮)। মৃগরাজ বলিয়াছেন—হে বিভো! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই পরমাত্মা আপনি কিরূপে আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলেন (ভাঃ ১০।৬৪।১৮)।

'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)' (গীতা ১৪।১৭)। 'আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না, (গীতা ৭।২৫) ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, প্রাকৃত দৃষ্টি (চক্ষু) ব্রহ্ম বস্তু শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে কারণ হইতে পারে না, ভগবানের শক্তিবিশেষযুক্ত দৃষ্টিই অপ্রাকৃত ভগবদ্দর্শনে করণ হইতে পারে। তবে যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দিব্য চক্ষু দানের কথা শুনা যায় তাহার তাৎপর্য্য এই যে, নরাকার পরব্রহ্ম দর্শনের উপযোগী অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী দৃষ্টি হইতে দেবশরীর (বিশ্বরূপ) দর্শনের হেতুস্বরূপ দৃষ্টি ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দান করিয়াছিলেন। এই অপেক্ষায়ই সেই দৃষ্টির দিব্যত্ব ও দান বুঝিতে হইবে। 'তুমি যে এই সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ রূপ দেখিলে, তাহা অতিকষ্টে দর্শনীয়, দেবগণও এই রূপের নিত্য দর্শন আকাঙ্খা করেন' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন জনগণ যে এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ নহেন

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপেত্যাদিনা। ন চ সুদুর্দ্দর্শমিত্যাদিকং বিশ্বরূপপরম্। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপমিত্যাদেরেবাব্যবহিতপূর্ব্বোক্তত্বাৎ বিশ্বরূপপ্রকরণস্য তদ্ব্যবধানাচ্চ। তথা চৈকাদশে সর্ব্বেষাং দেবাদীনামাগমনে—ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনমিতি। তত্রৈবান্যত্র—গোবিন্দভুজগুপ্তায়ামিত্যাদি। সপ্তমে—যূয়ং নৃলোকে ইত্যাদি চ। অত উপসংহারানুরোধেন স্ববাক্যতাৎপর্য্যেণ চাস্যাপি প্রকরণস্য শ্রীকৃষ্ণপরত্বমেব। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণগীতাসু চ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগ-

---

ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু হে অর্জ্জুন! অনন্যা (অন্য ভক্তি রহিতা) ভক্তি দ্বারা এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম আমাকে যথার্থরূপে জানিতে, দেখিতে ও আমাতে (আমার ধামেতে) প্রবেশ করিতে পারা যায় ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভক্তিতেই অনায়াসে দেখা যায় ইহাও বলিয়াছেন।

"সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপম্" ইত্যাদি বাক্যের বিশ্বরূপেই তাৎপর্য্য এরূপ বলা যায় না। যেহেতু এই বাক্যের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তোমার এই মানুষরূপ দেখিয়া ইত্যাদি বাক্য উক্ত হইয়াছে এবং বিশ্বরূপ দর্শন প্রকরণ "সুদুর্দ্দর্শ" ইত্যাদি বাক্য হইতে "দৃষ্টেদং" এই অর্জ্জুনের উক্তি দ্বারা ব্যবহিত আছে। সুতরাং নরাকৃতি পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই ইহা সুদুর্দ্দর্শ ইত্যাদি বাক্য, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহার প্রমাণ যথা—একাদশ স্কন্ধে দেবতা প্রভৃতির আগমন প্রসঙ্গে—"ব্রহ্মাদি দেবগণ অতৃপ্তনয়নে অদ্ভুত দর্শন কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন (ভাঃ ১১।৬।৩)। একাদশে অন্যত্র—'গোবিন্দের ভুজ দ্বারা রক্ষিত' ইত্যাদি (ভাঃ ১১।২।১) এবং সপ্তমে—"আপনারা মনুষ্যলোকে অতিশয় ভাগ্যবান্" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। অতএব (শ্রীগীতায়) "সর্ব্বধর্ম্মান্" ইত্যাদি সমাপ্তি বাক্যের অনুরোধে এবং 'সুদুর্দ্দর্শ' ইত্যাদি নিজের বাক্যের তাৎপর্য্য দ্বারাও এই বিশ্বরূপ দর্শন প্রকরণ যে শ্রীকৃষ্ণ-

বত্ত্বং সিদ্ধম্। তদুক্তম্—একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব। কর্ম্মাপ্যেকং দেবকীপুত্রসেবা মন্ত্রোঽপ্যেকো দেবকীপুত্রনামেতি। তথা শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপনীশ্রুতাবপি। মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুঃ। কঃ পরমো দেব ইত্যাদ্যনন্তরং, তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতমিত্যাদি। উপসংহারে চ। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেৎ তং যজেদিত্যোং তৎ সদিতি। কিং বহুনা সর্ব্বাবতারাবতারিবিলক্ষণা মহাভগবত্তা-মুদ্রাং সাক্ষাদেব তত্র বর্ত্তন্ত ইতি শ্রূয়তে পাদ্মাধ্যায়ত্রয়েণ। যথা তদীয়াঃ কিয়ন্তঃ শ্লোকাঃ। ব্রহ্মোবাচ। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি

তাৎপর্য্যেই উক্ত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্ত সিদ্ধ হইয়াছে। সেইজন্য বলা হইয়াছে 'দেবকীপুত্র কর্ত্তৃক গীত গীতাই একমাত্র শাস্ত্র, দেবকীপুত্রই একমাত্র দেবতা, দেবকীপুত্রের সেবাই একমাত্র কর্ম্ম, দেবকীপুত্রের নামই একমাত্র মন্ত্র।

শ্রীগীতা প্রভৃতির ন্যায় শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপনী শ্রুতিতেও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপরমত্ব ঘোষিত হইয়াছে। যথা—"সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—কে পরম দেবতা" ইত্যাদি। অনন্তর ব্রহ্মা বলিলেন—"কৃষ্ণই পরম দেবতা" ইত্যাদি। পূর্ব্বতাপনীর সমাপ্তিতেও উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব হেতু কৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার আস্বাদন ও তাঁহার যজন করিবে। তিনি ওঁ তৎসৎ শব্দবাচ্য।

স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ।

বহু বিচারে কি প্রয়োজন? সকল অবতার ও অবতারী হইতে ভিন্ন মহাভগবত্তার চিহ্নসমূহ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান। পদ্মপুরাণের তিন অধ্যায়ে এই কথা শুনা যায়। তাহার কয়েকটি শ্লোক যথা—"ব্রহ্মা বলিলেন, হে

পাদয়োশ্চিহ্নলক্ষণম্। ভগবৎকৃষ্ণরূপস্য হ্যানন্দৈকঘনস্য চ। অবতারা হ্যসংখ্যাতাঃ কথিতা মে তবানঘ। পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমৃষীণাঞ্চ তথৈব চ। আবির্ভূতস্তু ভগবান্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া। যৈরেব জ্ঞায়তে দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। তান্যহং বেদ নান্যোঽস্তি সত্যমেতন্ময়োদিতম্। ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণেনাষ্টচিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ। ধ্বজাঃ পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকঞ্চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণস্তথৈব চ। সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম। ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্। অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতম্। অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা। কৃষ্ণাখ্যন্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি

নারদ! একমাত্র আনন্দঘন মূর্ত্তি শ্রীভগবৎ-কৃষ্ণস্বরূপের পদযুগলে চিহ্ন সমূহের লক্ষণ বলিব"। হে অনঘ! (নিষ্পাপ) তাঁহার অসংখ্য অবতারের কথা তোমাকে বলিয়াছি। অতঃপর সম্যক্‌রূপে বলিতেছি—"কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান"। ভগবান্ নিজের প্রিয় ভক্তগণের প্রীতি সাধন করিবার ইচ্ছায় দেবতা ও ঋষিগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্‌কে যে সকল লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, তাহা আমিই জানি, অন্য কেহ জানে না, আমার এই বাক্য তুমি সত্য বলিয়া জানিবে। আমি তাঁহার শ্রীচরণে ষোলটি চিহ্ন দেখিয়াছি। দক্ষিণ পদে অষ্ট চিহ্ন ও বাম-পদে সপ্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যথা—ধ্বজসমূহ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা ও অষ্টকোণ। হে বৈষ্ণবোত্তম! অপর সপ্ত চিহ্ন সম্প্রতি বলিতেছি। যথা—ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, আকাশ, মৎস্যচিহ্ন গোষ্পদ। হে বিদ্বন্! যে কোন কালে এই চিহ্নগুলি দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণনামক

জাতং ন সংশয়ঃ। দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারঃ পঞ্চ এব বা। দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন ইত্যাদি। ষোড়শন্ত তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষিসত্তম। জম্বূফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ॥ ইত্যন্তম্। তস্মাদস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব। তদিত্থং সর্ব্বমভিপ্রেত্য মহোপক্রমং শ্লোকমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়ভগবচ্ছব্দ-নিরুক্তিবৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাভিধেয়ত্বেনাপি যোজয়তি। জন্মাদ্য-স্যেতি॥ ৮২॥

পরমব্রহ্ম পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, ইহাতে সংশয় নাই। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! তাঁহার অবতার সমূহের মধ্যে কোন অবতারে দুই বা তিন অথবা চারি কিংবা পাঁচটী চিহ্ন কোনরূপে দৃষ্ট হয়” ইত্যাদি। হে দেবর্ষি-সত্তম! এখন ষোড়শ চিহ্ন বলিতেছি শ্রবণ কর। উহার আকার জম্বুফলের সদৃশ, শ্রীকৃষ্ণচরণের যে কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। এই পর্য্যন্ত। অতএব কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণে ভাগবতের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ং ভগবত্তা প্রদর্শনে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, শ্রীবিষ্ণুপুরাণের ভগবচ্ছব্দের নিরুক্তি যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপাদন করে সেইরূপ মহান্ আরম্ভের শ্লোকটিতেও (জন্মাদ্যস্যযত ইত্যাদি) সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই প্রতিপাদ্য হয়েন এরূপ যোজনা করা হইতেছে, ‘জন্মাদ্যস্যযতঃ’ ইত্যাদি।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ১।১।১

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ—যে বসুদেব গৃহ হইতে আদি-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম,

নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি স্মরণাৎ পরং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি। অস্য স্বরূপলক্ষণমাহ সত্যমিতি। সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যমিত্যাদৌ তথা শ্রুতত্বাৎ এতেন তদাকারস্যাব্যভিচারিত্বং দর্শিতম্। তটস্থ-লক্ষণমাহ—ধাম্না স্বেনেত্যাদি। স্বেন স্বস্বরূপেণ ধাম্না শ্রীমথুরাখ্যেন সদা নিরস্তং কুহকং মায়াকার্য্যলক্ষণম্ যেন তম্। মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎসারভূতং যদ্‌যস্যাং মথুরা সা

যিনি তথা হইতে শ্রীনন্দের গৃহেও পুত্রভাবে অনুগমন করিয়াছিলেন। যিনি কংস বঞ্চনাদি লীলাসমূহে অভিজ্ঞ ও নিজজন গোকুলবাসিগণের সহিত নিত্য বিরাজমান। যিনি ব্রহ্মাকে বিস্মিত করিবার নিমিত্ত সংকল্পমাত্র গো-গোপবালকাদি চিদানন্দমূর্ত্তিময় ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়াছিলেন। যাঁহার লৌকিকী ও অলৌকিকী লীলার স্মরণাদি দ্বারা ভক্তগণ প্রেমে বিবশ হইয়া থাকেন, যাঁহার তাদৃশ লীলা হেতু তেজ, জল ও মৃত্তিকার ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটে, যাঁহাতে শ্রীমথুরাদি ধামত্রয়ের প্রকাশ সত্য, যিনি স্বীয় মথুরা নামক ধাম দ্বারা মায়ার কার্য্য (অজ্ঞান) নিরাস করিয়াছেন, সেই সত্য শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

শ্লোক ব্যাখ্যা—'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' এই স্মৃতি (পদ্মপুরাণ) অনুসারে 'পরং' অর্থাৎ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। 'সত্যং' এই পদদ্বয় পরম-ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিতেছেন। 'সত্যব্রত সত্যপর ত্রিসত্য ইত্যাদি (ভাঃ ১০।২।১০) গর্ভস্তবে দেবগণের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে সত্যপদ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সত্য পদদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার আকারের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। 'তটস্থ' (কার্য্যরূপ) লক্ষণ বলিতেছেন—'ধাম্না স্বেন' ইত্যাদি। যিনি স্বস্বরূপভূত শ্রীমথুরানামক ধাম দ্বারা, সর্ব্বদা মায়ার কার্য্যরূপ কুহককে নিরাস করিতেছেন সেই

নিগদ্যত ইতি শ্রীগোপালোত্তরতাপনীপ্রসিদ্ধেঃ। লীলামাহ—আস্তস্য নিত্যমেব শ্রীমদানকদুন্দুভিব্রজেশ্বরনন্দনতয়া শ্রীমথুরা-দ্বারকাগোকুলেষু বিরাজমানস্য বা তস্য কস্মৈচিদর্থায় লোকে প্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া। যতঃ শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহাজ্জন্ম তস্মাদ্ য ইতরতশ্চ ইতরত্র শ্রীব্রজেশ্বরগৃহেঽপি অন্বয়াৎ পুত্রভাবতস্তদনুগতত্বেনাগচ্ছৎ। উত্তরেণৈব য ইতিপদেনান্বয়ঃ। যত ইত্যনেন তস্মাদিতি স্বয়মেব লভ্যতে। কথমন্বয়াৎ তত্রাহ—অর্থেষু কংসবঞ্চনাদিষু তাদৃশভাববদ্ভিঃ শ্রীগোকুলবাসিভিরেব সর্ব্বানন্দকদম্বকাদম্বিনী-

---

শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। শ্রীগোপালোত্তরতাপনী উপনিষদে প্রসিদ্ধ আছে—যে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জগৎ জ্ঞান মথিত হয়, তাহার সারভূত নিত্য নাম-রূপ-পরিকরাদি চিদ্বিলাসবিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বিরাজমান, তাঁহাকে সুরিগণ মথুরা বলিয়া থাকেন।

শ্লোকোক্ত পরব্রহ্মের লীলা বলিতেছেন—'আস্তস্য' অর্থাৎ শ্রীমান্ বসুদেব ও নন্দের নন্দনরূপে শ্রীমথুরা, দ্বারকা ও গোকুলে সর্ব্বদাই বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের। (উক্ত স্থানসমূহে নিত্য অবস্থিত বলিয়া তিনি 'আস্ত')। কোনও প্রয়োজনে জগতে প্রাদুর্ভাবের অপেক্ষায় তাঁহার "জন্ম"। 'যতঃ'—যে কারণ, শ্রীমান্ বসুদেবের গৃহ হইতে 'জন্ম' (প্রকাশ) সেই কারণে অন্যত্র শ্রীনন্দের গৃহেও অনুগমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ পুত্রভাব হেতু তাঁহার অনুগত-ভাবে গমন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী 'যঃ' (যিনি) এই পদের সহিত এই বাক্যের অন্বয় হইবে। 'যতঃ' (যে কারণে) এই পদের প্রয়োগ হেতু 'তস্মাৎ' পদটী স্বতঃ পাওয়া যাইতেছে। কেন ব্রজরাজের গৃহে অনুগমন করিয়াছিলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অর্থেষু' অর্থাৎ কংস বঞ্চনাদি কার্য্যে অভিজ্ঞ। অথবা মাধুর্য্যাদি ভাবসিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসিগণের সহিত

রূপা সা সা কাপি লীলা সিধ্যতীতি তল্লক্ষণেষু বা অর্থেষু অভিজ্ঞঃ। ততশ্চ স্বরাট্ স্বৈ গোকুলবাসিভিরেব রাজতে ইতি তত্র তেষাং প্রেমবশতামাপন্নস্যাপ্যব্যাহতৈশ্বর্য্যমাহ—তেন ইতি। য আদিকবয়ে ব্রহ্মণে ব্রহ্মাণং বিস্মাপয়িতুং হৃদা সংকল্পমাত্রেণৈব ব্রহ্ম-সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তিময়ং বৈভবং তেনে বিস্তারিতবান্। যদ্‌যতস্তথাবিধলৌকিকালৌকিকতাসমুচিতলীলাহেতোঃ সূরয়স্তস্তক্তা মুহ্যন্তি প্রেমাতিশয়োদয়েন বৈবশ্যমাপ্নুবন্তি। যদিত্যুত্তরেণাপ্যন্বয়তে। যদ্‌যত এব তাদৃশলীলাতস্তেজোবারিমৃদামপি যথা যথাবদ্বিনিময়ো ভবতি। তত্র তেজসশ্চন্দ্রাদের্বিনিময়ো নিস্তেজোবস্তুভিঃ সহ ধর্ম্মপরিবর্ত্তঃ তৎ শ্রীমুখাদিরুচা চন্দ্রাদের্নিস্তেজস্ত্ব-

---

সকল আনন্দরাশি বর্ষণকারিণী মেঘমালারূপা সেই সেই (দামবন্ধনাদি) লীলা যে প্রকারে সিদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। সেই কারণে 'স্বরাট্'—নিজজন গোকুলবাসিগণের সহিতই নিত্য বিরাজমান। গোকুলে ব্রজবাসিগণের প্রেমাধীন হইয়াও তিনি যে অব্যাহত ঐশ্বর্য্যশালী তাহা বর্ণনা করিতেছেন—'তেনে'। যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে বিস্মিত করিবার নিমিত্ত সংকল্পমাত্রই 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তিময় বৈভব বিস্তার করিয়াছিলেন তিনিই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। 'যৎ'—যেহেতু তাদৃশ লৌকিকতা ও অলৌকিকতার উপযোগিনী লীলার কারণে, 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ তাঁহার ভক্তগণ অতিশয় প্রেমাবির্ভাবে বিবশতা প্রাপ্ত হয়েন। 'যৎ' এই পদটী পরেও অন্বিত হইয়াছে। যথা—'যৎ'—যতঃ অর্থাৎ তাদৃশ লীলাবশতঃ, তেজ, জল এবং মৃত্তিকারও যথার্থ বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে চন্দ্র প্রভৃতি তেজঃ পদার্থের তেজোহীন বস্তু সমূহের সহিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের

বিধানাৎ নিকটস্থনিস্তেজোবস্তুনঃ স্বভাসা তেজস্বিতাপাদনাচ্চ। তথা বারি দ্রবশ্চ কঠিনং ভবতি বেণুবাদ্যেন মৃৎপাষাণাদিঃ দ্রবতীতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণে ত্রিসর্গঃ শ্রীগোকুলমথুরাদ্বারকাবৈভবপ্রকাশঃ অমৃষা সত্য এবেতি ॥১।১॥ শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ৮২ ॥

এবং সর্ব্বোপসংহারবাক্যমপি তত্রৈব সংগচ্ছতে কস্মৈ যেন বিভাষিত ইত্যাদি ॥ ৮৩ ॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাত্মপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণমমুং ব্রজেদিতি শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপনীশ্রুতেঃ। ব্যাকৃতঞ্চ দ্বিতীয়সন্দর্ভে তস্যৈব চতুঃশ্লোকীবক্তৃত্বমপি ॥১২॥১৩॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৮৩ ॥

কান্তিদ্বারা চন্দ্র প্রভৃতির তেজের হানি সাধিত হয় এবং নিকটস্থ নিস্তেজ বস্তুকে তিনি নিজ কান্তি দ্বারা তেজস্বী করেন। তাঁহার বেণু বাদ্যদ্বারা তরল জলও কঠিন হয়, এবং মৃত্তিকা, পাষাণ প্রভৃতি দ্রব হয়। 'যত্র'—যে শ্রীকৃষ্ণে, ত্রিসর্গ অর্থাৎ শ্রীমথুরা, গোকুল ও দ্বারকার বৈভব প্রকাশ (এই ত্রিবিধ সৃষ্টি), 'অমৃষা'—সত্যই (এই জগতের মত পরিবর্ত্তনশীল নহে) সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। (ভাঃ ১।১।১) শ্রীবেদব্যাস ॥ ৮২ ॥

এইরূপ 'কস্মৈ যেন বিভাষিত' ইত্যাদি (ভাঃ ১২।১৩।১৪) সকল গ্রন্থের উপসংহার বাক্যও শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য বিশিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার উপদেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেষ্টা এ বিষয়ে প্রমাণ নাই, এরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপনীতে শ্রুত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তাঁহাকে বিদ্যা (ভক্তি) উপদেশ করিয়াছেন, মুমুক্ষুগণ সেই আত্মপ্রকাশক দেবের শরণ গ্রহণ করিবেন। ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণই যে চতুঃশ্লোকীর বক্তা ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ১২।১৩ ॥ শ্রীসূত ॥ ৮৩ ॥

তদেবমভ্যাসাদীন্যপি তস্মিন্ বিস্পষ্টান্যেব পূর্ব্বোদাহৃত-বাক্যেষু। তদেতৎ শ্রীমদ্গীতাগোপালতাপন্যাদিশাস্ত্রগণসহায়স্য নিখিলেতরশাস্ত্রশতপ্রণতচরণস্য শ্রীভাগবতস্যাভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং করতল ইব দর্শিতম্। শ্রীভাগবতস্য চ স এব প্রতি-পাদ্য ইতি পুরাণান্তরেণৈব চ স্বয়ং ব্যাখ্যাতম্। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামামৃতস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণস্য নামবিশেষ এব শুক-বাগমৃতাব্ধীন্দুরিতি। অথ তস্য মহাবাসুদেবত্বে সিদ্ধে শ্রীবলদেবা-দীনামপি মহাসঙ্কর্ষণাদিত্বং স্বত এব সিদ্ধম্। যদ্রূপঃ স্বয়ং ভগবান্ তদ্রূপা এব তে ভবিতুমর্হন্তীতি। অতঃ শ্রীবলরামস্য যৎ কশ্চিদা-

---

শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রমোপসংহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল, আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অভ্যাসাদি পূর্ব্বোদাহৃত বাক্যসমূহে সুস্পষ্ট দর্শিত হইয়াছে। (পরমাত্মসন্দর্ভের শেষে শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণায়ক উপক্রমো-পসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়টি লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে)।

শ্রীমদ্গীতাগোপালতাপনী প্রভৃতি শাস্ত্রগণ যাঁহার সহায়, এবং অপর সকল শাস্ত্র যাঁহার চরণে প্রণত, সেই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব যেন করতলগত পদার্থের ন্যায় দেখান হইয়াছে। শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণই তাহা অন্যান্য পুরাণও স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামামৃতস্তোত্রে "শুকবাগমৃতাব্ধীন্দু" (শুক বাক্যরূপ অমৃতসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী চন্দ্র) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম বিশেষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের মহাবাসুদেবত্ব সিদ্ধ হইল বলিয়া শ্রীবলদেব প্রভৃতির মহাসঙ্কর্ষণত্ব, মহানিরুদ্ধত্ব ও মহাপ্রদ্যুম্নত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইল। স্বয়ং ভগবান্ যেই রূপ তাঁহার পরিকরগণও সেই রূপই হইয়া থাকেন।

বেশাবতারত্বং মন্যতে তদসৎ। দৃশ্যতে চ শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্যুগলতয়া বর্ণনেন সমপ্রকাশত্বম্। তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ, যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞ্যাং, দদর্শ রামং কৃষ্ণঞ্চ, তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজাবিত্যাদৌ। লোকেঽপি হি সূর্য্যাচন্দ্রমসাবেব যুগলতয়া বর্ণ্যেতে। ন তু সূর্য্যশুক্রৌ। অতএব হরিবংশেঽপি বাসুদেবমাহাত্ম্যে রামকৃষ্ণয়োর্দৃষ্টান্তঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিবেতি। তথা ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্। শোভয়ন্তৌ মহাত্মানাবিত্যেবং ভগ-

শ্রীবলদেবের তত্ত্ব।

অতএব শ্রীবলদেবকে কেহ কেহ যে আবেশাবতার মনে করেন, তাহা অসঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রকাশ যে সমান তাহা তদুভয়ের যুগলরূপে বর্ণনা দ্বারা জানা যায়। যথা—শ্রীরাম-কৃষ্ণের রিঙ্গন (হামাগুড়ি) লীলা প্রসঙ্গে—তাঁহারা দুইজন স্ব স্ব পদযুগলকে আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন (ভাঃ ১০।৮।২২)। যজ্ঞপত্নীগণের উপহার গ্রহণ প্রসঙ্গে—পত্নীগণের সঙ্গ প্রভাবে ব্রাহ্মণগণের সদ্বুদ্ধি হইলে তাঁহারা "বিশ্বেশ্বর শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রার্থনা" বিফল করার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন (১০।২৩।৩০)। শ্রীঅক্রূরের ব্রজে আগমন প্রসঙ্গে—শ্রীঅক্রূর ব্রজে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ উভয়কে গোদোহন স্থানে দেখিলেন (ভাঃ ১০।৩৮।২৭)। কংসের রঙ্গ-স্থলগত শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিষয়ে—মহাবাহু রাম ও কৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে গমন পূর্ব্বক শোভিত হইয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৪৩।১০) ইত্যাদি শ্লোকে যুগলরূপে শ্রীরাম-কৃষ্ণের একত্র সমভাবে বিচার বর্ণনা করা হইয়াছে। জগতেও সূর্য্য এবং চন্দ্রকে যুগলরূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। সূর্য্য ও শুক্র যুগলরূপে বর্ণিত হয় না। এইজন্য হরিবংশেও বাসুদেবের মাহাত্ম্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের মত রাম-কৃষ্ণের দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। সেইরূপ 'ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম চিহ্নযুক্ত পদসমূহ দ্বারা মহাত্মা রাম ও কৃষ্ণ ব্রজের শোভা সম্পাদন-

বল্লক্ষণান্যপি তত্র শ্রূয়ন্তে নত্বেবং পৃথ্বাদিষু। তস্মাদেষ তন্মহিমাপি বর্ণ্যতে।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৮৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥১৫॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৮৪ ॥

কিঞ্চ, সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৮৫ ॥

গর্ভো বভূব ন তু গর্ভে বভূবেতি সপ্তম্যন্তানুক্ত্যা সাক্ষাদেবাবতারত্বং সূচিতম্ ॥১০॥২॥ স এব ॥ ৮৫ ॥

অত ইদমপ্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্।

করিতেছেন (ভাঃ ১০।৩৮।২৮)। এইরূপে শ্রীবলদেবে শ্রীভগবানের লক্ষণসমূহের স্থিতিও শ্রীমদ্ভাগবতে শুনা যায়। কিন্তু পৃথু প্রভৃতি অবতারে এইরূপ বর্ণনা শ্রুত হয় না।

সমপ্রকাশ বলিয়া শ্রীবলদেবের এই মহিমাও বর্ণিত হইতেছে—হে মহারাজ! সূত্রে বস্ত্র যেরূপ ওতপ্রোত অর্থাৎ সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত তদ্রূপ এই বিশ্ব যেই অনন্ত জগদীশ্বরে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত আছে সেই ভগবান্ বলদেবে এই ধেনুকবধরূপ কার্য্য বিচিত্র নহে (ভাঃ ১০।১৫।৩৫) শ্রীশুক ॥ ৮৪ ॥

আরও, যাঁহাকে সূরিগণ বৈষ্ণব ধাম অনন্ত বলিয়া থাকেন, তিনি দেবকীর হর্ষশোকবর্দ্ধনকারী সপ্তম গর্ভ হইলেন (ভাঃ ১০।২।৩)।

শ্রীবলদেব দেবকীর গর্ভ হইয়াছিলেন, গর্ভে হয়েন নাই। এস্থলে, গর্ভে এইরূপ সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদ প্রয়োগ না করায় তিনি যে সাক্ষাৎই অবতার ইহা সূচিত হইতেছে। শ্রীশুক ॥ ৮৫ ॥

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৮৬ ॥

শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোঽংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। তস্য সঙ্কর্ষণত্বং স্বয়মেব ন তু সঙ্কর্ষণাবতারত্বেনেত্যাহ--স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি। অতএবানন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ। অতএব মায়য়া তস্য গর্ভসময় আকর্ষণঞ্চ যুক্তং পূর্ণস্য বাস্তবাকর্ষণা-সম্ভবাদিতি কেচিৎ। এতদ্বিধকার্য্যে চ তদকুণ্ঠেচ্ছাত্মকচিচ্ছক্ত্যা-বিষ্টৈব সা প্রভবেৎ। উক্তঞ্চ তদানীং তদাবিষ্টত্বং তস্যাঃ। আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি মিলিষ্যতীতি তত্র হ্যর্থঃ॥ অতএব

অতএব অর্থাৎ শ্রীবলদেব সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া "বাসুদেবের কলা, অনন্ত, সহস্রবদন, স্বরাট্ বলদেব শ্রীহরির প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছায় অগ্রে আবির্ভূত হইবেন"। এই পদ্যটিও এইরূপই (নিম্নলিখিত রীত্যনুসারে) ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—শ্রীবসুদেব নন্দন বাসুদেবের কলা—প্রথম অংশ, শ্রীসঙ্কর্ষণ। তাঁহার সঙ্কর্ষণত্ব নিজ হইতেই সিদ্ধ, সঙ্কর্ষণের অবতার বলিয়া তিনি যে সঙ্কর্ষণ তাহা নহে। এই কারণে বলিলেন, তিনি স্বরাট্—তিনি নিজ প্রভাবেই বিরাজমান। এইহেতু অর্থাৎ স্বরাট্ বলিয়া তিনি অনন্ত—দেশ কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন। অতএব গর্ভসময়ে মায়া কর্ত্তৃক তাঁহার আকর্ষণ সম্ভব কারণ, পূর্ণবস্তুর সত্য আকর্ষণ সম্ভব হয় না। (অতএব ইহা প্রতীতি মাত্র) এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এই গর্ভাকর্ষণ কার্য্যে মায়ার নিজ সামর্থ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের অকুণ্ঠা ইচ্ছারূপ চিৎশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়াই তিনি সমর্থা হইয়াছিলেন। মায়া যে চিৎশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া-ছিলেন তাহা দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার আদেশে উক্ত হইয়াছে—"প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণাদিরূপ কার্য্যের নিমিত্ত

একানংশেতি তস্যা নাম। একোঽনংশো যত্রেতি নিরুক্তিরিতি কেচিৎ। য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি। যতো দেবঃ নানাকারতয়া দীব্যতীতি। তদুক্তং শ্রীযমুনাদেব্যা।

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্।

যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে॥ ইতি।

একাংশেন শেষাখ্যেন ইতি টীকা চ। অন্যথা তদেকাবয়বৈক-দেশরূপার্থত্বে যেনৈকাংশেনেতি যচ্ছব্দস্য কর্তৃত্বনির্দ্দেশ এব যুক্তঃ স্যাৎ। তদংশাবতারলক্ষণার্থান্তরপ্রতীতিনিরসনায় মহাবিদ্বদ্বাক্য-

---

অংশের (ইচ্ছারূপ চিৎশক্তির) সহিত মিলিতা হইবেন। সেখানে এইরূপ অর্থ। অতএব—মায়ার সহিত যোগমায়া মিলিতা হইয়াছিলেন বলিয়া (অখণ্ড স্বরূপ) তাঁহার নাম একানংশা। এক অনংশ যাহাতে তিনি একা-নংশা; কেহ কেহ একানংশা শব্দের এইরূপ অর্থ করেন। যিনিই (শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তনেচ্ছায়) শেষ নামক সহস্রবদনও হইয়াছেন, তিনিই সংকর্ষণ। যেহেতু তিনি দেব—নানারূপে ক্রীড়া করেন। শ্রীসঙ্কর্ষণই যে শেষরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা শ্রীযমুনাদেবী বলিয়াছেন,—"হে রাম! হে রাম! হে মহাবাহো! হে জগন্নাথ! যাঁহার এক অংশ দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে ভাঃ ১০।৬৫।২৮ সেই আপনার বিক্রম আমি জানি না।

শ্রীস্বামি টীকা—একাংশ অর্থাৎ শেষ নামক অংশ। অন্যথা—এখানে অংশ শব্দে শ্রীবলদেবের এক অবয়ব—একদেশ এইরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে 'যস্য' এই সম্বন্ধ বোধক ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ না করিয়া 'যেন' এই তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ দ্বারা (যে একাংশ কর্তৃক এইরূপ যৎ শব্দের) কর্তৃত্ব নির্দ্দেশে ব্যাখ্যা করাই উচিত হইত। শ্রীবলদেব অংশাবতার এরূপ ভিন্ন অর্থের বোধ বারণ করিবার নিমিত্ত মহাবিদ্বান্ ব্যাসের বাক্য প্রয়োগ জানিতে

স্থাৎ সম্বন্ধনির্দ্দেশেন তু টীকাব্যাখ্যৈব স্ফুটতরা। একাংশে মুখ্য-স্যৈব কর্ত্তৃত্বস্য নির্ব্ব্যাজপ্রতীতির্ন ত্বৌপচারিকস্যেতি। এবং শ্রীলক্ষ্মণস্যাপ্যন্তিমদশানুকরণস্যাপ্যন্তিমদশানুকরণলীলায়াং শ্রূয়তে স্কান্দীয়াযোধ্যামাহাত্ম্যে। ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্য-সঙ্গরম্। উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্য চ স পশ্যতঃ॥ ইন্দ্র উবাচ। লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব পদং স্বকম্। দেবকার্য্যং কৃতং বীর ত্বয়া রিপুনিসূদন॥ বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নু হি স্বং সনাতনম্। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণ ইত্যাদি। ততশ্চ, ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ। শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভারধরণক্ষমম্। লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাদিতি।

হইবে; সুতরাং সম্বন্ধ নির্দ্দেশপূর্ব্বক টীকার ব্যাখ্যাতে অর্থ স্পষ্টতর হইয়াছে। একাংশে অর্থাৎ শেষ নামক অংশে জগৎ ধারণ কার্য্যের মুখ্য কর্ত্তৃত্বেরই সরলভাবে বোধ হইতেছে। আরোপিত কর্ত্তৃত্বের প্রতীতি হইতেছে না সুতরাং জগৎ ধারণ কর্ত্তা শ্রীবলরাম।

শ্রীবলদেব যে শেষের অংশী তাহা অন্য প্রকার বিচার দ্বারা দেখাইতেছেন। যথা—শ্রীমান লক্ষ্মণও যখন অন্তিম অবস্থার অনুকরণ করেন, তাঁহার সেই অবস্থারও শেষ অবস্থার (মৃত্যুর) অনুকরণ লীলায়ও এইরূপ কথা স্কন্দ-পুরাণের অযোধ্যামাহাত্ম্যে শ্রবণ করা যায়—"অনন্তর ইন্দ্র সকলের সমক্ষে সত্যপ্রতিজ্ঞ, শেষের সহিত একাত্মতাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে মধুর বাক্যে বলিলেন হে লক্ষ্মণ! আপনি উঠুন, শীঘ্র নিজ পদে আরোহণ করুন। হে রিপুনাশন! আপনি দেবকার্য্য করিয়াছেন, আপনার সনাতন উত্তম বৈষ্ণবস্থানে গমন করুন। ফণাসমূহে শোভমান আপনার মূর্ত্তিবিশেষ 'শেষ' আসিয়াছেন ইত্যাদি। অনন্তর—"দেবগণসহ বিদ্যমান দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া পৃথিবীর ভার বহনে সমর্থ 'শেষ'কে পাতালে প্রেরণ করিয়া লক্ষ্মণকে

অতো নারায়ণবর্ম্মণ্যপি। যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাৎ কৃতান্তাদ্বলোগণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্র ইতি শ্রীবলদেবস্য শেষাদন্যত্বং শক্ত্যতিশয়শ্চ দর্শিতঃ। জনান্তাদিতি পাঠেঽপি জনানাং নাশাদিতি স এবার্থঃ। অতঃ শেষাখ্যং ধাম মামকমিত্যত্রাপি শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইতিবৎ অব্যভিচার্য্যংশ এবোচ্যতে। শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা। শ্রীমদানকতুন্দুভিনা চ শ্রীকৃষ্ণসাম্যেনৈব নির্দ্দিষ্টম্। যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাবিতি। অত্র সাক্ষাদেবেতি

আদরের সহিত যানে আরোপণকরতঃ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অতএব—'নারায়ণ বর্ম্মে'ও শ্রীবলদেবের শেষ হইতে ভেদ ও শক্তির আধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে—যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ জনাপবাদ হইতে, শ্রীবলদেব কৃতান্ত হইতে এবং সর্পরাজ অনন্ত ক্রোধের বশীভূত সর্পগণ হইতে রক্ষা করুন (ভাঃ ৬।৮।১৮)। শ্লোকের 'কৃতান্ত' শব্দের স্থানে "জনান্ত" এই পাঠ থাকিলে জনগণের বিনাশ হইতে রক্ষা করুন—সেই অর্থই হইবে।

অতএব—শ্রীবলদেব শেষের অংশী বলিয়া, যোগমায়ার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'শেষ' নামক আমার মূর্ত্তিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর (ভাঃ ১০।২।৮)। এইস্থলে (শ্রীবলদেবের জ্ঞাপক) শেষ পদে, দেবকী দেবীর উক্তি—"শেষ"সঞ্জক আপনি অবশিষ্ট থাকেন (ভাঃ ১০।৩।২৫) শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণে অর্থ জ্ঞাপক শেষ শব্দের ন্যায় অব্যভিচারী অংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ বলিয়া বলদেবের শেষ সংজ্ঞা হইয়াছে ভাগবতে হইবে। অথবা যাহা হইতে শেষের আখ্যা অর্থাৎ খ্যাতি হইয়াছে তিনি শেষাখ্য (সেই আমার ধাম)।

শ্রীবসুদেবও বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'তোমরা আমার পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর (ভাঃ ১০।৮৫।১৭)। (অতএব বসুদেব বাক্য হইতেও বলদেব মূলসঙ্কর্ষণত্ব

ত্বধিকমুপজীব্যম্। অথ যদি 'প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনীতি' তদ্বাক্যানুসারেণাবেশাবতারত্বং মন্তব্যং তদা পূর্ব্ব-গ্রন্থবলাৎ শ্রীবলদেবে স্বাংশত্বমেবেতি। কিন্তু শেষাখ্যতদাবিষ্ট-পার্ষদবিশেষস্য তদন্তঃপাতাত্তদংশেনৈব তদ্ব্যবহার ইত্যপি মন্তব্যম্ ১০।১। শ্রীব্রহ্মা দেবান্॥ ৮৬॥

অথ শ্রীপ্রদ্যুম্নস্যাপি শিবনেত্রদগ্ধঃ স্মরো জাতোঽয়মিতি যচ্ছ্রূয়তে তদপ্যেকদেশপ্রস্তাবমাত্রম্। তস্য শ্রীগোপালতাপনীশ্রুত্যাদৌ

প্রমাণিত হইতেছে)। এখানে "সাক্ষাৎ" এই পদটী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলদেবের অবতারিত্ব প্রতিপাদনে অধিক আশ্রয়ণীয় হইয়াছে অর্থাৎ উভয়ের প্রাধান্য সমানভাবে প্রতিপাদনের সহায়ক হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীবলদেবের মূলসঙ্কর্ষণত্ব বিষয়ে সন্দেহ দূরীকরণের জন্য অপর একটি শ্লোকের বিচার দেখাইতেছেন,—ব্রহ্ম বিমোহন লীলায় বলদেবের উক্তি—আমার "প্রভুর" মায়াই হইবে, অন্য মায়া আমাকে মোহিত করিতে পারে না'। (ভাঃ ১০।১৩।৩৪) বলদেবের এই "প্রভু" পদ দ্বারা নিজ ন্যূনতা সূচিত হইতেছে। তদনুসারে যদি তাঁহাকে আবেশাবতার স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বগ্রন্থের (বাসুদেবকলানন্ত ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য বলে শ্রীবলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের নিজ অংশ মনে করিতে হয়। কিন্তু তাহা সমীচীন নহে, কারণ তিনি অবতারী। শেষ নামক বলদেবে আবিষ্ট পার্ষদ বিশেষের তাঁহাতে অন্তর্ভাব হেতু সেই অংশ দ্বারাই সেই ব্যবহার ("মে ভর্ত্তুঃ" এই বাক্য প্রয়োগ) ইহাও মনে করিতে হইবে। ১০।১।২৪। শ্রীব্রহ্মা দেবগণকে॥ ৮৬॥

শ্রীপ্রদ্যুম্ন তত্ত্ব।

অনন্তর শ্রীপ্রদ্যুম্নের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন—'ইনি শিবনেত্র-দগ্ধ কামদেব উৎপন্ন হইয়াছেন এইপ্রকার যাহা শুনা যায়, তাহাও প্রদ্যুম্নের এক-

—যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নৈরুক্মিণ্যা সহিতো বিভুরিত্যাদিনা নিত্যশ্রীকৃষ্ণচতুর্ব্যূহান্তঃ-পাতিতয়া প্রসিদ্ধেস্তথা সম্ভবাভাবাৎ। তস্য স্মরস্যাপি সাধারণ-দেবতাবিশেষমাত্রত্বেন প্রসিদ্ধত্বে চতুর্ব্যূহান্তঃপাতিতায়ামযোগ্যত-মত্বাৎ। তস্মাদ্বক্ষ্যমাণাভিপ্রায়েণৈবৈতদাহ—

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্রুদ্রমন্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত ॥ ৮৭ ॥

অবেদজ্ঞস্যাপি ব্রাহ্মণ্যে সত্যেব ব্রাহ্মণস্তু বেদজ্ঞ ইতিবৎ তুশব্দোঽত্র মুখ্যতাং সূচয়তি। ততঃ কামস্তু বাসুদেবাংশ ইত্যস্য বাসুদেবাংশো যঃ কামঃ স এব মুখ্য ইত্যর্থঃ। তুশব্দোঽয়ং

দেশ প্রস্তাব অর্থাৎ আংশিক বর্ণনা মাত্র। কারণ তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চতুর্ব্যূহের অন্তঃপাতী তাহা শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে। যথা—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই তিনজন এবং শক্তি রুক্মিণী দেবীর সহিত অবস্থান করিতেছেন ইত্যাদি। সুতরাং শিবনেত্রদগ্ধ কামের প্রদ্যুম্ন হওয়া সম্ভব নহে। সেই কাম সাধারণ দেবতা বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ এ কারণ তিনি চতুর্ব্যূহের অন্তঃপাতী হইবার যোগ্যতম নহেন। সুতরাং বক্ষ্যমাণ অভিপ্রায়েই প্রদ্যুম্নের জন্ম প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে যথা —"কামদেব কিন্তু বাসুদেবের অংশ, পূর্ব্বে শিবের ক্রোধে দগ্ধ হইয়া দেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনরায় তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" (ভাঃ ১০।৫৫।১)।

(ব্রাহ্মণ বংশজ) অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিলেও কিন্তু বেদজ্ঞই ব্রাহ্মণ" এই বাক্যে যেমন "তু" শব্দের দ্বারা বেদজ্ঞের ব্রাহ্মণ ব্যবহার মুখ্য সেইরূপ এই শ্লোকেও 'তু' শব্দ বাসুদেবাংশ কামের মুখ্যতা সূচনা করিতেছে। তাহা হইলে "কামস্তু বাসুদেবাংশ" এস্থলেও বাসুদেবের অংশ যে কাম তিনিই মুখ্য কাম এই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। অথবা—এই 'তু' শব্দ ভিন্ন

ভিন্নোপক্রমে বা ততো বাসুদেবাংশস্তু কাম ইত্যন্বয়েঽপি পূর্ববদেবার্থঃ। তদেবং সতি যঃ প্রাগ্ রুদ্রস্য মন্যুনা দগ্ধো দেবতা-বিশেষঃ কামঃ স দেহোপপত্তয়ে তৎকোপদগ্ধতয়া নিত্যমেবানঙ্গতাং প্রাপ্তস্য স্বতো দেহাপত্ত্যভাবাদ্দেহপ্রাপ্ত্যর্থং তমেব বাসুদেবাংশং প্রদ্যুম্নাখ্যং কামমেব প্রত্যপদ্যত প্রবিষ্টবান্। ভূয়ঃ শব্দেন প্রদ্যুম্নাদেব পূর্ব্বমপ্যুদ্ভূতোঽসাবিতি বোধ্যতে। যদ্বা যস্তু কামঃ প্রাগ্ রুদ্র-কোপেনাদগ্ধো ন দগ্ধঃ স ভূয়ঃ প্রকটলীলায়াং দেহোপপত্তয়ে স্বমূর্ত্তিপ্রকাশনার্থং তং বাসুদেবমেব প্রবিষ্টবান্। অদগ্ধত্বে হেতু-র্বাসুদেবাংশ ইতি। পূর্ব্বোক্তমেব ব্যনক্তি।

স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বতোঽনবমঃ পিতুঃ॥ ৮৮॥

উপক্রমের (আরম্ভের) বোধক অর্থাৎ 'তু' শব্দ—প্রাকৃত কাম হইতে বাসু-দেব অংশ কাম (প্রদ্যুম্নকে) পৃথক্ করিয়া দিতেছে। তাহা হইলে বাসু-দেবের অংশ যে কাম এই অন্বয়েও পূর্ব্বের মতই অর্থ (মুখ্য কামত্ব) প্রতীত হয়। অর্থ এইরূপ হইলে মীমাংসা এই যে—পূর্ব্বে রুদ্রের কোপে দগ্ধ যে দেবতাবিশেষ কাম, তিনি রুদ্রের কোপে দগ্ধতা হেতু নিত্য অঙ্গরহিত হইয়াছিলেন; নিজশক্তিদ্বারা তাঁহার দেহ প্রাপ্তি না হওয়ায় দেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত বাসুদেবের অংশ প্রদ্যুম্ন নাম মুখ্য কামদেবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। "ভূয়ঃ" (পুনরায়) শব্দ প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বেও মুখ্যকাম প্রদ্যুম্ন হইতে এই কামের উৎপত্তি ইহা বুঝা যাইতেছে।

অথবা যে কাম পূর্ব্বে রুদ্রের কোপে অদগ্ধ—দগ্ধ হন নাই, তিনি পুনরায় প্রকট লীলায় স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বাসুদেবেই প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। দগ্ধ না হইবার হেতু—তিনি বাসুদেবের অংশ। পূর্ব্বোক্ত অর্থই ব্যক্ত করিতেছেন—যিনি প্রতিকল্পে কৃষ্ণের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়েন এবং

যঃ কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবো যশ্চ প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ স এব প্রকট-লীলাবসরেঽপি বৈদর্ভ্যাং জাত আবির্ভূতঃ নত্বন্যঃ প্রাকৃতকাম এব। তত্র হেতুঃ সর্ব্বতো গুণরূপাদিষ্বশেষেষ্বেব ধর্ম্মেষু পিতুঃ শ্রীকৃষ্ণাদ-নবমঃ তুল্য এবেতি। অন্যথা তাদৃশানবমত্বং ন কল্প্যতে ইতি ভাবঃ। তস্মাদ্ যথা মহাভারতে সর্ব্বত্র শ্রীমদর্জ্জুনস্য নরত্বপ্রসিদ্ধাবপি পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান ইন্দ্রত্বপ্রসিদ্ধিঃ ইন্দ্রস্যাপি তত্র প্রবেশবিবক্ষয়া ঘটতে তদ্বদত্রাপি। অতঃ শ্রীনারদেন রত্যৈ তথোপদেশস্তয়া তৎপ্রাপ্তিশ্চ ন দোষায়। পূর্ব্বপদ্যস্য উত্তরস্মিন্নর্থেঽপি শ্রীনারদো-

---

যিনি প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত তিনিই রুক্মিণীর গর্ভে উৎপন্ন হইলেন; তিনি সকল বিষয়ে পিতা হইতে অন্যূন হইলেন (ভাঃ ১০।৫৫।২)।

ব্যাখ্যা—'যিনি কৃষ্ণের অংশে সমুদ্ভূত এবং যিনি প্রদ্যুম্ন নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই প্রকট লীলার সময়েও রুক্মিণীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অপর প্রাকৃত কাম নহে তাহার কারণ—তিনি গুণ, রূপ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই পিতা শ্রীকৃষ্ণের তুল্যই। অন্যথা অর্থাৎ তিনি যদি (দেবতাবিশেষ) প্রাকৃত কাম হইতেন তাহা হইলে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য এরূপ কল্পনা করা হইত না।

অতএব যেমন মহাভারতে সর্ব্বত্র শ্রীমান্ অর্জ্জুন 'নর' (অবতার) রূপে প্রসিদ্ধ হইলেও পঞ্চ ইন্দ্রের উপাখ্যানে ইন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা যেমন অর্জ্জুনে ইন্দ্রের প্রবেশ বিবক্ষা করিলে সঙ্গত হয়, সেইরূপ এখানেও প্রদ্যুম্নে দগ্ধ কামের প্রবেশ বিবক্ষা করিয়া তাহার জন্ম বর্ণনা সম্ভব হইতেছে। অতএব শ্রীনারদের রতির প্রতি সেইরূপ উপদেশ (প্রদ্যুম্নকে পতিরূপে বরণের উপদেশ) এবং তাহার কাম প্রাপ্তি (প্রদ্যুম্নে রতিপতি কামের প্রবেশ হেতু) দোষের হয় না।

পদেশবলেনৈব দগ্ধকামস্ত প্রবেশস্তত্র গম্যঃ। ততঃ সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্ন-সঙ্গমে যোগ্যতা চাস্যাঃ স্পর্শমণিবত্তৎসামীপ্যগুণাদেব মন্তব্যা। শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য নিজশক্তিস্তু শ্রীমদনিরুদ্ধমাতৈবেতি জ্ঞেয়ম্। অতঃ তাপনীশ্রুতিলব্ধোঽর্থঃ সমঞ্জসঃ ॥১০॥৫৫॥ শ্রীশুকঃ ॥৮৭॥৮৮॥

এবমনিরুদ্ধস্যাপি সাক্ষাচ্চতুর্থব্যূহত্বে লিঙ্গমাহ—

অপি স্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ।
যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥ ৮৯ ॥

"কামস্তু বাসুদেবাংশঃ" পদ্যের পরবর্ত্তী অর্থাৎ "রুদ্রকোপে অদগ্ধ" ইত্যাদি অর্থেও রতির প্রতি শ্রীনারদের উপদেশবলেই প্রদ্যুম্নে দগ্ধকামের প্রবেশের কথা বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর তত্ত্ব প্রদ্যুম্নে প্রাকৃত নায়িকা রতির সাক্ষাৎ সঙ্গতি কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—রতির সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নের সহিত সঙ্গত হইবার যোগ্যতা স্পর্শমণির মত (স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ) তাঁহার (প্রদ্যুম্নের) সান্নিধ্যগুণেই সঙ্গম যোগ্যতা লাভ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। শ্রীপ্রদ্যুম্নের নিজ শক্তি অনিরুদ্ধের মাতাই ইহা জানিতে হইবে। তাপনীশ্রুতিতে প্রাপ্ত অর্থও অসমঞ্জস হয় না অর্থাৎ উক্ত শ্রুতির "রাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই তিন এবং নিজশক্তি রুক্মিণীর সহিত সমাহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন" এই বাক্যের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত বাক্যের সামঞ্জস্য হইল। (ভাঃ ১০।৫৫।১--২)। শ্রীশুক ॥ ৮৭।৮৮ ॥

শ্রীঅনিরুদ্ধ তত্ত্ব।

এইরূপ অনিরুদ্ধও যে সাক্ষাৎ চতুর্ব্যূহ এবিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন;—যিনি যাদবগণের কাম পূরণ করেন, যাঁহাকে বেদসমূহ শব্দব্রহ্মের কারণ, মনোময়, এবং শুদ্ধসত্ত্বময় বাসুদেবের চতুর্থ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, আপনাদের সেই অনিরুদ্ধ সুখে আছেন ত?

শব্দযোনিং নিশ্বাসব্যঞ্জিতবেদবৃন্দম্। এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। মনোময়ং চিত্তে বাসুদেববন্মনস্যুপাস্যং, সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবাসুদেবাদিরূপো ভগবান্ তত্র তুরীয়ং রূপম্। অতো বাণযুদ্ধাদৌ বন্ধনানুকরণাদি-কমাত্মেচ্ছাময়ী লীলৈব শ্রীরামচন্দ্রাদিবৎ। অস্য পাদ্মবৃহৎসহস্রনাম্নি মাহাত্ম্যনামানি চৈতানি। অনিরুদ্ধো বৃহদ্ব্রহ্ম প্রাদ্যুম্নির্বিশ্ব-মোহনঃ। চতুরাত্মা চতুর্বর্ণশ্চতুর্যুগবিধায়কঃ। চতুর্ভেদৈকবিশ্বাত্মা সর্বোৎকৃষ্টাংশকোটিসৃঃ। আশ্রয়াত্মেতি। অতঃ শ্রীকৃষ্ণব্যূহত্বেন মহানিরুদ্ধত্বাদস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ প্রলয়ার্ণবাদিধামা পুরুষ ইতি

ব্যাখ্যা—"শব্দযোনি"—অনিরুদ্ধের নিঃশ্বাস হইতে বেদসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এবিষয়ে প্রমাণ—"অরে মৈত্রেয়ি! এই বিভু পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি" শ্রুতি। "মনোময়"—চিত্তে যেমন বাসুদেব উপাসিত হয়েন তদ্রূপ অনিরুদ্ধ—মনে উপাস্য। "সত্ত্ব"—শুদ্ধসত্ত্বময়। "তুরীয় তত্ত্ব"—শ্রীবাসুদেবাদিরূপ চতুর্ব্যূহ বিশিষ্ট যে ভগবান্, তাঁহাদের মধ্যে তিনি "তুরীয়"—চতুর্থরূপ। অতএব বাণাসুরের যুদ্ধাদিতে প্রদ্যুম্ন যে বন্ধনের অনুকরণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীরামচন্দ্রাদির মত তাঁহার ইচ্ছাময়ী লীলাই।

পদ্মপুরাণের বৃহৎ-সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীপ্রদ্যুম্নের মাহাত্ম্য দ্যোতক এই সকল নাম বর্ণিত হইয়াছে। যথা—অনিরুদ্ধ, বৃহদ্ব্রহ্ম, প্রাদ্যুম্নি, চতুরাত্মা অর্থাৎ চারিযুগের যুগাবতাররূপ স্বীয় শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও পীতবর্ণ প্রকাশপূর্ব্বক চারি-যুগের উপাসনা বিধি প্রবর্ত্তক। বিশ্বমোহন, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চতুর্বিধ ভেদবিশিষ্ট জীব জগতের একমাত্র আত্মা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ-কোটির সৃষ্টিকর্ত্তা, আশ্রয়স্বরূপ। অতএব ইনি শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহরূপে মহা অনিরুদ্ধ বলিয়া প্রলয় সমুদ্রাদিবাসী (কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি) পুরুষ ইঁহার আবির্ভাব ভেদ জানিতে হইবে।

জ্ঞেয়ম্। অতএবাভেদেন জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবানিত্যাত্যুক্তং মূলসঙ্কর্ষণাদ্যংশৈরেব হীতরসঙ্কর্ষণাদ্যবস্থাত্রয়ং পুরুষং প্রকাশয়তীতি। তথৈবাভেদেন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপীদম্। তত্র বজ্রপ্রশ্নঃ—কস্ত্বসৌ বালরূপেণ কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ। দৃষ্টো যো ন ত্বয়া জ্ঞাতস্তত্র কৌতুহলং মম। শ্রীমার্কণ্ডেয়োত্তরঞ্চ—ভূয়োভূয়স্ত্বসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ। কল্পক্ষয়েণ বিজ্ঞাতঃ স মায়ামোহিতেন বৈ। কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তং দেবং প্রপিতামহাৎ। অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং

নরলীল শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহই যদি সর্ব্বোত্তম হয়েন তবে (ভাঃ ১।৩।১) "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্" ইত্যাদি শ্লোকে জগৎ সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ চতুর্ব্যূহের বিষয় মুখ্যরূপে বর্ণনার কারণ কি ? এই সংশয়ের সমাধান জন্য বলিতেছেন, অতএব—নরলীল শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্যূহের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইল বলিয়া উভয় চতুর্ব্যূহের অভেদ স্বীকারপূর্ব্বক "জগৃহে পৌরুষং" ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূল সঙ্কর্ষণাদি (নরলীল বলদেবাদি) অংশ সকল দ্বারা অপর (বৈকুণ্ঠীয় চতুর্ব্যূহ এবং জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখ কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি) সঙ্কর্ষণাদি অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট পুরুষকে অভেদে প্রকাশ করেন। 'জগৃহে পৌরুষং রূপম্' ইত্যাদি শ্লোকে মূল সঙ্কর্ষণের সহিত কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অভেদ বর্ণনের ন্যায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও মূল অনিরুদ্ধের সহিত ক্ষীরোদশায়ীর অভেদ বর্ণন দেখা যায়। তাহাতে বজ্রের প্রশ্ন —"যিনি কল্পক্ষয় (প্রলয়) হইলে বারবার আপনার কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেন, যাঁহাকে আপনি জানিতে পারেন নাই তিনি কে ? এবিষয়ে আমার কৌতুহল জন্মিয়াছে। শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উত্তর—"কল্পক্ষয়ে এই দেবদেব জগৎপতি পুনঃ পুনঃ আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছিলেন, কিন্তু মায়ায় মোহিত হইয়া আমি তাঁহাকে জানিতে পারি নাই। প্রলয়কাল অতীত হইলে তোমার প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেই দেবকে তোমার পিতা অনিরুদ্ধ বলিয়া জানিতে পারি।

তে জগৎপতিমিতি। অতএব চ পূর্ব্বমপি জগৃহে পৌরুষং রূপমিত্যত্র শ্রীকৃষ্ণস্যানিরুদ্ধাবতারান্তঃপাতিত্বং ন ব্যাখ্যাতম্॥ ৩॥ ১॥ বিদুরঃ শ্রীমদুদ্ধবম্॥ ৮৯॥

তদেতত্তস্য চতুর্ব্যূহাত্মকস্যৈব পূর্ণত্বং ব্যাখ্যাতম্। শ্রীগোপালোত্তরতাপন্যামপি তথৈবায়ং প্রণবার্থত্বেন দর্শিতঃ। রোহিণীতনয়ো-রাম অকারাক্ষরসম্ভবঃ। তৈজসাত্মকঃ প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ। প্রাজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষরসম্ভবঃ। অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো

অতএব পূর্ব্বেও "জগৃহে পৌরুষং রূপম্" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে অনিরুদ্ধের অবতারের অন্তর্গত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ৩।১।১-২॥ শ্রীবিদুর শ্রীমান্ উদ্ধবকে॥ ৮৯॥

নরলীল চতুর্ব্যূহের শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন মূল বাসুদেব সেরূপ তাঁহার পরিকর সঙ্কর্ষণাদিরও মূল সঙ্কর্ষণত্বাদি সিদ্ধ হইল। সুতরাং চতুর্ব্যূহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব ব্যাখ্যাত হইল। সেইরূপই শ্রীগোপালোত্তরতাপনীতেও ইহা প্রণবের অর্থরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—রোহিণীতনয় রাম অকারের অর্থ (অর্থাৎ প্রণবের এই আদ্যক্ষর জপ দ্বারা তাঁহার আবির্ভাব হয় ইহা বুঝাইতেছে), তৈজসাত্মক প্রদ্যুম্ন উকারের অর্থ, প্রাজ্ঞাত্মক অনিরুদ্ধ মকারের অর্থ এবং যাঁহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধমাত্রাত্মক। *

---

* অর্দ্ধমাত্রা—পরিমাণ অর্থাৎ যাহা বিশেষভাবে উচ্চারণ যোগ্য নহে অথচ হৃদয়গত, তাহা অর্দ্ধমাত্রা। ইহার অপর নাম নাদ। কিন্তু কেবল নাদের জপাদি সম্ভবপর নহে বলিয়া এই অর্দ্ধমাত্রা শব্দে সমগ্র প্রণবকে জানিতে হইবে। ইহার দ্বারা পূর্ণ প্রণবের বাচ্যত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্ণত্ব প্রদর্শিত হইল। আর উক্ত স্থলে শ্রীভগবদাবির্ভাবত্রয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা

যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতমিতি। অথ শ্রীকৃষ্ণেঽবতরতি তত্তদংশাবতারাণামপি প্রবেশ ইতি যদুদ্দিষ্টং তদ্ যথা অত্র কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যাদিকং সিদ্ধমেব তথা তস্য তদ্রূপেণৈব শ্রীবৃন্দাবনাদৌ সর্ব্বদাবস্থায়িত্বং প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। অথচ শ্রীহরিবংশমতে উপেন্দ্র

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করিলে সেই তাঁহার অংশাবতারগণের তাঁহাতে প্রবেশ হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহা যেমন 'কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' ইত্যাদি বাক্যে সিদ্ধই হইয়াছে। সেইরূপ স্বয়ং ভগবদ্রূপেই শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে তাঁহার সর্ব্বদা অবস্থিতি প্রতিপাদন করিব। অথচ

ঐশ্বর্য্যের পরপর ন্যূনতা প্রদর্শনের জন্য প্রদ্যুম্নকে তৈজসাত্মক ও অনিরুদ্ধকে প্রাজ্ঞাত্মক বলা হইয়াছে। শ্রীবলরাম বিষয়ে প্রত্যক্ষরে কিছু বলা না হইলেও তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বাত্মক জানিতে হইবে। যেমন জীবের জাগ্রদাদি অবস্থা ভেদে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই তিন আখ্যা হইয়া থাকে, তাহাতে জীবের নিজ ঐশ্বর্য্যানুভবের পর পর ন্যূনতা উপলব্ধি হয়, সেইরূপ এস্থলেও তৈজস এবং প্রাজ্ঞ শব্দ দ্বারা উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যের ন্যূনতা জ্ঞাপিত হইল। শাঙ্কর মতে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের মায়া কল্পিত বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই অবস্থাত্রয়ের ভেদ প্রদর্শনের জন্য ইহা বলা হয় নাই। বাসুদেবাদি চারি ভগবৎ স্বরূপ লইয়া চতুর্ব্যূহ। তাহা আবার বিশ্ব ব্যাপারযুক্ত বৈকুণ্ঠস্থ এবং দ্বারকাগত ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দ্বারকাগত চতুর্ব্যূহ অন্যান্য চতুর্ব্যূহের অংশী। ১২৬ পৃষ্ঠাতে মহাবাসুদেবাদি শব্দে ইঁহাদেরই (দ্বারকাগত অংশ চতুর্ব্যূহের) পরিচয় করান হইয়াছে। আর ভাগবতের ৩২৬।২১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত—অহঙ্কারে সঙ্কর্ষণ, মনে অনিরুদ্ধ, বুদ্ধিতে প্রদ্যুম্ন ও চিত্তে বাসুদেব উপাস্যরূপে বর্ণিত আছেন।

এবাবততারেতি। জয়বিজয়শাপপ্রস্তাবে চ যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্নেতদন্তে তবানঘেত্যত্র চ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করানিত্যত্র চ স্বামিব্যাখ্যানুসারেণ বিকুণ্ঠাসুত এবেতি ক্বচিৎ ক্ষীরোদশায্যেবেতি ক্বচিৎ পুরুষ এবেতি ক্বচিন্নারায়ণর্ষিরেবেতি বৃহৎসহস্রনাম্নি লক্ষ্মণস্যৈব বলরামত্বকথনেন শ্রীরাঘব এবেতি কচিন্নারায়ণকেশ এবেত্যাদিকং নানাবিধত্বং শ্রূয়তে। এবঞ্চৈকং সন্ধিৎসতোঽন্যৎ প্রচ্যবতেঽত্র সত্যঞ্চ সর্ব্বং বাক্যং তস্মাদ্বিদ্বদ্ভিরেবং বিচার্য্যতাম্। স্বয়ং ভগবতি তস্মিন্ প্রবেশং বিনা কথং তৎসম্ভবেদিতি। দৃশ্যতে চ তস্মাৎ

শ্রীহরিবংশমতে উপেন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৬।৩৪) জয় বিজয়ের প্রতি শাপের অবসরেও "হে ব্রহ্মণ! হে অনঘ! এক্ষনে বিপ্রশাপ দ্বারা যদুকুল ধ্বংস হইলে ইহার পর আমি তোমার ভবন হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব" (ভাঃ ১১।৬।৩১) ব্রহ্মার প্রতি এই ভগবদুক্তিতে এবং ভাঃ ১১।৬।২৭ শ্লোকে "হে ভগবন্! বৈকুণ্ঠকিঙ্করগণকে পালন করুন" ব্রহ্মার এই প্রার্থনাতে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুসারে বিকুণ্ঠাপুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। কোথাও ক্ষীরোদশায়ী, কোথাও পুরুষ অর্থাৎ মহাবিষ্ণু, কাহারও মতে নারায়ণ ঋষি, আবার বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্রে লক্ষ্মণকে বলরাম বলিয়া উক্ত হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র, আর কোথাও বা নারায়ণের কেশ শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ইত্যাদি নানাপ্রকারে সিদ্ধান্ত শুনা যায়। এরূপ একটি শাস্ত্রবাক্যকে সম্যক্ বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্য শাস্ত্রবাক্যসমূহ স্খলিত হয়। এখানে যেহেতু সকল বাক্য সত্য, সেইহেতু বিদ্বান্‌গণকে এবংবিধ মীমাংসা গ্রহণ করিতে হইবে যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অপর সমুদয় অবতারের প্রবেশ ব্যতীত কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে? ৭ তাঁহাতে

---

৭ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার সময়ে উপেন্দ্রাদি অবতারগণ তাঁহাতে

কেষাঞ্চিদংশানাং পুনরাবির্ভাবঃ। যথা প্রদ্যুম্নাদীনাম্। অতএব বিকুণ্ঠাসুতস্য প্রবেশাভিপ্রায়েণৈব শিশুপালদন্তবক্রয়োঃ শ্রীকৃষ্ণ-সাযুজ্যমেব তদানীং জাতম্। পুনরবতারলীলাসমাপ্তৌ শ্রীবিকুণ্ঠা-সুতে স্বধামগতে পার্ষদত্বপ্রাপ্তিঃ। যথোক্তং শ্রীনারদেন। বৈরানু-বন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতু-র্বিষ্ণুপার্ষদাবিতি তথা হরিবংশে চ। ক্ষীরোদশায়িনো মুকুটে দৈত্যাপহৃতে দৈত্যমারণায় গরুড়ো যাবৎ কৃতবিলম্বস্তাবৎ শ্রীকৃষ্ণো-

---

প্রবিষ্ট কোন কোন অংশাবতার প্রকট লীলার সময়ে তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন দেখা যায় যথা—প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি।

অতএব শ্রীকৃষ্ণে বিকুণ্ঠাপুত্রের (বৈকুণ্ঠ দেবের) প্রবেশ প্রদর্শনের অভি-প্রায়েই নিহত শিশুপাল ও দন্তবক্রের শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য প্রাপ্তি হইয়াছিল এবং পুনরায় অবতার লীলার সমাপ্তি হইলে শ্রীবিকুণ্ঠাপুত্র স্বীয় ধামে গমন করিলেন ও তখন শিশুপাল ও দন্তবক্র জয় বিজয়রূপে তদীয় পার্ষদত্ব লাভ করেন এবিষয়ে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—সেই বিষ্ণুর পার্ষদ দুইজন শত্রুভাবের আবেশ হেতু তীব্র চিন্তা দ্বারা অচ্যুতের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে গমন করিয়াছিলেন (ভাঃ ৭।১।৪৬)।

শ্রীহরিবংশে ক্ষীরোদশায়ীর শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ সম্বন্ধে প্রমাণ যথা—দৈত্য কর্তৃক ক্ষীরোদশায়ীর মুকুট অপহৃত হইলে দৈত্যকে বিনাশ পূর্ব্বক মুকুট

প্রবেশ করেন, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপেন্দ্রাদির অবতার-রূপে উক্ত গ্রন্থসমূহে বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ উপেন্দ্রাদির অবতার নহেন কিন্তু তিনি সর্ব্বাবতারী—স্বয়ং ভগবান্। এইজন্য তাঁহাতে সর্ব্বা-বতারের প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। এরূপ মীমাংসা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে উক্ত ভিন্ন ভিন্ন বাক্যসমূহের অর্থ সঙ্গতি করা যায় না। একটি শাস্ত্র মানিলে অন্য শাস্ত্র উপেক্ষিত হয়।

হ্যবততার ততশ্চাসৌ মুকুটমাহৃত্য তত্র চোর্দ্ধলোকে কুত্রাপি ভগবন্তমদৃষ্ট্বা গোমন্তশিরসি শ্রীকৃষ্ণায়ৈব সমর্পিতবানিতি প্রসিদ্ধেঃ। অতো যথা ক্রমমুক্তিমার্গেঽর্চ্চিরাদিক্রম এবাঙ্গী নাড়ীরশ্ম্যাদিবিবিধ-ক্রমস্তু তদঙ্গত্বেনৈব প্রস্তূয়তে তদ্বদিহাপীতি। "অর্চ্চিরাদিনা তৎ-প্রথিতেরিত্যেষ" ন্যায়োঽত্র দৃষ্টান্তয়িতব্যঃ। তদেতদেবাহ—

আহরণে গরুড়কে বিলম্ব করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর গরুড় মুকুট আহরণ করিয়া সেখানে ও ঊর্দ্ধলোকে কোথায়ও ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ীকে না দেখিয়া গোমন্ত পর্ব্বতের মস্তকে (দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত বিশেষ) অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকেই সমর্পণ করিলেন।" এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে (এই প্রসঙ্গ দ্বারাই ক্ষীরোদশায়ীর শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ প্রমাণিত হইল)। অতএব—যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদে জীবের ক্রম মুক্তিমার্গে গমনের কথা আছে তাহাতে যেরূপ—ব্রহ্মলোকে গমনে অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রধান অর্থাৎ অঙ্গী আর ব্রহ্মলোক গমনের পথ নাড়ীরশ্মি প্রভৃতি বিবিধ ক্রম তাঁহার অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে তদ্রূপ এস্থলেও (শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ মুখ্য অর্থাৎ অঙ্গী আর তাঁহাতে প্রবিষ্ট উপেন্দ্রাদি অবতারগণের অবতরণ গৌণ জানিতে হইবে। 'অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ' (৪।৩।১ ব্রহ্মসূত্র) এই ন্যায় এখানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। *

---

* অর্চ্চিরাদি ক্রমটী এইরূপ যথা—ব্রহ্মোপাসকগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা ক্রমে অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, বৎসর, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতের অভিমানী দেবগণের লোকে গমন করেন। পরে ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত অমানব (পার্ষদ) পুরুষ উপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন করিলে জীব এই সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসে না। এইটী মুক্তির ক্রমমার্গ। নাড়ী রশ্মি প্রভৃতি ক্রম যথা—ব্রহ্মোপাসক সুষুম্না নাম্নী নাড়ী দ্বারা শরীর হইতে বহির্গত হইয়া

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবান্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥ ৯০ ॥

সাক্ষাদ্ভগবানেব ত্বমবতীর্ণোঽসি। ভগবত এব বৈভবমাহ। ব্রহ্ম **ত্বং পরমব্যোমাখ্যো** বৈকুণ্ঠস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষোঽপি ত্বমিতি। **ভগবানপি কথন্তু** ত্বং সন্নবতীর্ণঃ স্বেচ্ছয়োপাত্তানি ততস্তত আকৃষ্টানি **পৃথগ্বপূংষি** নিজতত্তদাবির্ভাবা যেন তথাভূতঃ সন্নিতি ॥ ১১ ॥ ১১ ॥ **শ্রীউদ্ধবঃ** শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৯০ ॥

শ্রীকৃষ্ণে অংশাবতারগণের প্রবেশের বিষয় (ভাঃ ১১।১১।২৮) **শ্রীউদ্ধবের বাক্যে** প্রকাশিত আছে—আপনি ব্রহ্ম, আপনি পরব্যোম, আপনি **প্রকৃতির** অতীত পুরুষ ভগবান্ আপনি স্বেচ্ছায় নিজের পৃথক্ পৃথক্ **শরীরকে আত্মসাৎ** করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা—সাক্ষাৎ ভগবান্ই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবানেরই **বৈভব** বলিতেছেন—আপনি ব্রহ্ম, পরমব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ আপনি। **প্রকৃতির অতীত** পুরুষও আপনি। সাক্ষাদ্ভগবান্ হইয়াও তিনি কি প্রকারে **অবতীর্ণ হইয়াছেন**, তাহা বলিতেছেন—নিজ ইচ্ছানুসারে স্ব-স্বধাম হইতে **পৃথক্ বপু** অর্থাৎ নিজের আবির্ভাব উপেন্দ্র প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া **আপনি অবতীর্ণ** হইয়াছেন। শ্রীউদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে ॥ ৯০ ॥

সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন। ছান্দোগ্যে অর্চ্চি প্রথম পথ উক্ত হইয়াছে। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে অগ্নিলোকই প্রথম, বৃহদারণ্যকে বায়ুলোক প্রথম মার্গ বলিয়া বর্ণিত আছে। এইরূপ বিরোধ স্থলে অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রধান বা মুখ্য ও অন্য মার্গগুলি তাহার অঙ্গ বা গৌণ হওয়ায় সকল মার্গেরই সংগ্রহ হইল অথচ কোন মার্গই পরিত্যক্ত হইল না। সেইরূপ সকল শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা হেতু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণে অন্য অবতারের প্রবেশ নিবন্ধন তাঁহাদের অবতরণে মুখ্য গৌণ ভাব জানিতে হইবে।

তথা——স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা ।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ ৯১॥

তচ্চ জন্ম নিজতত্তদংশান্যাদায়ৈবেত্যাহ—মহদংশযুক্তঃ মহতঃ স্বস্যৈবাংশৈর্যুক্তঃ। মহান্তং বিভুমাত্মানমিত্যাদিশ্রুতেঃ। মহদ্বচ্চেতি ন্যায়প্রসিদ্ধেশ্চ। মহান্তো যে পুরুষাদয়োঽংশাস্তৈর্যুক্ত ইতি বা। লোকনাথং মহদ্ভূতমিতিবদাত্মত্বাব্যভিচারঃ। মহদ্ভিরংশিভিরংশৈশ্চ যুক্ত ইতি বা ॥৩॥১॥ বিদুরং শ্রীমদুদ্ধবঃ ॥ ৯১ ॥

সেইরূপ ভাগবত ৩।২।১৫ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের উক্তি—নিজের শান্তরূপ দেবাদি, অশান্তরূপ দৈত্যাদি কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে দয়ার্দ্রচিত্ত আপনি জন্ম রহিত হইয়াও আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যেমন মহাভূতরূপে নিত্যসিদ্ধ অগ্নি কাষ্ঠসমূহে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ মহদংশযুক্ত অর্থাৎ মহৎ স্রষ্ঠা পুরুষের অংশ মৎস্যাদি অবতারগণের সহিত আপনি আবির্ভূত হয়েন।

ব্যাখ্যা—তাঁহার সেই জন্ম নিজ অংশসকল গ্রহণ করিয়াই হইয়া থাকে এইজন্য বলিতেছেন—মহদংশ যুক্ত—মহতের অর্থাৎ নিজেরই অংশসমূহ দ্বারা যুক্ত। "মহান্ বিভুঃ আপনাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, মহান্ ভগবান্ নিজেই মহৎ পদবাচ্য। বেদান্তে 'মহদ্বচ্চ' (১।৪।৭ ব্রহ্মসূত্র) এই ন্যায়ানুসারেও মহৎ পদে পরমাত্মা (ভগবান্ ও জীব) প্রসিদ্ধ, (সাংখ্য প্রসিদ্ধ মহৎ তত্ত্ব নহে)। অথবা মহান্ যে পুরুষাদি অংশ তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ। "লোকনাথ মহদ্ভূত" এই বিষ্ণুসহস্রনাম স্থলে যেমন আপনার (ভগবানের) মহৎ স্বরূপের অভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্রূপ মহদংশযুক্ত শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে নিজ অংশ সকল মিলিত হইলে তাঁহার স্বরূপের কোন বিপর্য্যয় হয় না তাহা প্রদর্শিত হইল। কিংবা—মহান্ অংশী ও অংশসমূহের সহিত সম্মিলিত—'মহদংশযুক্ত', এই অর্থ হইবে। শ্রীমান্ বিদুরকে উদ্ধব বলিতেছেন ॥ ৯১ ॥

তথৈবমথাহমংশভাগেনেত্যাদাবপ্যেবং ব্যাখ্যেয়ম্। অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র তেন পরিপূর্ণরূপেণ। অংশানাং ভজনেন লক্ষিতো বা প্রাপ্স্যামীতি প্রকটলীলাভিপ্রায়েণ ভবিষ্যন্নির্দেশঃ। অতএব তদবতারসময়ে যুগাবতারশ্চ স এবেত্যভিপ্রেত্যাহ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৯২॥

অস্য তব পুত্রস্য প্রতিযুগং তনূঃ প্রকটয়তো যদ্যপি শুক্লাদয়স্ত্রয়োঽপ্যন্যে বর্ণা আসন্ তথাপি ইদানীমস্য প্রাদুর্ভাববতি অস্মিন্ দ্বাপরে তু স শুক্লো যুগাবতারস্তথা রক্তঃ পীতোঽপি এতদপ্যুপলক্ষ-

---

মহদংশ পদের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইরূপ 'অথাহমংশভাগেন' ইত্যাদি (ভাঃ ১০।২।৯) শ্লোকেরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যথা—অংশ সমূহের ভাগ—ভজন—প্রবেশ যাঁহাতে সেই পরিপূর্ণরূপে। অথবা অংশ সমূহের যিনি ভজন (প্রবেশ) দ্বারা লক্ষিত হয়েন তিনি অংশভাগ। 'প্রাপ্স্যামি' এই ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতে বোধ হইতেছে যে প্রকট লীলার অভিপ্রায়ে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অতএব—তাঁহাতে সকল অবতারের প্রবেশ হেতু শ্রীকৃষ্ণের অবতার সময়ে তিনিই যুগাবতার হইয়া থাকেন এই অভিপ্রায়ে শ্রীগর্গাচার্য্য শ্রীনন্দ মহারাজকে বলিতেছেন—"প্রতিযুগে আপনার পুত্র স্বীয় শ্রীমূর্ত্তিসমূহের প্রকট করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আপনার পুত্রের শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হইয়াছেন।" ব্যাখ্যা—প্রতিযুগে শরীর প্রকটনকারী আপনার পুত্রের যদিও অপর শুক্লাদি বর্ণ আছে তথাপি ইদানীং—ইহাঁর প্রাদুর্ভাববিশিষ্ট এই দ্বাপরে কিন্তু সেই শুক্ল যুগাবতার (সত্য), তথা রক্তবর্ণ (ত্রেতা) ও পীতবর্ণ (কলি) এবং ইহাঁদের উপ-

ণম্ অন্য দ্বাপরযুগাবতারঃ শুকপক্ষবর্ণোঽপি কৃষ্ণতামেব গত এতস্মিন্নন্তর্ভূত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ কৃষ্ণীকর্তৃত্বাৎ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্বাকর্ষকত্বাচ্চ কৃষ্ণ ইত্যেকমস্য নামেতি প্রাকরণিকোঽপ্যর্থঃ শ্রেয়ান্। তথাচ শ্রীকরভাজনেন যুগাবতারোপাসনায়ামুক্তম্।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ইতি॥

লক্ষণের জন্য অন্য দ্বাপরযুগের শুকপক্ষাবতারও কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ইহাঁর অন্তর্ভূত হইয়াছেন। অতএব অপর বর্ণসমূহের কৃষ্ণবর্ণ করার কর্তাও স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ এবং সকলের আকর্ষক হেতু ইহাঁর 'কৃষ্ণ' এই এক নাম। এই প্রকরণ প্রাপ্ত অর্থও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীগর্গাচার্যের ন্যায় শ্রীকরভাজন কর্তৃক যুগাবতারগণের উপাসনার বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, "দ্বাপর যুগে ভগবান্ অতসীকুসুমতুল্য শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র পরিহিত ও চক্রাদি—নিজ আয়ুধযুক্ত, শ্রীবৎস ও (বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে দক্ষিণাবর্ত রোমরাজি) হস্ত পদাদিগত পদ্মাদি চিহ্নে চিহ্নিত এবং কৌস্তুভাদি বিভূষিতরূপে উপলক্ষিত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! সেইকালে পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু মনুষ্যগণ ছত্র চামরাদিযুক্ত মহারাজরূপে উপলক্ষিত সেই পুরুষকে বেদ ও তন্ত্রের বিধি অনুসারে যজন করিয়া থাকেন। হে বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার, হে সঙ্কর্ষণ! আপনাকে নমস্কার; হে প্রদ্যুম্ন! হে অনিরুদ্ধ! হে ভগবন্ আপনাকে নমস্কার (ভাঃ ১১।৫।২৭-২৯)। এই প্রকরণে

অত্র শ্রীকৃষ্ণত্বে লিঙ্গং মহারাজোপলক্ষণমিতি বাসুদেবেত্যাদি চ শ্রীহরিবংশোক্তরাজরাজাভিষেকাৎ দ্বারকায়াং চতুর্ব্যূহত্বপ্রসিদ্ধেঃ॥ ১০।৮। গর্গঃ শ্রীনন্দম্॥ ৯২॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বে সুষ্ঠু নির্দ্ধারিতে নিত্যমেব তদ্রূপত্বেনাবস্থিতিরপি স্বয়মেব সিদ্ধা। তথাপি মন্দধিয়াং ভ্রান্তিহানার্থমিদং বিবিয়তে। তত্র তাবদারাধনাবাক্যেনৈব সা সিদ্ধ্যতি। আরাধ্যস্যাভাবে আরাধনানোদনায়া বিপ্রলিপ্সাজন্যত্বাপত্তেঃ। তচ্চ পরমাপ্তে শাস্ত্রে ন সম্ভবতি। সম্ভবে চ পুরুষার্থাভাবাৎ শাস্ত্রানর্থ-

---

দ্বাপরযুগের উপাস্যরূপে শ্রীকৃষ্ণই যে উপদিষ্ট হইয়াছেন তাহার হেতু (প্রমাণ) —মহারাজোপলক্ষণ (ছত্রচামরাদি) ও বাসুদেব ইত্যাদি নাম। কারণ শ্রীহরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব্বের ৫০ অধ্যায়ে) রাজরাজাভিষেক বর্ণিত হইয়াছে, আর দ্বারকায় তাঁহার চতুর্ব্যূহত্ব প্রসিদ্ধ আছে (ভাঃ ১০।৮।১৩)॥ গর্গ শ্রীনন্দকে॥ ৯২॥

শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি।

এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা উত্তমরূপে নির্দ্ধারিত হইল বলিয়া সর্ব্বদা সেইরূপে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) অবস্থিতিও স্বয়ং—বিচার ব্যতীত নিষ্পন্ন হইল। তথাপি মন্দবুদ্ধিগণের ভ্রান্তি বিদূরিত করিবার নিমিত্ত এই বিবরণ (বিচার) প্রদত্ত হইতেছে। এবিষয়ে অধিক প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন, কেবল আরাধনাবাক্য দ্বারা তাঁহার সেইরূপে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) নিত্য অবস্থিতি সিদ্ধ হয়। কারণ, আরাধ্য দেবতার (নিত্য অবস্থানের) অভাবে যে আরাধনার বিধান তাহা বঞ্চনার ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত ইহা বলিতে হয়। তাহা পরম বিশ্বাসপাত্র শাস্ত্রের পক্ষে অসম্ভব। আর যদি বল শাস্ত্রের বঞ্চনা করা সম্ভবও হয়, তবে তাহার দ্বারা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং শাস্ত্রের আনর্থক্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ যে বস্তু নাই তাহার প্রাপ্তির

ক্যম্। আরোপশ্চ পরিচ্ছিন্নগুণরূপ এব বস্তুনি কল্প্যতে নানন্তগুণরূপে। শ্রীস্বামিচরণৈরপীদমেব পুষ্টমেকাদশসমাপ্তৌ ধারণাধ্যানমঙ্গলমিত্যত্র ধারণায়া ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ম্ ইতরথা তয়োর্নির্বিষয়ত্বং, দৃশ্যতে চাদ্যাপ্যুপাসকানাং সাক্ষাৎকারস্তৎফলপ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ। শ্রূয়তে চৈবং পঞ্চমে নবস্ব বর্ষেষু তত্তদবতা-

---

উপায় কীর্ত্তন করা নিষ্ফল। যে বস্তুর গুণ ও রূপ সীমাবদ্ধ, তাহাতে আরোপ কল্পনা করা যায়, কিন্তু যে বস্তুর গুণ ও রূপ অনন্ত অসীম, তাহাতে আরোপ কল্পনা করা যায় না। একাদশ স্কন্ধের শেষে "ধারণাধ্যানমঙ্গলম্" এই (১১।৩১।৫) শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতির সিদ্ধান্তকে দৃঢ়মূল করিয়াছেন। যথা—

"লোকাভিরামাং স্বতনুং ধ্যারণাধ্যানমঙ্গলম্।"

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণরূপই ধারণা ও ধ্যানের শোভন—সুন্দর বিষয়। এইরূপের নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে ধারণা ও ধ্যানের নির্ব্বিষয়তার আপত্তি হয়। অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি যদি না'ই থাকে, তাহা হইলে ধ্যান ও ধারণা কাহার হইবে? অদ্যাপিও উপাসকগণের শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার এবং তাহার ফল প্রাপ্তি দেখা যায়। * এইরূপ পঞ্চম স্কন্ধের (৫।১৭।১৪) শ্লোকে নাভিও কিংপুরুষাদির নামানুসারে বিভক্ত জম্বুদ্বীপের নয়টী বর্ষে ভগবানের সেই সেই

---

* ভগবৎ সাক্ষাৎকারের ফল—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ (ভাঃ ১।২।২১)

অর্থ—ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের হৃদয় গ্রন্থি অবিদ্যার ধ্বংস হয় ও অসম্ভাবনাদিরূপ সন্দেহ রজ্জু ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

রোপাসনাদি। যথোক্তম্—নবস্বপি বর্ষেষু ভগবন্নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্মতত্ত্বব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি সন্নিধীয়তে ইতি। সন্নিধানঞ্চেদং সাক্ষাদ্রূপেণ শ্রীপ্রদ্যুম্নাদৌ গতিবিলাসাদের্বর্ণিতত্বাৎ। তত্র চাত্মনা স্বয়মেবেত্যুক্তম্। তথা নিত্যত্বে এব শালগ্রামশিলাদিষু নরসিংহত্বাদিভেদশ্চ সংগচ্ছতে। তত্তদবতারসান্নিধ্যাদেব হি তত্তদ্ভেদঃ। তথা শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্যাপি গীতং শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামপ্রারম্ভে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—তস্য হৃষ্টাশয়ঃ স্তুত্যা বিষ্ণুর্গোপাঙ্গনাবৃতঃ। তাপিঞ্ছশ্যামলং রূপং পিঞ্ছোত্তংসমদর্শয়দিতি। অগ্রে চ তদ্বাক্যম্—মামবেহি মহাভাগ কৃষ্ণং কৃত্যবিদাম্বর। পুরস্কৃতোঽস্মি ত্বদ্ভক্ত্যা পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথা ইতি। তথা পাদ্মে নির্ম্মাণখণ্ডে, পশ্য

অবতারের উপাসনাদি শ্রুত হয়। যথা—ভগবান্ নারায়ণ মহাপুরুষ নয়টী বর্ষেই পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত নিজ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া আছেন।

এই সন্নিধান সাক্ষাৎরূপে (প্রতিমাদি রূপে নহে)। কারণ এই সকল বর্ষে শ্রীপ্রদ্যুম্ন প্রভৃতির গতিবিলাসাদি বর্ণিত হইয়াছে। সেই বাক্যেও "আত্মনা" এই পদ দ্বারা নিজেই যে সন্নিহিত হয়েন ইহা উক্ত হইল। ভগবদ্রূপ নিত্য বলিয়াই শালগ্রাম শিলা প্রভৃতির নৃসিংহাদি নামভেদ সঙ্গত হইতেছে। নৃসিংহাদি বিভিন্ন অবতারের শালগ্রামশিলাদিতে সন্নিধানবশতঃ তাঁহার সেই সেই নাম (নরসিংহাদি সংজ্ঞা) ভেদ হয়।

উক্ত পঞ্চম-স্কন্ধ-বচনের ন্যায় শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তদ্রূপ বর্ণনা দেখা যায়—"তাঁহার স্তুতিতে হৃষ্টচিত্ত বিষ্ণু গোপাঙ্গনাসমূহে বেষ্টিত হইয়া মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও তমালের ন্যায় শ্যামরূপ দেখাইলেন।" এই শ্লোকের পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—"হে মহাভাগ! কার্য্যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ! আমাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিবে। তোমার ভক্তিতে আমি

ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতমিতি শ্রীভগবদ্বাক্যানন্তরং ব্রহ্ম-বাক্যম্—ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্। গোপকন্যা-বৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ। কদম্বমূল আসীনং পীতবাস-সমুদ্ভুতম্। বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লবমণ্ডিতমিত্যাদি। ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরজপ-প্রসঙ্গে—অহর্নিশং জপেদ্‌যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্। ইতি। গৌতমীয়ে চ সদাচার প্রসঙ্গে—অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিশ্চৈবম্—তদুহোবাচ ব্রহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তা-

---

সন্তুষ্ট হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তোমার মনোরথ সকল পূর্ণ হউক্।"

পদ্মপুরাণের নির্ম্মাণখণ্ডে সেইরূপ বর্ণনা দেখা যায়—"তোমাকে বেদ গোপিত (গোপনীয়) স্বরূপ দেখাইতেছি, দর্শন কর। শ্রীভগবানের এই বাক্যের পর ব্রহ্মার বাক্য—"হে রাজন্! অনন্তর আমি কদম্বমূলে উপবিষ্ট, গোপকন্যাগণে পরিবৃত, গোপবালকগণসহ হাস্যনিরত, পরিধানে পীতবসন, কৃষ্ণমেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বালককে দেখিলাম এবং নব পল্লব মণ্ডিত বৃন্দাবন নামক বন দর্শন করিলাম ইত্যাদি।"

ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে শ্রীমদষ্টাদশক্ষর-মন্ত্র-জপ প্রসঙ্গে—মন্ত্রে দিক্ষিত যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে অহর্নিশ এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি গোপবেশধর হরিকে দর্শন করেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

গৌতমীয় তন্ত্রে সদাচার প্রসঙ্গে—মন্ত্র-দিক্ষিত ব্যক্তি সংযতচিত্তে অহর্নিশ মন্ত্র জপ করিবেন। যিনি এইরূপ জপ করেন তিনি গোপবেশধর শ্রীহরিকে দর্শন করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিও এইরূপ,—সনকাদি মুনিগণকে "ব্রহ্মা বলিলেন

দাবির্ব্বভূবেতি। সিদ্ধনির্দ্দেশোঽপি শ্রূয়তে যথা—বন্দে বৃন্দাবনা-সীনমিন্দিরানন্দমন্দিরমিতি বৃহন্নারদীয়ারম্ভে মঙ্গলাচরণম্। দ্বার-কায়াঃ সমুদ্ভূতং সান্নিধ্যং কেশবস্য চ। রুক্মিণীসহিতঃ কৃষ্ণো নিত্যং নিবসতে গৃহে॥ ইতি স্কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে বলিং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্। ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে॥ ইতি পাদ্মকার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে তৎপ্রাতঃস্নানার্ঘ্যমন্ত্রঃ। এবঞ্চ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদয়ো মন্ত্রাস্তত্তৎপরিকরাদিবিশিষ্টতয়ৈবারাধ্যত্বেন সিদ্ধনির্দ্দেশমেব কুর্ব্বন্তি।

—আমার কর্ত্তৃক অনবরত চিন্তিত ও স্তুত হইয়া পরার্দ্ধকালাবসানে গোপবেশ-ধর জাগরিত হইলেন এবং আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন" (তাপনী পূর্ব্ব বিভাগ ২৭ শ্রুতি)। সিদ্ধনির্দ্দেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি বিষয়ে শাস্ত্রবচনও শ্রুত হয়। * যথা—বৃহন্নারদীয় পুরাণের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ —'বৃন্দাবনে উপবিষ্ট লক্ষ্মীর আনন্দভবন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।'

স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে—বলির প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য—দ্বারকায় কেশবের সান্নিধ্য সমুৎপন্ন হয়। তথায় রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণ গৃহে নিত্য বাস করিতেছেন। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে প্রাতঃস্নানে তাঁহার অর্ঘ্য মন্ত্র—হে হরে! কার্ত্তিক মাসে যথাবিধি স্নাত ও ব্রতাচরণকারী আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য রাধার সহিত আপনি গ্রহণ করুন।

এইরূপ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রসমূহ সেই সেই মন্ত্রের অর্থ ধারণা নির্দ্দিষ্ট

---

* সাধন ফলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বিষয় বলিয়া পুনঃ সিদ্ধ নির্দ্দে-শের তাৎপর্য্য এইযে,—যদি শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যসিদ্ধরূপে অবস্থিতি প্রমাণিত না হয়, তবে মায়াবাদিগণ তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্মের গুণোপহিত সাময়িক আবি-র্ভাব বলিয়া তর্ক তুলিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইবেন।

তদাবরণাদিপূজামন্ত্রাশ্চ। কিং বহুনা কর্ম্মবিপাকপ্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রেঽপি তথা শ্রূয়তে। যদাহ বৌধায়নঃ—হোমস্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যো গোবিন্দপ্রীতয়ে ততঃ। ইত্যাদ্যনন্তরং, গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ কংসাসুরঘ্ন ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য। গোদানতৃপ্তঃ কুরু মে দয়ালো অর্শোবিনাশং ক্ষপিতারিবর্গ ইতি। অন্যত্র চ যথা—গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ বিধ্বস্তকংস ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য। গোবর্দ্ধনাদিপ্রবরৈকহস্তসংরক্ষিতাশেষগবপ্রবীণ। গোনেত্রবেণুক্ষপণ প্রভূতমান্ধ্যং তথোগ্রং তিমিরং ক্ষিপাশ্বিতি। স্পষ্টঞ্চ তথাত্বং শ্রীগোপালতাপন্যাম্—গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং

পরিকরগণবিশিষ্ট আরাধ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহার আবরণাদি দেবতা সকলের পূজা মন্ত্র সমূহও সেইরূপ সিদ্ধ নির্দ্দেশই করিয়া থাকেন। অধিক বিচারের প্রয়োজন কি? কর্ম্ম বিপাক-প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রেও সেই প্রকার (শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতির বিষয়) শুনা যায়। যেহেতু (স্মৃতিশাস্ত্রকর্ত্তা) বৌধায়ন বলিয়াছেন—"অনন্তর গোবিন্দের প্রীতির নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ হোম করিবে", ইত্যাদির পর "হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে ঈশ্বর! হে কংসাসুরঘাতিন্! হে সুরেন্দ্রপূজ্য! হে দয়ালো! হে শত্রুবর্গ ক্ষয়কারিন্! আপনি গোদানে প্রীত হইয়া অর্শরোগ বিনাশ করুন।" বৌধায়ন স্মৃতির অন্যত্রও যথা—"হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে ঈশ! হে কংসবিধ্বংসিন্! হে দেবেন্দ্র পূজ্য! আপনি একহস্তে পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ দ্বারা সমস্ত গো-রক্ষায় প্রবীণ। হে গোনেত্র বেণুক্ষপণ! প্রচুর অন্ধতা ও উগ্র তিমির (চক্ষুরোগ) সত্বর দূর করুন।

শ্রীগোপালতাপনীতেও (ব্রহ্মার উক্তিতে) শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্য অবস্থানের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে—"বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে উপবিষ্ট সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি

সমরুদ্গণোঽহং তোষয়ামীতি। অতএব পুরস্কৃতোঽস্মি ত্বদ্ভক্ত্যে-ত্যেবোক্তমিতি। অলঞ্চৈবম্বিধপ্রমাণসংগ্রহপ্রপঞ্চেন। যত-শ্চিচ্ছক্ত্যেকব্যঞ্জিতানাং তৎপরিচ্ছদাদীনামপি তথা নিত্যাবস্থিতি-ত্বেনাবির্ভাবতিরোভাবাবেব দ্বিতীয়সন্দর্ভে সাধিতৌ স্তঃ, সর্ব্বথোৎ-পত্তিনাশৌ তু নিষিদ্ধৌ, ততস্তদবতারাণাং কিমুত স্বয়ং ভগবতো বা তস্য কিমুততরামিতি। যথা চ ব্যাখ্যাতং, জগৃহে পৌরুষং রূপ-মিত্যত্র তত্ত্ববাদগুরুভিঃ; ব্যক্ত্যপেক্ষয়া জগৃহে। তথাহি তন্ত্র-ভাগবতে—অহেয়মনুপাদেয়ং যদ্রূপং নিত্যমব্যয়ম্। স এবাপেক্ষ্য-

---

শ্রীগোবিন্দকে মরুদ্গণ সহিত আমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিতেছি (পূর্ব্বতাপনী ৩৫ শ্রুতিঃ)। অতএব (ব্রহ্মার এইপ্রকার উপাসনা হেতু) শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট আমি তোমার সম্মুখে উপনীত হইয়াছি।"

এইপ্রকার প্রমাণ সংগ্রহের বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যেহেতু ভগবৎসন্দর্ভে একমাত্র চিৎশক্তি দ্বারা প্রকটিত শ্রীভগবানের পরিচ্ছদাদিরও শ্রীভগবৎ-স্বরূপের ন্যায় নিত্য অবস্থান হেতু তৎসমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় সেই সকলের সর্ব্বথা উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ইহা সাধিত হইয়াছে। সুতরাং (ভগবৎপরিচ্ছদাদির যখন নিত্যস্বরূপে অবস্থানের কথা সিদ্ধান্তিত হইল তখন) সেই সেই ভগবদবতারগণের সেই সেই রূপে নিত্য অবস্থানের কথায় সংশয় বা কেন? আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি বিষয়ে সন্দেহ বা কেন?

তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদও "পৌরুষ রূপ গ্রহণ করিলেন" এস্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—ব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাব তাৎপর্য্যেই 'গ্রহ' ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে, আগন্তুক রূপের উৎপত্তির অভিপ্রায়ে নহে। তৎকৃত তন্ত্রভাগবতেও আছে—"যে রূপ ত্যাগ বা গ্রহণ করা যায় না, যাহা নিত্য ও অবিনাশি তাহা সমস্ত রূপের অপেক্ষ্য অর্থাৎ আশ্রয়। অপেক্ষ্য রূপ

রূপাণাং ব্যক্তিমেব জনার্দ্দনঃ। অগৃহ্নাদ্ব্যসৃজচ্চেতি রামকৃষ্ণাদিকাং তনুম্। পঠ্যতে ভগবানীশো মূঢ়বুদ্ধিব্যপেক্ষয়া। তমসা হ্যপগূঢ়স্য যত্তমঃপানমীশিতুঃ। এতৎ পুরুষরূপস্য গ্রহণং সমুদীর্য্যতে। কৃষ্ণ-রামাদিরূপাণাং লোকে ব্যক্তিব্যপেক্ষয়েতি। এবমেব প্রথমে দ্বাদশাধ্যায়ে বিধূয়েত্যাদি পদ্যে স্বামিভিরপি ব্যাখ্যাতম্—যত্র দৃষ্টস্তত্রৈবান্তর্হিতঃ নত্বন্যত্র গতঃ। যতো বিভুঃ সর্ব্বগত ইতি। তথা মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ—বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধো-

---

সকলের অভিব্যক্তিই সেই জনার্দ্দন।" ভগবান্ ঈশ্বর রামকৃষ্ণাদি মূর্ত্তি গ্রহণ ও ত্যাগ করেন এইরূপ যে শাস্ত্রে পঠিত হয় তাহা কেবল মূঢ়বুদ্ধি জনগণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। যেরূপ অন্ধকার দ্বারা আবৃত সূর্য্যের অন্ধকার অপসারণকে, অজ্ঞ ব্যক্তি অস্তগত সূর্য্যের উদয় মনে করে, বস্তুতঃ সর্ব্বদা বিদ্যমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই, যেহেতু জ্যোতিশ্চক্রের গতি বশতঃ তাঁহার দর্শন ও অদর্শন হয় (ভাঃ ৫।২১।৯ শ্রীধর টীকা দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ যোগমায়া সমাবৃত শ্রীভগবানের অপ্রকট লীলা হইতে জগতে কৃষ্ণরামাদি রূপের অভিব্যক্তিকে "পুরুষরূপের গ্রহণ" বলে। সেই গ্রহণ, লোকলোচনের ব্যবধানে অবস্থিত রূপের জগতে প্রকাশ মাত্র, সৃষ্টি নহে। প্রথমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে—

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুব্বিভুঃ।
মিষতো দশমাস্যস্য তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ॥ ভাঃ ১।১২।১১

শ্রীধর স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—ব্রহ্মাস্ত্র হইতে গর্ভস্থিত পরীক্ষিৎকে রক্ষার্থ আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন অন্যত্র গমন করিয়া অন্তর্হিত হন নাই, যেহেতু তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বগত।

এইরূপ মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে প্রমাণিত চতুর্ব্বেদ শিখা-শ্রুতি যথা—আমি

হহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমমিতোঽহমনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি চতুর্ব্বেদ-শিখায়াম্। তথাচ শ্রীনৃসিংহপুরাণে—যুগে যুগে বিষ্ণুরনাদিমূর্ত্তি-মাস্থায় বিশ্বং পরিপাতি দুষ্টহেতি। তথা চ নৃসিংহতাপন্যাং তদ্ভাষ্য-কৃদ্ভির্ব্যাখ্যাতম্—এতন্নৃসিংহবিগ্রহং নিত্যমিতি। শ্রুতিশ্চ সেয়ম্—ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহমিতি। এবঞ্চ ব্রাহ্মপাদ্মোত্তরখণ্ডাদাবপি শ্রীমৎস্যদেবাদীনাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠা-দিলোকাঃ শ্রূয়ন্তে। এবমেব জলেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্ত্তিরিতি

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—আমি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী;—আমি শত প্রকারে—সহস্র প্রকারে প্রকটিত হই; আমি অমিত আমি অনন্ত। এই অবতার-গণের জন্ম ও মৃত্যু নাই। ইঁহাদের অজ্ঞান হেতু বন্ধ নাই, মুক্তি নাই এবং ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমর, পরম ও পরমানন্দস্বরূপ।

শ্রীনৃসিংহপুরাণে—দুষ্টনাশক বিষ্ণু যুগে যুগে নিত্য শরীর অবলম্বন করিয়া বিশ্ব পরিপালন করেন। নৃসিংহতাপনী উপনিষদে ভাষ্যকার শ্রীশঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এই নৃসিংহ শরীর নিত্য। সেই শ্রুতিটী এই—শ্রীনৃসিংহ বিগ্রহ ঋত (সত্য), সত্য (সমদর্শী), পর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), ব্রহ্ম (ব্যাপক) পুরুষ।

এইপ্রকার ব্রহ্মপুরাণে ও পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড প্রভৃতিতে শ্রীমৎস্যদেব প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠাদি ধামের কথা শুনা যায় এইরূপেই অর্থাৎ মৎস্যাদি বিগ্রহের নিত্যত্ব অঙ্গীকারেই "আমাকে জলে মৎস্য মূর্ত্তি রক্ষা

নারায়ণবর্ম্মাদ্যুক্তমপি সংগচ্ছতে। তস্মাৎ স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণেঽপ্যন্যথা সম্ভাবনমনাদিপাপবিক্ষেপ এব হেতুঃ। তদেবমভিপ্রেত্য তান্ দুর্ব্বুদ্ধীনপি বোধয়িতুং তস্য স্বোপাস্যত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ— পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিরিতি ॥ ৯৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥২৬॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯৩ ॥

তথা। দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষেত্যাদৌ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবামিতি ॥ ৯৪ ॥

স্পষ্টম্ ॥১১॥২॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯৪ ॥

তথা—শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণসখবৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্,
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।

করুন" এই ভাগবতীয় (৬।৮) নারায়ণবর্ম্ম প্রভৃতির উক্তিও সঙ্গত হয় যেহেতু মৎস্য বিগ্রহ অনিত্য হইলে তিনি কিরূপে রক্ষা করিবেন ? সুতরাং যদি কাহারও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপের নিত্যত্ব বিষয়ে সংশয় থাকে তবে তাহার অনাদি পাপ জনিত বিক্ষেপই এরূপ সংশয়ের কারণ মনে করিতে হইবে। তাই এই অভিপ্রায়ে অর্থাৎ পাপ-মলিন চিত্ততাই সংশয়ের কারণ মনে করিয়া, তাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধিজনগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত, তাঁহার নিজ উপাস্য-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপাদন করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—"অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের পতি ও গতি আর সাধুগণের পতি শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" (ভাঃ ২।৪।২০) ॥ ৯৩ ॥

সেইরূপ "শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের যজ্ঞ নিষেধ করায় ইন্দ্র ক্রোধে বর্ষণ করিলেন" ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে শ্রীশুকদেব প্রার্থনা করিয়াছেন—গোগণের ইন্দ্র—গোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রীত হউন (ভাঃ ১০।২৬।২৫) শ্রীশুক ॥৯৪॥

গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার,
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ॥
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত,
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥ ৯৫ ॥

স্পষ্টম্ ॥১১॥২॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৯৫ ॥

অপি চ স্বয়মেব স্ববিগ্রহমেব লক্ষ্যীকৃত্যাহ। "তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে। তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ। প্রাদুরাসং বরদরাড্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া। ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুত" ইত্যুপক্রম্য "অদৃষ্ট্বান্যতমং

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন সখ! হে যদুশ্রেষ্ঠ! হে পৃথিবীপীড়ক রাজবংশের দহন কারিন্! হে অক্ষীণ বীর্য্য! হে গোবিন্দ! হে গো, ব্রাহ্মণ ও দেবগণের দুঃখ হরণের জন্য অবতীর্ণ! হে যোগেশ্বর! হে জগদ্গুরো! আপনাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! গোপবধূগণ ও নারদাদি ভৃত্যগণ আপনার পূত কীর্ত্তি গান করেন; আপনার কথা শ্রবণে সকলেই পবিত্র হয় ও নাম শ্রবণে সকলের মঙ্গল হয়, আপনি নিজ ভৃত্যগণকে রক্ষা করুন (ভাঃ ১২।১১।২৫) শ্রীসূত ॥ ৯৫ ॥

আরও শ্রীকৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করিয়া নিজেই (শ্রীবসুদেব-দেবকীর প্রতি) বলিতেছেন—হে নিষ্পাপে! সেই সায়ম্ভুব মন্বন্তরে আপনার দুই-জনের নিরন্তর তপস্যা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা হৃদয়ে আরাধিত হইয়া আপনাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম এবং আপনাদের অভিলষিত বরদানের ইচ্ছায় বরদাতৃগণের শ্রেষ্ঠ আমি এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে আপনাদের নিকট প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম এবং আপনারা অভিমত "বর প্রার্থনা করুন" এই কথা বলিলে আমার তুল্য পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা আরম্ভ করিয়া—"স্বভাব,

লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।" অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ। তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ। উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ। তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্। জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি॥ ৯৬॥

অমুনা শ্রীকৃষ্ণস্থ মম প্রাদুর্ভাবসময়েঽত্র প্রকাশমানেনৈতেন শ্রীকৃষ্ণাখ্যেনৈব। তৃতীয় ইতি তেনৈব পূর্ব্বং বরার্থং প্রাদুর্ভাবিতে- নৈব। অতএব পৃশ্নিগর্ভাদিত্বে তেনৈব বপুষেত্যনুক্তত্বান্নতু তদা- নীমধুনেব স্বয়মেব বভূব কিন্ত্বংশেনৈবেতি গম্যতে। পৃশ্নিগর্ভস্তু তে

ঔদার্য্য ও গুণে আমার সমান অন্য কাহাকে না দেখিয়া আমি পৃশ্নিগর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়া আপনাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম।" পুনরায় আমি আপনাদের অর্থাৎ কশ্যপরূপী সুতপার ঔরষে ও অদিতিরূপিণী পৃশ্নির গর্ভে উপেন্দ্র এবং খর্ব্বাকৃতি বলিয়া বামন নামে বিখ্যাত হইয়া আবির্ভূত হইয়া- ছিলাম আর এই তৃতীয় জন্মে সেই (শ্রীকৃষ্ণ) শরীরেই বসুদেব ও দেবকী- রূপী আপনাদের পুত্র হইয়াছি। হে সতি! আমার বাক্য সত্য বলিয়া জানিবেন।

ব্যাখ্যা—'অমুনা বপুষা' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাদুর্ভাব সময়ে এই স্থানে প্রকাশমান যে শরীর, সেই শ্রীকৃষ্ণনামক শরীরেই সুতপা ও পৃশ্নির নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলাম। আমার তৃতীয় জন্মে 'তেনৈব'—পূর্ব্বে বরদানের নিমিত্ত প্রাদুর্ভাবিত শরীরেই তোমার পুত্র হইলাম। অতএব পৃশ্নিগর্ভ ও উপেন্দ্রাবতার প্রসঙ্গে 'তেনৈব বপুষা'—সেই শরীরেই এইরূপ উক্ত না হওয়ায়, তৎকালের আবির্ভাবে এইকালের আবির্ভাবের মত স্বয়ংই আবির্ভূত হন নাই, পরন্তু সেই দুই জন্মে অংশেই যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা জানা যায়।

বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পর ইত্যত্রাপ্যেতদেব গীর্দেব্যা সূচিতমস্তি। অতএব তৃতীয় এব ভবে তৎসদৃশসুতপ্রাপ্তিলক্ষণবরস্য পরমপূর্ণত্বাপেক্ষয়া তত্রৈব সত্যং মে ব্যাহৃতমিত্যুক্তং চতুর্ভুজঞ্চেদং রূপং শ্রীকৃষ্ণ এব। কৃষ্ণাবতারোৎসবেত্যাদিভিস্তস্যাত্যন্তপ্রসিদ্ধেঃ ॥১০॥৩॥ শ্রীভগবান্ দেবকীদেবীম্ ॥ ৯৬ ॥

এবঞ্চ দেবক্যাং দেবরূপিণ্যামিত্যাদি ॥ ৯৭ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥৩॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৯৭ ॥

পৃশ্নিগর্ভ ভগবানের অংশাবতারত্বে প্রমাণ দেখাইতেছেন। যথা— পূতনার বক্ষদেশ হইতে গোপীগণ কৃষ্ণকে লইয়া যে রক্ষা মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে—"পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধিকে ও ভগবান্ পরমেশ্বর অহঙ্কার তত্ত্বকে রক্ষা করুন।" এস্থলেও বাক্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী পৃশ্নিগর্ভের অংশত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সূচিত করিয়াছেন। অতএব তৃতীয় জন্মেই ভগবৎসদৃশ পুত্র প্রাপ্তিরূপ বর পরম পূর্ণ হইল বলিয়া সেইজন্মেই ভগবান্ "আমার বাক্য সত্য" এই কথা বলিলেন।

উক্ত স্থলে শ্রীদেবকী-বসুদেবকে যিনি বলিয়াছেন তিনি চতুর্ভুজ ভগবান্। আর কৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব প্রদর্শন প্রসঙ্গে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর—এই চতুর্ভুজরূপ শ্রীকৃষ্ণই হয়েন, কারণ ভাঃ ১০।৩।১১ শ্লোকের কৃষ্ণাবতারোৎসব অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হেতু উৎসব" ইত্যাদি শুকোক্তি দ্বারা এই চতুর্ভুজরূপ কৃষ্ণাবতার বলিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীভগবান্ দেবকীদেবীকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৩।৩৮-৪৩) ॥ ৯৬ ॥

এইরূপ "দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং" অর্থাৎ দেবরূপিণী দেবকীতে ইত্যাদি, ভাঃ ১০।৩।৮ শ্লোকেও পূর্ণ ভগবানের দেবকী হইতে আবির্ভাবের বিষয় বর্ণিত আছে ॥ ৯৭ ॥

ননু সত্যং তস্য চতুর্ভুজাকাররূপস্য তাদৃশত্বং, কিন্তু রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠা ইতি মাতৃবিজ্ঞাপনানুসারেণ, এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ইতি প্রত্যুত্তরযা, ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া। পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুরিত্যুক্তদিশা, যন্মানুষাকাররূপং স্বীকৃতবান্, তত্র সন্দিগ্ধমিব ভাতি। অত্র চ ভবতু বা হরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশ ইতি ত্যক্ষন্ দেহমিতি চ তন্ত্রভাগবতানুসারেণান্ত-

---

পূর্ব্বপক্ষ—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজাকাররূপের নিত্যত্ব সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় কিন্তু, 'ধ্যানের আশ্রয় তোমার এই পৌরুষ অর্থাৎ ঐশ্বরিক রূপ মাংসদর্শী—স্থূলদর্শী জনগণের প্রত্যক্ষ-গোচর করিবেন না' (ভাঃ ১০।৩।২৮) শ্রীদেবকীর কৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনানুসারে, "আমার পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করাইবার নিমিত্ত আপনাদিগকে এই রূপ প্রদর্শন করিয়াছি, অন্যথা— এই রূপ না দেখাইলে, মরণশীল লক্ষণযুক্ত—নরশিশুরূপে আবির্ভূত আমাকে আপনাদের মদ্ভব অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান হইতে পারিত না (ভাঃ ১০।৩।৪৪) দেবকীর প্রতি এই উত্তর দিয়া "ভগবান্ শ্রীহরি এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন এবং স্বেচ্ছায় বা ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ পিতা-মাতার সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাকৃত শিশু হইলেন। (প্রকৃত অর্থ—তিনি নিজ স্বভাবসিদ্ধ শিশুরূপ প্রকাশ করিলেন) ভাঃ ১০।৩।৪৬ শ্লোকের এই উক্তি অনুসারে তিনি যে মনুষ্যকার রূপ স্বীকার করিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহের ন্যায় প্রতিভাত হয়। 'ত্রিগুণের অধীশ্বর বা শক্তিত্রয়ের অধীশ্বর হরিও শরীর ত্যাগ করিলেন' ভাঃ ৩।৪।২৮ এবং প্রবৃদ্ধ নিজকুল ধ্বংসপূর্ব্বক 'স্বদেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া উপায় চিন্তা করিলেন' ভাঃ ৩।৪।২৯ এই বচন দুইটিতে যে দেহত্যাগের কথা আছে 'তন্ত্র ভাগবত (তন্ত্র ভাগবতের প্রমাণ

ৰ্দ্ধাপনার্থত্বাদসহায়ম্। যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ। কণ্টকং কণ্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্। যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরমিতি তু পরিপোষকম্। এতদেব শ্রীবসুদেববচনেনাপি লভ্যতে—সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ। নানাতনূ গগনবদ্বিদধজ্জহাসি কো বেদ ভূম্ন

---

৯৩ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) অনুসারে তাহার অর্থ 'অন্তর্ধানই' প্রকাশক বলিয়া অসহায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ উত্থাপন করা হইয়াছে তাহার পোষক হইতে পারে না, কিন্তু যেমন একটি কণ্টকের দ্বারা অপর কণ্টক উদ্ধার করা হয় পশ্চাৎ দুইটি কণ্টকই ত্যাগ করা যায়, সেইরূপ অজ যে যাদবরূপ শরীর দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। শেষে সেই যাদব শরীরও পরিত্যাগ করিলেন কারণ ভূভারও নিজ শরীর উভয়ই সংহরণ করিতে হইবে বলিয়া ঈশ্বরের পক্ষে সমানই। নট অর্থাৎ অভিনেতা যেরূপ নিজরূপে অবস্থিত হইয়াই অন্যরূপ ধারণ ও অভিনয়ান্তে তাহা পরিত্যাগ করে সেইরূপ ভগবান্ মৎস্যাদি রূপ ধারণ ও ত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে শরীর দ্বারা ভূভার হরণ করিলেন শেষে সেই শরীরও ত্যাগ করিলেন (ভাঃ ১।১৫।৩৪-৩৫)। এই বচনটী শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহের পরিপোষক হইতেছে।

শ্রীবাসুদেবের বাক্যেও উক্ত সংশয়ের পরিপোষক এই অর্থই পাওয়া যায়, যথা—"হে মহা কীর্ত্তিশালিন্! সূতিকাগৃহে আপনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আমি বস্তুতঃ জন্মরহিত হইয়াও নিজকৃত ধর্ম্ম-মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত (সুতপা পৃশ্নি, কশ্যপ অদিতি ও বসুদেব দেবকী প্রভৃতি যুগলে) প্রতি যুগে জন্মাভিনয় লীলা প্রকাশপূর্ব্বক অবতীর্ণ হই।" আর আপনি আকাশের ন্যায় অসঙ্গ হইয়াও বহু শরীর ধারণ ও ত্যাগ করেন। সর্ব্বগত

উরুগায়বিভূতিমায়ামিত্যত্র। অত্রোচ্যতে। তত্তদ্বচনমন্যার্থত্বেন দৃশ্যমিতি। একস্মিন্নেব তস্মিন্ শ্রীবিগ্রহে কদাচিৎ চতুর্ভুজত্বস্য কদাচিদ্দ্বিভুজত্বস্য চ প্রকাশশ্রবণেনাবিশেষাপাতাদ্ভুভারক্ষপণে দ্বয়োরপি সামান্যাৎ সূতীগৃহ ইত্যাদিবাক্যস্য চতুর্ভুজবিষয়ত্বাচ্চ। কিঞ্চ যৈর্বিদ্বদনুভবসেবিতশব্দসিদ্ধৈর্নিত্যত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ শ্রীবিগ্রহস্য পরমতত্ত্বাকারত্বং সাধিতং তে প্রায়শো নরাকারমধিকৃত্যৈব হ্যুদাহ্রিয়ন্তে স্ম দ্বিতীয়সন্দর্ভে। তথাত্রৈব চোপাসকেষু সাক্ষাৎকারাদিলিঙ্গেন সিদ্ধনির্দ্দেশেন চ তদাকারস্যাপি নিত্যসিদ্ধত্বং দৃঢ়ীকৃতম্।

আপনার বিভূতিরূপা মায়াকে কে বা জানিতে পারে ? (ভাঃ ১০.৮৫।২০) (অতএব এই শ্লোকত্রয়ে স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা দৃষ্টান্তের সহিত কথিত থাকায় কিরূপে তাঁহার দ্বিভুজ রূপের নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে ?)

এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান কথিত হইতেছে, যে সকল বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের আপাততঃ অনিত্যত্ব প্রতীত হইতেছে, সেই সকল বচনের অন্য অর্থ বুঝিতে হইবে (এই অন্য অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতার্থ ১০৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। সেই একই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে কখনও চতুর্ভুজ কখনও বা দ্বিভুজ রূপের প্রকাশের সংবাদ শুনা যায়, অতএব উভয় প্রকাশের কোন বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। আর ভূভার নাশে উভয় প্রকাশই তুল্য সামর্থ্য বিশিষ্ট এবং "সূতীগৃহে" ইত্যাদি বাক্য চতুর্ভুজ রূপ বিষয়ক। আরও, শ্রীমূর্ত্তি পরমতত্ত্বের আকার (স্বরূপ) ইহা নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম দ্বারা সাধন করা হইয়াছে তাহা মনুষ্যাকৃতিকে অধিকার করিয়াই ; দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে উদাহৃত হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রসিদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞগণের অনুভূত। আর এই প্রকরণে উপাসকগণের সাক্ষাৎকারাদি হেতু দ্বারা এবং সিদ্ধনির্দ্দেশ দ্বারা

উদাহরিষ্যতে চ নিত্যসিদ্ধমেব। মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্‌গোবিন্দ আসঙ্গব আত্তবেণুরিতি। সংপ্রত্যন্যদপি তত্রোদাহ্রিয়তে।

কংসো বতাদ্যাকৃত মেহত্যনুগ্রহং দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ। কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ পূর্ব্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা। যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ। গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্। ॥ ৯৮ ॥

অত্র পূর্ব্ব ইত্যাদিদ্যোতিতং গোচারণায়েত্যাদিলব্ধস্য স্ফুটং শ্রীনরাকারস্যৈব নিত্যাবস্থায়িত্বং লভ্যতে॥১০॥৩৮॥ শ্রীমদক্রূরঃ ॥৯৮॥

সেই নরাকারেরও নিত্যসিদ্ধতা দৃঢ় করা হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধই উদাহরণ দিবেন। 'কেশব প্রাতঃকালে আমাকে গদা দ্বারা রক্ষা করুন।' বেণুধর গোবিন্দ সঙ্গবকাল (৬ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা) পর্য্যন্ত রক্ষা করুন (ভাঃ ৬।৮।২০)। সম্প্রতি অন্য উদাহরণও প্রদর্শিত হইতেছে। অহো, অতি খল কংস আজ আমাকে অতিশয় অনুগ্রহ করিয়াছে। কেন না, সে আমাকে (মথুরায় অবতীর্ণ ভগবান্‌কে) আনিতে পাঠাইয়াছে বলিয়া তাঁহার পাদপদ্ম দেখিতে পাইব। অম্বরীষ প্রভৃতি প্রাচীন রাজর্ষিগণ যাঁহার নখসমূহের কান্তি (ভক্তি) দ্বারা দুরতিক্রমণীয় সংসার (অন্ধকার) অতিক্রম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ, লক্ষ্মীদেবী ভক্তসহিত মুনিগণ যাঁহার পূজা করেন এবং গোপিকাগণের স্তনলগ্ন-কুঙ্কুমদ্বারা অঙ্কিত যে পাদপদ্ম গোচারণের নিমিত্ত অনুচরগণের সহিত বনে বিচরণ করেন, তাহা আমি দেখিতে পাইব (ভাঃ ১০।৩৮।৭-৮)। 'পূর্ব্বে' ইত্যাদি বাক্যাংশ দ্বারা দ্যোতিত এবং 'গোচারণায়' ইত্যাদি অংশ দ্বারা প্রাপ্ত শ্রীনরাকারেরই নিত্য অবস্থিতি স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। শ্রীমান্ অক্রূর বলিলেন॥ ৯৮ ॥

তথা—যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি সদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥ ৯৯॥

সদা ভূতবর্ত্তমানভবিষ্যৎকালেষু শ্র্যাদীনাং সর্ব্বদাবস্থায়িত্বেন প্রসিদ্ধেঃ সদেত্যস্য তথৈব হ্যর্থপ্রতীতিঃ সঙ্কোচবৃত্তৌ কষ্টতাপত্তেঃ শ্রীভগবতি তাদৃশত্বসম্ভবাভাবাচ্চ। তথা চ শ্রুতৌ—গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং তোষয়ামিতি ব্রহ্মবাক্যম্॥১০॥৪৭॥ শ্রীমদুদ্ধবঃ॥ ৯৯॥

এবঞ্চ। যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ। স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্॥ ॥১০০॥

'লক্ষ্মীদেবী, আপ্তকাম ব্রহ্মাদি দেবগণ সাক্ষাৎ এবং যোগেশ্বরগণ হৃদয়েই সর্ব্বদা যাঁহার অর্চ্চন করেন মাত্র, গোপীগণ রাসসভায় স্তনে নিক্ষিপ্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদপদ্ম আলিঙ্গন করিয়া তাপের উপশম করিয়াছিলেন।' সদা—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালে লক্ষ্মী প্রভৃতি সর্ব্বদা অবস্থান করেন ইহা প্রসিদ্ধ সদা শব্দের সেইরূপই অর্থ বোধ হয়। (কাল বুঝাইতে সর্ব্বশব্দের উত্তর 'দা' প্রত্যয় ও সর্ব্বস্থানে 'স' আদেশ হয়)। প্রসিদ্ধ অর্থের সঙ্কোচ (কোন একাকালে সীমাবদ্ধ) করিতে গেলে কষ্টতা দোষ আসিয়া পড়ে। শ্রীভগবানে সেইরূপ সম্ভব হয় না। 'শ্রীগোপালতাপনী' শ্রুতিতে বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে অবস্থিত সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দকে সতত দেবগণের সহিত আমি তুষ্ট করিতেছি, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রীভগবানের এই আকারে নিত্য অবস্থিতিতে প্রমাণ (ভাঃ ১০।৪৭।৬২) শ্রীমান্ উদ্ধব॥ ৯৯॥

বহু জন্মের কৃচ্ছ্রসাধনায় নিরুদ্ধচিত্ত যোগিগণ যাঁহার পদধূলি লভ্য

অত্র স্বয়মিত্যনেন তু বাঢ়মেবান্যথাপ্রতীতির্দুর্ধিয়াং নিরস্তা॥ ১০॥১২॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১০০ ॥

অতএব স্বভাবসিদ্ধত্বং পূর্ণৈশ্বর্য্যাদ্যাশ্রয়ত্বঞ্চ। গোপ্যস্তপঃ কিম্-চরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্। দৃগ্‌ভিঃ পিবস্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১০১ ॥

অনন্যসিদ্ধম্ অন্যেন কৃতং সিদ্ধমিতি ন কিন্তু স্বাভাবিকমেবেত্যর্থঃ। অন্যত্রাসিদ্ধমিতি তু ব্যাখ্যা পিষ্টপেষণম্। অসমোর্দ্ধমিতি হি উক্তমেব ॥১০॥৪৪॥ মথুরাপুরস্ত্রিয়ঃ পরস্পরম্ ॥ ১০১ ॥

অথ বিভুত্বম্—ন চান্তর্ন বহির্যস্যেত্যাদৌ। প্রাকৃতবস্তুতিরিক্তত্বম্—ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমিত্যাদৌ স্পষ্টম্। স্বপ্রকাশ-

---

করিতে পারেন না, তিনি স্বয়ং যাঁহাদের চক্ষুর গোচরে অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের কি বর্ণনা করিব। এখানে 'স্বয়ং' পদদ্বারা দুর্বুদ্ধিগণের অন্যপ্রকার (অনিত্য) প্রতীতি দৃঢ়ভাবেই নিরস্ত হইয়াছে (ভাঃ ১০।১২।১২)॥ শ্রীশুক ॥ ১০০ ॥

অতএব নরাকৃতি স্বভাবসিদ্ধ ও পূর্ণ ঐশ্বর্য্যাদির আশ্রয় 'গোপীগণ কোন তপস্যা করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা লাবণ্যে শ্রেষ্ঠ, অসম, অনধিক, স্বতই সিদ্ধ (অকৃত্রিম, অন্য আভরণাদি দ্বারা নিষ্পন্ন নহে) যশঃ, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের (অব্যভিচারী) নিত্য আশ্রয়, সর্ব্বদা নূতন, দুর্লভ ইঁহার অঙ্গ, নেত্র দ্বারা যেন পান করিতেছেন। অনন্যসিদ্ধ—অন্য দ্বারা সিদ্ধ নহে, কিন্তু স্বাভাবিকই এই অর্থ। অন্যত্র সিদ্ধ নহে এইরূপ ব্যাখ্যা পিষ্টের পেষণ, কারণ 'অসমোর্দ্ধ' পদের দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)। মথুরাপুরীর স্ত্রীগণ পরস্পর ॥ ১০১ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপের বিভুত্বাদি।

'যাঁহার অন্তরও নাই, বাহিরও নাই' ইত্যাদি শ্লোকে বিভুত্ব, ত্বক্, শ্মশ্রু,

লক্ষণত্বম্—অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি। নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ ১০২।

অস্য নৌমীড্যত ইত্যাদিনা বর্ণিতলক্ষণস্য শ্রীমন্নরাকারস্য তব সম্প্রতি বালবৎসাদ্যংশৈর্দর্শিতেষু একমপি দেবরূপং চতুর্ভুজাকারং যদ্বপুস্তস্যাপি। এবঞ্চ সতি সাক্ষাদেতদ্রূপস্যাংশিনস্তব কিমুত। বপুষো বিশেষণং মদনুগ্রহস্যেত্যাদি। মমানুগ্রহো যস্মাত্তস্য তৎ-দর্শনেনৈব ভবন্মহিমজ্ঞানাৎ, কথম্ভূতস্য তব, আত্মসুখানুভূতেঃ, আত্মনা স্বেনৈব নত্বন্যেন সুখস্যানুভূতিরনুভবো যস্য তস্যানন্য-বেদ্যানন্দস্যেত্যর্থঃ। ১০।১৪॥ ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্॥ ১০২॥

রোম, নখ ও কেশ দ্বারা আবৃত ইত্যাদি শ্লোকে প্রাকৃত বস্তু হইতে ভেদ স্পষ্ট। স্বপ্রকাশ স্বরূপতঃ—হে দেব! যে মূর্ত্তিতে আমাকে অনুগ্রহ করিলেন, যাহা ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ, ভূত বিকার নহে অচিন্ত্য শুদ্ধ-সত্ত্বময় অবতার এই মূর্ত্তির মহিমা কেহই জানিতে সমর্থ হয় নাই অথবা ব্রহ্মা আমিও জানিতে পারি নাই। সাক্ষাৎ স্বসুখানুভবরূপ অবতারী আপনার মহিমা নিরুদ্ধচিত্তে কে জানিতে সমর্থ হইবে?

ব্যাখ্যা—অস্য—'নৌমীড্যতে' ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই শ্রীমান্ নরাকার আপনার, সম্প্রতি গোপবালক ও বৎস প্রভৃতি অংশ দ্বারা দর্শিত সেই সকল রূপের মধ্যে দেবরূপ—চতুর্ভুজাকার যে বপুঃ (শরীর) তাহারই মহিমা জানিতে পারি নাই, তাহা হইলে সাক্ষাৎ এই চতুর্ভুজরূপের অংশী আপনার মহিমার কথা কি বলিব? বপুর বিশেষণ মদনুগ্রহস্য—আমার প্রতি অনুগ্রহ যাহা হইতে, সেই বপুর; সেই নরাকার বপুর দর্শনেই আপনার মাহাত্ম্য জ্ঞান হইয়াছে। কি প্রকার আপনার? 'আত্মসুখানুভূতেঃ'—আত্মনা—নিজের দ্বারাই, অন্যের দ্বারা নহে, সুখের

কৈমুত্যেন স্বয়ংরূপত্বনির্দ্দেশশ্চ—সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্। স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যা ব্যুদস্তমায়ঃ পরমোহঙ্গ কিং পুনঃ * ॥ ১০৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥১০॥১২॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১০৩ ॥

অতএব সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বমেব দর্শিতম্। অত্রৈব স্বকৃতেহন্তেত্যাদৌ। অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যাদৌ চ। অতএবোক্তং

অনুভূতি—অনুভব যাঁহার, অর্থাৎ যাঁহার আনন্দ তিনি স্বয়ং ব্যতীত অপরে কেহ অনুভব করিতে পারে না তাদৃশ আপনার, এই অর্থ। (ভাঃ ১০।১৪।২) ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন ॥ ১০২ ॥

শ্রীশুকবাক্যে—কৈমুত্য ন্যায় দ্বারা * নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপতা নির্দ্দেশ, যথা—হে অঙ্গ অর্থাৎ হে প্রিয় পরীক্ষিৎ যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির কেবল মনোময়ী প্রতিকৃতি (মৃণ্ময়ী প্রভৃতি নহে) বলপূর্ব্বক অন্তরে একবার মাত্র চিন্তিত হইয়া প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে ভাগবতী গতি প্রদান করিয়াছেন, নিত্য নিজসুখানুভূতি দ্বারা যিনি মায়াকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অঘাসুরের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে যে সেই ভাগবতী গতি দান করিবেন ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? স্পষ্ট॥ ১০।১২।৩৯। শ্রীশুক ॥ ১০৩ ॥

অতএব—নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বলিয়া ব্রহ্মস্তবে তাঁহার 'অত্রৈব

---

* কৈমুত্য ন্যায়, একটি যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত বিশেষ। শাস্ত্রে যুক্তিমূলক দৃষ্টান্তকে ন্যায় বলে। তাহার স্বরূপ যথা—যে ভার বহন করিতে দুর্ব্বল ব্যক্তি সমর্থ সে ভার বহনে সবল ব্যক্তি যে সক্ষম হইবে, তাহা কি বলিতে হইবে?

* "বঙ্গবাসী সংস্করণে অভিব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ আর সন্দর্ভে ব্যুদস্তমায়ঃ পরমোহঙ্গ কিং পুনঃ" এই দুই প্রকার পাঠ দেখা যায়।

গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি। বৈষ্ণবে চ। যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতীতি। নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে চ। এতেন শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতিত্বমেবেতি। দ্বিভুজত্ব এব শ্রীকৃষ্ণত্বং নরাকৃতিকৈবল্যান্মুখ্যং, চতুর্ভুজত্বে তু শ্রীকৃষ্ণত্বং নরাকৃতিভূয়িষ্ঠত্বাত্তদনন্তরমেব। অতএব চতুর্ভুজত্বেঽপি মনুষ্যরূপত্বং বর্ণিতং শ্রীমদর্জ্জুনেন—তেনৈব রূপেণ

ত্বদৃতেঽন্ত' ইত্যাদি (ভাঃ ১০।১৪।১৮) এবং 'অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্' ইত্যাদি (ভাঃ ১০।১৪।৩২) শ্লোকেও তাঁহার নরাকারের সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণেই—নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব হেতু শ্রীযুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন যে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান্ কারণ তোমাদের গৃহে "সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম মনুষ্য আকারে গোপনে বাস করিতেছেন" (ভাঃ ৭।১৫।৭৫)।

নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ দেখাইয়া এখন অন্য পুরাণের প্রমাণ দেখাইতেছেন যথা, বিষ্ণুপুরাণে—যে বংশে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই যদুবংশ কথা শ্রবণে মানবগণ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রেও—"নরাকৃতি পরব্রহ্ম" এই প্রমাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে মনুষ্যাকারই ইহা প্রতিপাদিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ কখন দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ হইলেও তাঁহার দ্বিভুজরূপেরই কৃষ্ণত্ব মুখ্য অর্থাৎ দ্বিভুজরূপেই তিনি সর্ব্বাবতারী ও স্বয়ং ভগবান্। ইহার কারণ এইযে কেবল নরাকারের সন্নিবেশ সেই দ্বিভুজরূপেই মুখ্যরূপে দেখা যায়। আর তাঁহার চতুর্ভুজরূপেও নরাকৃতির প্রাচুর্য্য হেতু কৃষ্ণত্ব আছে। তবে চতুর্ভুজে শ্রীকৃষ্ণত্ব দ্বিভুজের পরেই অর্থাৎ গৌণ। চতুর্ভুজরূপে নরাকৃতির প্রাচুর্য্য আছে বলিয়াই শ্রীমান্ অর্জ্জুন চতুর্ভুজ কৃষ্ণকেও মনুষ্যরূপে

চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ইত্যুক্ত্বা দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্ত ইত্যুক্তত্বাৎ। এবং-জাতীয়কানি বহূনি বাক্যানি সন্তি তানি চ দ্রষ্টব্যানি। অতএব সা নরাকারা মূর্ত্তিরেব পরমকারণং বস্তুতত্ত্বমিত্যাহ—নারায়ণে কারণ-মর্ত্ত্যমূর্ত্তাবিতি ॥ ১০৪ ॥

সর্ব্বকারণং যত্তত্ত্বং তদেব মর্ত্ত্যাকারা মূর্ত্তির্যস্য। তদুক্তং, তত্ত্বং পরং যোগিনামিতি। তথাচ পাদ্মনির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীবেদব্যাসবাক্যম্—

দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো হ্যভবং সর্ব্বভূষণভূষণম্।
গোপালমবলাসঙ্গমুদিতং বেণুবাদিতম্॥
ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্ময়ন্।
যদিদং তে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্॥

বর্ণনা করিয়াছেন—'হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে, সেই চতুর্ভুজরূপেই প্রকাশিত হও, এই বলিয়া "হে জনার্দ্দন! তোমার এই মনোহর মানুষরূপ দর্শন করিয়া এখন আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি," ইহা বলিয়াছেন। এই জাতীয় বহু বাক্য আছে, তাহা দ্রষ্টব্য। অতএব সেই মনুষ্যাকার-মূর্ত্তিই পরম—কারণ, বস্তুর যথার্থ স্বরূপ ইহা শ্রীনন্দকে শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—"নারায়ণে কারণ মর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ অর্থাৎ হে ব্রজরাজ! কারণ মর্ত্ত্যমূর্ত্তি নারায়ণে আপনারা শ্রেষ্ঠা ভক্তি করিতেছেন সুতরাং অন্য কর্ত্তব্য কিছু অবশিষ্ট নাই ভাঃ ১০।৪৬।৩৩।

কারণ মর্ত্ত্যমূর্ত্তি শব্দের অর্থ—সর্ব্বকারণ যে তত্ত্ব তাহাই যাঁহার মর্ত্ত্যাকারা (মরণধর্ম্মি নরাকারা) মূর্ত্তি, তিনিই কারণ মর্ত্ত্যমূর্ত্তি। এই কৃষ্ণমূর্ত্তি যে পরম তত্ত্ব বস্তু তাহা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"তত্ত্বং পরং" ইত্যাদি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যোগিগণের পরম তত্ত্ব (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)।

সেইরূপ পদ্মপুরাণ নির্ম্মাণখণ্ডে—শ্রীবেদব্যাসবাক্য—সকল ভূষণের ভূষণ স্বরূপ, স্ত্রীসঙ্গে আনন্দিত, বেণুবাদনরত গোপালকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।
পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম ॥

ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণমিত্যাদি ॥১০॥৪৭॥ উদ্ধবঃ শ্রীব্রজেশ্বরম্ ॥ ১০৪ ॥

অতএব বহূংশ্চতুর্ভুজান্দৃষ্টবানপি শ্রীনরাকারস্যৈব বিশেষতস্তুত্যত্বং প্রতিজানীতে। নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়েত্যাদি ॥ ১০৫ ॥

ইদমেব তব পরমং তত্ত্বমিত্যজ্ঞাত্বা পূর্ব্বমহং ভ্রান্তবান্। অধুনা তু অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিমিত্যাদিদর্শিতয়া ভবতঃ কৃপয়া জ্ঞাতবানিত্যত্র তত্র তদাকারমেব ত্বাং লব্ধ্বা স্তৌমীতি তাৎপর্য্যম্ ॥১০॥১৪॥ ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০৫ ॥

হইলাম। অনন্তর বৃন্দাবনচারী ভগবান্ হাঁসিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি আমার যে এই রূপ দেখিলে, ইহা অপ্রাকৃত নিত্য, প্রাকৃত অবয়ব ও ক্রিয়াবর্জ্জিত, শান্ত, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিবিশিষ্ট, পদ্মপলাশ লোচন এবং পূর্ণ। ইহা অপেক্ষা আমার উৎকৃষ্টতর স্বরূপ নাই ইত্যাদি। বেদ সকল এই স্বরূপকেই কারণের কারণ বলিয়া থাকেন (ভাঃ ১০।৪৬।৩৩)॥ উদ্ধব শ্রীব্রজেশ্বরকে। ১০৪ ॥

অতএব—উক্ত স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব হেতু বহু চতুর্ভুজ দেখিয়াও ব্রহ্মা শ্রীনরাকার স্বরূপকেই বিশেষ স্তুতির বিষয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—হে স্তবার্হ! আপনার মেঘের ন্যায় শ্যামল শরীর, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবসন এতাদৃশ আপনার স্তুতি করি ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য—এই নরাকারই যে আপনার পরম তত্ত্ব, ইহা পূর্ব্বে না জানিয়াই ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। এখন "অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং" ইত্যাদি শ্লোকে আপনার যে কৃপার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই কৃপা প্রভাবে তাহা অবগত হইলাম। এস্থলে 'শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটিত নরাকৃতি আপনাকে' লাভ

তদেবং সাধূক্তং তত্তদ্বচনমন্যার্থত্বেন দৃশ্যমিতি। তথা হি পূর্ব্ব-রীত্যা চতুর্ভুজত্বদ্বিভুজত্বয়োর্দ্বয়োরপি ধ্যানধিষ্ণ্যত্বে সতি যৎ পূর্ব্বস্য জনন্যা নিগূহনপ্রার্থনং তত্তু তস্য প্রসিদ্ধতয়া সর্ব্ব এব জ্ঞাস্যতীতি জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণয়া কংস-ভিয়া, বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণয়া মাংসদৃক্-শব্দোক্ত-ভগবৎস্বরূপশক্তিবিলাস-তজ্জন্মাদিলীলাতত্ত্বানভিজ্ঞপ্রাকৃত-

---

করিবার জন্যই স্তব করিতেছি" ইহাই তাৎপর্য্যার্থ (ভাঃ ১০।১৪।১০)। ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে ॥ ১০৫ ॥

অতএব—শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব নির্দ্ধারিত হইল বলিয়া, "শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপের নিত্যত্ব বিষয়ে আপাততঃ সন্দেহজনক সেই সকল বচনের অন্য অর্থ দেখিতে হইবে" (৯৮ অনুচ্ছেদের) এইরূপ উক্তি সমীচীন। এখন অন্যার্থ প্রদর্শিত হইতেছে—

পূর্ব্বদর্শিত রীতি (শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ এই উভয় রূপই পার-মার্থিক পূর্ব্বকৃত এই সিদ্ধান্ত) অনুসারে চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ উভয় রূপই ধ্যানের আস্পদ হইলেও দেবকী কর্ত্তৃক চতুর্ভুজরূপের গোপন করিবার যে প্রার্থনা তাহার কারণ এইযে শ্রীহরির চতুর্ভুজরূপ প্রসিদ্ধ, সেই রূপে কৃষ্ণ অবস্থান করিতে থাকিলে সকলেই শ্রীহরি বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিবে, আর কংসও জানিয়া অনিষ্ট করিবে। দ্বিভুজ নরশিশুরূপে সে শঙ্কা নাই, এই কারণে 'হে মধুসূদন! পাপিষ্ঠ কংস আমাতে আপনার জন্ম যেন জানিতে না পারে' (ভাঃ ১০।৩।২৮) ইত্যাদি প্রকার কংস ভয়ে শ্রীদেবকীর এই প্রার্থনা।

দেবকীর প্রার্থনার অন্য হেতু—ভগবানের জন্মাদি লীলা স্বরূপশক্তির কার্য্য, এই তত্ত্ব না জানিয়া যাহারা প্রাকৃত বলিয়া মনে করে তাহারা "মাংসদৃক্" নামে (ভাঃ ১০।৩।২৮) অভিহিত ঈদৃশ লীলাতত্ত্বানভিজ্ঞ

দৃগ্‌ভ্যো লজ্জয়া চ; ন পুনরপরস্য গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গ-মিত্যাদৌ গূঢ়ত্বেন কথিতস্য ধ্যানধিষ্ণ্যত্বাভাববিবক্ষয়া। শ্রীগোপাল-তাপনীশ্রুতাবপ্যুভয়োরপি ধ্যানধিষ্ণ্যত্বং শ্রূয়তে। মথুরায়াং বিশে-ষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে। অষ্টপত্রং বিকসিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতমিত্যাদিষু মধ্যে চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রেত্যাদিকমুক্ত্বা সর্ব্বান্তে শৃঙ্গবেণুধরং তু বেত্যপ্যুক্তম্। এবমাগমেঽপি দ্বিভুজধ্যানং শ্রূয়তে। তস্মান্নিগূঢ়ত্ববিবক্ষৈব সমীচীনা। তথৈব তদ্বিবক্ষয়া নান্যথা মন্তবং

ব্যক্তিগণের নিকট, পুরুষোত্তম আপনি এই বিশ্বকে প্রলয়ের শেষে নিজ শরীরে অসঙ্কোচে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুরূপী আপনি আজ আমার গর্ভগত হইয়াছেন। অহো ইহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া লোকে নিতান্ত উপহাস করিবে (ভাঃ ১০।৩।৩১) ইত্যাদি প্রকার লজ্জিত হইবার আশঙ্কা করিয়াও এই রূপের গোপন প্রার্থনা করিয়াছেন। পুনরায় অপর দ্বিভুজরূপ, যাহা "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ইত্যাদি শ্রীনারদ বাক্যে গূঢ় বলিয়া কথিত হইয়াছে সেই দ্বিভুজরূপের ধ্যানাস্পদত্ব নিষেধের অভিপ্রায়ে চতুর্ভুজরূপের গোপন প্রার্থনা নহে।

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ এই উভয় রূপেরই ধ্যানাস্পদত্ব শ্রুত হয়। (দ্বিভুজ ধ্যান যথা—সৎপুণ্ডরীকনয়নং ইত্যাদি)। চতুর্ভুজ ধ্যান—"মথুরায় বিশেষরূপে আমাকে ধ্যান করিয়া সাধক মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (এই বলিয়া ধ্যান বলিতেছেন) "বিকসিত অষ্টপত্র স্বরূপ হৃদয়পদ্ম আছে, তথায় অবস্থিত" ইত্যাদি শ্লোকে, "মধ্যে চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র" ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বান্তে অথবা "শৃঙ্গবেণুধর" ইহাও উক্ত হইয়াছে।

এই প্রকার—গোপালতাপনী শ্রুতির ন্যায় আগমেও দ্বিভুজের ধ্যান শ্রবণ করা যায়। সেই কারণে চতুর্ভুজ রূপের নিগূঢ়ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীদেবকী দেবী ঐ রূপ গোপনের প্রার্থনা করিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যা

জ্ঞানং মর্ত্তালিঙ্গেন জায়েত ইতি শ্রীভগবতোক্তম্। তথাচ পাদ্ম-নির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্বাক্যব্যাসবাক্যে। পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্। ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈরিতি। এবমিত্যুক্ত্বা-সাদ্ধরিস্তূষ্ণীমিত্যাদৌ চ ব্যাখ্যেয়ম্। আত্মমায়য়া স্বেচ্ছয়া আত্ম-মায়া তদিচ্ছা স্যাদিতি মহাসংহিতোক্তেঃ। প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ প্রাকৃতঃ। ন ত্বৌপাধিকতয়া, শৈষিকোঽণ। তত্র হি ভগ-বদ্বিগ্রহে শিশুত্বাদয়ো বিচিত্রা এব ধর্ম্মাঃ স্বাভাবিকাঃ সন্তীতি কো

করাই সমীচীন। তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌ও সেই তাৎপর্য্যেই "চতুর্ভুজরূপ ব্যতীত মনুষ্য আকৃতিতে মদ্বিষয়ক জ্ঞান হইত না" (ভাঃ ১০।৩।৪৪) ইহা বলিয়াছেন।

সেইরূপ দ্বিভুজরূপের বর্ণনা বিষয়ে পদ্মপুরাণের নির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্-বাক্য ও ব্যাসবাক্য যথা—"আমি বেদ গোপিত স্বরূপ দেখাইব, তুমি দেখ"। "হে রাজন্! ভগবান্ এই কথা বলার পর আমি কাল মেঘের ন্যায় প্রভাযুক্ত, গোপকন্যাগণে পরিবৃত, গোপবালককে গোপবালকগণের সহিত হাস্য করিতে দেখিলাম"। এইরূপ "ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীম্" (ভাঃ ১০।৩।৪৬) ইত্যাদি বক্ষ্যমান স্থলেও এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উক্তস্থলে 'আত্মমায়য়া' অর্থাৎ সেচ্ছায়; এইরূপ অর্থ হইবে কারণ মহাসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে আত্মমায়া তাঁহার ইচ্ছা। আর প্রাকৃত শব্দে—প্রকৃতি দ্বারা—স্বরূপেই ব্যক্ত প্রাকৃত, অর্থাৎ নরাকার বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ তিনি সেই রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন এজন্য প্রাকৃত—প্রকৃতির ধর্ম্মরূপ উপাধিররূপে ব্যক্ত নহে। এখানে প্রকৃতি শব্দের উত্তর শেষ অর্থে অণ্ (অ) হইয়াছে।

প্রাকৃত শিশু বলায়, পরিণামশীল শৈশবাদি ক্রমে বার্দ্ধক্যে ঐ রূপের বিকৃতির আশঙ্কায় বলিতেছেন—সেই ভগবানের শরীরে শিশুত্ব প্রভৃতি

বেত্তি ভূমন্ ইত্যস্য ব্যাখ্যানে দ্বিতীয়সন্দর্ভে দর্শিতমেব। অত্র শ্রীরামানুজাচার্য্যসম্মতিরপি। শ্রীগীতাসু প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য সম্ভবাম্যাত্মমায়য়েত্যত্র স্বমেব স্বভাবমাস্থায় আত্মমায়য়া স্বসঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। মায়াবয়ুনং জ্ঞানমিতি নৈর্ঘণ্টুকাঃ। মহাভারতে চ অবতাররূপস্যাপ্যপ্রাকৃতত্বমুচ্যতে। ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মন ইতি। অথ বৃহদ্বৈষ্ণবেঽপি। যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলঃ স্নানমাচরেৎ। পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্ গাঞ্চ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতীতি। অথ যয়াহরদ্ভুবো ভারমিত্যাদৌ

বিচিত্র ধর্ম্ম সকল স্বাভাবিক ভাবে আছে ইহা দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে (৪০ সং) 'হে ভূমন্! আপনার লীলা কে জানিতে পারে' ইত্যাদি (ভাঃ ১০।১৪।২১) শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্মতিও আছে। তিনি শ্রীগীতায় "প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" (৪।৬) এইস্থলে নিজেরই প্রকৃতি—স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া, আত্মমায়য়া—নিজের সংকল্পরূপ জ্ঞান দ্বারা, এই অর্থ করিয়াছেন। নৈর্ঘণ্টুক অর্থাৎ নির্ঘণ্টুকার, মায়া, বয়ুন, জ্ঞান, এইগুলি এক পর্য্যায় শব্দ বলিয়া লিখিয়াছেন।

মহাভারতে অবতাররূপেরও অপ্রাকৃতত্ব কথিত হইয়াছে। যথা—"এই পরমাত্মার দেহের উপাদান ভূতসমূহ নহে"। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে —যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহকে পৃথিবী প্রভৃতি ভূত হইতে জাত বলিয়া মনে করে, তাহাকে বেদ ও স্মৃতিবিহিত সকল কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিবে, তাহার মুখ দর্শন করিয়াও বস্ত্রসহিত স্নান করিবে, সূর্য্য দর্শন করিবে ও গরুকে স্পর্শ করিবে এবং ঘৃত ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে তনু ত্যাগের কথা আছে, সেইস্থলে ত্যাগযোগ্য তনু

চৈবং মন্তব্যম্। তনুরূপকলেবরশব্দৈরত্র শ্রীভগবতো ভূভার-জিহীর্ষালক্ষণো দেবাদিপিপালয়িষালক্ষণশ্চ ভাব এবোচ্যতে। যথা তৃতীয়ে বিংশতিতমে তত্তচ্ছব্দৈর্ব্রহ্মণো ভাব এবোক্তঃ। যদি তত্রৈব তথা ব্যাখ্যেয়ং তদা সুতরামেব শ্রীভগবতীতি। ততশ্চ তস্য ভাবস্য ভগবতি তদাভাসরূপত্বাৎ কণ্টকদৃষ্টান্তঃ সুসঙ্গত এব। তথা দ্বয়-মেবেশিতুঃ সাম্যমপি। তত্তু তৃতীয়ে সন্দর্ভে এব বিবৃতম্।

স্বরূপভূত কিরূপে হইতে পারে? এই সংশয় নিরাসের জন্য "যয়াহরদ্ভুবো-ভারম্" ইত্যাদি (ভাঃ ১।১৫।৩৪ ৩৫) শ্লোকেও এইরূপ অন্য অর্থ মনে করা উচিৎ। অন্য অর্থটি এই—এস্থলে তনুরূপ কলেবর শব্দ দ্বারা শ্রীভগবানের ভূভারহরণের ইচ্ছা এবং দেবতা প্রভৃতির পালনেচ্ছারূপ ভাবই কথিত হই-য়াছে জানিতে হইবে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে সেই সেই (তনু প্রভৃতি) শব্দে ব্রহ্মার 'ভাব'ই উক্ত হইয়াছে (ভাঃ ৩।২০।২৮ শ্রীধর টীকা দ্রষ্টব্য)। যদি ব্রহ্মার সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে শ্রীভগবানের সম্বন্ধে অবশ্যই ঐরূপ করা উচিৎ হইবে। অতএব সেই 'ভাব' স্বয়ং ভগবানে তখন আভাস * স্বরূপ ছিল বলিয়া কণ্টক দৃষ্টান্ত সুসঙ্গতই হইয়াছে। সেই সেই ভাবের গ্রহণ ও ত্যাগ উভয়ই ঈশ্বরের পক্ষে সমান (অর্থাৎ কণ্টক বিদ্ধ ব্যক্তির নিকট বিদ্ধ ও মোচক কণ্টক দুইটিই যেমন সমান, সেইরূপ স্বয়ং ভগবানের পক্ষে ভূভার ও তাহার হরণেচ্ছা দুইই সমান, ঐগুলি তাঁহার কর্ত্তব্য নহে বলিয়া তিনি তাহাতে আবিষ্ট নহেন) ইহাও সুসঙ্গত। তাহা তৃতীয় (পরমাত্ম ৯০-১০৪) সন্দর্ভেই বিবৃত হইয়াছে।

---

* ভূভার হরণ ও দেবতা পালন, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর কার্য্য, তাহা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য না হইলেও যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখন সেই সকল কর্ম্ম তাঁহা হইতে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তাঁহাতে ভূভার হরণাদি ভাবের আভাস মাত্র থাকে আর শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতিতে ঐ ভাবের সম্পূর্ণ স্থিতি হয়।

মৎস্যাদিরূপাণি মৎস্যাদ্যবতারেষু তত্তদ্ভাবান্। অথ নটদৃষ্টান্তেঽপি নটঃ শ্রাব্যরূপকাভিনেতা। ব্যাখ্যাতঞ্চ টীকাকৃদ্ভিঃ প্রথমস্যৈকাদশে নটা নবরসাভিনয়চতুরা ইতি। ততো যথা শ্রাব্যরূপকাভিনেতা নটঃ স্বরূপেণ স্ববেশেন চ স্থিত এব পূর্ব্ববৃত্তমভিনয়েন গায়ন্ নায়কনায়িকাদিভাবং ধত্তে জহাতি চ তথেতি। অতএব তৃতীয়ে—প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনমিতি। অত্রাপি লোকলোচনরূপং স্ববিম্বং নিজমূর্ত্তিং প্রদর্শ্য পুনরাদায়ৈব চ অন্তরধাৎ ন তু ত্যক্ত্বা ত্যক্তম্।

শ্রীভাগবতে ১।৫।৩৪ শ্লোকের 'মৎস্যাদি রূপাণি'—মৎস্যাদি অবতারে ভূভারহরণেচ্ছা এবং দেবতাদিপালনেচ্ছারূপ, ভাবসমূহের গ্রহণ ও ত্যাগ বুঝিতে হইবে। উক্ত শ্লোকস্থিত নট দৃষ্টান্তেও নট শব্দের অর্থ—নট—শ্রাব্যরূপক (নাটকাদি) অভিনেতা। টীকাকার শ্রীধর স্বামিপাদ ঐ শ্লোকের টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন নট—নূতন রসের অভিনয়ে চতুর। যেমন শ্রাব্য নাটকাদির অভিনেতা নট নিজরূপেও নিজবেশে থাকিয়াই পূর্ব্বের ঘটনা-বলী অভিনয় দ্বারা গান করিতে করিতে নায়ক নায়িকাদির ভাব গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ভগবান্‌ও স্বরূপে থাকিয়াই সেই সেই ভাবের গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকেন।

এইজন্য তৃতীয় স্কন্ধে (২।১১) শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন—যাহারা তপস্যাচরণ করে নাই, অপরিতৃপ্তচক্ষু সেই সকল মনুষ্যগণকে এতাবৎ কাল, লোকচক্ষুস্বরূপ নিজমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের চক্ষু আচ্ছাদনপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

ব্যাখ্যা—এস্থলে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-লোকলোচনস্বরূপ নিজ বিগ্রহ প্রদর্শন করাইয়া পুনরায় তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন, ত্যাগ করিয়া নহে।

শ্রীসূতেন—যথা মৎস্যাদিরূপাণীত্যনন্তরমপি তথোক্তম্। যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বেতি। ত্যাগোঽত্র স্বতনু-করণক ইতি ন তু স্বতন্বা সহেতি ব্যাখ্যেয়ম্। অধ্যাহার্য্যাপেক্ষা-গৌরবাৎ উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সীতিন্যায়াচ্চ। অথ সূতীগৃহ ইত্যস্যার্থঃ। এতৎপ্রাক্তনবাক্যেষু শ্রীভগন্মহিমজ্ঞানভক্তি-প্রধানোঽসৌ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রাদুর্ভাবস্যাপ্যাত্মনো মনুষ্যলীলামেব দৈন্যা-তিশয়তঃ প্রাকৃতমানুষত্বেন স্থাপয়িত্বা শ্রীভগবত্যপত্যবুদ্ধিমাক্ষিপ্ত-বান্। ততশ্চ ননু তর্হি কথমপত্যবুদ্ধিং কুরুষে ইতি শ্রীভগবৎ-প্রশ্নমাশঙ্ক্য তত্র তদ্বাক্যগৌরবমেব মম প্রমাণং ন তূপপত্তিরিত্যাহ,

---

শ্রীকৃষ্ণের দেহের দ্বারা অন্তর্দ্ধানের বিষয় শ্রীসূত গোস্বামীও "যথা মৎস্যাদি রূপাণি" ইত্যাদি শ্লোকের পরেই ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—"ভগবান্ মুকুন্দ যে দিবস নিজ শরীর দ্বারা এই পৃথিবী ত্যাগ করিলেন" ইত্যাদি। (স্বতনুই বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন, স্বামিটীকা)। এখানে নিজতনু করণক (তনু দ্বারা) ত্যাগ, তনুর সহিত নহে; এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অন্যথা সহ পদের অধ্যাহার করিলে গৌরব হয় এবং উপপদ (সংযোগ) নিমিত্ত (তৃতীয়া) বিভক্তি হইতে, কারক নিমিত্ত বিভক্তি (করণে তৃতীয়া) বলবতী এই ন্যায় দেখা যায়, অতএব এস্থলে করণে তৃতীয়া করাই সমীচীন।

অতঃপর "সূতীগৃহে" ইত্যাদি ভাঃ ১০।৮৫।২০ শ্লোকের (অন্ত) অর্থ করা হইতেছে, যথা—এই বাক্যের পূর্ব্ববাক্যে শ্রীভগবানের মহিম (ঐশ্বর্য্য) জ্ঞানময় ভক্তিপ্রধান শ্রীবসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াও দৈন্যের আধিক্য হেতু নিজেকে প্রাকৃত (সাধারণ) মানুষরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীভগবানে পুত্রবুদ্ধির প্রতি আক্ষেপ করিয়াছেন। তদনন্তর বসুদেব "যদি আমি তোমার পুত্র না হই, তাহা হইলে আমার প্রতি পুত্রবুদ্ধি করিতেছেন কেন"? শ্রীভগবানের এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে—শ্রীভগবদ্বাক্যের

সূতীগৃহ ইতি। নৌ আবয়োরনুযুগং অজ এব ভবান্ সংজজ্ঞে অবতীর্ণবানিতি সূতীগৃহে ভগবাননুজগাদ। ময়া তদপি ভবদাদি-তনুপ্রবেশনির্গমাপেক্ষয়ৈব জজ্ঞে ইত্যুক্তম্। ন তু মম প্রবেশনির্গম-লিঙ্গেনৈব জন্ম বাচ্যং জীবসখেন ব্যষ্টেঃ সমষ্টের্বান্তর্য্যামিরূপেণ। তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণমিত্যাদৌ, তৎ-সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদৌ চ তত্তদনুপ্রবেশাদিদর্শনসামান্যাৎ। ততস্তদ্বদিদমুপচরিতমেবেতি মন্যতাম্। তত্রাহ নানেতি। স্বকৃত-

---

গুরুত্বই আমার প্রমাণ, যুক্তি প্রমাণ নহে, ইহা বলিতেছেন "সূতীগৃহে" ইত্যাদি।

আপনি অজ হইয়াই যুগে যুগে আমার দুইজনের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন একথা ভগবান্ স্বয়ং সূতিকাগৃহে বলিয়াছেন। (শ্রীভগবদুক্তি বিষয়ে জল্পনা, যথা)—সেই কারণেও আপনাদের শরীরে প্রবেশ ও নির্গমনকে অপেক্ষা করিয়াই আমি "জন্মগ্রহণ করেন" এই প্রকার বলিয়াছি। জীবের সখারূপে, ব্যষ্টি (এক একটি) বা সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামিরূপে আমার প্রবেশ ও নির্গমন চিহ্ন দ্বারা জন্ম বলা যাইতে পারে না, কারণ "ধীর পুরুষ সেই দুর্লভ দর্শন, অতিশয় যত্ন দ্বারা জ্ঞেয়, সর্ব্বজগতের অন্তর্য্যামী, সর্ব্ব জীবের হৃদয় গুহায় অবস্থিত, মুক্তজীবেও অবস্থিত, সর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী স্বপ্রকাশ দেবতাকে ধ্যানযোগে অবগত হইয়া হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করেন"। (কঠ ১।২।১২) এই শ্রুতিতে এবং "শ্রীভগবান্ জীবদেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন" এই সকল শ্রুতিতে সেই সেই জীবে অনুপ্রবেশাদি দেখা যায়, সেই-প্রকার এখানেও জন্ম উপচরিতই (আরোপিত) মনে করিতে পারি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'নানা' ইত্যাদি।

অর্থ—"আপনি গগনের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছেন" (ভাঃ ১০।৮৫।২০)। আর শ্রুতিস্তবে—"নিজকৃত নানা-

বিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়েত্যাদিশ্রবণাৎ গগনবদসঙ্গ এব ত্বং যজ্জীবানাং নানাতনূর্বিদধৎ প্রবিশন্ জহাসি মুহুঃ প্রবিশসি জহাসি চেত্যর্থঃ, তদ্ভূমস্তব বিভূতিমায়াং কো বেদ বহু মন্যতে ন কোঽপীত্যর্থঃ। ইদন্ত্বাবাভ্যাং জন্ম সর্বৈরেব স্তূয়তে ইতি ভাবঃ। ততো বিদ্বদাদরোঽপ্যত্রাস্তু প্রমাণং মম তু তৎ সর্ব্বথা ন বুদ্ধিগোচর ইতি ব্যঞ্জিতম্। অত্র বিদধাতেঃ প্রবেশার্থো নানুপপন্নঃ। যথোক্তং সহস্রনামভাষ্যে—শিষ্টান্ করোতি পালয়তীতি সামান্যবচনো ধাতুর্বিশেষবচনে দৃষ্টঃ কুরু কাষ্ঠানিত্যাহরণে যথা তদ্বদিতি। তদেবং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং তদ্রূপেণাবস্থায়িত্বঞ্চ দর্শিতম্। তথা প্রথমে

যোনিতে কারণরূপে প্রবিষ্টের ন্যায় অবস্থিত আছেন" (ভাঃ ১০।৮৭।১৫) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি বাক্য অনুসারে আকাশের মত অসঙ্গ আপনি যে জীবগণের নানা শরীরে (অন্তর্যামিরূপে) বার বার প্রবেশ করেন ও তাহাকে ত্যাগ করেন। তাহা বহুরূপ (বিভু) আপনার বিভূতিরূপা মায়াকে কে জানিতে পারে—কে বহুমানন করে ? অর্থাৎ কেহই করে না। কিন্তু আমাদের দুইজন হইতে এইযে আপনার জন্ম, সকলেই ইহার স্তুতি করিয়া থাকেন, এই অভিপ্রায়। এস্থলে অর্থাৎ আপনি যে আমার পুত্র এবিষয়ে বিদ্বদ্গণের আদর ও প্রমাণ হউক, আমার কিন্তু তাহা সর্ব্বপ্রকারে বুদ্ধির বিষয় হইতেছে না, "সূতীগৃহে" ইত্যাদি বসুদেব বাক্যে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে।

উক্ত শ্লোকে "বিদধৎ" পদের প্রবেশ অর্থ অসঙ্গত হয় না। সহস্রনামভাষ্যে যেরূপ উক্ত হইয়াছে—(শিষ্টকৃৎ) শিষ্টগণকে করেন অর্থাৎ পালন করেন। এস্থলে (ক্রিয়ার) সামান্যবাচী (কৃ) ধাতুর বিশেষ (পালন) অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। "কাষ্ঠকর" এখানে যেমন আহরণ কর এই অর্থ বুঝায় সেইরূপ উক্তস্থলে 'করেন' এই অর্থ দ্বারা পালন করেন এই অর্থ বুঝাইতেছে। এইরূপে এই সন্দর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ও সেই ভগবদ্রূপে নিত্য

পৃথিব্যাপি সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিরিত্যাদিনা তদীয়ানাং কান্তি-সহওজোবলানাং স্বাভাবিকত্বমব্যভিচারিত্বঞ্চ দর্শিতম্। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে চাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে নরাকৃতিত্বং প্রকৃত্যৈবোক্তম্—নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। নবনীতবিলিপ্তাঙ্গো নবনীত-নটোঽনঘ ইতি। শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপন্যামপি তথৈব। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষামিতি। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি চ। তস্মাচ্চতুর্ভুজত্বে দ্বিভুজত্বে চ শ্রীকৃষ্ণত্বস্যাব্যভিচারিত্বমেবেতি সিদ্ধম্। অথ কতমত্তৎ-

---

অবস্থিতি প্রদর্শিত হইল তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে পৃথিবী দেবীও—'সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি' ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার কান্তি, সহ, ওজ ও বল স্বাভাবিক এবং অব্যভিচারী (নিত্য বর্ত্তমান) ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতএব—নররূপী শ্রীকৃষ্ণের উক্ত গুণান্বিতরূপে অবস্থিতি হেতু, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে—"নন্দ-ব্রজস্থিতজনগণের আনন্দদাতা, নিত্য জ্ঞান ও আনন্দমূর্ত্তি, নবনীত দ্বারা বিলিপ্তাঙ্গ, নবনীত জন্য নৃত্য পরায়ণ কর্ম্মফল রহিত।

শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপনীতেও নরাকৃতি বিষয়ে সেইরূপই বর্ণিত হইয়াছে যে,—যিনি নিত্য দ্রব্য সকলের মধ্যে নিত্য, চেতন সমূহের মধ্যে চেতন এবং যিনি একাকী বহু নিত্য চেতনের কামনা পূরণ করেন, পীঠগত তাঁহাকে যে ধীরগণ যজন (পূজা) করেন, তাঁহাদের যেরূপ নিত্য সুখ লাভ হইয়া থাকে, অপরের সেরূপ হয় না। কেবল সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি সেই গোবিন্দকে শ্রেষ্ঠ স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকি ইত্যাদি। অতএব এ পর্য্যন্ত বিচারের সারার্থ—নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপে আর দ্বিভুজরূপে তাঁহার

পদং যত্রাসৌ বিহরতি তত্রোচ্যতে। যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতা ইতি। স্কান্দবচনানুসারেণ বৈকুণ্ঠে যদ্ যৎ স্থানং বর্ত্ততে তত্তদেবেতি মন্তব্যম্। তচ্চাখিলবৈকুণ্ঠোপরিভাগ এব। যতঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে দশাবতারগণনে শ্রীকৃষ্ণমেব নবমত্বেন বর্ণয়িত্বা ক্রমেণ পূর্ব্বাদিষু তদ্দশাবতারস্থানানাং পরমব্যোমাভিধবৈকুণ্ঠস্যাবরণত্বেন গণনয়া শ্রীকৃষ্ণলোকস্য ব্রহ্মদিশি প্রাপ্তে সর্ব্বোপরিস্থায়িত্বমেব পর্য্যবসিতম্। আগমাদৌ হি দিক্‌ক্রমস্তথৈব দৃশ্যতে। তত্রাস্মাভিস্তু

শ্রীকৃষ্ণত্বের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবত্তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, ইহা সিদ্ধ হইল।

শ্রীকৃষ্ণের ধাম নির্ণয়।

যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন, সেইস্থান কোন্‌টী? তাহার উত্তর বলিতেছেন—"ভগবানের প্রিয় যে যে পুরী এই পৃথিবীতে যেরূপে বিরাজমান আছেন, বৈকুণ্ঠে সেই সকল পুরী সেই সেই লীলার নিমিত্ত সমাদৃত হইয়া সেইরূপ অবস্থিত আছেন।" এই স্কন্দপুরাণের বাক্য অনুসারে বৈকুণ্ঠে যে যে স্থান বর্ত্তমান, সেই সেই স্থানই তাঁহার বিহার ভূমি জানিতে হইবে। তাহা (শ্রীকৃষ্ণ ধাম) আবার সমস্ত বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই অবস্থিত।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোকুলে শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥ চৈঃ চঃ আঃ ১৭

যেহেতু পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে দশাবতার গণনায় শ্রীকৃষ্ণকে নবম অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া তথায় পূর্ব্বাদিক্রমে দশাবতার স্থান সকলকে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠের আবরণরূপে গণনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলোক ব্রহ্মার দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে অবস্থিত ইহা পাওয়া যায়। অতএব সকল লোকের উপরেই শ্রীকৃষ্ণলোকের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইল। আগমাদিতে দিক্‌সমূহের ক্রম সেইরূপই দেখা যায়।

পৃথিব্যাপি সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিরিত্যাদিনা তদীয়ানাং কান্তি-সহওজোবলানাং স্বাভাবিকত্বমব্যভিচারিত্বঞ্চ দর্শিতম্। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে চাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে নরাকৃতিত্বং প্রকৃত্যৈবোক্তম্—নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। নবনীতবিলিপ্তাঙ্গো নবনীত-নটোঽনঘ ইতি। শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপন্যামপি তথৈব। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষামিতি। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি চ। তস্মাচ্চতুর্ভুজত্বে দ্বিভুজত্বে চ শ্রীকৃষ্ণত্বস্যাব্যভিচারিত্বমেবেতি সিদ্ধম্। অথ কতমত্তৎ-

---

অবস্থিতি প্রদর্শিত হইল তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে পৃথিবী দেবীও—'সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি' ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার কান্তি, সহ, ওজ ও বল স্বাভাবিক এবং অব্যভিচারী (নিত্য বর্ত্তমান) ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতএব—নররূপী শ্রীকৃষ্ণের উক্ত গুণান্বিতরূপে অবস্থিতি হেতু, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে—"নন্দ-ব্রজস্থিতজনগণের আনন্দদাতা, নিত্য জ্ঞান ও আনন্দমূর্ত্তি, নবনীত দ্বারা বিলিপ্তাঙ্গ, নবনীত জন্য নৃত্য পরায়ণ কর্ম্মফল রহিত।

শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপনীতেও নরাকৃতি বিষয়ে সেইরূপই বর্ণিত হইয়াছে যে,—যিনি নিত্য দ্রব্য সকলের মধ্যে নিত্য, চেতন সমূহের মধ্যে চেতন এবং যিনি একাকী বহু নিত্য চেতনের কামনা পূরণ করেন, পীঠগত তাঁহাকে যে ধীরগণ যজন (পূজা) করেন, তাঁহাদের যেরূপ নিত্য সুখ লাভ হইয়া থাকে, অপরের সেরূপ হয় না। কেবল সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি সেই গোবিন্দকে শ্রেষ্ঠ স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকি ইত্যাদি। অতএব এ পর্য্যন্ত বিচারের সারার্থ—নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপে আর দ্বিভুজরূপে তাঁহার

পদং যত্রাসৌ বিহরতি তত্রোচ্যতে। যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতা ইতি। স্কান্দবচনানুসারেণ বৈকুণ্ঠে যদ্ যৎ স্থানং বর্ত্ততে তত্তদেবেতি মন্তব্যম্। তচ্চাখিলবৈকুণ্ঠোপরিভাগ এব। যতঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে দশাবতারগণনে শ্রীকৃষ্ণমেব নবমত্বেন বর্ণয়িত্বা ক্রমেণ পূর্ব্বাদিষু তদ্দশাবতারস্থানানাং পরমব্যোমাভিধবৈকুণ্ঠস্যাবরণত্বেন গণনয়া শ্রীকৃষ্ণলোকস্য ব্রহ্মদিশি প্রাপ্তে সর্ব্বোপরিস্থায়িত্বমেব পর্য্যবসিতম্। আগমাদৌ হি দিক্ক্রমস্তথৈব দৃশ্যতে। তত্রাস্মাভিস্তু

শ্রীকৃষ্ণত্বের অর্থাৎ স্বয়ং ভগবত্তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, ইহা সিদ্ধ হইল।

শ্রীকৃষ্ণের ধাম নির্ণয়।

যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন, সেইস্থান কোন্‌টী? তাহার উত্তর বলিতেছেন—"ভগবানের প্রিয় যে যে পুরী এই পৃথিবীতে যেরূপে বিরাজমান আছেন, বৈকুণ্ঠে সেই সকল পুরী সেই সেই লীলার নিমিত্ত সমাদৃত হইয়া সেইরূপ অবস্থিত আছেন।" এই স্কন্দপুরাণের বাক্য অনুসারে বৈকুণ্ঠে যে যে স্থান বর্ত্তমান, সেই সেই স্থানই তাঁহার বিহার ভূমি জানিতে হইবে। তাহা (শ্রীকৃষ্ণ ধাম) আবার সমস্ত বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই অবস্থিত।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোকুলে শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥ চৈঃ চঃ আঃ ১৭

যেহেতু পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে দশাবতার গণনায় শ্রীকৃষ্ণকে নবম অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া তথায় পূর্ব্বাদিক্রমে দশাবতার স্থান সকলকে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠের আবরণরূপে গণনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণলোক ব্রহ্মার দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে অবস্থিত ইহা পাওয়া যায়। অতএব সকল লোকের উপরেই শ্রীকৃষ্ণলোকের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইল। আগমাদিতে দিক্‌সমূহের ক্রম সেইরূপই দেখা যায়।

তত্তৎশ্রবণাৎ শ্রীকৃষ্ণলোকস্য স্বতন্ত্রেব স্থিতিঃ কিন্তু পরমব্যোমপক্ষপাতিত্বেনৈব পাদ্মোত্তরখণ্ডেন তদাবরণেষু প্রবেশিতোঽসাবিতি মন্তব্যম্। পাদ্মোত্তরখণ্ডপ্রতিপাদ্যস্য গৌণত্বন্তু শ্রীভাগবতপ্রতিপাদ্যাপেক্ষয়া বর্ণিতমেব। স্বায়ম্ভুবাগমে চ স্বতন্ত্রতয়ৈব সর্ব্বোপরি তৎস্থানমুক্তম্। যথা ঈশ্বরদেবীসংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষরধ্যানপ্রসঙ্গে পঞ্চাশীতিতমে পটলে। ধ্যায়েত্তত্র বিশুদ্ধাত্মা ইদং সর্ব্বং ক্রমেণ তু। নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ। অধঃসাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বকারণম্। প্রকৃতেঃ কারণান্যেব গুণাংশ্চ ক্রমশঃ পৃথক্। ততস্তু ব্রহ্মণো লোকং ব্রহ্মচিহ্নং স্মরেৎ সুধীঃ। ঊর্দ্ধে তু সীম্নি

আমরাও (শ্রীভাগবতানুগত) সেই সেই শুনিয়াছি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতি এবং বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি শুনিয়াছি। অতএব শ্রীকৃষ্ণলোকের অবস্থান স্বতন্ত্র (পৃথক্) বলিয়া মনে করি। কিন্তু পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড পরমব্যোমের পক্ষপাতী হইয়াই তাহার আবরণসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলোককে প্রবেশ করাইয়াছেন, ইহা জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অপেক্ষা পাদ্মোত্তর খণ্ডের প্রতিপাদ্য যে গৌণ তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(তত্ত্ব সন্দর্ভেও এই সন্দর্ভের ৮০ অনুচ্ছেদের ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

স্বায়ম্ভুব আগমে স্বতন্ত্ররূপেই সর্ব্বলোকোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকের স্থিতি উক্ত হইয়াছে (কেবল অনুমান প্রমাণ দ্বারা নহে)—ঈশ্বর ও দেবীর সংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষর-ধ্যান-প্রসঙ্গে পঞ্চাশীতিতম পটলে,—"বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তথায় ক্রমে ক্রমে এইসকল ধ্যান করিবেন,—নানা কল্পতরুলতায় পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বব্যাপক, বৈকুণ্ঠলোক স্মরণ করিবেন।" তাহার অধোদেশে সত্ত্বাদি গুণসমূহের সাম্যাবস্থারূপা সর্ব্বকারণ প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির কারণীভূত গুণ সমূহকে ক্রমশঃ পৃথক ভাবে স্মরণ করিবেন। তাহার পর সুধী ব্যক্তি ব্রহ্মার

বিরজাং নিঃসীমাং বরবর্ণিনি। বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রবিতাং শুভাম্। ইমাশ্চ দেবতা ধ্যেয়া বিরজায়াং যথাক্রমমিত্যাদ্যন্তরং, ততো নির্ব্বাণ পদবীং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্। স্মরেত্তু পরমব্যোম যত্র দেবাঃ সনাতনাঃ। ততোঽনিরুদ্ধ-লোকস্য প্রদ্যুম্নস্য যথা ক্রমম্। সঙ্কর্ষণস্য চ তথা বাসুদেবস্য চ স্মরেৎ। লোকাধিপান্ স্মরেদিত্যাদনন্তরঞ্চ, পীযূষলতিকাকীর্ণাং নানাসত্ত্বনিষেবিতাম্ সর্ব্বর্ত্তুসুখদাং স্বচ্ছাং সর্ব্বজন্তুসুখাবহাম্। নীলোৎপলদলশ্যামাং বায়ুনা চালিতাং মৃদু। বৃন্দাবনপরাগৈস্তু বাসিতাং কৃষ্ণবল্লভাম্। সীম্নি কুঞ্জতটাং যোষিৎক্রীড়ামণ্ডপ-মধ্যমাম্। কালিন্দীং সংস্মরেদ্ধীমান্ সুবর্ণতটপঙ্কজাম্। নিত্যনূতনপুষ্পাদি-রঞ্জিতং সুখসঙ্কুলম্। স্বাত্মানন্দসুখোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়াত্মকম্। নানাচিত্র-বিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরঞ্জিতম্। নানারত্নলতাশোভিমত্তালিধ্বনিমণ্ডিতম্। চিন্তামণিপরিচ্ছন্নং জ্যোৎস্নাজালসমাকুলম্। সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং প্রবালৈঃ শোভিতং পরি। কালিন্দীজলসংসর্গি বায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ। বৃন্দাবনং কুসুমিতং

ব্রহ্মার লোক ও ব্রহ্মার চিহ্ন স্মরণ করিবে, ঊর্দ্ধসীমায় মূর্ত্তিমান বেদ সমূহের অঙ্গঘর্ম্ম উৎপন্ন জলে প্লাবিতা শুভা সীমারহিতা বিরজা নদীকে স্মরণ করিবে এবং সেখানে এই সকল দেবতাগণকে স্মরণ করিবে ইত্যাদি। অনন্তর ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের মুক্তিমার্গ পরম ব্যোম স্মরণ করিবে। সেখানে দেবগণ সনাতন চিদানন্দদেহ। অনন্তর যথাক্রমে অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ ও বাসুদেবের লোক এবং লোকাধিপগণকে স্মরণ করিবে ইত্যাদি। অনন্তর অমৃত লতাসমূহে ব্যাপ্তা, নানাপ্রাণিকর্ত্তৃক নিষেবিতা, সকল ঋতুতে সুখদায়িনী, নির্ম্মলা, সকল প্রাণীর সুখকারয়িত্রী, নীলোৎপলের পত্রতুল্য শ্যামবর্ণা, বায়ুর দ্বারা ঈষৎ কম্পিতা, বৃন্দাবনের পরাগদ্বারা (মঞ্জরীরেণু দ্বারা) বাসিতা, কৃষ্ণপ্রিয়া, প্রান্ত-দেশে কুঞ্জ ও তট দ্বারা শোভিতা; যাহার মধ্যদেশে স্ত্রীগণের ক্রীড়ামণ্ডপ, যাহার তটও পদ্মসুবর্ণময় অর্থাৎ চিন্ময়, সেই যমুনাকে স্মরণ করিবে। নিত্য নূতন পুষ্পাদিদ্বারা রঞ্জিত, সুখে পূর্ণ, আত্মানন্দ অপেক্ষা অধিক আনন্দময়

নানাবৃক্ষবিহঙ্গৈঃ। সংস্মরেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসৈকনিকেতনম্। একীভাবো দ্বয়োর্যত্র বৃক্ষয়োর্মধ্যদেশতঃ। তদধশ্চিন্তয়েদ্দেবি মণিমণ্ডপমুত্তমম্। ত্রিলোকী-সুখসর্ব্বস্বং সুযন্ত্রং কেলিবল্লভম্। তত্র সিংহাসনে রম্যে নানারত্নময়ে সুখে। সুমনোধিকমাধুর্য্যকোমলে সুখসংস্তরে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যচতুষ্পাদৈ-র্বিরাজিতে। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং শিরোভূষণভূষিতে। তত্র প্রেমভরাক্রান্তং কিশোরং পীতবাসসম্। কলায়কুসুমশ্যামং লাবণ্যৈকনিকেতনম্। লীলারস-সুধাম্ভোধিসংমগ্নং সুখসাগরম্। নবীননীরদাভাসং চন্দ্রকাঙ্কিতকুন্তলমিত্যাদি। তস্মাদ্ যা যথা ভুবিবর্ত্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকা মথুরা-গোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ স্বয়ং ভগবতো বিহারাস্পদত্বেন ভবতি সর্ব্বোপরীতি সিদ্ধম্।

...ন্দাদি বিষয় যাহার স্বরূপ, নানাবিধ বিচিত্র পক্ষিপ্রভৃতির ধ্বনিদ্বারা ব্যাপ্ত, নানাবিধরত্নময়তরুলতা দ্বারা শোভিত, মত্ত ভ্রমর ধ্বনি দ্বারা মণ্ডিত, চিন্তা-মণিদ্বারা পরিবেষ্টিত, জ্যোৎস্নাসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত, সকল ঋতুর পুষ্প ও ফলে সমৃদ্ধ, চতুর্দ্দিকে পল্লব দ্বারা শোভিত, যমুনার জলস্পর্শে শীতলবায়ু-দ্বারা বার বার কম্পিত, নানা বৃক্ষ ও বিহঙ্গমদ্বারা শোভিত, বিলাসের এক-মাত্র আশ্রয়, কুসুমিত বৃন্দাবনকে বুদ্ধিমান সাধক সম্যকরূপে স্মরণ করিবেন। হে দেবি! যেখানে বৃক্ষদ্বয় মধ্যদেশে একীভূত হইয়াছে, তাহার নিম্নদেশে ত্রিলোকের সুখ সর্বস্ব, উৎকৃষ্ট যন্ত্রশোভিত, কেলিপ্রিয়, উত্তম মনিমণ্ডপ চিন্তা করিবেন। সেখানে নানারত্নময়, রমণীয়, সুখকর, পুষ্পের অপেক্ষা অধিক মধুর ও কোমল, সুখকর শয্যাযুক্ত, ধর্ম,অর্থ,কাম ও মোক্ষ নামক চতুঃসংখ্যক-পদদ্বারা বিরাজিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শিরোভূষণদ্বারা ভূষিত, সিংহা-সনে প্রেমভরে আক্রান্ত, পীতবসন, কলায়পুষ্পসদৃশ শ্যামবর্ণ, লাবণ্যের একমাত্র আশ্রয়, লীলার স্বরূপ সুখ সমুদ্রে মগ্ন; সুখের সাগর, নবীনমেঘদ্যুতি, ময়ূরপিচ্ছশোভিত কেশপাশ, কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবেন ইত্যাদি। ভগবানের প্রিয় যে সকল পুরী পৃথিবীতে যেভাবে আছেন, সেই সকল পুরী

অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্বোপরি বিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্। ব্রহ্মসংহিতায়াম্। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ ইত্যুপক্রম্য, সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্। তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্। কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্। ষড়ঙ্গষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ। প্রেমানন্দ মহানন্দরসেনাবস্থিতন্তু যৎ। জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্। তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি। চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্। চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতম্। চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতম্। শূলৈর্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধো দিগ্‌বিদিক্ষু চ। অষ্টাভি-

---

সেই সেই লীলার নিমিত্ত সে সকল আদৃত হইয়া থাকেন (স্কন্দপুরাণ)। এই ন্যায়ে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলরূপ শ্রীকৃষ্ণ লোক স্বতন্ত্রই এবং স্বয়ং ভগবানের বিহারের স্থানরূপে সকলের উপরে বিদ্যমান,—ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব বৃন্দাবন গোকুলই (প্রকাশ ভেদে) সকলের উপরে বিরাজমান গোলোক প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্ম সংহিতায় গোকুলের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র পত্রম্ ইত্যাদি।

অনুবাদ :—সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ। (১॥ চিদ্বিলাসময় শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-পীঠরূপ অপ্রাকৃত গোকুলধাম বর্ণিত হইতেছেন।) সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণ-ধামই গোকুল; তাহা—অনন্তের অংশদ্বারা নিত্য প্রকটিত। সেই গোকুল —চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষ্ট কমল বিশেষ; তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাসস্থান॥ ২॥ সেই চিন্ময় কমলের মধ্যভাগই কর্ণিকার অর্থাৎ কৃষ্ণের আবাসস্থান, তাহা—প্রকৃতিপুরুষাধিষ্ঠিত ও ষট্‌কোণময় যন্ত্রবিশেষ। হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল চিন্ময়শক্তিমৎ কৃষ্ণতত্ত্ব-কীলকরূপে মধ্যে সংস্থিত। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র মহামন্ত্র—ছয় অঙ্গ ছয়-ভাগে স্থিত হইয়া ষড়ঙ্গ ষটপদী স্থানরূপে ব্যক্ত। সেই গোকুল নামক নিত্যধামের কর্ণিকারই ষট্‌কোণময়ী কৃষ্ণাবাসভূমি।

নির্ধিভিজুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা। মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিক্‌পালৈঃ পরিতো বৃতম্। শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ। শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্তত ইতি। তত্রাগ্রে ব্রহ্মস্তবে—চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভি-পালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রমিত্যুপক্রম্য গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলেচ তস্য দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু, তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। সহস্রাণি পত্রাণি যত্র তৎ কমলং চিন্তামণিময়ং পদ্মং তদ্রূপং

তাহার কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশর বা পাপড়ীগুলিই কৃষ্ণাংশস্বরূপ পরম-প্রেমভক্ত স্বজাতীয় গোপদিগের আবাসভূমি। উহারা প্রাচীরাবলির ন্যায় শোভা পাই-তেছে। সেই কমলের বিস্তৃত পত্রগুলিই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদির উপবন-রূপ ধামবিশেষ ॥ ৩—৪ ॥ (সেই গোকুলের আবরণভূমি বর্ণিত হইতেছে) গোকুলের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে শ্বেতদ্বীপনামক অদ্ভুত চতুষ্কোণ স্থান আছে। শ্বেতদ্বীপ চারিখণ্ডে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত। এক এক ভাগে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ধাম। সেই বিভক্তধামচতুষ্টয়—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চারি-পুরুষার্থ, এবং তৎপুরুষার্থের হেতুস্বরূপ মন্ত্রাত্মকঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব,—এই চারিটি বেদের দ্বারা আবৃত। অষ্টদিক্—মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ ও নীল, এই আটটি রত্নদ্বারা শোভিত। মন্ত্ররূপী দশদিক্‌পাল দশদিকে বর্ত্তমান। শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ, পার্ষদসকল এবং বিমলা প্রভৃতি অদ্ভুত শক্তিসকল সর্বদিকে শোভা পাইতেছে ॥ ৫ ॥ শ্লোক-ব্যাখ্যা :— (গোকুল সহস্রপত্র পদ্মের আকার)। যাহাতে সহস্র পত্র আছে, সেই পদ্ম চিন্তামণিময়, মহৎ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ—স্থান, অথবা মহতের মহাভগবানের, পদ—শ্রীবৈকুণ্ঠ, তাহা নানাপ্রকার, এই আশঙ্কা করিয়া প্রকার-বিশেষে নিশ্চয় করিতেছেন—গোকুলাখ্যম্—যাহার গোকুল এই আখ্যা প্রসিদ্ধ,

তচ্চ মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং মহতো মহাভগবতো বা পদং—শ্রীমহাবৈকুণ্ঠমিত্যর্থঃ। তত্তু নানাপ্রকারমিত্যাশঙ্ক্য প্রকারবিশেষেণ নিশ্চিনোতি গোকুলাখ্যমিতি। গোকুলমিত্যাখ্যা প্রসিদ্ধির্যস্য তৎ গো-গোপাবাসরূপামিত্যর্থঃ। রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়েন তস্যৈব প্রতীতেঃ। তত এতদনুগুণত্বেনৈবোত্তরগ্রন্থোঽপি ব্যাখ্যেয়ঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম নন্দযশোদাদিভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃ-পুরম্। তস্য স্বরূপমাহ—তদিতি। অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশাৎ সম্ভবো নিত্যাবির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণৈতদপি বোধ্যতে। অনন্তোঽংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি নিবাসো যত্র তদিতি। সর্ব্বমন্ত্রগণসেবিতস্য শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরমহামন্ত্ররাজস্য বহুপীঠস্য মুখ্যং পীঠমিত্যাহ কর্ণিকারমিতিদ্বয়েন। মহদ্ যন্ত্রমিতি। যৎ প্রতিকৃতিরেব সর্বত্র যন্ত্রত্বেন পূজার্থং লিখ্যতে ইত্যর্থঃ। যন্ত্র-

---

যে গো ও গোপগণের আবাসরূপ। রূঢ়ি অর্থাৎ সংকেতিত অর্থ প্রকৃতিও প্রত্যয়যোগে লভ্য অর্থকে হরণ অর্থাৎ পরিত্যাগ করে, (যেমন গম্ ধাতুর উত্তর ডো প্রত্যয় করিলে গো শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ গমনকর্ত্তা; এইটি যোগার্থ, আর পশুবিশেষ অর্থটি রূঢ় বা প্রসিদ্ধ; এই অর্থ গমন-কর্ত্তারূপ যৌগিক অর্থকে অপহরণ করিয়াছে) এই ন্যায়ে গো গোপের আবাস-রূপেই গোকুল অনুভূত হইয়া থাকে; (গোর কুল—সমূহ, এইরূপ অর্থ অনু-ভূত হয় না)॥ সেইজন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ ও ইহার অনুকূল ব্যাখ্যা করিতে হইবে॥ তৎ—তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের), ধাম—নন্দযশোদাদির সহিত বাসযোগ্য মহা-অন্তঃপুর। তাহার স্বরূপ বলিতেছেন—'তৎ'—অনন্তাংশসম্ভবম্—অনন্তের শ্রীবলদেবের অংশ হইতে যাহার (ধামের) সম্ভব নিত্য আবির্ভাব। তন্ত্র—অন্যব্যাখ্যাদ্বারাও সেই অর্থই জ্ঞাপিত হইতেছে অনন্ত যাঁহার অংশ; সেই শ্রীবলদেবেরও যেখানে সম্ভব অর্থাৎ নিবাস। এই পদ্ম

স্বমেব দর্শয়তি। ষট্‌কোণা অভ্যন্তরে যস্য তদ্বজ্রকীলকং হীরককীলকশোভিতম্। ষট্‌কোণত্বে প্রয়োজনমাহ। ষট্ অঙ্গানি যস্যাঃ সা যা ষট্‌পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী তস্যাঃ স্থানং প্রকৃতির্মন্ত্রস্য স্বরূপং স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ কারণস্বরূপত্বাৎ। পুরুষশ্চ স এব তদ্দেবতারূপঃ। তাভ্যামবস্থিতমধিষ্ঠিতম্। দ্বয়োরপি বিশেষণং প্রেমেতি। প্রেমরূপা যে আনন্দ মহানন্দরসাস্তৎ পরিপাকভেদাত্তদাত্মকেন তথা জ্যোতীরূপেণ স্বপ্রকাশেন মনুনা মন্ত্ররূপেণ চ কামবীজেন অবস্থিতমিতি মূলমন্ত্রান্তর্গতত্বেঽপি পৃথগুক্তিঃ কুত্রচিদ্বৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়া। তদেবং তদ্ধামোক্ত্বা তদাবরণান্যাহ। তদিতি। তস্য কর্ণিকারস্য কিঞ্জল্কঃ কিঞ্জল্কাস্তল্লগ্নাভাস্বরবলয় ইত্যর্থঃ।

সকল মন্ত্রগণদ্বারা সেবিত, শ্রীমান্ অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্ররাজের বহুপীঠের মধ্যে মুখ্যপীঠ, ইহা কর্ণিকারম্ ইত্যাদি শ্লোক দুইটিতে বলিতেছেন—মহদ্‌যন্ত্র—যে পদ্মের প্রতিকৃতিই সর্ব্বত্র পূজার জন্য যন্ত্ররূপে লিখিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রত্বই প্রদর্শন করিতেছেন—ষট্‌কোণম্—তাহার অভ্যন্তরে ছয়টি কোণ, বজ্রকীলকম্—হীরকের কীলক (খুঁটি) দ্বারা শোভিত, ছয়টি কোণের প্রয়োজন বলিতেছেন - ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানম্—ষট্ অঙ্গ যাহার, সে ষড়ঙ্গী, ষট্‌পদী—শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী (কৃষ্ণমন্ত্র) তাহার স্থান। প্রকৃতি—মন্ত্রের স্বরূপ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, মন্ত্রের কারণ স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকৃতি। পুরুষ—সেই মন্ত্রের দেবতারূপ, শ্রীকৃষ্ণই। সেই গোকুল—প্রকৃতি ও পুরুষদ্বারা অধিষ্ঠিত, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই বিশেষণ—প্রেমানন্দ ইত্যাদি। প্রেমরূপ যে আনন্দ মহানন্দরস অর্থাৎ সেই প্রেমের পরিপাকবিশেষ, তৎস্বরূপ। জ্যোতিরূপ—স্বপ্রকাশ, মন্ত্ররূপ—কামবীজ (ক্লীং) দ্বারা অধিষ্ঠিত; কামবীজ মূলমন্ত্রের অন্তর্গত হইলেও কোন কোন স্থলে বৈশিষ্ট্যকে অপেক্ষা করিয়া উহার পৃথক্ উক্তি হইয়াছে। সেই ধাম বলিয়া তাহার আবরণসমূহ

তদংশানাং তস্মিন্নংশো দায়ো বিদ্যতে যেষাং তেষাং সজাতীয়ানাং ধামেত্যর্থঃ। গোকুলাখ্যমিত্যুক্তেরেব। তেষাং তজ্জাতীয়ত্বং শ্রীশুকদেবেন চ উক্তম্। এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানং সজাতিভিঃ। বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসব ইতি। তস্য কমলস্য পত্রাণি শ্রিয়াং তৎ প্রেয়সীনাং শ্রীরাধাদীনামুপবনরূপাণি ধামানীত্যর্থঃ। অত্র পত্রাণামুচ্ছ্রিতপ্রান্তানাং মূলসন্ধিষু বর্ত্মানি অগ্রিমসন্ধিষু গোষ্ঠানি জ্ঞেয়ানি। অখণ্ড-কমলস্য গোকুলাখ্যত্বাৎ তথৈব সমাবেশাচ্চ। অথ গোকুলা-বরণান্যাহ। চতুরস্রমিতি। তদ্বহিশ্চতুরস্রং তস্য গোকুলস্য বহিঃ সর্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্যমিতি তদংশে গোকুলমিতি নামবিশেষাভাবাৎ। কিন্তু চতুরস্রাভ্যন্তর-মণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং বহির্মণ্ডলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং

বলিতেছেন—'তৎ কিঞ্জল্কম্' —সেই কর্ণিকারের কিঞ্জল্ক—কর্ণিকারে লগ্ন অভ্যন্তরবলয় তদংশানাং—সেই ভগবানে যাঁহাদের অংশ বা দায় আছে, অর্থাৎ তাঁহার সজাতীয়গণের ধাম। গোকুলাখ্য এই উক্তি হেতুই গোপগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয়। শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—(ভাঃ ১০।৩৬।১৫) —গোপীগণের নয়নানন্দবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণ বৃষভাসুরকে বধ করিয়া সমজাতীয়গণ-কর্তৃক স্তুত হইতে হইতে বলদেবের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

সেই পদ্মের পত্রসমূহ শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের উপবনরূপ ধাম। এ স্থলে উন্নতপ্রান্ত পত্রসমূহের মূলসন্ধিসমূহে পথ এবং অগ্রিমসন্ধিসমূহে গোষ্ঠ জানিতে হইবে। কারণ অখণ্ডপদ্মেরই গোকুল নাম এবং সেই প্রকার সমাবেশ (অবস্থান)। অনন্তর গোকুলের আবরণসমূহ বলিতেছেন—চতুরস্রম্। সেই গোকুলের বাহিরে সর্ব্বত্র চতুষ্কোণরূপ শ্বেতদ্বীপ নামক স্থল। তাহার অংশে গোকুল এই নাম বিশেষ নাই, কিন্তু চতুরস্র বৃন্দাবনাখ্য অভ্যন্তর-মণ্ডল, বহির্মণ্ডল কেবল

গোলোক ইতি যৎপর্য্যায়ঃ। তদিদং ক্রোড়ীকৃতগোকুলং বৃন্দাবনাখ্যয়াতিপ্রসিদ্ধমিতি ন নির্দ্দিষ্টম্। ক্রোড়ীকৃততৎসর্ব্বমস্য তু বহির্মণ্ডলং গোলোকশ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ম্। চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্ব্যূহস্য শ্রীবাসুদেবাদিচতুষ্টয়স্য চতুষ্কৃতং চতুর্দ্ধা বিভক্তং চতুর্ধাম। কিন্তু দেবলীলত্বাত্তদুপরি ব্যোমযানস্থা এব তে জ্ঞেয়াঃ, হেতুভিঃ পুরুষার্থ-সাধনৈর্মন্ত্ররূপৈঃ স্বস্বমন্ত্রাত্মকৈরিন্দ্রাদিভিঃ। শ্যামৈরিত্যাদিভিরিতি চতুর্ভির্বেদৈরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতা ইতি শ্রীদশমোক্তেঃ। শক্তিভিরিতি শ্রীবিমলাদিভিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ বৃহদ্বামনপুরাণপ্রসিদ্ধিঃ। যথা শ্রীভগবতি শ্রুতি-প্রার্থনাপূর্ব্বকানি পদ্যানি—আনন্দরূপমিতি যদ্বিদন্তি হি পুরাবিদঃ।

শ্বেতদ্বীপনামক, যাহার অপর নাম গোলোক। অতএব গোকুলকে ক্রোড়ীভূত করিয়া বৃন্দাবন নামে অতিপ্রসিদ্ধ। এইজন্য গোকুলের নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সমুদয় ক্রোড়ীভূত করিয়া এই পথের বহির্মণ্ডল গোলোক শ্বেতদ্বীপ নাম জানিতে হইবে। চতুর্মূর্ত্তেঃ—চতুর্ব্যূহ—শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের চারিভাগে বিভক্ত চারিটি ধাম। কিন্তু তাঁহারা দেবতার মত লীলা করেন বলিয়া ধামের উপরে ব্যোমযানে অবস্থিত জানিতে হইবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ এবং চারিটি হেতু অর্থাৎ চারিটি পুরুষার্থের সাধনদ্বারা পরিবৃত; উর্দ্ধ, অধঃ দিক্‌সমূহ ও কোণসমূহ—এই দশ দিক দশটি শূলদ্বারা সম্যক ধৃত। অষ্টসিদ্ধি ও অষ্টসিদ্ধিদ্বারা সেবিত, মন্ত্ররূপী-দিক্‌পালগণে পরিবৃত। শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্লবর্ণ। এখানে পার্ষদপদে চারবেদ বিবক্ষিত। কারণ, দশমে উক্ত হইয়াছে—সেই ধামে বেদসমূহ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শক্তিসমূহদ্বারা —শ্রীবিমলাদি নব শক্তিদ্বারা শোভিত।

বামন-পুরাণে এই প্রসিদ্ধি আছে—যথা—শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের

তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ। শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস স্বলোকং প্রকৃতেঃ পরম্। কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষরমধ্বগম্। যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈদ্রুমৈঃ। মনোরমনিকুঞ্জাঢ্যং সর্বর্ত্তুসুখসংযুতম্। যত্র গোবর্দ্ধনো নাম সুনির্ঝরদরীযুতঃ। রত্ন-ধাতুময়ঃ শ্রীমান্ সুপক্ষিগণসঙ্কুলঃ। যত্র নির্ম্মলপানীয়া কালিন্দী সরিতাং বরা। রত্নবদ্ধোভয়তটা হংসপদ্মাদি-সঙ্কুলা। শশ্বদ্রাসর-সোন্মত্তং যত্র গোপীকদম্বকম্। তৎকদম্বকমধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতি-রচ্যুত ইতি। এতদনুসারেণ শ্রীহরিবংশবচনমপোবং ব্যাখ্যেয়ম্। তদ্ যথাহ শক্রঃ; স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসংবৃতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্। তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশ গতোমহান্। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো

প্রার্থনা-পূর্ব্বক পদ্যসমূহ,—যদি আমাদিগকে বর দিতে হয়, তবে আপনার পুরাণবিৎ ঋষিগণ যাঁহাকে আনন্দরূপ বলিয়া জানেন, সেইরূপ আমাদিগকে প্রদর্শন করুন। এই কথা শুনিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) প্রকৃতির অতীত কেবল অনুভব আনন্দমাত্র, অক্ষর (ব্রহ্ম) মধ্যগত নিজলোক প্রদর্শন করিলেন। যেখানে সকল কামনা পূরণকারী বৃক্ষসমূহে শোভিত বৃন্দাবন নামক বন, মনোরম নিকুঞ্জে সমৃদ্ধ, সকল ঋতুতে সুখসংযুত। যেখানে সুনির্ঝর গুহাবিশিষ্ট, রত্নধাতুময়, উৎকৃষ্ট পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত, শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন নামক পর্ব্বত। যেখানে নদীশ্রেষ্ঠ যমুনা, যাহার পানীয় নির্ম্মল, যাহার উভয়তীর রত্নদ্বারা বাঁধান, যাহা হংস ও পদ্মাদিদ্বারা পূর্ণ, যেখানে গোপীসমূহ সর্বদা রাস-ক্রীড়ারসে মত্ত, সেই গোপীগণের মধ্যে কিশোরাকৃতি কৃষ্ণ অবস্থিত।

এই পুরাণানুসারে হরিবংশের বচনও এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইন্দ্র যাহা বলিতেছেন—"স্বর্গের উর্দ্ধে বেদ; নারদাদি ঋষি ও গরুড় বিষ্বক-

বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্। গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্। ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরাগতিঃ। গবামেব তু যো লোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ। স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিতি। অস্যার্থঃ। স্বর্গশব্দেন ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধা ইতি বা লোককল্পনা ইতি দ্বিতীয়োক্তানুসারেণ স্বর্লোকমারভ্য সত্য-লোকপর্য্যন্তং লোকপঞ্চকমুচ্যতে। তস্মাদূর্দ্ধমুপরি ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মাত্মকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ব্রহ্মণো ভগবতো লোক ইতি বা। দদৃশুর্ব্রহ্মলোকং তে যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরেতি দশমাৎ।

সেনাদিগণদ্বারা সেবিত বৈকুণ্ঠ-লোক,—যেখানে শিবদুর্গার এবং ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত মুক্তগণের মধ্যে যাঁহারা সনকাদি তুল্য শুদ্ধভক্ত তাঁহাদের সেই বৈকুণ্ঠে গতি হইয়া থাকে; সেই বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধপ্রদেশে গোলোক বিদ্যমান। তাঁহাকে প্রাপঞ্চিক দেবগণেরও প্রসাদনযোগ্য দেবগণ অর্থাৎ গোপ গোপীগণ সেবা করিয়া থাকেন; সেই গোলোক শ্রীকৃষ্ণের তুল্য ব্যাপক, পরব্যোমনামক মহাবৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে অবস্থিত, সকল লোকের উপরে বিরাজমান সেই গোলোকে আপনার তপোময়ী গতি অনবিচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা বিদ্যমান। আমরা পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াও যে গোলোকের তত্ত্ব জানিতে পারি নাই;— শমদম-সম্পন্ন-পুণ্য-কর্ম্মাদিগের স্বর্গই গতি, ব্রহ্মলোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপক ধ্যানেরত চিত্ত প্রেমিভক্তগণের প্রকৃতির অতীত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্যস্থান। কিন্তু গোলোকে গতি দুরারোহ (দুষ্কর); হে বীর! হে কৃষ্ণ! সেই গোলোক বা গোকুল যখন ইন্দ্রকর্তৃক প্লাবিত হয়, ধৃতিমান্ আপনাকর্তৃক গোবর্দ্ধন ধারণদ্বারা গোগণের বিঘ্ন নিবারণ পূর্ব্বক রক্ষিত হইয়াছে।”

এবং দ্বিতীয়ে মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতন ইতি। টীকা চ— ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ। সনাতনো নিত্যঃ। ন তু স্বজ্যান্তর্বর্ত্তীত্যর্থ ইত্যেষা। ব্রহ্মাণি মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ। ঋষয়শ্চ শ্রীনারদাদয়ঃ। গণাশ্চ শ্রীগরুড়বিষ্বক্সেনাদয়ঃ। তৈর্নিষেবিতঃ। এবং নিত্যাশ্রিতানুক্ত্বা তদ্গমনাধিকারিণ আহ। তত্র ব্রহ্মলোকে উময়া সহ বর্ত্তত ইতি সোমঃ শ্রীশিবস্তস্য গতিঃ। সোমেতি সুপাং সুলুগিত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা লুক্ ছান্দসঃ। তত উত্তরত্রাপি গতিপদান্বয়ঃ। জ্যোতির্ব্রহ্ম, তেষাং তদৈকাত্মভাবানাং মুক্তানামিত্যর্থঃ। নতু

স্বর্গের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, এখানে স্বর্গ শব্দে স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত পাঁচটি লোক কথিত। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে (২।৬।৩৮)—বিরাট পুরুষের পাদযুগলে ভূলোক, নাভিতে ভুবোলোক, মস্তকে স্বর্গলোক কল্পিত হইয়াছে, ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। সেই পাঁচলোকের উপরে বৈকুণ্ঠনামক ব্রহ্মাত্মক লোক অথবা এইলোক সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানের লোক। দশমস্কন্ধের উক্তি—(ভাঃ-১০।২৮।১৪) যেখানে পূর্ব্বে অক্রুর গমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোক (ভগবানের লোক) দেখিতে পাইলেন। দ্বিতীয় স্কন্ধে (ভাঃ ২।৬।৩৯) - (বিরাট পুরুষের) মস্তক-সমূহ-দ্বারা সত্যলোক কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মলোক—সনাতন।

ব্যাখ্যাঃ- ব্রহ্মলোক—বৈকুণ্ঠাখ্য, সনাতন—নিত্য; সৃজ্যলোক সমূহের অন্তবর্ত্তী নহে। 'ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত'-ব্রহ্ম-মূর্ত্তিমান বেদসমূহ, ঋষি শ্রীনারদাদি, গণ -শ্রীগরুড় -বিষ্বকসেন প্রভৃতি, তাঁহাদের দ্বারা সেবিত। নিত্য আশ্রিত-গণ বলিয়া সেইলোকে গমণের অধিকারী বলিতেছেন—তত্র—সেই ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে। সোমগতি—উমার সহিত বর্ত্তমান সোম শিব, তাঁহার গতি। সোম-গতি পদে সুপাং সুলুক্ ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সোমপদের ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ বৈদিক। সেইহেতু পরবর্ত্তি স্থলেও গতি শব্দের অন্বয় হইয়াছে। (লৌকিক ব্যাকরণ মতে সমাস-নিষ্পন্নপদের একদেশ অন্যত্র অন্বিত হয় না)। 'জ্যোতি-

তাদৃশানামপি সর্ব্বেষামেবেত্যাহ। মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষ-নিরাদরতয়া ভজতাং শ্রীসনকাদিতুল্যানামিত্যর্থঃ। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ইত্যাদৌ। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ইত্যাদাবপি তেষ্বেব মহত্ত্বপর্য্যবসানাৎ। তস্য চ ব্রহ্মলোকস্যোপরি সর্ব্বোর্দ্ধপ্রদেশে গবাং লোকঃ শ্রীগোলোকঃ ইত্যর্থঃ। তঞ্চ শ্রীগোলোকং সাধ্যা অস্মাকং প্রাপঞ্চিকদেবানাং প্রসাদনীয়া মূলরূপা নিত্যতদীয়-দেবগণাঃ পালয়ন্তি। তত্র দিক্পালত্বেনাবরণরূপা বর্ত্তন্তে। তে হ

মাক্ষ'—জ্যোতি—ব্রহ্ম, তাঁহার সহিত একাত্মভাবপ্রাপ্ত মুক্ত এই অর্থ। সকল মুক্তের সেখানে গতি হয় না। ইহা বলিতেছেন—'মহাত্মনাম্'—মহাত্মগণের মহাশয়গণের মোক্ষে অনাদর হেতু ভজনকারী শ্রীসনকাদিতুল্য মহাত্মগণের। কোটিসিদ্ধমুক্তগণের মধ্যেও প্রশান্ত চিত্ত, নারায়ণ পরায়ণ সুদুর্লভ (ভাঃ—৬।১৪।৫) সকল যোগিগণের অপেক্ষা যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী (গীতা ৬।৪৭), ইত্যাদি শাস্ত্রেও শুদ্ধভক্তগণেই মহত্ত্বের পরিসমাপ্তি দৃষ্ট হয়। তস্যোপরি' সেই ব্রহ্মলোকের (বৈকুণ্ঠের) উপরে সকল লোকের উর্দ্ধপ্রদেশে, গবাংলোকঃ-শ্রীগোলোক। 'তম্' সেইগোলোককে সাধ্যাঃ' সাধ্যগণ প্রাপঞ্চিক (এই জগৎ সম্বন্ধী) দেবতা আমাদের (ইন্দ্রাদির ও প্রসাদন যোগ্য, নিত্য গোলোক সম্বন্ধী দেবগণ। 'পালয়ন্তি হি' পালন করিয়া থাকেন, সেই গোলোকে দিক্পালরূপ আবরণদেবতা হইয়া আছেন। 'পূর্ব্বে' পূর্ববর্ত্তী অর্থাৎ এই স্বর্গের সাধ্য-রুদ্রাদ্যচর দেবতাগণের কারণ স্থানীয়। 'সাধ্যাঃ' সাধ্যগণ। 'নাকং গোলোককে। 'সচন্তঃ'...পালনকরতঃ যেখানে আছেন, 'তেহমহিমানঃ'...তাহারা ভগবানের মহিমা বিভূতি স্থানীয়

নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবা ইতি শ্রুতেঃ। তত্র পূর্ব্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বে দেবাঃ সনাতনাঃ। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত শুভদর্শনা ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ। যদ্বা তদ্ভূরি—ভাগ্যমিহ-জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্-গোকুলেঽপীত্যাদ্যুক্ত্যানুসারেণ তদ্বিধপরমভক্তানামপি—সাধ্যাস্তাদৃশসিদ্ধি প্রাপ্তয়ে প্রসাদনীয়াঃ শ্রীগোপগোপীপ্রভৃতয়ঃ। তং পালয়ন্তি অধিকৃত্য ভজন্তি হি প্রসিদ্ধৌ. স গোলোকঃ সর্ব্বগতঃ শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বপ্রাপঞ্চিকা—প্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপকঃ। অতএব মহান্ ভগবদ্রূপ এব। মহান্তং বিভুমাত্মানম্ ইতি শ্রুতেঃ। তত্র হেতুঃ। মহাকাশঃ পরম-ব্যোমাখ্যঃ, ব্রহ্মবিশেষণ-লাভাদাকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি ন্যায়প্রসিদ্ধেশ্চ,

---

(পুরুষসূক্ত) পূর্ব্ববর্ত্তী শুভদর্শন সনাতন বিশ্বেদেব সাধ্যগণ স্বর্গ অর্থাৎ অপ্রাকৃত গোলককে পালন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)। অথবা—'সাধ্যাঃ'—এই গোকুলে বৃন্দাবনে যে কোন জীব হইয়া জন্মগ্রহণ প্রচুর ভাগ্য-সূচক ইত্যাদি (ভাঃ- ১০।১৪।৩৪) ভাগবতের উক্তি অনুসারে, তাদৃশ ভক্তগণের সাধ্য—সিদ্ধিপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রসাদন যোগ্য, শ্রীগোপ-গোপী প্রভৃতি। সেই গোলোককে, পালন করেন...অধিকার করিয়া ভজন করেন। হি—প্রসিদ্ধ। সেই গোলোক সর্বগত—শ্রীকৃষ্ণের তুল্য সকল প্রাপঞ্চিক (প্রাকৃত) ও অপ্রাপঞ্চিক (অপ্রাকৃত) বস্তুরব্যাপক। অতএব মহান্—ভগবদ্রূপই। এই অর্থে কঠ-শ্রুতি প্রমাণ—মহান্ বিভু-আত্মাকে জানিয়া ধীরব্যক্তি শোক করেন না। গোলোকের মহত্ব বা ভগবদ্রূপত্বের প্রতি হেতু—'মহাকাশ'—পরমব্যোম নামক। ব্রহ্মের বিশেষণ পরমব্যোম বা আকাশ। 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ'—এই ন্যায় অর্থাৎ (১।১।২২) ব্রহ্মসূত্রে প্রসিদ্ধ ছান্দোগ্য উপনিষদে- 'এই লোকের গতি কি? আকাশ। সকল প্রাণী আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, আকাশ পরায়ন'।

তদ্গতঃ ব্রহ্মাকারোদয়ানন্তরমেব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তেঃ। যথা গোপানাং বৈকুণ্ঠদর্শনে তৈরেব ব্যাখ্যাতম্। যথা বা শ্রীমদজামিলস্য বৈকুণ্ঠ-গমনম্। যদ্বা মহাকাশঃ পরমব্যোমাখ্যো মহাবৈকুণ্ঠস্তদ্গতস্তদূর্দ্ধভাগস্থিতঃ। এবমুপর্য্যুপরি সর্ব্বোপর্য্যপি বিরাজমানে

ভূতাকাশ সকল প্রাণীর উৎপত্তি প্রভৃতির কারণ হইতে পারে না; অতএব এখানে ব্রহ্ম আকাশ শব্দবাচ্য।

'তদ্গতঃ'—মহাকাশগত; ব্রহ্মাকারের উদয়ের অনন্তরই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন—গোপগণের বৈকুণ্ঠদর্শনে (ভাঃ—১০।২৮।১৪—১৫) "দেহাদিপিহিতানাং দর্শনমশক্যমিতি প্রথমং দেহাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়ামাস।" দেহাদিদ্বারা আবৃত জীব দর্শন করিতে পারে না বলিয়া দেহাদি ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মদর্শন করাইয়াছিলেন।" ইত্যাদি শ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা অজামিলের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর বৈকুণ্ঠ গমন। যথা (ভাঃ—৬।২।৪১)—"যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি। যহ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ॥"

[টীকা—গোপগণের বৈকুণ্ঠদর্শনঃ—"ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥" একদা বরুণের ভৃত্য শ্রীনন্দমহারাজকে বরুণলোকে লইয়া গিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীনন্দকে আনয়নের জন্য তথায় গমন করিলে বরুন ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতি করিলেন এবং তাঁহার পিতাকে লইয়া যাইতে অনুনয় করিলেন। শ্রীনন্দ বরুণের ঐশ্বর্য্য ও তৎকর্ত্তৃক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রণতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গোপগণকে সেই কথা বলিলেন। গোপগণ তখন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরজ্ঞানে স্তুতি করিতে লাগিলেন। মহাকারুণিক ভগবান তাহাদিগকে প্রকৃতির অতীত বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। তিনি প্রথমে তাহাদিগকে ব্রহ্মধাম দর্শন করাইয়া পরে বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইয়াছিলেন। এখানে শ্রীধর স্বামিপাদ

তত্র শ্রীগোলোকেঽপি তব গতিঃ। নানারূপেণ বৈকুণ্ঠাদৌ ক্রীড়তস্তব তত্রাপি শ্রীগোবিন্দরূপেণ ক্রীড়া বিদ্যত ইত্যর্থঃ। অতএব সা চ গতিঃ সাধারণী ন ভবতি কিন্তু তপোময়ী অনবচ্ছিন্নৈশ্বর্যময়ী। পরমং যো মহত্তপ ইত্যত্র সহস্রনামভাষ্যেঽপি তপঃশব্দেন তথৈব ব্যাখ্যাতম্। অতএব ব্রহ্মাদিদুর্বিতর্ক্যত্বমপ্যাহ। যামিতি। অধুনা তস্য শ্রীগোলোকেত্যাখ্যাবীজমভিব্যঞ্জয়তি গতিরিতি। ব্রাহ্মে ব্রহ্মণো লোকপ্রাপকে, তপসি বিষ্ণুবিষয়ক-মনঃ প্রণিধানে, যুক্তানাং রতচিত্তানাং প্রেমভক্তানামিত্যর্থঃ।

ব্যাখ্যা করিয়াছেন—দেহাদিদ্বারা আচ্ছাদিত জনগণের প্রথমে বৈকুণ্ঠদর্শনে সামর্থ্য নাই, সেইজন্য ভগবান্ প্রথমে দেহাদিব্যতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করাইলেন।

অজামিলের বৈকুণ্ঠ দর্শন:—অজামিল গঙ্গাদ্বারে সমাধি অবলম্বনে ভগবানের জ্যোতিস্বরূপ অনুভবাত্মক ব্রহ্মে মনকে যুক্ত করিলেন। যখন ব্রহ্মে মন নিশ্চল হইল, অনন্তর পূর্ব দৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণকে দর্শন করিলেন। দেহ-ত্যাগের পর পার্ষদদেহলাভ করিয়া বিষ্ণুদূতগণের সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।]

অথবা:—মহাকাশ—পরমব্যোমনামক মহাবৈকুণ্ঠ, তদ্গত—তাহার ঊর্দ্ধ ভাগে স্থিত, 'উপর্য্যুপরি'—সকলের উপরে বিরাজমান শ্রীগোলোকে 'তবগতি' ...আপনার গতি,...বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি লোকে নানারূপে ক্রীড়াকারী আপনার সেই গোলোকেও শ্রীগোবিন্দরূপে ক্রীড়া বিদ্যমান। অতএব সেই গতি সাধারণ নহে, কিন্তু তপোময়ী–অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যময়ী 'পরমং যো মহত্তপর, সহস্রনামভাষ্যেও তপঃ শব্দের সেই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব সেই তপোময়ী গতি ব্রহ্মাদিরও দুর্বিতর্ক্য ইহা বলিতেছেন 'যাম্' ইত্যাদি। অধুনা গোলোক এই নামের কারণ অভিব্যক্ত করিতেছেন গতিঃ শব্দ-

ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠলোকঃ। পরা প্রকৃত্যতীতা। গবাং—"মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপমিত্যুক্ত্যনুসারেণ "অত্রৈব নিম্ন্যতাপদ্রবান্ গবামিত্যুক্ত্যা চ গোলোকবাসিমাত্রাণাং স্বতস্তদ্ভাবভাবিতানাঞ্চ সাধনবশেনেত্যর্থঃ। অতএব তদ্ভাবস্যাসুলভত্বাদ্ দুরারোহা। তদেবং গোলোকং বর্ণয়িত্বা তস্য গোকুলেন সহাভেদমাহ। স স্থিতি। স তু স এব লোকো ধৃতো রক্ষিতঃ। শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণেনেতি। যথাহ মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রে। একদা সান্তরীক্ষাচ্চ বৈকুণ্ঠং স্বেচ্ছয়া ভুবি। গোকুলত্বেন সংস্থাপ্য গোপীময়মহোৎসবা। ভক্তিরূপা সত্যং ভক্তিমুৎপাদিতবতীভৃশমিতি। অত্র শব্দসাম্য-ভ্রম-প্রতীতার্থান্তরে স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোক ইত্যযুক্তম্। লোকত্রয়মতি-

---

মাদীনাম্' ব্রাহ্মে—ব্রহ্ম (বিষ্ণুর) লোক প্রাপক, 'তপসি' তপস্যায়—বিষ্ণু বিষয়ক মনের প্রণিধানে একাগ্রতা; যুক্তানাং-যুক্ত রতচিত্ত প্রেমভক্তগণের; ব্রহ্মলোক- বৈকুণ্ঠলোক, পরা—প্রকৃতির অতীত, গতিঃ— (প্রাপ্যস্থান)। কিন্তু 'গবামেব হি গোলোকঃ' গোগণের যে লোক (গোলোক); 'দুরারোহা হি সা গতিঃ—সেখানে গতি দুরারোহ, "ব্রজের গোগণের দিনতাপমোচন করত-" (ভাঃ—১০।৩৫।১৫) এই উক্তি অনুসারে এবং হরিবংশের এই স্থলে "নিম্নতোপদ্রবান্ গবাম্"—'গোগণের উপদ্রব বিনাশ করিয়া' এই উক্তি অনুসারে গোলোকবাসিমাত্রের এবং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেভাব (অনুরাগ) তাহার ভাবনা অর্থাৎ রাগমার্গীয় ভজনদ্বারা তাদৃশ বাসনা.— তদ্ বিশিষ্ট ভক্তগণের সাধন-বশে সেই গতি লভ্য হইয়া থাকে। অতএব (গোলোকের) সেই ভাব সুলভ নহে বলিয়া দুরারোহ।

গোলোকের বর্ণনা করিয়া গোকুলের সহিত অভেদ বলিতেছেন - হে বীর! গোগণের বিঘ্নবিনাশকারি! ধৃতিমান্! কৃষ্ণ! আপনাকর্ত্তৃক সেই লোকই গোবর্দ্ধনের উর্দ্ধে ধারণদ্বারা ধৃত'''রক্ষিত হইয়াছে।

ক্রমোক্তেঃ। তথা সোমগতিরিত্যাদিকং ন সম্ভবতি। যতো ধ্রুবলোকাদধস্তাদেব চন্দ্রসূর্য্যাদীনাং গতির্মহর্লোকেঽপি ন বর্ত্ততে। তথাবরসাধ্যগণানাং তুচ্ছত্বাৎ সত্যলোকস্যাপি পালনং ন যুজ্যতে কুতস্তদুপরিলোকস্য শ্রীগোলোকাখ্যস্য। তথা সর্ব্বগতত্বঞ্চা-সম্ভাব্যং স্যাৎ। অতএব তত্রাপি তব গতিরিত্যপি শব্দো বিস্ময়ে প্রযুক্তঃ। যাং ন বিদ্ম ইত্যাদিকঞ্চ অন্যথা তথোক্তির্ন সম্ভবতি স্বেষাং ব্রহ্মণশ্চ তদজ্ঞানজ্ঞাপনাৎ। তস্মাৎ প্রাকৃতগোলোকাদন্য এবাসৌ সনাতনো গোলোকো ব্রহ্মসংহিতাবৎ শ্রীহরিবংশেঽপি

মৃত্যুঞ্জয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—এক সময় ভক্তিরূপা গোপীমনের মহোৎসবদায়িনী দেবী যোগমায়া নিজ ইচ্ছায় অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠকে গোকুলরূপে স্থাপন করিয়া সাধুভক্তগণের অতিশয় ভক্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতশব্দ ও অপ্রাকৃতশব্দের সাদৃশ্যজনিত ভ্রমহেতু স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোক ইত্যাদি শ্লোকের যে অন্য প্রাকৃত অর্থ, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ প্রাকৃত স্বর্গলোকের পর মহঃ, জনঃ, তপঃ”—এই তিনটি লোক অতিক্রম করিয়া প্রাকৃত ব্রহ্মার সত্যলোক;—প্রাকৃত স্বর্গের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নহে। আর সেই ব্রহ্মার সত্যলোকে সোমগতি অর্থাৎ চন্দ্রের গতি সম্ভব নহে। যেহেতু ধ্রুবলোকের অধোদেশেই চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির গতি, মহর্লোকেও নাই, অবর অর্থাৎ প্রাকৃত স্বর্গের সাধ্যগণ তুচ্ছ;—তাহাদের দ্বারা সত্যলোকেরও পালন সঙ্গত হয় না। তাহার উপরে অবস্থিত গোলোকের পালন কিরূপে সম্ভব হইবে? প্রাকৃত স্বর্গাদিলোকের সর্ব্বগতত্ব বা ব্যাপকত্ব সম্ভবপর নহে। অতএব ‘তত্রাপি তবগতিঃ’ (সেই গোলোকেও তোমার গতি) এস্থলে অপি শব্দ বিস্ময় অর্থে ব্যবহৃত। ‘যাং ন বিদ্ম’ (যে গতি আমরা জানি না) ইত্যাদি

পরোক্ষবাদেন নিরূপিতঃ এবঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে—“তৎ সর্ব্বোপরিগোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্। বিচরেৎ পরমানন্দী গোপী-গোকুলনায়ক” ইতি। এবঞ্চোক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে স্কান্দে চ—এবং বহুবিধৈরূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্ ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনমিতি। তদেবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকোঽস্তীতি সিদ্ধম্। স চ লোকস্তত্তল্লীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ দ্বারকামথুরা-গোকুলাখ্যস্থানত্রয়াত্মক ইতি নির্ণীতম্। অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতীতত্বনিত্যত্বালৌকিকরূপত্বভগবন্নিত্যাস্পদত্বকথনাৎ। তত্র দ্বারকায়াস্তত্বং স্কান্দপ্রহ্লাদ সং-

---

বাক্যও বিস্ময়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যথা সেই প্রকার উক্তি সম্ভব হয় না। কারণ, নিজেদের (ইন্দ্র প্রভৃতির) ও ব্রহ্মার সেইগতি সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতা জ্ঞাপিত হইয়াছে। সেই কারণে সনাতন গোলোক প্রাকৃত গোলোক (সুরভীর স্থান) হইতে ভিন্নই, ব্রহ্মসংহিতার মত শ্রীহরিবংশেও পরোক্ষবাদ ন্যায়ে এই অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। (প্রকৃত অর্থ সাধারণ-অনধিকারীর নিকট গোপন করিবার অভিপ্রায়ে যে অন্য প্রকার উক্তি, তাহা পরোক্ষবাদ)। নারদ-পঞ্চরাত্রে বিজয়-আখ্যানে এইরূপই কথিত হইয়াছে। পরমানন্দী গোপী ও গোকুলের নায়ক শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং সেই সকল লোকের উপরে অবস্থিত গোলোকে বিহার করিতেছেন। মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে এবং স্কন্দপুরাণেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে, ‘হে কৌন্তেয়! এই প্রকার বহুবিধরূপে বসুন্ধরায় ব্রহ্মলোকে ও সনাতন গোলোকে ক্রীড়া করিয়া থাকি। অতএব সকলের উপরে শ্রীকৃষ্ণলোক আছে…ইহা সিদ্ধ হইল। সেই গোলোক সেই লীলা ও পরিকর ভেদে অংশের ভেদ হেতু দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল…এই স্থানত্রয়…রূপ, ইহা নিশ্চিত হইল।

হিত্যাদাবন্বেষ্টব্যম্। ইয়ঞ্চশ্রুতিরুদাহরণীয়া। অন্তঃ সমুদ্রে মনসা চরন্তং ব্রহ্মান্ববিন্দন্দশহোতারমর্ণে সমুদ্রেঽন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে মরীচীনাং পদমন্বিচ্ছন্তি বেধস ইত্যাদ্যা। শ্রীমথুরায়াঃ প্রপঞ্চাতীতত্বং যথাবারাহে অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টির্বিধাতুর্ব্যতিরেকিণীতি। নিত্যত্বমপি যথা পাদ্মে-পাতালখণ্ডে-ঋষিমাথুরনামাত্র তপঃ কুর্বতি শাশ্বত ইতি। অত্র মথুরামণ্ডলে শাশ্বতে নিত্যে কুর্বতি করোতি। অলৌকিকরূপত্বং যথা-আদিবারাহে ভূর্ভুবঃস্বস্তলেনাপি ন পাতালতলেঽমলম্। নোর্দ্ধলোকে ময়া দৃষ্টং তাদৃক্ ক্ষেত্রং বসুন্ধরে। ইতি। শ্রীভগবন্নিত্যাস্পদত্বং যথা-অহোঽতিধন্যা মথুরা যত্র সন্নিহিতো হরিরিতি। ন চ বক্ত-

---

অন্যত্র পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ সেই নামে যে স্থানসমূহ সেই সেই রূপে জ্ঞাত হয়, সেই স্থান সমূহও অন্য বৈকুণ্ঠের মত প্রপঞ্চের অতীত, নিত্য অলৌকিকরূপও ভগবানের নিত্য স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দ্বারকার মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণ, প্রহ্লাদ-সংহিতা প্রভৃতিতে অন্বেষণ করিতে হইবে। ।এই শ্রুতিও উদাহরণরূপে দেওয়া যায়। 'অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ' (মাধ্বভাষ্য ১।১ ২০)…অন্তঃ সমুদ্রে! যিনি সমুদ্র মধ্যে জলে যথেষ্ট বিচরণ করেন, দশ ইন্দ্রিয়ে বিষয়সমূহের হোতা, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। জীবগণের পরম আশ্রয় সমুদ্র মধ্যস্থিত সেইস্থানকে বিধাতৃগণ ইচ্ছা করেন,… কবিগণ ইহা বলিয়া থাকেন।

শ্রীমথুরাও প্রপঞ্চের অতীত। যথা, বরাহপুরাণে…এই মথুরা বিধাতার সৃষ্টি হইতে ভিন্ন কোন সৃষ্টি। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে মথুরার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। যথা…এই শাশ্বত (নিত্য) ধাম মথুরায় মাথুর নামক ঋষি তপস্যা করিতেছেন। আদি বরাহে ইহার অলৌকিকরূপের কথা বলা হইয়াছে। যথা,—হে বসুন্ধরে! ভূর্লোকে ভুবর্লোকে স্বর্লোকে, ঊর্দ্ধলোকে ও পাতালে সেইরূপ নির্মল ক্ষেত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ব্যমু পাসনাস্থানমেবেদম্। যতো মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে ন হি বিদ্যতে। তস্মাৎ বসাম্যহং দেবি মথুরায়াস্তু সর্বদা ইতি। তত্রবাসস্ত্যৈব কণ্ঠোক্তিঃ। অত্রেদৃশং শ্রীবরাহদেববাক্যম্ অংশাংশি-নোরৈক্যবিবক্ষয়ৈব ন তু তস্যৈবাসৌ নিবাসঃ শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্রত্বেনৈব প্রসিদ্ধেঃ। তথৈব পাতালখণ্ডে—অহো মধুপরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহেতি। বায়ুপুরাণে তু স্বয়ং সাক্ষাদেবেত্যুক্তম্ · চত্বারিংশদ্ যোজনানাং ততস্তু মথুরা স্মৃতা। যত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি কংসহেতি। অত্র সাক্ষাচ্ছব্দেন সূক্ষ্মরূপতা, স্বয়ং শব্দেন শ্রীমৎপ্রতিমারূপতা চ নিষিদ্ধা। তত ইতি পূর্বোক্তাৎ পুষ্করাখ্যতীর্থাৎ ইত্যর্থঃ। মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রমিত্যনেন বরাহ-দেববচনেন পুর্য্যামেব তিষ্ঠতীতি নিরস্তম্। অত্র শ্রীগোপাল-

---

শ্রীভগবানের নিত্য আস্পদ (স্থান) যথা—অহো। মথুরা অতি ধন্যা; যেখানে হরি সন্নিহিত। এই স্থান (মথুরা) উপাসনার স্থান ইহা বলা যাইবে না। যেহেতু, ত্রৈলোক্যে মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র নাই। হে দেবি! সেই মথুরায় আমি সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি। ভগবানের নিজের উক্তি। এ স্থলে অংশ বরাহদেব ও অংশী শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন—শ্রীবরাহদেবের এই প্রকার—উক্তি, তাঁহার (বরাহদেবের) নিবাসস্থান নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্ররূপেই মথুরার প্রসিদ্ধি। এই অভিপ্রায়ে পাতালখণ্ডে সেই প্রকারই উক্ত হইয়াছে। অহো! মধুপুরী (মথুরা) ধন্যা; যেখানে কংসহা অবস্থিত। বায়ুপুরাণে 'স্বয়ং' সাক্ষাৎই অবস্থান করিতেছেন'—এইরূপ কথিত হইয়াছে। অনন্তর চল্লিশ যোজন মথুরা জানিবে। যেখানে কংসহা সাক্ষাৎ নিজে অবস্থান করিতেছেন এখানে সাক্ষাৎ শব্দদ্বারা তাঁহার সূক্ষ্মরূপতা ও স্বয়ং শব্দদ্বারা প্রতিমারূপতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ততঃ—পূর্ব্বোক্ত পুষ্কর নামকতীর্থের অনন্তর; 'মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং' এই বরাহদেবের বাক্য অনুসারে —পুরীতে অব-

তাপনী শ্রুতিশ্চ—সহোবাচ তং হি নারায়ণো দেবঃ সকাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্ত পুর্য্যো ভবন্তি তথা সকাম্যা নিষ্কাম্যাশ্চ ভূগোল-চক্রে সপ্ত পুর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হীতি। সকাম্যা নিষ্কাম্যা দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবন্তি যথা হি বৈ সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি চক্রেণ রক্ষিতা হি বৈ মথুরা তস্মাদ্‌গোপালপুরী হি ভবতি বৃহৎ বৃহদ্বনং মধোর্মধুবনমিত্যাদিকা। পুনশ্চ তৈরাবৃতা পুরী ভবতি তত্র তেষ্বেবমিত্যাদিকা তথা দ্বে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং তয়োরন্তর্দ্বাদশ বনানি পুণ্যানি পুণ্যতমানি তেষ্বেব দেবা-স্তিষ্ঠন্তি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাস্তত্র রামস্য রামমূর্ত্তিরিত্যাদিকা। তদপ্যেতে শ্লোকাঃ-প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদি সেবিতাম্। শঙ্খ-চক্রগদাশার্ঙ্গরক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ। যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ

স্থান করিতেছেন—এইরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গোপাল তাপনীশ্রুতি—সেই নারায়ণ দেব তাঁহাকে বলিয়াছেন—মেরুর শিখরে যেমন সকাম্যা সপ্তপুরী অবস্থিত, সেইরূপ ভূগোলচক্রে সকাম্য ও নিষ্কাম্য (সকাম ও নিষ্কামগণের বাসযোগ্য—অযোধ্যা, মথুরা; মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারকা—সপ্তপুরী বিদ্যমান। তাঁহাদের মধ্যে গোপালের পুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম)। দেবগণ ও সকল প্রাণিগণের সকাম্যা ও নিষ্কাম্যা। যেরূপ সরোবরে পদ্ম আছে, সেইরূপ ভূমিতেও মথুরা আছেন। চক্রদ্বারা সেই মথুরা পুরী রক্ষিত। সেইহেতু গোপালের পুরী হইতেছেন বৃহদ্বন বৃন্দাবন, মধু—মধুবন ইত্যাদি! পুনশ্চ এই পুরী ইঁহাদের দ্বারা আবৃত, 'তত্র তেষ্ব' ইত্যাদি। দুইটি বন আছে,—কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন, তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশবন পুণ্য পুণ্যতম, সেই বনসমূহে দেবতাগণ অবস্থান করেন। সিদ্ধগণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেখানে রামের রামমূর্ত্তি ইত্যাদি, প্রমাণান্তরে এই সকল

শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুরিতি। কিং তস্য স্থানমিতি শ্রীগান্ধর্ব্যাঃ প্রশ্নস্যোত্তরমিদম্। এবমেব শ্রীরঘুনাথস্যাপ্যযোধ্যায়াং শ্রূয়তে, যথা স্কান্দাযোধ্যামাহাত্ম্যে স্বর্গদ্বারমুদ্দিশ্য—চতুর্দ্ধা চ তন্তুং কৃত্বা দেবদেবো হরিঃ স্বয়ম্। অত্রৈব রমতে নিত্যং ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘব ইতি। অতএব—যত্র যত্র হরেঃস্থানং বৈকুণ্ঠং তদ্বিদুর্বুধা ইত্যনুসারেণ মহাভগবতঃ স্থানত্বাৎ মহাবৈকুণ্ঠ এবাসৌ, যতো বৈকুণ্ঠাত্তস্য গরীয়স্ত্বং শ্রূয়তে। যথা পাতালখণ্ডে—এবং সপ্তপুরীনান্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরম্ শ্রূয়তাং মহিমা দেবি বৈকুণ্ঠো ভুবনোত্তম ইতি। অতএব তত্রৈব অহো-মধুপরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সীতি। অথ শ্রীবৃন্দাবনস্য তত্ত্বাদিকং মথুরামণ্ডলস্যৈব তত্ত্বেন সিদ্ধম্। যথা চ গোবিন্দ বৃন্দাবনাখ্যবৃহদ্

শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে,—সর্ব্বদা ব্রহ্মাদির দ্বারা সেবিত; শঙ্খ, চক্র; গদা ধনুঃ ও মুষলাদিদ্বারা রক্ষিত, রমনীয় মথুরাপুরী প্রাপ্ত হইয়া বিভু শ্রীকৃষ্ণ রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও রুক্মিণীরূপা শক্তির সহিত নিশ্চিন্তচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার স্থান কি? শ্রীরাধার এই প্রশ্নের এই উত্তর। শ্রীরঘুনাথেরও অযোধ্যায়ও এইরূপ শ্রুত হয়। স্কন্দপুরাণে অযোধ্যামাহাত্ম্যে স্বর্গদ্বারকে উদ্দেশ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—দেবদেবহরি স্বয়ং শরীরকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া রামরূপে ভ্রাতৃগণের সহিত এই অযোধ্যায়ই ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব যেখানে যেখানে হরির অবস্থিতি, পণ্ডিতগণ তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া জানেন। এই উক্তি অনুসারে মহাভগবানের স্থান বলিয়া এই মথুরা মহাবৈকুণ্ঠই। যেহেতু বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার অতিশয় গুরুত্ব শ্রুত হয়। পাতালখণ্ডে সপ্তপুরীর মধ্যে মাথুর বৈকুণ্ঠ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার মহিমা শ্রবণ করুন। ইনি ভুবনোত্তম বৈকুণ্ঠ। অতএব সেই প্রসঙ্গেই, অহো! বৈকুণ্ঠ হইতে গরীয়সী এই মধুপুরী ধন্যা।

গৌতমীয়ে নারদ-প্রশ্নানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তরম্। তত্র প্রশ্নঃ—কিমিদং দ্বাদশাভিখ্যং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ। অথোত্তরম্—ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষাঃ কীটা নরামরাঃ। যে বসন্তি মমাধিষ্ণ্যে মৃতা যান্তি মমালয়ম্। অত্র যা গোপ-কন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবা পরায়ণাঃ। পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষেতি। বিশেষতস্তু গোলোকরূপস্য ভগবন্নিত্যধামত্বে তু দিব্যকদম্বাদিবৃক্ষা-দয়োঽপ্যত্রাপি মহাভাগবতৈঃ সাক্ষাৎ-ক্রিয়ন্ত ইতি প্রসিদ্ধাবগতেঃ।

শ্রীবৃন্দাবনের তত্ত্ব প্রভৃতিও মথুরামণ্ডলের তত্ত্বদ্বারা সিদ্ধ হইল। যথা গোবিন্দ বৃন্দাবন নামক বৃহদ্গৌতমীয়ে—শ্রীনারদের প্রশ্নের পর শ্রীকৃষ্ণের উত্তর। প্রশ্ন—হে প্রজাপতে! ভগবান্! এই দ্বাদশবনাত্মক বৃন্দাবন কি?—তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। যদি আমি যোগ্য হই; তাহা হইলে বলুন। উত্তরঃ—এই রম্য বৃন্দাবন কেবল আমারই ধাম; আমার এই ধামে যে পশু, বৃক্ষ কীট, মানব, দেবতা বাস করে, তাহারা মৃত্যুর পর আমার আলয়ে গমন করে। আমার এই আলয়ে আমার সেবা পরায়ণা যে গোপকন্যাগণ বাস করেন, তাঁহারা যোগিনী। আমার দেহরূপ এইবন পঞ্চযোজন পরিমিত। সুষুম্না নাম্নী এই কালিন্দী পরম অমৃতবাহিনী। এখানে দেবতা ও প্রাণিগণ সূক্ষ্মরূপে আছেন। সর্ব্বদেব-ময় আমি কখনও এই বনত্যাগ করি না। এইস্থানে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এই স্থান তেজোময় ও রমণীয়;

যথা বারাহে কালীয়হ্রদমাহাত্ম্যে-অত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তে পণ্ডিতা নরাঃ। কালীয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ। শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ। স চ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ। পুষ্পয়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তো দিশো-দশেতি। শতানাং শাখানাং সমাহারঃ শতশাখং যদ্ যত্র প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। প্রভাসন্তঃ প্রভাসয়ন্নিত্যর্থঃ। তত্রৈব তদীয়ব্রহ্ম-কুণ্ডমাহাত্ম্যে—তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে। লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ। তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোক-বৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ। বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী। স পুষ্প্যতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ। ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিমিত্যাদি। দ্বাদশীতি দ্বাদশ্যাং সুপাং সুলুগিত্যা-দিনৈব পূর্ব্বসবর্ণঃ। শুচিত্বমত্র তদনন্যবৃত্তিত্বম্। অনেন পৃথিব্যাপি

চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দৃশ্য নহে। বিশেষতঃ- মহাভাগবতগণ দিব্যকদম্ব অশোকাদি বৃক্ষ প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়েও সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। এই প্রসিদ্ধি হইতে জানা যায় যে, এই ধাম অলৌকিক ও ভগবানের নিত্য আবাসস্থল। বরাহপুরাণে কালীয়হ্রদমাহাত্ম্যে কথিত আছে— পণ্ডিত নরগণ এখানেও মহৎ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। হে বিশালাক্ষি! কালীয়হ্রদের পূর্ব্বে পূজিত কদম্ব বৃক্ষ—শতশাখাবিশিষ্ট পবিত্র ও সুগন্ধি, মনোহর, মঙ্গল ও শীতল; সেই বৃক্ষ দ্বাদশমাস দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া পুষ্পিত থাকে। (শত শাখার সমাহার শতশাখ; যেখানে শতশাখা প্রবৃত্ত হইয়াছে)। সেই প্রসঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মকুণ্ড মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—হে বসুন্ধরে! সেখানে আশ্চর্য্য বলিব, তাহা শ্রবণ কর। আমার কর্ম্মপরায়ণ জনগণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহার উত্তর পার্শ্বে শুভ্রকান্তি, ভক্তগণের সুখকারক অশোকবৃক্ষ বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নে পুষ্পিত হয়। শুদ্ধভাগবত ব্যতীত কেহ জানিতে পারে না। শ্লোকে দ্বাদশীপদে সপ্তমী বিভক্তির

তস্য তস্য তাদৃশরূপং ন জ্ঞায়তে ইত্যায়াতম্। অতএব তদীয় তীর্থান্তমুদ্দিশ্য যথা চাদিবারাহে—কৃষ্ণক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনম্। বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব রমনার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি। ইতি। এবং স্কান্দে-ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতমিতি। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা-গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্‌গণোঽহং পরিতোষয়ামীতি। এবং পাতালখণ্ডে—যমুনাজলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি—মাধব ইতি। যমুনায়া জলকল্লোলো যত্র এবং ভূতে বৃন্দাবনে ইতি প্রকরণাল্লব্ধম্। তত্রাজহল্লক্ষণয়া তীরহ্রদাবেব—গৃহ্যেতে। তীরঞ্চ বৃন্দাবনলক্ষণং তত্র প্রস্তুতম্। অতএবাস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য বৈকুণ্ঠ-

---

লোপ হইয়াছে। এখানে ভাগবতের শুচিত্ব অনন্য বৃত্তিত্ব—অর্থাৎ ভগবৎ সেবা ব্যতীত অন্যব্যাপার শূন্যতা। এই শুচি বিশেষণদ্বারা পৃথিবীও সেই বৃক্ষের বা সেই স্থানের মাহাত্ম্য জানেন না,—এইরূপ তাৎপর্য্য আসিতেছে। অতএব শ্রীভগবানের অন্যতীর্থ উদ্দেশ করিয়া আদিবরাহে উক্ত হইয়াছে—দেব গদাধর, মহাপাতকনাশকারী কৃষ্ণ ক্রীড়াসেতুবন্ধ সেই তীর্থে তৃণদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোপগণের সহিত প্রতিদিন ক্ষনকাল ক্রীড়ার জন্য গমন করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—সেইস্থান বৃন্দাদেবী সমাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিত পবিত্র বৃন্দাবন। শ্রুতিও প্রদর্শিত হইয়াছেন—বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে সমাসীন সচ্চিদানন্দ—মূর্ত্তি গোবিন্দকে সর্ব্বদা দেবগণের সহিত আমি (ব্রহ্মা) পরিতোষণ করিতেছি। পাতালখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—মাধব যেখানে যমুনার জল কল্লোল, সেই বৃন্দাবনে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন। অজহৎ-লক্ষণা-বৃত্তিতে তীর ও হ্রদ

ত্বমেব কণ্ঠোক্ত্যা কৃষ্ণতাপন্যাং শ্রুতৌ দর্শিতং গোকুলং বন বৈকুণ্ঠমিতি। তস্মাৎ নিত্যধামত্বশ্রবণাৎ-শ্রীমথুরাদীনাং তৎ-স্বরূপবিভূতিত্বমেব। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি শ্রুতেঃ। অতএব তাপনীশ্রুতিঃ - সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে চ—তেজোময়- মিদং রম্য-মদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষেতি। তদীয়দৃশ্যরূপতা কাশীমুদ্দিশ্য ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে ত্বিত্থং সমাধীয়তে। যথা, তত্র শ্রীবিষ্ণুং প্রতি মুনী-নাং প্রশ্নঃ— ছত্রাকারস্তু কিং জ্যোতির্জলাদূর্দ্ধং প্রকাশতে। নিমগ্নায়াং ধরায়াস্তু ন বৈ মজ্জতি তৎ কথম্? কিমেতচ্ছাশ্বতং ব্রহ্ম বেদান্তশতরূপিতম্। তাপত্রয়ার্ত্তিদগ্ধানাং জীবনং ছত্রতাং গতম্। দর্শনাদেব চাস্যাথ কৃতার্থাঃ স্মো জগদ্গুরো। বারং বারং ভবাপ্যত্র দৃষ্টিলগ্না জনার্দ্দন। পরমাশ্চর্য্যরূপোঽপি সাশ্চর্য্য ইব

(জল)গৃহীত (যেমন চিত্রাগ্রীবা যাহার তাহাকে আনয়ন কর বলিলে চিত্রগ্রীবা ও তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহীত হয়,) বৃন্দাবনরূপতীরই সেখানে প্রকরণ লব্ধ। অতএব শ্রীবৃন্দাবনের বৈকুণ্ঠত্বই শ্রীকৃষ্ণতাপনীশ্রুতিতে কণ্ঠোক্তি-দ্বারা দর্শিত হইয়াছেন। যথা,—"গোকুলবনবৈকুণ্ঠ"। শ্রীমথুরাদির নিত্য-ধামত্ব শ্রুতিতে প্রদর্শিত হওয়ায় শ্রীমথুরাদি ভগবানের স্বরূপবিভূতিই। কারণ—'সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? স্বীয় মহিমা অর্থাৎ বিভূতিতে" এইরূপ শ্রুতি প্রমাণ (ছাঃ উঃ ৭।২৪।১)। অতএব তাপনীশ্রুতি—"গোপাল-পুরী সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম।" বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—এই বৃন্দাবন তেজোময়, রমণীয়, চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দৃশ্য নহেন। তাই কাশীকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাঁহার এই প্রকার তেজোময়রূপের সমাধান করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুকে মুনিগণের প্রশ্ন:—জলের উপরে ছত্রের আকার কি জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছেন? পৃথিবী নিমগ্না হইলে সেই জ্যোতি কেন

পশ্যসি। অথ শ্রীবিষ্ণুরুত্তরম্—ছত্রাকারং পরং জ্যোতির্দৃশ্যতে গগনে চরম্। তৎপরং পরমং জ্যোতিঃ কাশীতি প্রথিতং ক্ষিতৌ। রত্নং সুবর্ণে খচিতং যথা ভবেত্তথা পৃথিব্যং খচিতা হি কাশিকা। ন কাশিকা ভূমিময়ী কদাচিৎ ততো ন মজ্জেন্মম সদ্গতির্যতঃ। জড়েষু সর্বেষ্বপি মজ্জমানেষ্বিয়ং চিদানন্দময়ী ন মজ্জেদিত্যাদি। তথাগ্রে চ চেতনাজড়য়োরৈক্যং যদ্বন্নৈকস্থয়োরপি। তথা কাশী ব্রহ্মরূপা জড়া পৃথ্বী চ সঙ্গতা। নির্মাণন্তু জড়স্যাত্র ক্রিয়তে ন পরাত্মনঃ। উদ্ধরিষ্যামি চ মহীং বারাহং রূপমাস্থিতঃ। তদা পুনঃ পৃথিব্যাং হি কাশী স্থাস্যতি মৎপ্রিয়েতি। চেতনাশব্দেনাত্রান্তর্যামী উপলক্ষ্যতে, জড়-শব্দেন তু দেহঃ;

দৃষ্ট হইতেছেন না? ইনি কি বেদান্তে শতবার নিরূপিত, তাপত্রয়ে দগ্ধ-জীবগণের জীবনস্বরূপ ব্রহ্ম—ছত্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন? হে জগদ্গুরো! ইহার দর্শনেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার দৃষ্টিও বার বার এই জ্যোতিতে পতিত হইতেছেন। হে জনার্দন! আপনি পরম আশ্চর্যরূপ হইয়াও আশ্চর্যান্বিতের মত দেখিতেছেন।" শ্রীবিষ্ণুর উত্তর:— "গগনে বিচরণকারি ছত্রাকার যে পরমজ্যোতি দৃষ্ট হইতেছেন, জগতে ইনি কাশী এই নামে প্রসিদ্ধ। সুবর্ণে যেরূপ রত্নখচিত হয়; সেইরূপ পৃথিবীতে এই কাশী খচিত। কাশিকা কখনই ভূমিময়ী নহেন। যেহেতু, আমার সাধুগণের এখানে গতি; অথবা আমার নিত্য গতি, সেইহেতু, ইনি মগ্ন হন না। সকল জড়পদার্থ মগ্ন হইলেও, চিদানন্দময়ী এই কাশী মগ্ন হন না।" ইত্যাদি। অগ্রে সেইরূপ কথিত হইয়াছে—"চেতন ও জড় একত্র অবস্থিত হইলেও তাহাদের ঐক্য হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মরূপা কাশীও জড়া পৃথিবী একত্র সঙ্গত হইয়াছে (একসঙ্গে)। এখানে জড়েরই নির্মাণ হইয়াছে পরমাত্মা চেতনের নহে। যখন বরাহরূপ প্রকটিত করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিব, তখন আমার প্রিয় কাশী

পরমাত্মন ইত্যুক্তত্বাৎ। ততশ্চ কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যাদিনা চতুর্ভুজত্বেন বর্ণিতোঽন্তর্যামী দেহে স্থিতোঽপি যথা দেহবেদনাদিনা ন স্পৃশ্যতে তদ্বদিতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং তদ্ধাম্নামুপর্যধঃ প্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্। বস্তুতস্তু শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবদুভয়ত্র প্রকাশবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনাম্নাতত্বাল্লাঘবাচ্চৈকবিধত্বমেব মন্তব্যম্। একস্যৈব শ্রীবিগ্রহস্য বহুত্র প্রকাশশ্চ দ্বিতীয়সন্দর্ভে দর্শিতঃ চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রীয় এক উদাবহদিত্যাদিনা। এবং বিধত্বং চ তস্যাচিন্ত্যশক্তিস্বীকারেণ সম্ভাবিতমেব। স্বীকৃতঞ্চাচিন্ত্যশক্তিত্বম্—শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদি-

---

পৃথিবীতে থাকিবেন। এখানে চেতনশব্দে অন্তর্যামী ও জড়শব্দে দেহ উপলক্ষিত হইয়াছে। কারণ, পরমাত্মন্ ইহা উক্ত হইয়াছে। সেইজন্য 'কোন কোন যোগী দেহমধ্যে হৃদয়ের অবকাশস্থলে বাসকারী প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন,' ইত্যাদি (ভাঃ-৩।৪) শ্লোকে চতুর্ভুজরূপে বর্ণিত, অন্তর্যামী যেরূপ দেহে থাকিয়াও দেহবেদনাদিদ্বারা স্পৃষ্ট হন না, সেইরূপ কাশী প্রভৃতি ধামসমূহ পৃথিবীতে অবস্থিত হইলেও পৃথিবীর ধর্ম্মে লিপ্ত হন না,—ইহা জানিতে হইবে। সেই ধামসমূহ উপরে ও অধোদেশে প্রকাশিত বলিয়া উভয় প্রকার মনে হয়। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠান হেতু তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির মত (পরব্যোমে ও পৃথিবীতে) উভয় দেশে প্রকাশের অবিরোধ। (উভয় দেশে) সমান নাম, সমানগুণ ও সমানরূপ পুনঃ পুনঃ কথিত ও লাঘববশতঃ এক-প্রকারই মনে করিতে হইবে; উভয় প্রকার স্বীকারে কল্পনাগৌরব দোষ হয়। একই শ্রীমূর্ত্তির বহুস্থলে প্রকাশ, দ্বিতীয়সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে,—যথা,—আশ্চর্য্য! একই শরীর একই সময়ে পৃথক গৃহসমূহে ষোড়শ সহস্র-স্ত্রীলোককে একাকী বিবাহ

ত্যাদৌ। তদেবমুভয়াভেদাভিপ্রায়েণৈব। শ্রীহরিবংশেঽপি গোলোকমুদ্দিশ্য—স হি সর্বগতো মহানিত্যুক্তম্। ভেদে তু ব্রহ্মসংহিতায়ামপি গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত ইত্যেবকারোঽত্র স্বকীয়নিত্যবিহারপ্রতিপাদকবারাহাদিবচনৈর্বিরুধ্যেত। অবিরোধস্তু ভয়োরৈক্যেনৈব ভবতীতি তং ন্যায়সিদ্ধমেবার্থং ব্রহ্মসংহিতা তু গৃহ্ণাতি। অতএব শ্রীহরিবংশেঽপি শক্রেণ—স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিতি, গোলোকগোকুলয়োরভেদেনৈবোক্তম্। তস্মাদভেদেন চ ভেদেন চোপক্রান্তত্বাদেকবিধান্যেব শ্রীমথুরাদীনি প্রকাশভেদেনৈব তূভয়বিধত্বে নাম্নাতানীতি স্থিতম্। দর্শয়িষ্যতে চাগ্রে।

করিয়াছিলেন” ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৬৯।২) শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার আশ্চর্য্যময়তা অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার করিলে সম্ভবিতই হয়। “শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ” ইত্যাদি (২।১।২৭) ব্রহ্মসূত্রে অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। উভয় দেশে প্রকারের অভেদ অভিপ্রায়েই শ্রীহরিবংশেও গোলোককে উদ্দেশ্য করিয়া ‘সেই গোলোক সর্ব্বগত ও মহান্’ এই প্রকার কথিত হইয়াছে। যদি উভয়স্থলে ধামের ভেদ স্বীকার করা যায়, তবে ব্রহ্মসংহিতার ও ‘গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত’ অর্থাৎ সকলের আত্মা কৃষ্ণচন্দ্র গোলোকেই বাস করেন এই বাক্যে ‘এব’ শব্দের প্রয়োগ নিজের নিত্য বিহারের প্রতিপাদক বরাহপুরাণ প্রভৃতির বাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হইবে। উভয়স্থলীয় ধামের ঐক্য স্বীকার করিলেই ব্রহ্মসংহিতা ও বরাহপুরাণাদির বিরোধ হয় না। সেই ন্যায়সিদ্ধ অর্থই ব্রহ্মসংহিতা গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব শ্রীহরিবংশেও ইন্দ্র বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ! আমার দ্বারা অবসাদ প্রাপ্ত সেই লোক ধৃতিমান্ রক্ষার্থ কৃতসংকল্প, আপনার দ্বারা গোগণের সম্বন্ধী উপদ্রব নাশ করিবার নিমিত্ত রক্ষিত হইয়াছে। গোকুল

ক্ষোণিপ্রকাশমান এব শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোলোকদর্শনম্। ততোঽস্যৈবাপরিচ্ছিন্নস্য গোলোকাখ্য-বৃন্দাবনীয়প্রকাশবিশেষস্য বৈকুণ্ঠোপর্য্যপি স্থিতিমাহাত্ম্যাবলম্বেন ভজতাং স্ফূর্ত্তীতি জ্ঞেয়ম্। অয়মেব মথুরাদ্বারকাগোকুলপ্রকাশবিশেষাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকস্তদ্বিরহিণা শ্রীমদুদ্ধবেনাপি সমাধাবনুভূত ইত্যাহ-শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ। বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥১০৬॥

স্পষ্টম্ ॥৩।২॥ শ্রীশুকঃ ॥১০৬॥

ইমমেব লোকং দ্যুশব্দেনাপ্যাহ—বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ। তদাবিশৎ কলিযুগং পাপে যদ্রমতে জনঃ।

ও গোলোকের কোথাও ভেদে কোথাও অভেদে বর্ণিত হইয়াছে। অভেদ অভিপ্রায়েই ইন্দ্রের এইপ্রকার উক্তি। যথা—শ্রীমথুরাদি ধাম একপ্রকারই। অতএব প্রকাশভেদেই উভয়প্রকার কথিত হইয়াছে,—ইহা স্থির হইল। পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীগোকুলের দর্শন পরে প্রদর্শিত হইবে। সেইজন্য যাঁহারা গোলোকের তাদৃশ মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া ভজন করেন, তাঁহারা এই পৃথিবীতে প্রকাশিত অসীম গোলোক নামক বৃন্দাবনের প্রকাশবিশেষ বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে অবস্থিত দর্শন করিয়া থাকেন। মথুরা, দ্বারকা ও গোকুলের প্রকাশবিশেষরূপ এই শ্রীকৃষ্ণলোককেই শ্রীকৃষ্ণবিরহী শ্রীমান্ উদ্ধব সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন,—ইহা বলিতেছেন (ভাঃ—৩।২।৬) ভক্তি সমাধিতে নিমগ্ন উদ্ধব বিদুর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধীরে ধীরে ভগবৎ-লোক (শ্রীকৃষ্ণলোক) হইতে নৃলোকে পুনরায় আগত হইয়া অর্থাৎ সমাধিভঙ্গে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের যদুকুল সংহারাদি চাতুর্য্যস্মরণে বিস্মিত হইলেন এবং প্রীতিসহকারে শ্রীবিদুরকে বলিলেন।—১০৬॥

শ্রীশুকদেব 'দ্যু'শব্দেও এই শ্রীকৃষ্ণলোককেই বলিয়াছেন। যথা (ভাঃ

যাবৎ সপাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ। তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ ॥১০৭

যদাগুণাবতারস্য ভগবতো বিষ্ণোস্তদংশত্বাদ্রশ্মিস্থানীয়স্য কৃষ্ণাখ্যো ভানুঃ সূর্যমণ্ডলস্থানীয়ো দিবং প্রাপঞ্চিকলোকাগোচরং মথুরাদীনামেব প্রকাশবিশেষরূপং বৈকুণ্ঠলোকং গতঃ তদা কলির্লোকমাবিশৎ। এষাং স চ প্রকাশঃ পৃথিবীস্থোঽপ্যন্তর্দ্ধানশক্ত্যা তামস্পৃশন্নেব বিরাজতে। অতস্তয়া নস্পৃশ্যতে পৃথিব্যাদি ভূতময়ৈরস্মাভির্বারাহোক্তমহাকদম্বাদিরিব। যস্তু প্রাপঞ্চিকলোকগোচরো মথুরাদিপ্রকাশঃ সোঽয়ং কৃপয়া পৃথিবীং স্পৃশন্নেবাবতীর্ণঃ। অতস্তয়া চ স্পৃশ্যতে তাদৃশৈরস্মাভির্দৃশ্যমানকদম্বাদিরিব। অস্মিংশ্চ প্রকাশে যদাবতীর্ণো ভগবাংস্তদা তৎস্পর্শেনাপি তৎস্পর্শাত্তাং স্পৃশন্নেবাস্তে স্ম। সম্প্রতি-তদস্পৃষ্টপ্রকাশে

১২।২।২৯।৩০) যে সময় ভগবান বিষ্ণুর শ্রীকৃষ্ণনামক ভানু অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ দ্যুলোকে গমন করিলেন, সেইসময় কলিযুগ প্রবেশ করিল; যে যুগে লোক পাপে রত হয়। যতকাল রমাপতি পৃথিবীকে পাদপদ্মদ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন: সেইকাল পর্য্যন্ত কলি লোককে অভিভূত করিতে পারে নাই। ব্যাখ্যা—গুণবতার ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অতএব কিরণ স্থানীয়, শ্রীকৃষ্ণ ভানু অর্থাৎ সূর্যমণ্ডল স্থানীয়, 'দিবং গতঃ'—প্রাপঞ্চিক লোকের অদৃশ্য মথুরা প্রভৃতির প্রকাশবিশেষরূপ বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে কলি প্রবেশ করিলেন। মথুরা প্রভৃতির সেই প্রকাশ পৃথিবীতে থাকিয়াও ভগবানের অন্তর্ধান শক্তিদ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজিত। অতএব, পৃথিবীকর্তৃক স্পৃষ্ট নহে; যেমন, বরাহপুরাণে কথিত মহাকদম্বাদি ভূতময় আমাদের অদৃশ্য। সেইরূপ আর প্রাপঞ্চিক লোকের দৃশ্যযে মথুরাদির প্রকাশ, তিনি কৃপাপূর্ব্বক পৃথিবীকে

বিহরমাণঃ পুনরস্পৃশন্নেব ভবতি। তদেতদভিপ্রেত্যাহ—যাবদিতি। পরাক্রান্তমিত্যনেন তৎপূর্ব্বমপি কঞ্চিৎ কালং প্রাপ্য প্রবিষ্টোঽসাবিতি জ্ঞাপিতম্ ॥১২॥২॥ শ্রীশুকঃ ॥১০৭॥

তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদ উৎক্রম্য স্বর্গং লোকমিতো বিমুক্তা ইতি শ্রুত্যনুসারেণ স্বর্গশব্দেনাপ্যাহ—যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননী গতিমিতি ॥১০৮॥

অত্র জননীগতিমিতি বিশেষণেন লোকান্তরং নিরস্তম্। তৎপ্রকরণ এব তদাদীনাং বহুশো গত্যন্তরনিষেধাৎ, সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতেত্যত্র সাক্ষাত্তৎপ্রাপ্তিনির্দ্ধারণাচ্চ। তথাচ কেনোপনিষদি দৃশ্যতে—কেনেষিতং মনঃ

স্পর্শ করিয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইজন্য পৃথিবীকর্তৃক স্পৃষ্ট হন। যেমন, তাদৃশ আমাদের কর্তৃক প্রাকৃত কদম্বাদি দৃশ্য হইতেছেন। এই প্রাপঞ্চগত মথুরাদিপ্রকাশে যে সময় ভগবান অবতীর্ণ হন, সেই সময় মথুরাদি ধামের পৃথিবী স্পর্শ হওয়ায় শ্রীভগবানেরও স্পর্শ হয়, এই জন্য পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াই অবস্থান করেন। অধুনা পৃথিবীকর্তৃক অস্পৃষ্ট প্রকাশে বিহার করিতেছেন, পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়াই অবস্থান করিতেছেন। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন 'যাবৎ' ইত্যাদি। পরাক্রান্তম্' এই উক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবী হইতে গমনের পূর্ব্বেই কোন সময়ে কলি প্রবেশ করিয়াছিল। ॥ ১০৭ ॥

"ধীর ব্রহ্মবিদ্‌গণও ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগের পর বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন।" —এই শ্রুতি অনুসারে স্বর্গশব্দেও সেই বৈকুণ্ঠকে বলিয়াছেন। যথা—সেই রাক্ষসী পূতনাও জননীগণের যে স্থানে গতি হয়, সেই স্বর্গলাভ করিয়াছিল, (ভাঃ—১০।৬।৩৮)। এখানে 'জননীগতি' এই বিশেষণদ্বারা লোকপ্রসিদ্ধ স্বর্গলোকের নিষেধ হইয়াছে।

পততি প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষচক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তীত্যুপক্রম্য তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধীতি মধ্যে প্রোচ্য অমৃতত্বং হি বিন্দতে সত্যমায়তনং যো বা এতামেবমুপনিষদং বেদাপহত্য পাপ্‌মানম্ অনন্তে স্বর্গে লোকে প্রতিষ্ঠতীতি উপসংহৃতম্। ততঃ কো বা স্বর্গঃ কিং তদ্ ব্রহ্মেত্যপেক্ষায়াং পুরুষো হ বৈ নারায়ণ ইত্যুপক্রম্য পুনশ্চাভ্যাসেন নিত্যো দেব একো নারায়ণ ইত্যুক্ত্বা নারায়ণোপাসকস্য চ স্তুতিং কৃত্বা তদ্ ব্রহ্ম নারায়ণ এবেতি ব্যজ্য স্বর্গং প্রতিপাদয়িতুং বৈকুণ্ঠবনলোকং গমিষ্যতি তদিদং পুরমিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনং তস্মাত্তদিহাবভাসমিতি বনলোকাকারস্য বৈকুণ্ঠস্যানন্দাত্মকত্বং প্রতিপাদ্য স চ তদধিষ্ঠাতা নারায়ণঃ কৃষ্ণ এবেত্যুপসংহরতি ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র ইতি ॥ ১০ ॥ ৬ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১০৮ ॥

সেই প্রকরণেই 'ভগবৎ পরিকরগণের ভগবৎ-লোকভিন্ন অন্যগতি বহুবার নিষেধ করা হইয়াছে এবং 'ভক্তের বেশমাত্র ধারণ করিয়া পূতনা সবংশে আপনাকেই পাইয়াছে (ভাঃ-১০।১৪।৩৫)—এইবাক্যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কেনোপনিষদে স্বর্গশব্দে বৈকুণ্ঠ অভিহিত হইয়াছে। "কাহার ইচ্ছায় মন প্রবৃত্ত হয়?...... ...যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু অর্থাৎ প্রাণাদির প্রবর্ত্তক, ধীরগণ তাঁহাকে অনুভব করিয়া এই লোক হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক অমর হইয়া থাকেন, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া মধ্যে তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে" বলিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। "সত্য ইঁহার আশ্রয়" যিনি এই উপনিষদ্ জানেন, তিনি পাপ নাশ করিয়া অনন্ত স্বর্গে গমন করেন,—এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন। তারপর স্বর্গ কি? সেই ব্রহ্ম কে?—এই প্রশ্নের অপেক্ষায় "পুরুষ শ্রীনারায়ণ" এই আরম্ভ করিয়া পুনরায় নিত্যদেব এক নারায়ণ ইহা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন

কাষ্ঠাশব্দেনাপি তমেবোদ্দিশতি। ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি। স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ১০৯ ॥ স্বাং কাষ্ঠাং দিশম্। যত্র স্বয়ং নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব প্রাপঞ্চিকলোকসম্বন্ধং ত্যক্ত্বা গতে সতীত্যর্থঃ ॥১॥১॥ শ্রীশৌনকঃ ॥১০৯॥

তদেবমভিপ্রেত্য দ্বারকায়াস্তাবন্নিত্যা শ্রীকৃষ্ণধামত্বমাহ— সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা। নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং ত্বৎসেবকৈর্নৃপপদং বিধুতং তমোন্ধম্ ॥ ১১০ ॥

অয়মর্থঃ পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণদেবেন শ্রীরুক্মিণীদেব্যৈ— রাজভ্যো বিভ্যতঃ

করিয়া এবং নারায়ণোপাসকের প্রশংসার অনন্তর সেই ব্রহ্ম নারায়ণই ইহা ব্যক্ত করিয়া স্বর্গ প্রতিপাদনের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ বনে (লোকে) গমন করিবেন; সেই এই পুর পদ্মাকার, বিজ্ঞান মূর্ত্তি, (জড় নহে); সেইহেতু এইস্থানে তাঁহার প্রকাশ, এই বলিয়া বনলোকাকার বৈকুণ্ঠের আনন্দ-স্বরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, পরে 'ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র' বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন, অতএব আনন্দময় বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাতা নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণই। ॥ ১০৮ ॥

কাষ্ঠা শব্দেও সেই লোককে উদ্দেশ করিতেছেন, যথা—(১।১।২৩) ধর্ম্মের কবচের মত রক্ষক, ব্রাহ্মণের হিতকারী, যোগীগণের ঈশ্বর,—শ্রীকৃষ্ণ অধুনা স্বীয় কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন? কাষ্ঠা—দিক্, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিত্য অবস্থান করেন সেই স্থানেই, প্রাপঞ্চিক লোকের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া গমন করিলে, এই অর্থ। শ্রীশৌনক বক্তা ॥ ১০৯ ॥

শ্রীদ্বারকাধামের নিত্যত্ব—

ভগবদ্ধাম প্রপঞ্চাতীত, এই অভিপ্রায়ে দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ইহা বলিতেছেন শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আপনি চৈতন্য ঘন আত্মা; শব্দাদিগুণরূপ রাজন্যবর্গ হইতে ভয়বশতই যেন সমুদ্রের মত অগাধ, বিষয়সমূহদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, হৃদয়াভ্যন্তর নিশ্চলরূপে প্রকাশিত আছেন,

সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্। বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্ত-নৃপাসনান্। কস্মান্নো বব্রুষ ইতি পরিহসিতম্। অত্রোত্তরমাহ—সত্যমিতি। অত্রাত্মা ত্বমিত্যেতয়োঃ পদয়োর্যুগপচ্ছেত ইতি ক্রিয়ান্বয়াযোগাৎ বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ প্রতিহন্যেত। বাক্যভেদে তু কষ্টতাপত্তেঃ। ততশ্চোপমানোপমেয়ভাবেনৈব তে উপতিষ্ঠতঃ। ইয়ঞ্চ লুপ্তোপমা। তথা চ আত্মা সাক্ষী যথা গুণেভ্যঃ সত্ত্বাদিবিকারেভ্যস্তদস্পর্শাল্লিঙ্গাদ্ভয়াদিব সমুদ্রে তদ্বদগাধে বিষয়াকারৈরপরিচ্ছিন্নে উপলম্ভনমাত্রে জ্ঞানমাত্রস্বশক্ত্যাকারে অন্তর্হৃদয়ে নিত্যং

যাহাদের ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখ তাহারা আপনার সহিত নিত্য বিগ্রহ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের হৃদয়ে আপনার অনুভব হয় না; গাঢ় অন্ধকারের মত অজ্ঞান বহুল নৃপাসনকে আপনার সেবকগণই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ॥ ১০।৬০।৩৫ ॥

এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীরুক্মিণীদেবীকে পরিহাস পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন – হে সুভ্রু! (যাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর তাঁহার সম্বোধনে সুভ্রু) রাজগণ হইতে ভয় পাইয়া সমুদ্রের শরণাগত, বলবান্ রাজসমূহের দ্বেষভাজন, রাজাসনত্যাগী আমাকে কেন বরণ করিলে?' তাহার উত্তরে শ্রীরুক্মিণীদেবী এই শ্লোকে বলিতেছেন—এই শ্লোকে 'আত্মা' ও 'ত্বম্' এই দুইটি পদের 'শেতে' এই ক্রিয়ার সহিত একসময়ে অন্বয় সঙ্গত হয় না; (কারণ, আত্মা' প্রথমপুরুষ, 'ত্বং' মধ্যমপুরুষ) অতএব 'আত্মা' ও ও 'ত্বম্' পদের বিশেষণ বিশেষ্যভাব প্রতিহত হয়। 'আত্মা' এবং 'ত্বম্'—দুইটি পদদ্বারা দুইটি ভিন্ন বাক্য করিলে অর্থবোধে-কষ্ট আসে। সেই কারণে দুইটি পদ উপমান ও উপমেয়রূপে উপস্থিত বুঝিতে হইবে। ইহা লুপ্তোপমা; এখানে ঔপম্যবাচক ইবাদি শব্দ লুপ্ত হইয়াছে। আত্মা সাক্ষী [পরমাত্মা], যেমন গুণসমূহকে অর্থাৎ সত্ত্বপ্রভৃতি মায়ার কার্য্যকে স্পর্শ

শেতে অক্ষুব্ধতয়া প্রকাশতে; হে উরুক্রম তথা ত্বমপি তেভ্যঃ সম্প্রতি তদ্বিকারময়েভ্যো রাজভ্যো ভয়াদিব উপলম্ভনমাত্রে বৈকুণ্ঠান্তরবৎ চিদেকবিলাসে অন্তঃসমুদ্রে দ্বারকাখ্যে ধাম্নি নিত্যমেব শেষে স্বরূপানন্দবিলাসৈর্গূঢ়ং বিহরসি। অর্থবশাদ্বিভক্তি-বিপরিণামঃ প্রসিদ্ধ এব। উদাহরিষ্যতে চ নিত্যস্থায়িত্বং— নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদন ইতি। অতো বস্তুতস্তস্য ত্বদাশ্রয়কস্য জীবচৈতন্যস্য যদি তেভ্যো ভয়ং নাস্তি কিন্তুভয়ত্রাপি স্বধামৈক্যবিলাসিত্বাত্তত্রৌদাসিন্যমেব ভয়ত্বেনোৎপ্রেক্ষত ইতি ভাবঃ। এবং তস্য তব চ সমঞ্জসতা। তেষান্তু দৌরাত্ম্যমেবেত্যাহ। তথাপ্যাত্মা কুৎসিতানামিন্দ্রিয়াণাং গণৈস্তদীয়নানাবৃত্তিরূপৈঃ

করে না, তাহা হইতে যেন ভয় পাইয়া সমুদ্রে—সমুদ্রের মত অগাধ রূপরসাদি বিষয়ের আকারে অপরিচ্ছিন্ন, উপলম্ভনমাত্রে—নিজশক্তি জ্ঞানমাত্রের আকার প্রাপ্ত অন্তর্হৃদয়ে [হৃদয়মধ্যে] নিত্য শয়ন করেন অর্থাৎ অক্ষুব্ধ [নিশ্চল] রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। হে উরুক্রম! আপনিও সেইরূপ গুণবিকারময় সেই রাজন্যবর্গ হইতে সম্প্রতি ভয়বশেই যেন উপলম্ভনমাত্রে—অন্য বৈকুণ্ঠের মত চেতনের একমাত্র বিলাস, অন্তঃ সমুদ্রে সমুদ্রমধ্যবর্ত্তি দ্বারকা নামক ধামে, নিত্যই শয়ন করিয়া আছেন—স্বরূপানন্দবিলাসে গুপ্তভাবে বিহার করিতেছেন। অর্থবশতঃ বিভক্তির পরিণাম প্রসিদ্ধই আছে, এখানে 'আত্মা শেতে, ত্বং শেষে'— প্রথমপুরুষের মধ্যমপুরুষে পরিণাম [পরিবর্ত্তন] হইয়াছে। দ্বারকার নিত্য স্থায়িত্ব উদাহৃত হইবে, যথা —ভগবান্ মধুসূদন দ্বারকাধামে নিত্য সন্নিহিত [১১।৩১।২৪]। বস্তুতঃ তুমি যাহাদের আশ্রয়, সেই জীবচৈতন্যের যদি গুণবিকারময় রাজন্যবর্গ হইতে ভয় না থাকে, তবে আপনার ভয় কেন হইবে? কিন্তু জীবচৈতন্য ও তাঁহার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই নিজ ধামে একরূপে বিলাসী হেতু গুণবিকারে উদা-

কৃতো বিগ্রহো যত্র তথাবিধস্ত্বমপি কুৎসিত ইন্দ্রিয়গণো যেষাং তথাভূতৈ রাজভিঃ কৃতবিগ্রহঃ। অত্র বিগ্রহ উভয়ত্রাপ্যাবরণ-ধার্ষ্ট্যম্। যদ্যেবম্ভূতস্ত্বং তর্হি কা তব নৃপাসন পরিত্যাগে হানিঃ। তত্তু ত্বৎসেবকৈঃ প্রাথমিকত্বদ্ভজনোন্মুখৈরেব বিধুতং ত্যক্তম্। তচ্চোক্তং তয়ৈব—যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয় ইত্যাদিনা। যতোঽন্ধং তম এব তৎ প্রাকৃতসুখময়ত্বাৎ। অতঃ শ্রীদ্বারকায়া নিত্যত্ব-মপি ধ্বনিতম্ ॥১০॥৬০॥ শ্রীরুক্মিণী শ্রীভগবন্তম্ ॥১১০॥

উদাসীন। এখানে সেই ঔদাসীন্যকেই ভয়রূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে [আত্মা] জীবচৈতন্য ও [ত্বম্] আপনার—এই উভয় পদ প্রয়োগের সামঞ্জস্য হয়। গুণবিকারময় রাজন্যবর্গের দৌরাত্ম্য বলিতেছেন—তথাপি কুৎসিত বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ তাহাদের নানাবৃত্তির সহিত আত্মার যেরূপ নিত্যবিরোধ আছে; সেইরূপ যাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কুৎসিত তাদৃশ রাজন্য-বর্গের সহিত আপনার নিত্যবিরোধ রহিয়াছে। এখানে আত্মা [জীব] ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়স্থলে বিগ্রহ-- আবরণরূপ ধৃষ্টতা। ইন্দ্রিয়সমূহ গুণবিকার জড়বিষয়ে আবৃত; সেইজন্য তাহাদের নিকট আত্মজ্ঞান আবৃত; রাজন্যবর্গও গুণ-বিকার অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বলিয়া ভগবানকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার সহিত বিগ্রহ করে। অজ্ঞান ও জ্ঞান—অন্ধকার ও আলোকের মত পরস্পর বিরোধী; অন্ধকারের আলোককে আবৃত করিবার চেষ্টার মত বহির্মুখ ইন্দ্রিয় ও বহির্মুখ রাজন্যবর্গের আত্মা বা শ্রীকৃষ্ণকে আবৃত করি-বার প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা। যদি আপনি এই প্রকার, তাহা হইলে আপনার নৃপাসন ত্যাগে কি ক্ষতি? তাহা তো আপনার সেবকগণ অর্থাৎ প্রাথ--মিক আপনার ভজনে উন্মুখগণকর্তৃকই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীরুক্মিণী দেবীই তাহা বলিয়াছেন:—রাজচূড়ামণিগণ আপনাকে পাইবার ইচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছেন। (১০।৬০।৪১)। যেহেতু,

অথ শ্রীমথুরায়াঃ। মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ
॥১১১॥ অর্থাত্তত্রত্যানাম্ ॥১০॥১॥ শ্রীশুকঃ॥১১১॥

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥১১২॥
স্পষ্টম্ ॥৪॥৮॥ শ্রীনারদো ধ্রুবম্ ॥১১২॥

তস্য হরেঃ শ্রীকৃষ্ণত্বমেব ব্যণক্তি।
ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ।
যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চ্চিতম্ ॥১১৩॥

প্রতিকল্পমাবির্ভাবাত্তস্যৈব নিত্যসান্নিধ্যং গম্যতে। অত এব দ্বাদশাক্ষরবিদ্যাদৈবতস্য শ্রীধ্রুবারাধ্যস্য ত্বন্যত এব তত্রাগমনমভিহিতমিতি ॥৪॥৮॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥১১৩॥

প্রাকৃত সুখময় বলিয়া সেই নৃপাসন গাঢ় অন্ধকারই [অজ্ঞানই]। অতএব শ্রীদ্বারকার নিত্যত্ব ধ্বনিত হইল ॥১১০॥

শ্রীমথুরার নিত্যধামত্ব—

যেখানে ভগবান্ হরি নিত্য সন্নিহিত, অর্থাৎ সেইস্থানে যাঁহারা নিত্য বাস করেন, তাঁহাদের সন্নিহিত—সেই মথুরা। (১০।১।২৮) ॥১১১॥

শ্রীনারদ শ্রীধ্রুবকে বলিলেন—"বৎস! পবিত্র মধুবন নামক যমুনার তটে গমন কর, যেখানে (যে মধুবনে) হরির নিত্যকাল সান্নিধ্য আছে। তোমার মঙ্গল হউক। [৪।৮।৪২] ॥১১২॥

সেই হরি শ্রীকৃষ্ণই ইহা ব্যক্ত করিতেছেন:— শ্রীনারদকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া রাজপুত্র ধ্রুব শ্রীহরির চরণ-দ্বারা শোভিত, পুণ্য মধুবনে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকল্পে মথুরায় আবির্ভূত হন, এইজন্য তাঁহারই নিত্য সান্নিধ্য বুঝা যাইতেছে। অতএব শ্রীধ্রুবের আরাধ্য, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দেবতা, অন্যস্থান হইতেই সেখানে

অথ শ্রীবৃন্দাবনস্য।

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ পুরাণ পুরুষো বনচিত্র-মাল্যঃ। গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ কণয়ংশ্চ বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরীশরমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১১৪॥

অত্র পূর্ব্বোদাহৃতশ্রুত্যাদ্যবষ্টম্ভেন তিষ্ঠন্তি পর্ব্বতা ইতি বদঞ্চতি সদৈব বিহরতীতি মথুরা স্ত্রীণাং শ্রীভগবৎপ্রসাদজা যথাবদ্ভারতী-নিঃসৃতিরিয়মিতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥১০॥৪৪॥ পুরস্ত্রিয়ঃ পরস্পরম্ ॥১১৭॥

অথবা ত্রিস্থপ্যেতদেবোদাহরণীয়ম্।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্। স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥১১৫॥

আসিয়াছিলেন,— ইহা অভিহিত হইয়াছে। (৪।৮।৬২) ॥১১৩॥

শ্রীবৃন্দাবনের নিত্য ধামত্ব—

মথুররমণীগণ পরস্পরকে বলিতেছেন—ব্রজভূমি পুণ্যবতী, যেহেতু মনুষ্য-লিঙ্গে গুপ্ত, পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বনজাত বিচিত্র মাল্যভূষিত হইয়া বল-দেবের সহিত গোপালন ও বেণুবাদন পূর্ব্বক ক্রীড়ার জন্য গমন করেন; শিব ও লক্ষ্মী তাঁহার পদযুগল অর্চ্চনা করেন। [১০ ৪৪।১৩] ॥১১৪॥

এস্থলে পূর্ব্বে (৩৮ পৃষ্ঠায়) উদাহৃত শ্রুতি লিঙ্গ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া 'পর্ব্বত সর্বদা আছে,—এই প্রয়োগের মত "অঞ্চতির" অর্থ সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন। মথুরার রমণীগণের শ্রীভগবৎপ্রসাদজনিত এই উক্তি নির্গত হইয়াছে। (১০ ৪৪ ১৩) ॥১১৪॥

অথবা দ্বারকা, গোকুল ও মথুরা—এই তিন ধামের বিষয়ে শ্লোকই উদা-হরণ দেওয়া যায়। যথা—যিনি জীবগণের আশ্রয়; দেবকীতে যাঁহার জন্মবাদমাত্র, যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবকরূপ সভা—যিনি বাহুসমূহ-

যদুবরাঃ পরিষৎ সভারূপা যস্য সঃ। দেবকীজন্মবাদস্ত-জ্জন্মত্বেন লব্ধখ্যাতির্দেবক্যাং জন্মেতি বাদস্তত্ত্ববুভুৎসুকথা যস্য স ইতি বা। শ্রীকৃষ্ণো জয়তি পরমোৎকর্ষেণ সদৈব বিরাজতে। লোহিতোষ্ণীষা প্রচরন্তীতিবৎ যদুবরসভ্যবিশিষ্টত্বয়ৈব জয়াভি-ধানম্। অত্র যদুবরশব্দেন শ্রীব্রজেশ্বরতদ্ভ্রাতরোঽপি গৃহ্যন্তে, তেষামপি যদুবংশোৎপন্নত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথা চ ভারত-তাৎপর্য্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেবং ব্রহ্মবাক্যত্বেন লিখিতম্—তস্মৈ বরঃ স ময়া সন্নিসৃষ্টঃ স চাস নন্দাখ্য উতাস্য ভার্য্যা। নাম্না যশোদা স চ শূরতাতসুতস্য বৈশ্যাপ্রভবস্য গোপ ইতি। শূরতাত-সুতস্য শূরসপত্নীমাতৃজস্য বৈশ্যায়াং তৃতীয়বর্ণায়াং জাতস্য সকাশাৎ

দ্বারা অধর্ম্ম দূরে নিরসন করিয়া থাকেন, যিনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণিমাত্রেরই সংসার দুঃখ নাশ করেন, যিনি শোভন হাস্যযুক্ত মুখদ্বারা ব্রজের ও মথুরার রমণীগণের কাম অর্থাৎ ভোগদ্বারা সংসার জয় বা মোক্ষ প্রদান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন॥ (১০।৯০।৪৮)॥

ব্যাখ্যা:— যদুবরগণ যাঁহার সভাস্বরূপ, দেবকীপুত্র বলিয়া যিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, অথবা যাঁহার দেবকীতে জন্মবাদ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুগণের কথা, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়তি—সর্ব্বদা পরম উৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। লোহিত উষ্ণীষ [পাগড়ী]—ধারিগণ বিচরণ করিতেছে বলিলে, যেমন লোহিত উষ্ণীষবিশিষ্টরূপে বিচরণ বুঝায়, সেইরূপ যদুবর রূপসভাবিশিষ্ট-রূপেই শ্রীকৃষ্ণের জয় বলা হইয়াছে। এখানে যদুবরশব্দে শ্রীব্রজেশ্বর নন্দ ও তাহার ভ্রাতৃগণকে বুঝাইতেছে; কারণ, তাঁহারাও যদুবংশে উৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমধ্বাচার্য্য 'ভারততাৎপর্য্য' নামক গ্রন্থে ব্রহ্মার বাক্য-রূপে এই প্রকার লিখিয়াছেন "তাঁহাকে আমি সেই বর প্রদান করিয়া-ছিলাম। তিনি (সেই দ্রোণ নামক বসু) নন্দ এবং তাঁহার ভার্য্যা (ধরা)

আস বভূব ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদানকদুন্দুভিনা তস্মিন্ ভ্রাতরিতি মুহুঃ সম্বোধনমক্লিষ্টার্থং ভবতি। ভ্রাতরং নন্দমাগতমিতি শ্রীমন্মুনীন্দ্রবচনঞ্চ। তদেতদপ্যুপলক্ষণং তদ্ভ্রাতৄণাম্। যথা চ যাদবমধ্যপাতিত্বেনৈব তেষু নির্দ্ধারণময়ং শ্রীরামবচনং শ্রীহরিবংশে – যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বান্ধবা ইতি। সপ্তম্যা হ্যস্য জাতাবেব নির্দ্ধারণমুচ্যতে, পুরুষেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূর ইতিবৎ। বিজাতীয়ত্বে তু শ্রেষ্ঠেভ্যো মাথুরা আঢ্যতমা ইতিবৎ যাদবেভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যো ইত্যেবোচ্যেতেতি জ্ঞেয়ম্। অত্র জয়তীত্যত্র লোড়র্থত্বং ন সংগচ্ছতে সদৈবোৎকর্ষানন্ত্যমিতে তস্মিন্নাশীর্ব্বাদানবকাশাত্তদবকাশে বা আশীর্ব্বাদবিষয়স্য তদানীমাশীর্ব্বাদকর্তানুবাদবিশেষ-

---

যশোদা হইয়াছিলেন। নন্দ বৈশ্যা হইতে উৎপন্ন শূরতাত পুত্রের পুত্র, গোপ। শূরের পিতা দেবমীঢ়; তাঁহার বৈশ্যা পত্নীর পুত্র পর্জন্য; তাঁহার পুত্র নন্দ; শূর ক্ষত্রিয়ার পুত্র; তাঁহার পুত্র বসুদেব ক্ষত্রিয়।” অতএব শ্রীমান্ বসুদেবের নন্দের প্রতি পুনঃ পুনঃ ভ্রাতৃসম্বোধনের অর্থ সহজে প্রতীত হয়। শ্রীশুকদেবের বাক্য—“বসুদেব শুনিলেন, ভ্রাতা নন্দ আসিয়াছেন।” (১০।৫।২০)। অতএব যদুবরপদে নন্দের অন্যভ্রাতৃগণের ও উপলক্ষণ। শ্রীহরিবংশে শ্রীবলদেব নন্দ প্রভৃতিকে যাদবগণের মধ্যবর্ত্তিরূপেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যথা—“সমস্ত যাদবগণের মধ্যে আপনারা আমার বান্ধব”। ‘যাদবেষু’ এই সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা জাতিতেই নির্দ্ধারণ উক্ত হইয়াছে; যেমন, পুরুষগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় (জাতি) শূর (বীর)। বিজাতীয়ের মধ্যে নির্দ্ধারণ বুঝাইতে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যেমন, শূরসেনদেশবাসী অপেক্ষা মথুরাবাসিগণ আঢ্যতম। যদি নন্দাদি, যাদবগণের বিজাতীয় হইতেন, তাহা হইলে ‘যাদবেষু’ না বলিয়া ‘যাদবেভ্যঃ’ এইরূপই বলিতেন। এই শ্লোকে ‘জয়তি’ পদে ‘জি’ ধাতুর উত্তর যে ‘তি’ বিভক্তির প্রয়োগ

বিশিষ্টতয়ৈব স্থিতেরবগমাৎ প্রতিপিপাদয়িষিতং তাদৃশত্বেনৈব তাৎকালিকত্বমাগচ্ছত্যেব। যথা ধার্ম্মিকসভ্যোঽয়ং রাজা বর্দ্ধতামিতি। তদেবং পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতামিত্যপ্যনুসন্ধেয়ম্। অনেন যদুবরাণামপি তথৈব জয়ো বিবক্ষিতঃ। নন্বেবং তথা বিহরণশীলশ্চেৎ পুনঃ কথমিব দেবকীজন্মবাদোঽভূত্তত্রাহ —স্বৈর্দোর্ভির্দোভ্যাং চতুর্ভিশ্চতুর্ভুজৈর্বাধর্ম্মং তদ্বহুলমসুররাজবৃন্দম্

হইয়াছে, তাহার 'লোট্' অর্থ, অর্থাৎ 'সকল উৎকর্ষে বিরাজ করুন'—এই প্রকার আশীর্ব্বাদ অর্থ সংগত নহে ; কারণ, যিনি সকল সময়ে উৎকর্ষের অধীনতা প্রাপ্ত, তাঁহাতে আশীর্ব্বাদের অবকাশ নাই ; (অপ্রাপ্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত করাইবার ইচ্ছা—আশীর্ব্বাদ ; যিনি পূর্ণ,—তাঁহার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, কাজেই আশীর্ব্বাদ সঙ্গত হয় না)। অথবা আশীর্ব্বাদের বিষয়ীভূত শ্রীকৃষ্ণ—জননিবাস, দেবকীজন্মবাদাদি যে সকল বিশেষণে বিশিষ্টরূপে আশীর্ব্বাদের বিষয় হইয়াছেন, আশীর্ব্বাদকালে সেই সকল বিশেষণ বিশিষ্টরূপে অবস্থিত—ইহা বুঝা যাইতেছে। অতএব, এতাদৃশ বিশিষ্টরূপে আশীর্বাদ, অনুবাদ বা পুনরুক্তি। যেইরূপ, যে রাজার সভ্যগন ধার্মিক, তিনি বর্দ্ধিত হউন।' —এই উক্তিতে আশীর্ব্বাদকালে সভ্যগণের অবস্থিতি বুঝাইতেছে, সেইরূপ 'জয়তি' ক্রিয়ার আশীর্ব্বাদ অর্থে প্রয়োগ স্বীকার করিলে জননিবাসাদি বিশেষণসমূহেরও সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিতি বুঝা যায়। 'অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের পতি ও গতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন' (২।৪।২০) এই বাক্যেও এই প্রকার বিশেষণবিশিষ্টরূপে তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি অনুসন্ধান করিতে হইবে। 'জয়তি' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যদুবরগণের ও জয় বক্তার অভিপ্রেত। যদি শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা সেই প্রকার ক্রীড়াশীল তাহা হইলে দেবকীতে জন্ম এই প্রসিদ্ধি কি করিয়া হইল? তাহার উত্তরে বলিলেন—নিজের দুই ভুজ বা চারভুজে অধর্ম

অস্মিন্ নিহন্তুং তদর্থমেব লোকেঽপি তথা প্রকটীভূত ইত্যর্থঃ। কিং বা কিং কুর্বন্ জয়তি স্বৈঃ কালত্রয়গতৈরপি ভক্তৈরেব দোর্ভিস্তদ্দ্বারা অধর্ম্মং জগদ্গতপাপ্মানম্ অস্যন্নাশয়ন্নেব। তদুক্তম্—মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতি। পুনঃ কিমর্থং দেবকীজন্মবাদস্তত্রাহ স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ নিজাভিব্যক্ত্যা নিখিলজীবানাং সংসারহন্তা তদর্থমেবেত্যর্থঃ। তদুক্তম্—যত এতদ্বিমুচ্যত ইতি। কিং বা কথম্ভূতো জয়তি যদুব্রজপুরবাসিনাং স্থাবরজঙ্গমানাং নিজচরণবিয়োগদুঃখহন্তা সন্। নিত্যবিহারে প্রমাণমাহ-জননিবাসঃ জনশব্দোঽত্র স্বজনবাচকঃ। সালোক্যেত্যাদিপদ্যে জনা ইতিবৎ। স্বজনহৃদয়-তত্তদ্বিহারত্বেন সবদৈবাবভাসমান ইত্যর্থঃ। সর্বপ্রমাণচয়চূড়ামণি-

---

অর্থাৎ অধর্ম্মবহুল অসুররাজগণকে নাশ করিবার জন্যই এ জগতেও সেই প্রকার প্রকট হইয়াছিলেন—এই অর্থ; অথবা কি কার্য্য করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন? তাহাতে বলিলেন—কালত্রয় গত নিজ ভক্তগণরূপ বাহুসকল-দ্বারা জগৎস্থিতপাপসমূহ নাশ করিয়াই,—তাহা উক্ত হইয়াছে।—আমার ভক্তি যুক্তব্যক্তি জগৎকে পবিত্র করেন। (১১।১৪।২৪)। তাহা হইলে, দেবকীতে জন্ম—এই প্রসিদ্ধি কি জন্য? তাহাতে বলিলেন—'স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ,' নিজের অভিব্যক্তি (আবির্ভাব) দ্বারা নিখিল জীবের বৃজিন অর্থাৎ সংসারের হন্তা, তাহাদের (জন্মমৃত্যুরূপ) সংসার নাশের জন্যই দেবকীতে জন্ম। তাহা উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই জগৎ বিমুক্ত হয়। (১০।২৯।১৬)। অথবা কিভাবে জয়যুক্ত হইতেছেন? ব্রজপুরবাসি স্থাবরজঙ্গমসকলের নিজপাদপদ্মের অদর্শন-জনিত (বৃজিন) দুঃখহন্তা হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন। নিত্য বিহার [ক্রীড়া] বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—'জননিবাসঃ'-এখানে 'জন' শব্দ নিজজনের বাচক। যেমন, [৩।২৯।১৩] সালোক্যাদি পদ্যে জনশব্দ নিজজন [ভক্ত] অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে;

ভূতো বিদ্বদনুভব এবাত্র প্রমাণমিতি ভাবঃ। স্বয়ন্তু কিং কুর্বন্ জয়তি ব্রজবনিতানাং মথুরাদ্বারকাপুরবনিতানাঞ্চ কামলক্ষণো যো দেবঃ স্বয়মেব তদ্রূপস্তং বর্দ্ধয়ন্ সদৈবোদ্দীপয়ন্। অত্র তদীয়-হৃদয়স্থকামতদধিদেবয়োঃভেদবিবক্ষা তাদৃশতদ্ভাবস্য তদ্দেব পরমার্থতাবোধনায় শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিময়স্য তাদৃশভাবস্যাপ্রাকৃতত্বাৎ পরমানন্দপরাকাষ্ঠারূপত্বাচ্চ। শ্রীকৃষ্ণস্য কামরূপোপাসনা চাগমে ব্যক্তাস্তি। বনিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতীতি নাম-লিঙ্গনুশাসনম্। ব্রজেতি শ্রৈষ্ঠ্যেন পূর্ব্বনিপাতঃ। অতএব পূর্ব্বং মেরুদেব্যাং সুদেবীতি সংজ্ঞাবৎ দেবকীশব্দেন শ্রীযশোদা চ

নিজজনগণের হৃদয়ে বৃন্দাবনে, মথুরা, দ্বারকাদিতে বিহারকারিরূপে সর্ব্বদাই প্রকাশিত। সকল প্রমাণের চূড়ামণি (শ্রেষ্ঠ প্রমাণ) মহাভাগবত-গণের অনুভবই এ বিষয়ে প্রমাণ। নিজে কি কার্য্য করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন? — ব্রজবনিতাগণের এবং মথুরা ও দ্বারকাপুরের বনিতাগণের কামরূপদেব, নিজেই কামদেব, তাহাকে বর্দ্ধিত সর্বদা উদ্দীপ্ত করিয়াই জয়-যুক্ত হইতেছেন। এস্থলে ব্রজ ও পুরবনিতাগণের হৃদয়স্থ কাম ও সেই কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অভিন্ন (এক)—উক্ত হইয়াছে। এইরূপ বলিবার অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণের মত বনিতাগণের তাদৃশ কামভাব যে (প্রাকৃত নহে) পরমার্থ—ইহা জ্ঞাপন করা। কারণ, ব্রজপুর-বনিতাগণের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিময়-পরমানন্দের পরাকাষ্ঠারূপ তাদৃশভাব কখনও প্রাকৃত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের কামরূপে উপাসনা আগমে ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে বনিতাশব্দের অর্থ কেবল স্ত্রী নহে, শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী স্ত্রী, নামলিঙ্গানুশাসনে উক্ত হইয়াছে—যাঁহার অতিশয় অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে (সেই স্ত্রীকে) বনিতা বলে। দ্বারকা ও মথুরাপুরের বনিতাগণের অপেক্ষা ব্রজবনিতাগণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য প্রথমে ব্রজ শব্দের প্রয়োগ। অতএব, পূর্বে যেমন

ব্যাখ্যেয়া। . দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরি জায়য়েতি পুরাণান্তরবচনাৎ। তদেবং ত্রিষ্বপি নিত্যবিহারত্বং সিদ্ধম্ ॥১০॥২০॥শ্রীশুকঃ॥১১৫॥

অথ যদুক্তং শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশবিশেষে গোলোকত্বং তত্র প্রাপঞ্চিক - লোকাপ্রকটলীলাবকাশত্বেনাবভাসমানপ্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্। প্রকটলীলায়াং তস্মিংস্তচ্ছব্দ-প্রয়োগাদর্শনাৎ ভেদাংশশ্রবণাচ্চ। প্রকটাপ্রকটতয়া লীলাভেদ-শ্চাগ্রে দর্শয়িতব্যঃ। তদেবং বৃন্দাবন এব তস্য গোলোকাখ্য-প্রকাশস্য দর্শনেনাভিব্যনক্তি—নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপাল-মহোদয়ম্। কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ।

মেরুদেবীর সুদেবী নাম, সেইরূপ যশোদার দেবকী একটি নাম। এখানে দেবকী শব্দে উভয় অর্থই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অন্যপুরাণে (আদিপুরাণে) উক্ত হইয়াছে—শ্রীনন্দের পত্নীর দেবকী ও যশোদা দুইটি নাম। এইজন্য বসুদেব পত্নী দেবকীর সহিত শ্রীযশোদার সখ্য ছিল। এইরূপে ধামত্রয়েই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার সিদ্ধ হয়। (ভাঃ—১০।২০।১১৫)॥

শ্রীগোলোকের তত্ত্ব ঃ

শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রকাশ বিশেষ গোলোক—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাপঞ্চিক জগতে যে লীলার প্রকট বা স্পষ্টপ্রকাশের অবকাশ নাই, সেই লীলার অভিব্যক্তি স্থান গোলোক—ইহা সমর্থন করিতে হইবে। কারণ, প্রকটলীলায় শ্রীবৃন্দাবনে গোলোকশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। কোন কোন অংশে গোলোক ও বৃন্দাবনের ভেদও শ্রুত হয়। প্রকট ও অপ্রকট লীলার ভেদ পরে প্রদর্শিত হইবে। বৃন্দাবনেই গোলোকাখ্য প্রকাশ (গোপগণের) দর্শনের দ্বারা অভিব্যক্ত করিতেছেন—লোকপাল বরুণের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এবং বরুণলোকবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্যক

তত্রোৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্। অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ। ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্। সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ। জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্। ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ। তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ। দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা। নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥ ১১৬॥

এগতি দর্শন করিয়া বিস্মিত নন্দ জ্ঞাতিগণের নিকট বলিলেন—হে রাজন্! গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করিয়া উৎসুকচিত্ত হইলেন এবং ঈশ্বর কি আমাদিগকে সূক্ষ্ম নিজ ব্রহ্মাখ্য স্থান প্রাপ্ত করাইবেন—এই প্রকার মনে করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজভক্তগণের এই প্রকার সংকল্প বিদিত হইয়া তাঁহাদের সংকল্প সিদ্ধির নিমিত্ত কৃপাপূর্ব্বক এই চিন্তা করিলেন,—'নিজজন এই গোপগণ অবিদ্যা (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি), কাম ও কর্ম্মদ্বারা এই জগতে দেব, মনুষ্য, পশুপক্ষিপ্রভৃতিরূপ নানাপ্রকার গতিতে ভ্রমন করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত আপনাদিগকে অভিন্ন মনে করিয়া ('তেষ্বতঃ কৃষ্ণ' পরিকরগণের অবিদ্যাদি অসম্ভব ;) আমার মনুষ্যোচিত লীলার আবেশবশতঃই আপনাদের গতি জানিতে পারিতেছে না। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া মহাকারুণিক বিভু ভগবান্ গোপগণকে প্রকৃতির অতীত নিজলোক দর্শন করাইলেন। গুণের অপগমে সমাহিতচিত্ত মুনিগণ যাহা দর্শন করিয়া থাকেন যাহা সত্য - অবাধ, জ্ঞান—অজড়, অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন জ্যোতি—

অতীন্দ্রিয়মদৃষ্টপূর্ব্বম্। লোকপালো বরুণঃ। স্বগতিং স্বধাম। সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়াম্। উপাধাস্যৎ নোঽস্মান্ প্রতি প্রাপয়িষ্যতীতি সংকল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ। জন ইতি। জনোঽসৌ ব্রজবাসী মম স্বজনঃ। এতস্মিন্ প্রাপঞ্চিকলোকে। অবিদ্যাদিভিঃ কৃতা যা উচ্চাবচা গতয়ো দেবতির্য্যগাদয়ঃ। তাসু স্বাং গতিং ভ্রমন্ তাভ্যো নির্বিশেষতয়া জানন্ তামেব স্বাং গতিং ন বেদেত্যর্থঃ। ততোঽয়ং ভ্রমো যদ্যপি তত্তল্লীলাপোষায়ৈব মদীয়-লীলাশক্ত্যা কল্পিতস্তথাপি তদিচ্ছানুসারেণ ক্ষণকতিপয়ং তদীয়াং

স্বপ্রকাশ সনাতন—নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্ম। যেখানে অক্রূর এই প্রসঙ্গের ভাবিকালে গমন করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মহ্রদ অক্রূরতীর্থে গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহার মহিমা লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত নীত, মগ্ন ও পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকই উদ্ধারপূর্ব্বক বৃন্দাবনপ্রদেশে আনীত হইয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক দর্শন করিলেন। নন্দ প্রভৃতি সেই গোলোক দর্শন করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলেন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলাবর্ণনকারিণী মূর্ত্তিমতী, শ্রুতি বরবর্ণিনীগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। (১০।২৮।১০—১৭) ১১৬॥

শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা :- অতীন্দ্রিয়—অদৃষ্টপূর্ব; লোকপাল—বরুণ, স্বগতি স্বধাম, সূক্ষ্মা দুর্জ্ঞেয়া, উপাধাস্যৎ—আমাদের প্রতি প্রাপ্ত করাইবেন,—এই প্রকার সঙ্কল্প করিলেন। জন - ব্রজবাসী স্বজন, এতস্মিন্ - এই প্রাপঞ্চিক লোকে, অবিদ্যাদিকৃত যে উচ্চাবচ (নানাপ্রকার) গতি—দৈব, তির্য্যক প্রভৃতি, সেই সকল দেহে ভ্রমন্ — ভ্রমবশতঃ সেই সকল দেহ হইতে আপনাদিগকে অভিন্নরূপে মনে করিয়া সেই নিজ ধাম জানিতে পারিতেছে না—এই অর্থ। যদিও এই ভ্রম তাঁহাদের (অজ্ঞান) সেই সেই লীলা পুষ্টির নিমিত্ত আমার লীলাশক্তিকর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে,

সর্ব্ববিলক্ষণাং স্বাং গতিং দর্শয়ন্ তমপনেষ্যামীতি ভাবঃ। বৈলক্ষণ্যঞ্চাগ্রে ব্যঞ্জনীয়ম্। গোপানাং স্বং লোকং শ্রীগোলোকম্। যঃ খলু চিন্তামণিপ্রকরসদ্মেত্যাদিভির্বহু-বর্ণিত-ব্যক্ত-বৈভবাতিক্রান্ত-প্রপঞ্চলোকমহোদয়স্তম্। তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং প্রপঞ্চানভিব্যক্তত্বেন তদীয়েনাপ্যসঙ্করম্। অতএব সচ্চিদানন্দরূপ এবাসৌ লোক ইত্যাহ, সত্যমিতি সত্যাদিরূপং যদ্ ব্রহ্ম যচ্চ গুণাত্যয়ে পশ্যন্তি তদেব স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ-প্রাকট্যেন সত্যাদিরূপাব্যভিচারিণং গোলোকং সন্তং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যথান্যত্রাপি বৈকুণ্ঠে ভগবৎসন্দর্ভোদাহৃতং পাদ্মাদিবচনং ব্রহ্মাভিন্নতাবাচিত্বেন দর্শিতং তদ্বৎ। অথ শ্রীবৃন্দাবনে চ তাদৃশদর্শনং কতমদেশস্থিতানাং

তথাপি ব্রজবাসীগণের ইচ্ছানুসারে কিছুক্ষণের মত সকলগতি হইতে ভিন্ন তাহাদের নিজগতি দর্শন করাইয়া সেই ভ্রম অপনোদন করিব। গোপগণের সকল গতি হইতে নিজ গতির বৈলক্ষণ্য অগ্রে ব্যক্ত হইবে। গোপগণের স্বলোক—শ্রীগোলোক, যাহার গৃহসমূহ চিন্ময়রত্নসমূহদ্বারা নির্মিত ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকসমূহে বহুবর্ণিত, নিজবৈভবদ্বারা প্রাপঞ্চিকবরুণলোকের বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছে; সেই গোলোক তাঁহাদের স্বধাম। 'তমসঃ পরম্' —প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হয় না। বলিয়া প্রপঞ্চের বস্তুর সহিতও সংকীর্ণ (মিশ্রিত) নহে। অতএব, এই লোক—সৎ, চিৎ, আনন্দ-রূপই; ইহা বলিতেছেন—'সত্যাদিরূপ যে ব্রহ্ম, যাঁহাকে গুণসমূহের অপগমে মুনিগণ দেখিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মই স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের আবির্ভাব-দ্বারা সত্যাদিরূপের ব্যতিক্রম না করিয়া শ্রীগোলোকরূপে অভিব্যক্ত, তাহা দর্শন করাইলেন। যেইরূপ অন্যত্র বৈকুণ্ঠশব্দ ব্রহ্মের অভিন্নতাবাচক,—ইহা ভগবৎসন্দর্ভে উদাহৃত পদ্মপুরাণাদির বচনে দর্শিত হইয়াছে;' সেইরূপ গোলোক ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবাচক অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দের অর্থ যেইরূপ সামান্যতঃ 'বৈকুণ্ঠমাত্র সেইরূপ বৈকুণ্ঠবিশেষ গোলোকও ব্রহ্মশব্দের অর্থ'।

তেষাং জাতমিত্যপেক্ষায়ামাহ,—ব্রহ্মহ্রদম্ অক্রূরতীর্থং কৃষ্ণেন নীতাঃ পুনশ্চ তদাজ্ঞয়ৈব মগ্নাঃ পুনশ্চ তস্মাত্তীর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেনৈবোদ্ধৃতাঃ সন্তো নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লোকং গোলোকাখ্যং দদৃশুঃ। যত্র চ ব্রহ্মহ্রদেঽথাগাৎ অক্রূরোৎ অধিগতবান্ ইতি বা। সর্বত্রৈব শ্রীবৃন্দাবনে যদ্যপি তৎপ্রকাশবিশেষোঽসৌ গোলোকঃ দর্শয়িতুং শক্যঃ স্যাত্তথাপি তত্তীর্থমাহাত্ম্যজ্ঞাপনার্থমেব বা বিনোদার্থমেব বা তস্মিন্ মজ্জনমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র স্বাং গতিমিতি তদীয়তানির্দ্দেশো গোপানাং স্বং লোকমিতি ষষ্ঠীস্বশব্দয়োর্নির্দ্দেশঃ কৃষ্ণমিতি সাক্ষাৎ তন্নির্দ্দেশশ্চ বৈকুণ্ঠান্তরং ব্যবচ্ছিদ্য শ্রীগোলোকমেব প্রতিপাদয়তি। অতএব তেষাং তদ্দর্শনাৎ পরমানন্দনির্বৃতত্বং সুবিস্মিতত্বমপি যুক্তমুক্তম্। তস্যৈব পূর্ণত্বাৎ। তথাপি পুত্রাদিরূপেনৈবোদয়াচ্চ। তথা তত্র কৃষ্ণং যথাদদৃশুস্তথা

শ্রীবৃন্দাবনে কোন্ দেশে অবস্থিত হইয়া গোপগণ তাদৃশ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন? এই অপেক্ষায় বলিলেন—ব্রহ্মহ্রদে-অক্রূরতীর্থে, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নীত, পুনরায় তাঁহার আজ্ঞাতেই মগ্ন ও পুনঃ সেই তীর্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকই উদ্ধৃত হইয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম—শ্রীকৃষ্ণের লোক শ্রীগোলোক দেখিতে পাইলেন। যে ব্রহ্মহ্রদে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদিও শ্রীবৃন্দাবনে সর্বত্রই বৃন্দাবনের প্রকাশবিশেষ গোলোক দর্শন করাইতে পারা যায়, তথাপি সেই অক্রূরতীর্থের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন অথবা বিনোদের নিমিত্ত তাহাতে মজ্জন জানিতে হইবে। এস্থলে 'স্বাং গতিম্' এই প্রকার তদীয়তা অর্থাৎ কৃষ্ণলোকই গোপগণের লোক এইপ্রকার গোপ সম্বন্ধিত্ব নির্দ্দেশ; 'গোপানাং স্বং লোকং' এই প্রকার ষষ্ঠী বিভক্তিও স্বশব্দের নির্দ্দেশ; 'কৃষ্ণম্' এই প্রকার সাক্ষাৎ কৃষ্ণের নির্দ্দেশ; ব্রহ্মলোকশব্দদ্বারা অন্য বৈকুণ্ঠকে নিষেধ করিয়া শ্রীগোলোকই প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব গোপ-

তৎপরিকরাণামন্যেষাং দর্শনানুক্তেস্ত এক এব তত্র পরিকরা ইত্যাভিব্যজ্যতে। ততশ্চ লীলাদ্বয়ে কৃষ্ণবত্তেষামেব প্রকাশভেদঃ। যদা চ প্রকাশভেদো ভবতি তদা তত্তল্লীলারসপোষায় তেষু তত্তল্লীলাশক্তিরেবাভিমানভেদং পরস্পরমননুসন্ধানং চ প্রায়ঃ সম্পাদয়তীতি গম্যতে। উদাহরিষ্যতে চাগ্রে। অতএবোক্তং ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্নিতি। তথা চ সতীদানীং শ্রীব্রজবাসিনাং কথঞ্চিজ্জাতয়া তাদৃশেচ্ছয়া তেভ্যস্তেষামেব তাদৃশং প্রকাশবিশেষাদিকং দর্শিতমিতি গম্যতে। ন চ প্রকাশান্তরমসম্ভাবনীয়ম্। পরমেশ্বরত্বেন তৎশ্রীবিগ্রহপরিকরধামলীলাদীনাং যুগপদেকত্রাপ্যনন্তবিধবৈভবপ্রকাশশীলত্বাৎ। তদেবমুক্তোঽর্থঃ সমঞ্জস এব ॥ ১০ ॥ ১৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১১৬ ॥

গণের গোলোক দর্শনে যে পরম আনন্দ ও সুবিস্ময় উক্ত হইয়াছে,—তাহা উপপন্ন হয়। কারণ, গোলোকই পূর্ণধাম। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের পুত্রাদিরূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। গোলোকে যেরূপ কৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার পরিবারগণের দর্শনের কথা উক্ত হয় নাই, অতএব সেখানে তাঁহারাই যে একমাত্র পরিকর এইটি অভিব্যক্ত হইতেছে। সেই কারণে প্রকট ও অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণের যেইরূপ প্রকাশভেদ, সেইরূপ গোপগণেরও গোলোকে প্রকাশের ভেদ। যখন প্রকাশের ভেদ হয়, তখন সেই সেই লীলাশক্তিই সেই সেই লীলার নিমিত্ত, রসপুষ্টির নিমিত্ত, প্রকটলীলাগত প্রকাশে ও অপ্রকটলীলাগত প্রকাশে (নন্দাদি পরিকরগণের) অভিমান ভেদ ও পরস্পরের অননুসন্ধান প্রায়শঃ সম্পাদন করিয়া থাকেন,—ইহা বুঝা যায়। অগ্রে এ সম্বন্ধে উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে। এইজন্য বলা হইয়াছে, তাঁহারা ভ্রমহেতু নিজের গতি গোলোককে জানিতে পারেন নাই। শ্রীব্রজবাসিগণ নিজপ্রকাশভেদে গোকুল ও গোলোকে বিহার করেন বলিয়া

তাঁহাদের গোলোক দর্শনের ইচ্ছা কথঞ্চিৎ সঞ্জাত হইলে তাঁহাদিগকে তাঁহাদেরই প্রকাশবিশেষাদি দর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ প্রকাশভেদ অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। অতএব, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, পরিকর, ধাম ও লীলা প্রভৃতির একই সময়ে একই স্থানে অনন্ত প্রকার বৈভব প্রকাশ স্বভাব সিদ্ধ; অতএব উক্ত অর্থ সঙ্গতই। ॥ ১১৬ ॥

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো, প্রসীদ প্রভো! দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ॥
নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে, ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ, নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥

ফুল্লেন্দীবরকান্তমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে!
গোপেশ! গোপিকাকান্ত! রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে॥
রাধে! বৃন্দাবনাধীশে! করুণামৃতবাহিনি!।
কৃপয়া নিজপাদাব্জদাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্॥

আলীভিঃ পরিপালিতঃ প্রবলিতঃ সানন্দমালোকিতঃ
প্রত্যাশং সুমনঃফলোদয়বিধৌ সামোদমাস্বাদিতঃ।
বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্ব্বাতিশায়িশ্রিয়া
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রুমঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভগর্ভগ-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্য
সানুবাদং প্রথম খণ্ডং সম্পূর্ণম্॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভঃ

শুদ্ধিপত্রম্

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বদন্তী	বদন্তি	২	৮	তত্ববিষয়ে	তত্ত্ববিষয়ে	২	১৭
পরমাত্মশদেন	পরমাত্মশব্দেন	৩	৩	তত্ব	তত্ত্ব	৩	১১
স্থান-স্বরূপা	স্থানকর্ম্মস্বরূপা	৫	৮	সাখ্য যোগ	সাংখ্য যোগ	৬	২৫
লেকেষু	লোকেষ্	৭	১	ততেহত্রা	ততোহত্রা	৭	৩
পুরুষঃ	পুরুষ	৮	৪	পুরুষ	পুরুষনামে	১১	১১
সর্গ	সর্গ	১২	৮	ভাগবদ্ধর্ম্মের	ভাগবত ধর্ম্মের	১৩	২৩
ভগবদ্ধর্ম	ভাগবতধর্ম্ম	১৩	২৪	ভুবৌ	ভুবো	১৮	১২
যুগসন্ধ্যায়াং	যুগসন্ধ্যায়াং	১৯	৯	বিশ্বক	বিষ্বক্	২০	১
চৈবাঃ	চৈব	২০	৭	ভগানের	ভগবানের	২০	২২
অব্যভিচারানী	অব্যভিচারিণী	২০	২৪	পুরুষস্যাশ	পুরুষস্যাংশ	২২	৩
ভগবত্ব	ভগবত্ত্ব	২২	৯	তদ্বদিহাপি ইতি	তদ্বদিহাপীতি	২৪	১
ভুবৌ	ভুবো	২৪	১৪	স্বাভাসেন	স্বভ্যাসেন	৩২	৪
তচ্ছতিঃ	তচ্ছ্রুতিঃ	৩৩	৫	বভৌ ভূরিতি	কলাভ্যামিতি	৩৪	১৭
স্বয়ামিত্যাগ	স্বয়মিত্যাগ	৩৬	৫	পেক্ষবরা	পেক্ষরবা	৩৮	৪
জ্যোতি	জ্যোতি	৪৩	২	নিজন্তের	ণিজন্তের	৪৪	১৭
ভগবত্বেন	ভগবত্ত্বেন	৪৫	২	সচেতি	সচোক্ত	৪৬	৫
প্রযুজ্য	প্রযুক্ত	৪৯	১২	গ্রহণে	গহনে	৫০	৬
গ্রহণরূপ	গহনরূপ	৫০	২২	ষথেহ	যথেহ	৫২	২
উদ্বর্হনে	উদ্বর্হণে	৫৫	১৫	পরিপুরণ	পরিপূরণ	৫৭	২
প্রভাবেন	প্রভাবেণ	৫৮	৪	বাক্যাণাং	বাক্যানাং	৬০	২
ত্বম্	তম্	৬১	৬	অর্পন	অর্পণ	৬৪	১৯

শুদ্ধিপত্রম্

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মূর্ত্তি	মূর্ত্তির	৬৫	১৪	কৃষ্ণয়ো	বৃষ্ণয়ো	৭০	৮
ত্ৰধীশ	ত্র্যধীশ	৭১	১	পুত্রনাঙ্ক	পুত্রাণাঙ্ক	৭২	২
অবতরণের	অবতরণের ইচ্ছার	৭২	১২	যোদ্রুহ্য	যো দ্রুহ্য	৭৩	৩
কারণ	কারণ			বিদুরেনৈবং	বিদুরেণৈবং	৭৩	৬
পৈতৃষ্বেয়	পৈতৃষ্বসেয়	৭৪	১০	পিতৃষ্বসাতনয়	পিতৃষ্বসৃতনয়	৭৫	১৭
অর্থাৎ	অর্থাৎ একমাত্র	৭৫	১৮	যচ্ছ্বতঃ	যচ্ছ্বতঃ	৭৬	১০
শ্রীকৃষ্ণের	রসিক শ্রীকৃষ্ণের			সত্ত্বশুদ্ধি	সত্ত্বশুদ্ধি	৭৬	১১
নিবন্ধ	নিবদ্ধ	৭৭	১১	উচিৎ	উচিত	৭৭	১৭
বচস্তত্ত্ব	বচস্তত্ত্ব	৭৮	১	কৃতা	হৃতা	৭৯	১
গুণদ্বারা	গুণোদারাঃ	৭৯	৯	সংক্ষেপেনৈব	সংক্ষেপেণৈব	৮০	৫
ব্যাস	বিদ্বাং	৮০	১০	শ্রূয়মানায়াং	শ্রূয়মাণায়াং	৮১	১
যেনাবতারেন	যেনাবতারেণ	৮২	১৯	মনুষস্য	মনুষ্যস্য	৮৩	৭
মুণিগণ	মুনিগণ	৮৩	১০	মান	মাণ	৮৩	২১
মানত্বেন	মাণত্বেন	৮৪	১০	আহৃত	আহূত	৮৪	১৯
সাত্বতাং	সাত্বতাং	৮৯	১৯	মুণয়ঃ	মুনয়ঃ	৯০	৭
প্রসমায়নাঃ	প্রশমায়নাঃ	৯০	২৪	সদ্য পুনস্তি	সদ্যঃপুনন্তি	৯১	১৪
উকর্ষ	উৎকর্ষ	৯২	১০	মৎ	যং	৯৬	২
প্রশ্নস্থাপুত্তরং	প্রশ্নস্থাপ্যুত্তরং	৯৬	৮	তাৎপর্যং।	তাৎপর্য্যং	৯৭	২
আর্ত্তবেণ	আত্তবেণু	৯৭	৮	যসৈবাভ্যান্তদেব	যসৈবাভ্যাসতদেব	৯৮	৫
তদৈব	তদৈব	৯৮	৬	অমুক্রম	অনুক্রম	৯৮	১৬
এব	পর	৯৯	৬	দতএ ব	দতএব	১০০	৬
আশ্রয়নীয়	আশ্রয়ণীয়	১০০	৯	সপত্তি	সম্পত্তি	১০০	২২

শুদ্ধিপত্রম্

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কীরিটের	কিরীটের	১০১	১৩	শশী:	শশী	১০২	১
প্রশংসাপত্রের	প্রশংসাপাত্রের	১০৫	২৩	উচিং	উচিত	১০৭	২২
ধর্ম্ম	ধর্ম	২০৮	২১	প্রদত্ত	প্রদত্ব	১০৮	২২
প্রতিপদ্য	প্রতিপাদ্য	১০৯	৬	সত্য	সত্যং	১১০	১০
অমিত	অমিত	১১৬	২৩	নাপ্যগ্নয়তে	নাপাগ্নীয়তে	১২৪	৮
প্রভুনাংশেন	প্রভুণাংশেন	১২৯	৯	যস্যৈকাশেন	যস্যৈকাংশেন	১৩০	৫
একাশেংন	একাংশেন	১৩০	৬	কাম	কামকে	১৩৫	১৩
নাম	নামক	১৩৫	১৮	ব্রহ্মণ	ব্রহ্মন্	১৪২	১0
এক্ষনে	এক্ষণে	১৪২	১১	স্রষ্টা	স্রষ্টা	১৪৬	১১
ভগবন্নারায়ণো	ভগবান্নারায়ণো	১৫১	১	দিক্ষিত	দীক্ষিত	১৫২	১৮
মন্ত্র-দিক্ষিত	মন্ত্রদীক্ষিত	১৪২	২১	অর্শরোগ	অর্শোরোগ	১৫৪	১৭
বৃষ্ণ্যসভানবী	বৃষ্ণ্যসভাবনী	১৫৮	১০	ভৃত্যগীত	ভৃত্যগীতা	১৫৯	৩
স্বায়ম্ভুব	স্বায়ম্ভূব	১৫৯	১৮	ঔরষে	ঔরসে	১৬০	১২
তক্ষন্	ত ক্ষ্যন্	১৬২	৮	মনুষ্যকার	মনুষ্যাকার	১৬২	২০
তত্বদ্বচন	তত্তদ্বচন	১৬৪	১	কিম্	কিম	১৬৭	৩
কথম্ভুতস্য	কথম্ভূতস্য	১৬৮	৮	পাপিষ্ট	পাপিষ্ঠ	১৭৩	১৯
বৃহদ্বৈষ্ণরেহপি	বৃহদ্বৈষ্ণবেহপি	১৭৬	৬	উচিৎ	উচিত	১৭৭	৯,১৪
ভগবত্বা	ভগবত্ত্বা	১৮১	২৪	সত্বাদি	সত্ত্বাদি	১৮৪	২৪
দিত্যাদনন্তরঞ্চ	দিত্য,দনন্তরঞ্চ	১৮৫	৫	তদধঃশ্চিন্ত	তদধশ্চিন্ত	১৮৬	২
মনিমণ্ডপ	মণিমণ্ডপ	১৮৬	১৭	লীলার	লীলারস	১৮৬	২২
স্থূল.রভি	স্থুরভি	১৮৮	৪	তরূপং	তদ্রূপং	১৮৮	৮
শ্চিনোতি-	শ্চিনোতি	১৮৯	৩	গেপাবাসরূপা	গোপাবাসরূপা	১৮৯	৪
গোকুলাখ্যমিতি	গোকুলাখ্যমিতি			চতুস্কোণ	চতুষ্কোণ	১৯১	২৩

শুদ্ধিপত্রম্

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
নিকুঞ্জাং	নিকুঞ্জাঢাং	১৯৩	৩	ধতুময়ঃ	ধাতুময়ঃ	১৯৩	৫
অনবিচ্ছিন্ন	অনবচ্ছিন্ন	১৯৪	১৮	তদৈকাত্ম্য-	তদেকাত্ম-	১৯৫	৮
ব্রহ্মর্ষিগণ	ব্রহ্মর্ষিগণ	১৯৫	২০	ভাবনাং	ভাবানাং		
গমণের	গমনের	১৯৫	২২	মহত্বের	মহত্ত্বের	১৯৬	১৬
বদ্ধা	বদ্ধা	১৯৮	৩	যো	যো	১৯৯	৪
ব্রহ্মণো	ব্রহ্মণো	১৯৯	৭	সত্যং	সত্যং	২০০	৯
দয়াদীনাং	দয়াঢ্যানাং	২০০	১১	যুক্তানাং	যুক্তানাং	২০০	১২
যোলোকঃ	যো লোকঃ	২০০	১৪	বিনাশকারি	বিনাশকারিন্	২০০	২৩
ধৃতিমান্	ধৃতিমৎ	২০০	২৩	সর্ব্বগতত্ত্ব	সর্ব্বগতত্ব	২০১	৪
দামিণী	দামিনী	২০১	১০	করূপে	কিরূপে	২০১	২১
নিত্যত্ত্ব	নিত্যত্ব	২০৩	৪	রূপত্তং	রূপত্বং	২০৩	৬
তেক্ষ	তেষু	২০৫	২১	প্রমাণরূরে	প্রমাণরূপে	২০৫	২৪
রমনীয়	রমণীয়	২০৬	১৩	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য	২০৬	১৭
বাহিণী	বাহিনী	২০৭	২২	সরভিগন্ধি	সুরভিগন্ধি	২০৮	৩
পুষ্পায় তি	পুষ্পায়তি	১০৮	৪	ক্ষনমেকং	ক্ষণমেকং	২০৯	৪
রমনার্থং	রমণার্থং	১০৯	৪	আদিবরাহে	আদিবারাহে	২০৯	১৬
ক্ষনকাল	ক্ষণকাল	১০৯	১৮	তং	তৎ	২১০	৯
পৃথিব্যং	পৃথিব্যাং	২১১	৩	কস্তয়ো	কস্ময়ো	২১১	৬
পরমাত্মন	পরাত্মন	২১২	১	বিধত্তমেব	বিধত্বমেব	·১২	৬
স্ত্রীয়	স্ত্রিয়	·১২	৮	শক্তিত্ত্বম্	শক্তিত্বম্	২১২	১০
পরমাত্মনঃ	পরাত্মনঃ	১১২	১১	স্পৃষ্ঠ	স্পৃষ্ট	২১২	১৫

শুদ্ধিপত্রম্

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ইতৈবকারো	ইত্যেবকারো	১১৩	৩	সম্ভবিতই	সম্ভাবিতই	২১৩	১২
ধামরে	ধামের	২১৩	২০	পরিচ্ছিন্নস্য	পরিচ্ছিন্নস্য	২১৪	১
খো হসৌ	খ্যোহসৌ	২১৪	১০	সপাদ	স পাদ	২১৫	২
—	—	—	—	স্পৃশন্নেব	স্পৃশন্নেব	২১৫	৭
পরাক্রান্তং	পরাক্রন্তং	২১৫	২	স্পশ্যাতে	স্পৃশ্যাতে	২১৫	১০
রস্মাভি	রস্মাভি	২১৫	১০	অথৎ	অর্থাৎ	২১৫	১০
পরাক্রান্ত	পরাক্রন্ত	২১৬	২	স্পর্থ	স্পর্শ	২১৬	১৪
চক্ষুষচক্ষ	চক্ষুষশ্চক্ষ	২১৭	১	ব্রহ্মত্বং	ব্রহ্ম ত্বং	২১৭	১
এতামেবমুপ-	এতামুপ-			রাজভ্যো	রাজভ্যো	২২০	১
নিষদং	নিষদঃ	২১৭	৩	গুঢ়ং	গূঢ়ং	২২০	৪
সেইরূর	সেইরূপ	২২১	১২	বাণক্তি	বানক্তি	২২২	৬
জন্মবাদমাত্র	জন্ম বাদমাত্র	২২৩	২৭	লোড়র্থ ত্বং	লোড়র্থ ত্বং	২২৫	৮
মিত্যাপ্রাপ্য	মিতাত্রাপা	২২৬	৩	রর্ম্মং	ধর্ম্মঃ	২২৬	৬
লিঙ্গানুশাসন	লিঙ্গানুশাসন	২২৮	৮	দৃষ্টা	দৃষ্টা	২২৯	৯
দষ্টা	দষ্টা	২৩০	১০	ভ্রমন	ভ্রমণ	২৩০	১৯
স্বয়মান	স্তূয়মান	২৩১	১৫	পূর্বেনান্বয়ঃ	পূর্বেণান্বয়ঃ	১৩১	৮
বৈকুণ্ঠন্তরং	বৈকুণ্ঠান্তরং	২৩৩	৯	রূপেনৈবো	রূপেণৈবো	২৩৩	১১
ইত্যা	ইত্যা	২৩৪	১	নন্দারি	নন্দাদি	২৩৪	২০

বিঃ দ্রঃ—৪৪ পৃঃ ৮ পঙ্‌ক্তি

অর্থান্তরে তু সম্ভবতোকপদত্বে পদচ্ছেদঃ কষ্টং য় কল্পোত—এই অংশের অনুবাদ এইরূপ হইবে।—'ত্বরয়েতম্' এইরূপ একটি পদ সম্ভব হইলে 'ত্বরয়েতম্' পদের 'ত্বরয়া ইতম্'—এই পদচ্ছেদ করিয়া 'শীঘ্র আপনারা দুইজন

আমার নিকট আগমন করুন'—এই অর্থ কষ্ট কল্পিত হইয়া পড়ে। অসুর-গণকে বধ করিয়া মহাকালের নিকট পাঠাইলে তাহারা মুক্ত হইবে। কৃষ্ণার্জ্জুন আসিলে কি হইবে? অতএব এই অর্থ কষ্ট কল্পিত। সমাস নিষ্পন্ন পদকে একপদ বলে; কিন্তু তাহার ছেদ বা বিগ্রহ করিলে অর্থ সহজবোধ্য হয়; কষ্ট কল্পিত হয় না। যেমন, 'কলাযুক্তৌ অবতীর্ণৌ' মধ্যপদলোপী; অথবা 'কলায়াম্ অংশলক্ষণে' মায়িকপ্রপঞ্চে অবতীর্ণৌ' সপ্তমী তৎপুরুষ—এই দুই প্রকার সমাস বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভূমা পুরুষের অংশ এইরূপ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয় নাই। অতএব এই সংস্কৃত পঙ্‌ক্তি কলাবতীর্ণৌপদকে উদ্দেশ্য করিয়া উক্ত হয় নাই;—'ত্বরয়েতম্' পদকে উদ্দেশ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু (৪৪ পৃষ্ঠার ২৫ পংক্তি হইতে ৪৫ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তি পর্য্যন্ত) 'কলা-ভ্যামবতীর্ণৌ' এই তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে, তোমরা আমার কলাতে অব-তীর্ণ ......অর্থান্তর স্বীকার অনুচিত। ইত্যাদি রূপ অনুবাদ ভ্রমপরম্পরায় আগত বুঝিতে হইবে।

ইতি—

অনুবাদক

[এই গ্রন্থের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'কাত্যায়নীব্রত' রূপ আখ্যায়িকাটি সংযুক্ত হইল।]

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ! সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি!।
তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

শ্রীকাত্যায়নী ব্রত

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দগোপকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যংভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥ ভাঃ ১০।২২।১

হেমন্তের প্রথম মার্গশীর্ষ মাসে গোপকুমারীগণ হবিষ্য ভোজন পূর্ব্বক শ্রীকাত্যায়নীর অর্চ্চনরূপ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন।

পূজার মন্ত্র— কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥ ৪॥

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥ ৫॥

হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে কাত্যায়নি! নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি কর, তোমাকে নমস্কার করি।

এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই গোপকুমারীগণ পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপে কৃষ্ণগতচিত্তা কুমারীগণ একমাস ব্রত আচরণ পূর্ব্বক ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কামনা—যেন নন্দসুত পতি হন।

কাত্যায়নী কে?

ইনি চিৎ-শক্তিবৃত্তি **যোগমায়া,** বহিরঙ্গা মায়া নহেন, কিন্তু নামের সাদৃশ্যবশতঃ বহিরঙ্গা মায়া বলিয়া লোকের ভ্রম হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রমুখ আচার্য্যগণের বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। ভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, তুমি ব্রজে গমন পূর্ব্বক দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর। পরে আমি দেবকীর পুত্র হইব, আর তুমি নন্দ-পত্নী যশোদায় হইবে। এখানে পুত্রী হইবে এইরূপ বলেন নাই, বিদ্যমান থাকিবে মাত্র, কেহ দেখিতে পাইবে না (ভাঃ ১০।২। ৬-৯)। যোগ—ভগবৎশক্তিবিশেষ; ব্রহ্মাদিকেও মোহন করেন বলিয়া

মোহনত্ব-সাধর্ম্ম্যে তিনিই মায়া, জগৎ-কারণশক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা, একানংশানাম্নী (অংশ নন অংশিনী) (বৈষ্ণব তোষণী)। বিমলাদি নব সংখ্যক চিৎ-শক্তি বৃত্তি সমূহের পঞ্চমী (যোগা) (সারার্থদর্শিনী)।

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥ (ভাঃ ১০।১।২৫)

যাঁহার দ্বারা জগৎ সম্মোহিত হয়, সেই ভগবতী মায়া কার্য্যের নিমিত্ত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অংশের (ভগবদিচ্ছার) সহিত মিলিত হইবেন। মায়া—মায়া নাম্নী শক্তি, কার্য্য বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাঁহার দ্বারা জগৎ সম্মোহিত হয়, এই উক্তি দ্বারা চিৎশক্তি বারিত হইলেন অর্থাৎ এই জগৎ সম্মোহনকার্য্য চিৎশক্তির নহে, অংশ ভগবানের ইচ্ছা (চিচ্ছক্তি), তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া মায়া যশোদার মোহন করিবেন, অন্যথা যশোদার মোহনে সমর্থা হইবেন না (বৈষ্ণব তোষণী)।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মায়া ও যোগমায়ার কার্য্য এক নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের লীলাপরিকর ভক্তগণের এবং ভক্তদ্বেষী বহির্ম্মুখ কংসাদির মোহন কার্য্যের নিমিত্ত যোগমায়া ও মায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন। দেবকীর গর্ভাকর্ষণ ও যশোদার নিদ্রা উৎপাদন মায়ার কার্য্য নহে। বলভদ্র মায়ার নিয়ন্তা, তাঁহাকে মায়া আকর্ষণ করিতে পারেন না। যশোদা শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভগবানের নিত্য-পরিকর, তাঁহার নিদ্রা মায়াবৃত্তি রজোগুণের কার্য্য নহে, তাদৃশ নিত্যসিদ্ধ-গণের উপর মায়া প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থা। অতএব ইহা যোগমায়ার কার্য্য। দেবকীর কন্যারূপে কংস প্রভৃতির বঞ্চনা মায়ার কার্য্য। রাসাদি-লীলা যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। (যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ);

দুর্য্যোধন ও শাল্ব প্রভৃতি বিশ্বরূপ, গরুড়বাহনাদিরূপ দর্শন করিয়াও ধৃষ্ট যাদব বলিয়া জানিয়াছিল, ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে নাই, ইহা মায়ার কার্য্য, কারণ উহারা ভগবদ্বিমুখ।

মায়া যোগমায়ার বাহিরের অঙ্গ বা অংশ (সাপের খোলসের মত), (তামহিরিবত্বচম্ ভাঃ ১০।৮৭।৩৮)। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে মায়াকে যোগমায়ার আবরিকা শক্তিরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে।

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্ম্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভোজ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিপ্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা।
অস্যা আবরিকা শক্তির্ম্মহামায়াখিলেশ্বরী॥
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥

একবিধা একানংশানাম্নী, কৃষ্ণাত্মিকা, মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী, যে পরমা শক্তি তিনিই কান্ত কৃষ্ণকে জানেন, তিনিই দুর্গা। যাঁহার বিজ্ঞানমাত্রে মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই দেবদেব কৃষ্ণকে লাভ করা যায়, অন্যথায় হয় না। ইনি প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা-গোকুলেশ্বরী, ইঁহার দ্বারা আদিদেব সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সুলভ জানিবে। ভক্তি ভজন সম্পদ, প্রকৃতি অর্থাৎ হ্লাদিনীবৃত্তি ভক্তি, প্রিয়ের ভজন করেন। ইনি পূর্ণ রসস্বরূপ কৃষ্ণের প্রিয়া, আত্মপ্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতা শক্তি; অত্যন্ত দুঃখে তাঁহাকে জানা যায় বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'দুর্গা' বলিয়া থাকেন। ইঁহার আবরিকা শক্তি সর্ব্বেশ্বরী মহামায়া। যাঁহার দ্বারা সকল জগৎ মুগ্ধ ও সকলে দেহাভিমানী হয়।

এই যোগমায়া দুর্গাই সকল কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গোপীগণ এই চিচ্ছক্তিবৃত্তি মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গাকে উপাসনা করিয়াছিলেন।

চিৎশক্তি বৃত্তি দুর্গা ও মায়াশক্তি বৃত্তি দুর্গা প্রভৃতির নাম সমান বলিয়া উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে লোকের ভ্রম হইয়া থাকে।

'কাত্যায়নী' ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রদ মন্ত্র। সুতরাং এই কাত্যায়নী স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গ জগৎকারণ শক্তি নহেন। কারণ ভগবানের সহিত স্বরূপশক্তিরই ঐক্য আছে। জগৎকারণশক্তি স্বরূপশক্তি অপেক্ষা অতি তুচ্ছা। বিষ্ণুপুরাণে উভয় শক্তির ভেদ দৃষ্ট হয়, গুণাতীতা ও গুণাশ্রয়া।

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥ যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দেতামীশ্বরীং পরাম্॥ (সর্ব্বসম্বাদিনী ধৃত)।

অথবা যদি মন্ত্রে তৃতীয় পাদে ('নন্দ গোপসুতং' স্থলে) নিজের অভীষ্ট নাম যোজনা করিতে হইবে এইরূপ বিধি কল্পনীয় হয়, তাহা হইলে ব্রজের লীলা লোকবৎ বলিয়া মায়াশক্তির উপাসনা পাওয়া যায়।

উহা তাঁহাদের পরম কৃষ্ণপ্রেমেরই উল্লাসবৈচিত্র্য। প্রেমেই কৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাত্যায়নীর উপাসনায় নহে। কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ, তাহা গোপীগণের সিদ্ধ এবং সর্ব্বাধিক, তাঁহাদের সাধন বিচার নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ তাঁহারা সাধক নহেন, অতএব প্রেমের সাধকদের তাঁহাদের সব আচরণ অনুসরণীয় নহে। কেহ কেহ আপনাদিগকে অনন্য ভক্ত অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত মনে করিয়া সিদ্ধপ্রেমা গোপীগণ মহামায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন ভাবিয়া অনন্যভক্তেরও মহামায়ার উপাসনায় দোষ নাই কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই সিদ্ধা গোপীগণের প্রেমের কণামাত্রও স্পর্শ করিতে পারেন না। কেচিদনন্যম্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে ন তে তদীয়প্রেমগন্ধ সম্বন্ধ-গন্ধবাহমপি স্পৃশন্তি। (বৈষ্ণব তোষণী)॥

"শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা"

শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বিধ রূপে প্রতীত হন। মন্ত্রের কারণরূপে, বর্ণসমুদায়রূপে, অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে ও আরাধ্যরূপে। মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণে 'কৃষ্ণঃ প্রকৃতিঃ'

অর্থাৎ কারণ, কৃষ্ণই পুরুষ—অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপ, 'ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ' (ব্রঃ সং ৩)। 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' (ব্রঃ সং ১) আরাধ্যরূপ, বর্ণসমুদায় অর্থাৎ মন্ত্ররূপে 'কামঃ কৃষ্ণায়' (ব্রঃ সং ২৪)। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে মন্ত্র ও দেবতার অভেদ বর্ণিত হইয়াছে। 'বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতা মন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মংস্তত্ত্ববিদ্ভির্ব্বিচারিতে'॥ কোথাও যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দুর্গার অধিষ্ঠাতৃত্ব শুনা যায়, তাহা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিবার ইচ্ছায়। তাই গৌতমীয় কল্পে 'যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেখানে স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা নামে অভিহিত। সুতরাং ইনি মায়ার অংশভূতা দুর্গা নহেন ইহা বুঝা যায়। ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রে—"যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্।

যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মীরাধা নিত্যা পরাদ্বয়া" ॥

যাঁহার নামে আমি দুর্গা নামে বিখ্যাতা, যাঁহার গুণে আমি গুণবতী, যাঁহার বৈভব হইতে মহালক্ষ্মী হইয়াছেন, তিনি নিত্যা অদ্বয়া পরাশক্তি রাধা। (ব্রহ্ম সংহিতা ও টীকায় শ্রীলজীব গোস্বামী)। 'ত্বমেব পরমেশানি! অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা'—হে পরম-ঈশানি! তুমিই শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইত্যাদি বচনে শ্রীকৃষ্ণ ও মায়াবৃত্তি দুর্গার যে অভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিরাট্ (স্থূল ব্রহ্মাণ্ড) পুরুষ ও অন্তর্য্যামী পুরুষের মত, প্রাথমিক উপাসকদের অভেদ উপাসনার জন্য, শুদ্ধভক্তের জন্য নহে জানিতে হইবে। (ভঃ সঃ ২৮৫)

'অভেদ উপাসনা ও ভক্তি এক নহে'

উপাসক জীব, উপাস্য অন্তর্য্যামী ও উপাসনার অধিষ্ঠান দেবাসুরাদি ব্যষ্টি, সমষ্টি, স্থূল, সূক্ষ্ম জগৎ এই ত্রিতয়ের অভেদ আরোপ করিয়া উপাসনা কর্ম্মমার্গে বিহিত হইয়াছে। ইহা জ্ঞান বৈরাগ্যের অঙ্গ, মুখ্যফল চিত্তের একাগ্রতা। সগুণ পঞ্চোপাসনা এই উপাসনার অন্তর্গত। রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যাঃ (গীতা ১১)। ভক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি নির্গুণ, ভক্ত-

ভগবানের ভেদ সত্য। অভেদ উপাসনা আরোপিত, অবিদ্যাবৃত্তি, সুতরাং কালে উহা বাধিত হয়। ভক্তির সহিত বাহিরে সাদৃশ্য আছে বলিয়া উহাকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

অনন্য বা শুদ্ধভক্তের বিষ্ণু-বৈষ্ণবই একমাত্র উপাস্য, মায়া বা মায়িক বিভূতি দেবতাগণ উপাস্য নহেন—

"তস্মাত্ত্বমেবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি (ভাঃ ১২।৮।৪৬)। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীজন্মাষ্টমীপ্রকরণে ১৫।২২৮ টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

পাদাবভ্যঞ্জয়ন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে, নিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যেতি ভবিষ্যোত্তরোক্তং যদ্দেবকীপূজনানন্তরং লক্ষ্মীপূজনং প্রায়ঃ শিষ্টবর্গানাদৃতত্বাৎ, তথাগ্রে নবম্যাং প্রাতঃ শ্রীদুর্গাপূজনমপি নাত্র লিখিতম্।

দেবকীর চরণ সমীপে পাদাভ্যঙ্গনিরতা পদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে, ভবিষ্যোত্তরপুরাণোক্ত এই লক্ষ্মীপূজা এবং নবমী প্রভাতে শ্রীদুর্গা-পূজা প্রায় শিষ্টবর্গ আদর করেন নাই বলিয়া এখানে লিখিত হইল না।

অনন্যভক্তের অন্যদেবতার পূজা নিষেধের অভিপ্রায়

শিবরাত্রি-ব্রতপ্রসঙ্গে (হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৬৬-৬৭)॥

নম্র নাস্তং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্যং দেবং নিরীক্ষয়েৎ। চক্রাঙ্কিতঃ সদা তিষ্ঠেৎ মদ্ভক্তঃ পাণ্ডুনন্দন! ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্ত শ্রীভগবদ্বচনাদিনা বিরোধঃ স্যাৎ, তত্র শ্রীভগবদ্বচনমেব লিখতি যঃ শিব ইতি। আকাশানিলয়োরিবেতি দীপাদ্-দীপান্তরবৎ কারণেন সহ কার্য্যস্যাভেদাভিপ্রায়েণাবতারিণাত্মনা সহাবতারস্য শ্রীশিবস্যাভেদো দর্শিত ইত্যাদি॥ ৬৬॥ অতোঽত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ শিবশ্চান্যো দেব ইত্যেবমন্যত্বে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানামযুক্তমেব; কিন্তু যথা মৎস্যাদয়োলীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারোঽহরমিত্যভেদেন ন দোষাবহম্ অপিতু গুণ এব ভগবস্তুক্তিবিশেষ এব পর্য্যবসানাদিতি॥ ৬৭॥

হে পাণ্ডুনন্দন ! আমার ভক্ত অন্যদেবতাকে দেখিবে না, অন্য দেবতাকে নমস্কার করিবে না, সর্ব্বদা বিষ্ণুচক্রাঙ্কিত হইয়া অবস্থান করিবে। এই শ্রীভগবদ্বাক্যের সহিত শিবপূজাবিধায়ক বাক্যের বিরোধ হয় ? এই আশঙ্কায় শ্রীভগবদ্বাক্যই লিখিতেছেন—যে শিব সে আমিই ইত্যাদি। আকাশ ও বায়ুর মত আমাদের কিছুমাত্র ভেদ নাই। 'হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র' শ্লোকোক্ত আকাশ ও বায়ুর মত এক দীপ হইতে অপর দীপের মত কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে, স্বরূপতঃ অভেদ নহে। অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবতার শ্রীশিবের অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব বিরোধ স্থলে এই সিদ্ধান্ত—শ্রীবিষ্ণু এক দেবতা শ্রীশিব অপর দেবতা এই প্রকার ভেদ (স্বতন্ত্র ঈশ্বর) বুদ্ধি আসিলে শিবের নমস্কারাদি বৈষ্ণবগণের পক্ষে অনুচিতই, কিন্তু মৎস্যাদি যেরূপ লীলাবতার সেইরূপ শ্রীশিব গুণাবতার এইপ্রকার অভেদ বুদ্ধি হইলে শিবের নমস্কারাদি দোষাবহ নহে কিন্তু গুণই, কারণ ইহা ভগবদ্ভক্তি বিশেষে পর্য্যবসিত হয়। শিব পরম ভক্ত, ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভক্তিদানের নিমিত্ত পরস্পরের উপাসনা করিয়া থাকেন। অন্যোন্যভক্তিদানার্থমন্যোঽন্যোপাসনাপরৌ। বন্দে হরিহরৌ দেবাবন্যোন্যপ্রেমতৎপরৌ ॥ (শ্রীসনাতন গোস্বামী)। 'মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ। বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতিপ্রিয়ৌ ॥ (শ্রীধর স্বামিপাদ)।

শ্রীলজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—'ভগবৎ সন্দর্ভে শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুই শক্তির নিরূপণ করা হইয়াছে। যে শক্তি দ্বারা তাঁহার ভগবত্তা বা ভগবৎস্বরূপ প্রকটিত, তিনি প্রথমা, ভগবানের স্বরূপভূতা, তিনি শ্রীভগবানের মত শ্রীবৈষ্ণবগণের উপাস্যা। মায়ানাম্নী শক্তি দ্বিতীয়া, যাঁহার দ্বারা তাঁহার জগদ্ভাব বা জগদ্রূপ প্রকটিত, তিনি জগতের মতই উপেক্ষণীয়া। দ্বিতীয়ে সন্দর্ভে খলু পরমত্বেন শ্রীভগবত্ত্বং নিরূপ্য তস্য শক্তিদ্বয়ী নিরূপিতা। তত্র প্রথমা শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভগবদ্বদুপাস্যা তদীয়

স্বরূপভূতা। দ্বিতীয়া চাথ তেষাং জগদ্বস্তুপেক্ষ্যা মায়ালক্ষণা, যন্ময্যেব খলু তস্য জগত্তা (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ ১৮৩)।

চিৎশক্তি ও মায়াশক্তির অংশভুত দেবদেবীগণের স্বরূপ ভিন্ন

শ্রীভগবানের পীঠের আবরণ পূজায় যে গণেশ দুর্গা প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা বিষ্বক্‌সেনাদির মত ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠের সেবক। অতএব তাঁহারা মায়াশক্তিময় গণেশ দুর্গাদি নহেন। সেই বৈকুণ্ঠে মায়া নাই, মায়াশক্তিময় অপরের কথা কি? 'ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ' (ভাঃ ২।৯।১০)।

পাদ্মোত্তর খণ্ডে মায়াতীত বৈকুণ্ঠাদির প্রস্তাবে—সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গজানন, শঙ্খনিধি, পদ্মনিধি ও লোকগণ চতুর্থ আবরণ এবং ঐন্দ্রক, আগ্নেয়, যাম্য, নৈঋ‍্ত, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য, ঐশান ইঁহারা সপ্তম আবরণ বলিয়া মুনিগণ বলিয়াছেন। পরম ধাম বৈকুণ্ঠে সাধ্য, মরুদ্‌গণ, বিশ্বেদেবগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে নিত্যস্বরূপে বর্ত্তমান। আর এই প্রাকৃত স্বর্গের অধীশ্বরগণ অনিত্য। তাঁহারা অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক দেবতাগণের প্রসাদনীয় (পূজ্য) ভগবদ্বিভূতি স্থানীয় নিত্যদেবগণ স্বর্গ (গোলোক, বৈকুণ্ঠ) পালন করিতেছেন। সত্যাচ্যুতানন্তদুর্গাবিষ্বক্‌সেন-গজাননাঃ। শঙ্খপদ্মনিধীলোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্॥ ঐন্দ্রকাগ্নেয়যাম্যানি-নৈঋ‍্তং বারুণং তথা। বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্॥

সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ। নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ। তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্নিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ॥ তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিঃ (ভক্তি সং ২৮৫)। এই দেবতাগণ ভগবানের অংশস্বরূপই। ইঁহাদের ব্রতাদি বৈষ্ণবগণ করিতে পারেন কিন্তু মায়া ও তাঁহার অংশভূত দেবতাদের ব্রতাদি বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। 'অবৈষ্ণব ব্রতারম্ভ স্তথা জপ্যমবৈষ্ণবম্' (বিষ্ণু যামল হঃ ভঃ বিঃ ২।১১২)।

বৈষ্ণব বা ভাগবতগণ অবৈষ্ণব ব্রত ও অবৈষ্ণব মন্ত্র জপ করিবেন না।

মেদিনীপুর নিমতলার নিকটস্থ, তারা প্রেস, হইতে মুদ্রিত।